

লুটেরা

দুর্বিপাক

খলনায়ক

ANIK

সেবা প্রকাশনী

কাজী মায়মুর হোসেন

ওয়েস্টার্ন

[তিনটি বই একত্রে]

কাজী মায়মুর হোসেন

লুটেরা: ট্রেন-ডাকাত হারমারের সঙ্গে পরিচয় হতে ঘটনাচক্রে তিন শ' বিশ একর জমির মালিক হয়ে গেল রবার্ট হিকক। ওখানে আছে আড়াই লাখ ডলার ও সোনার মোহর। গুপ্তধন উদ্ধার করতে অ্যারিজোনায় চলে এল হিকক। আসতে লাগল একের পর এক আউট-ল। শুরু হলো আক্রমণ। সবাই ভাবছে রবার্ট জানে কোথায় আছে গুপ্তধন। আততায়ী খুন করতে চায়, জমি কেড়ে নিতে চায় প্রভাবশালী রানশার। কয় দিক সামলাবে হিকক?

দুর্বিপাক: ফেডারাল মার্শাল রিচার্ড হাডসন নিজ কাজে জড়িয়ে নিল প্রাক্তন আউট-ল রক বেননকে। বন্ধুকে নিয়ে ল্যাটিগো বেসিনে চলল বেনন। ওর মূল উদ্দেশ্য: ডাকাত ডাকোটা জোন্সকে সাহায্য করা। শুরু হলো এক লাখ ডলার নিয়ে বাঘে-মহিষে লড়াই। শেষে তাড়া খেয়ে শূন্যে হাজার ফুট উঠে গেল বেনন। তা হলে রানশার নরম্যান ফক্সকে কে বাঁচাবে? এগিয়ে আসছে লিঞ্চিং মব!

খলনায়ক: এ কিন্তু কোনও গল্প নয়। রবার্ট চেয ফালতু গল্প বলে না। এটা আমার জীবনের কাহিনি। শুনতে চান? আসুন জেলের ভিতর। কেউ বলে আমি গানফাইটার, কেউ বলে খুনে, কেউ বলে চোর-গুণ্ডা-বদমায়েশ। আসল কথা জানতে চান? একরত্তি মিথ্যে বলব না জীবনের শেষ সময়ে। আমার চেয়ে ভাল চেনে না কেউ পশ্চিমকে। আসুন, আমাকে লটকে দেয়ার আগেই ঘুরিয়ে আনি আপনাকে পুরনো সেই মুক্ত-স্বাধীন-অবারিত পশ্চিম থেকে। বহু কিছু জানবেন, যা আগে কখনও কল্পনাতে আসেনি আপনার।

সেবা
প্রকাশনী

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ওয়েস্টার্ন

লুটেরা
দুর্বিপাক
খলনায়ক

কাজী মায়মুর হোসেন

লুটেরা

প্রথম প্রকাশ:১৯৯৬

এক

রিয়ো গ্র্যাণ্ডে স্যান্টা মন্টে শহরের চেয়ে আকর্ষণীয় আর কিছু নেই। আকর্ষণটা অবশ্য অনুভব করে শুধু আউট-ল, রেনেগেডের দল। আইনের ধরাছোঁয়ার বাইরে ছোট্ট এই উত্তপ্ত শহর। ঘরবাড়িগুলো জীর্ণশীর্ণ, ধসে পড়ার দিন গুনছে। চারদিকের বুনো ফুল, ছোট ছোট ঢেউ খেলানো পাহাড় অথবা অন্য কোনও নৈসর্গিক দৃশ্য শহরের কদাকার ভাব দূর করতে পারেনি।

যতবড় অপরাধীই হোক এ-শহরে সবাই নির্ভয়ে আশ্রয় নেয়। রিয়ো গ্র্যাণ্ড একেবারেই বর্ডারের কাছে। ফলে আউট-ল একবার বর্ডার পেরলে শক্তিশালী পাসিরও কিছু করার থাকে না, ফিরে যেতে হয় নিষ্ফল হয়ে। সিলটি নদীর দক্ষিণ পাড়ে স্যান্টা মন্টে শহর গড়ে উঠেছে যেন আউট-লদের জন্যই।

এ-শহরের সবচেয়ে জনপ্রিয় বার 'ক্যান্টিনা লা পালোমা'। মদের দাগ পড়া রঙ চটা টেবিলের ওপর একহাত রেখে অলস ভঙ্গিতে বসে আছে ধূসর শার্ট পরা এক যুবক, অন্য হাতে ধরে আছে মেক্সিকান বিয়ারের বোতল।

সূর্যের তাপে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে যুবকের ত্বক। ঝকমকে পোশাক পরা স্প্যানিশদের মাঝখানে সাদামাঠা পোশাকধারী যুবকের দিকে দ্বিতীয়বার তাকাবে না কেউ। ধুলোয় মোড়া হাইহিল রাইডিং বুটের ভেতর গুঁজে দেয়া হয়েছে লিভাইস। মাথার স্টেটসন হ্যাট প্রায় আকৃতি হারিয়েছে। কোমরে ঝুলছে একটা পুরানো হোলস্টার, ফিতে দিয়ে উরুর সাথে বাঁধা। হোলস্টার থেকে বেরিয়ে থাকা ৪৫ কোল্ট সিক্সগানের বাঁটও জাঁকজমকহীন, বহু ব্যবহারে মসৃণ ওয়ালনাট কাঠ।

লা পালোমার নিয়মিত খদ্দেররা যুবককে দেখছে বেশ ক'দিন হলো। গুজব আছে বর্ডারের ওপার থেকে রাসলিঙ করে গরু আনে রবার্ট হিকক। টেক্সাস রেঞ্জারদের তৎপরতা বেড়ে যাওয়ায় আপাতত মেক্সিকোতে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে।

ক্যান্টিনার ছাদ অস্বাভাবিক নিচু, ছ'ফুট দু'ইঞ্চি লম্বা কোনও লোক মাথা চুলকাতে গেলে হাতের চামড়া ছিলে যাবে। বাতাস ভারী হয়ে আছে সিগারেটের ঘন ধোঁয়ায়, মদ আর ঘামের গন্ধ মিলে গুমোট পরিবেশ। মাতালদের চিৎকার চেঁচামেচিতে নরক গুলজার।

একটা সিগারেট তৈরি করে ঠোঁটে ঝোলাল রবার্ট। লণ্ঠনের হলুদ আলোয় অলস দৃষ্টিতে সবার উপর নজর বোলাল, তারপর সিগারেট ধরিয়ে চুমুক দিল বিয়ারের বোতলে, অন্যান্য দিনের মত আজও সে একলাই বসেছে। যুবকের

আচরণ বন্ধুভাবাপন্ন কিন্তু সতর্ক।

ক্যান্টিনার মাঝখানের টেবিলগুলো দখল করে আছে মেক্সিকানরা। রঙচঙে পোশাক আর ছোরা দেখে তাদের চেনা যায়। এদের ছাড়িয়ে রবার্টের দৃষ্টি স্থির হলো চওড়া কাঁধের এক রাইডারের ওপর।

লোকটার পরনে পুরানো জিন্সের শার্ট-প্যান্ট, ডান পায়ের বুটের ডগা দিয়ে বুড়ো আঙুল উঁকি দিচ্ছে। শেভ না করায় আধইঞ্চি দাড়ির জঙ্গলে মুখ ঢেকে আছে। মাঝখানের একটা টেবিলে ধুলোমাখা তিন মেক্সিকানের সাথে কার্ড পেটাচ্ছে সে। স্টেটসন হ্যাটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে থাকা কালো, লম্বা অবাধ্য চুলগুলোকে মাঝেমধ্যে হাত দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে কুটিল চোখজোড়ার ওপর থেকে।

রবার্টের জানা আছে, প্রায় এক সপ্তাহ আগে এ-শহরে এসেছে এই লোক। প্রচুর গেলে, কিন্তু কোনও বন্ধু গড়ে ওঠেনি এখনও। পর্যাপ্ত টেকিলা পেটে পড়লেই ঝগড়াটে হয়ে ওঠে লোকটা, বোধহয় আইনের তাড়া খাওয়ার ধাক্কা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। কার্ডে চুরি করছে সে, লক্ষ করল রবার্ট। দুইবার একটা কার্ড সরিয়ে হাঁটু দিয়ে চেপে টেবিলের গায়ে আটকে রেখেছে সে।

ওই লোক ঝামেলা খুঁজছে, সিদ্ধান্তে পৌঁছল রবার্ট। মেক্সিকান তিনজন বোকা হতে পারে, কিন্তু জাতিগত ভাবেই ভয়ঙ্কর প্রতিহিংসাপরায়ণ—গোখরোর মত। টের পেলে রাইডার পিস্তল ড্র করার আগেই ছোরার কোপে কিমা হয়ে যাবে।

অন্যদিকে চেয়ে ছিল, কার্ড টেবিলের দিক থেকে গোলমালের শব্দ শুনে নজর ফেরাল রবার্ট। টেবিলের মাঝখানের পট থেকে মুদ্রাগুলো মুঠো করে তুলে নিয়েছে রাইডার। স্প্যানিশ গালে গমগম করে উঠল ক্যান্টিনা। টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে হোলস্টারের দিকে হাত বাড়াল রাইডার, আধো অন্ধকারে ঝিক করে উঠল তিনটে ছোরার ব্লেড।

রবার্টের হাতের সিক্সগান গর্জে উঠল, পাক খেয়ে পড়ে গেল ডান দিকের মেক্সিকান। বাম হাতে চেপে ধরল ডান কাঁধ, আঙুলের ফাঁক গলে নামছে রক্ত। বুড়ো আঙুল দিয়ে হ্যামার ওঠাল রবার্ট, শীতল কণ্ঠে বলল, 'পরের বার গুলি করব খুন করার জন্য, অ্যামিগো, ভাগো।'

কালো চোখে তীব্র ঘৃণা নিয়ে রবার্টের দিকে চাইল মেক্সিকান দু'জন। ছোরা কোমরে গুঁজে আহত সঙ্গীকে নিয়ে বেরিয়ে গেল ক্যান্টিনা ছেড়ে। ঘটনাটা যারা দেখছিল তারা আবার মনোযোগ দিল নিজেদের দিকে। গুমোট বাতাসে পোড়া গান পাউডারের গন্ধটা ছাড়া মুহূর্তে স্বাভাবিক হয়ে এল আর সবকিছুই

সিক্সগান হোলস্টারে ঢোকাল রবার্ট, চুমুক দিল বিয়ারে। নিজেকে বকল অন্যের ব্যাপারে বোকার মত নাক গলানোর জন্য।

স্বস্তির শ্বাস ফেলে ধপ করে চেয়ারে বসল চওড়া কাঁধের রাইডার। আকস্মিক সহিংসতায় হতভম্ব হয়ে গেছে। একটু পর টেবিলের ওপর ছড়ানো ছিটানো

কার্ডগুলো সরাল সে, স্তূপীকৃত ডিনেরো প্যান্টের পকেটে পুরে উঠে দাঁড়াল। ঠোঁটে লাজুক হাসি নিয়ে রবার্টের টেবিলের সামনে এগিয়ে এলো। একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল ওর সামনে 'লেজেট স্মিথ,' হাত বাড়িয়ে নিজের পরিচয় দিল লোকটা।

হ্যাণ্ডশেক করল রবার্ট, শীতল নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল, 'মাটির তলায় শুয়ে থাকতে না চাইলে ওদের সাথে আর লাগতে যেয়ো না।'

ঘাড় ফিরিয়ে চারদিকে নজর বোলাল স্মিথ, বিরক্ত স্বরে বলল, 'এখানে আর করার আছেটা কী!'

শ্রাগ করল রবার্ট, আরেকটা সিগারেট রোল করায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ ওর দিকে চেয়ে থেকে ওয়েইটারকে ডাক দিল রাইডার। নোংরা সাদা শার্ট আর ঢিলা পাজামা পরা ওয়েইটার এগিয়ে আসার পর রবার্টের দিকে চাইল স্মিথ, 'কী খাবে?'

'লাগবে না।'

টেবিলের ওপর রাখা আধখালি বিয়ারের বোতলটার দিকে চাইল স্মিথ। 'দুটো টেকিলা,' একটা রুপোর ডলার ওয়েইটারের হাতে দিল সে। ওয়েইটার চলে যাবার পর বলল, 'ফতুর হয়ে গিয়েছিলাম।' প্যান্টের পকেটে চাপড় মারল, 'এখন আর টাকার অসুবিধে নেই।'

'মেক্সিকানদের টাকা মেরে দিয়েছ!'

'তো কী হয়েছে?' মাতালের হাসি হেসে প্রশ্ন করল স্মিথ। নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে এল ওয়েইটার, টেবিলের ওপর দুটো গ্লাস নামিয়ে রেখে চলে গেল। একটানে নিজের গ্লাস খালি করল রাইডার, আত্মতৃপ্তির সাথে বলল, 'তুমি কল্পনাও করতে পারবে না, আমার দাম দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার ডলার!'

কোনও উৎসাহ দেখাল না রবার্ট। এই লোকটার কোনকিছুই পছন্দ করার মত নয়, অনুভব করল সে। ক্যান্টিনা লা পালোমায় এরকম অনেক গালগল্প শুনেছে রবার্ট। নিঃসঙ্গ তাড়া খাওয়া মাতাল অপরাধীরা অপরিচিতদের শোনায় এসব গল্প।

'তুমি প্রশ্ন করতে পারো,' একাই আলাপ চালিয়ে গেল স্মিথ, 'এত টাকার মালিক হয়েও কেন স্যাডল বেচে বীন কিনে খাচ্ছি।'

'আমি অন্যের ব্যাপারে আগ্রহী নই।'

'কোয়ার্টার মিলিয়ন ডলার তোমাকে টানছে না, বিশ্বাস করতে বলো?' বাঁকা হাসি ফুটল স্মিথের ঠোঁটে। সিগারেটের ছাই ঝেড়ে হেলান দিয়ে চেয়ারে বসল। 'আসলে আমি পালিয়ে বেড়াচ্ছি।' রবার্টকে দেয়া টেকিলার গ্লাসটা নিজেই খালি করে নিচু গলায় বলল সে।

'সবাই এখানে পালিয়েই আসে,' নিস্পৃহ কণ্ঠে মন্তব্য করল রবার্ট।

'অ্যারিজোনায় আমার মাথার দাম পাঁচ হাজার ডলার!'

'কিন্তু তুমি অ্যারিজোনা থেকে অনেক দূরে।' একঘেয়ে কথাবার্তায় বিরক্তি বোধ করছে রবার্ট।

অতিরিক্ত মদ্যপানে মুখ খুলে গেছে লোকটার, অথবা দীর্ঘদিন চেপে রাখার পর কথা না বলে পারছে না। এটা ঠিক যে স্মিথের ব্যাপারে কেউ উৎসাহী না হলেও কোয়ার্টার মিলিয়ন ডলার টানবে যে কাউকে। আগ্রহী হয়ে উঠল রবার্ট হিকক।

'অ্যারিজোনার কপার ভ্যালির নাম শুনেছ?' জড়ানো কণ্ঠে প্রশ্ন করল স্মিথ। 'ওখানে ট্রেন ডাকাতি করেছিলাম।' ওয়েইটারকে ডেকে খালি গ্লাস ভরে আনতে বলল সে। রবার্টকে জিজ্ঞেস করল, 'ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?'

'না,' হাই তুলল রবার্ট। সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'কাজটা কীভাবে সারলে জানার আগে আর ঘুম আসবে না।'

'একেবারে পানির মত,' চোখ টিপল স্মিথ। 'তিন সঙ্গীসহ ট্রেনে উঠে পড়লাম আমি, নির্দিষ্ট বগিটা এঞ্জিন থেকে আলাদা করলাম। তারপর গার্ডকে খুন করে ডলারসহ সরে পড়লাম। কোল্ড ক্রীকে আধ সেকশন জমি আছে আমার, সেখানে গেলাম সবাই। জেড আমাকে বিশ্বাস করেনি, ঝেড়ে দিলাম ওকে। শুনছ তো?' জড়ানো গলায় জিজ্ঞেস করল সে। রবার্ট মাথা ঝাঁকানোয় আবার শুরু করল, 'পাসির ভয়ে ছড়িয়ে পড়লাম আমরা।

'তাড়া খেয়ে জীবন বাজি রেখে ছুটলাম আমি। আমার জমিতে গোপন এক জয়গায় লুকিয়ে রাখলাম সমস্ত টাকা। কেউ খুঁজে পাবে না আমি ছাড়া। বুঝলে? কেউ না!' তৃপ্তিতে আউট-লর দু'ঠোঁট কানের কাছে গিয়ে ঠেকেছে।

রবার্ট কোনও জবাব দিল না, একদৃষ্টিতে সামনের চৌকো জানালার দিকে চেয়ে রইল। অল্পক্ষণেই সে নিশ্চিত হলো, ভুল দেখেনি। জানালার পাশ দিয়ে যেতে যেতে চট করে ভেতরে চাইল দু'জন মেক্সিকান। এদের টাকাই মেরে দিয়েছে লেজেট স্মিথ। পাল্টা আঘাত ওরা হানবেই।

'তোমার বিপদ হলে অন্যরা পুরো টাকা ভাগ করে নেবে?' শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করল রবার্ট।

ওয়েইটারের রেখে যাওয়া টেকিলায় লম্বা চুমুক দিল স্মিথ, 'না, ওরা টাকা কোথায় আছে জানে না। তা ছাড়া পরিকল্পনা করেছিলাম আমি, ওই টাকা আমার প্রাপ্য।'

শীতল দৃষ্টিতে লেজেট স্মিথকে দেখল রবার্ট। সাপের মত বিপজ্জনক এই লোক, সঙ্গীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে বাধে না একবিন্দু। 'তুমি বোধহয় স্যান্টা মন্টে থেকে বেরতে পারবে না,' সহজ কণ্ঠে বলল।

'ঠেকাচ্ছে কে, তুমি?' চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করল স্মিথ। কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে হাসল, 'টাকার অভাব নেই আর। কাল সকালেই রওনা হয়ে যেতে পারব।'

'কাল ভোরে তুমি রিয়ো নদীতে ভাসবে। পেটের নাড়িভুঁড়ি একটাও ভেতরে থাকবে না,' শুকনো গলায় বলল রবার্ট হিকক।

দুই

লেজেট স্মিথের কুটিল চোখজোড়ায় ভয়ের ছায়া ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল, সে জায়গায় স্থান নিল সন্দেহ। 'কী বোঝাতে চাইছ?' তীক্ষ্ণ কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল সে।

'জানালার দিকে তাকাও,' বাম হাতে ইঙ্গিত করে ডান হাতে বিয়ারের বোতল তুলে চুমুক দিল রবার্ট।

ঝট করে ঘাড় ফেরাল মাতাল আউট-ল। চৌকো কাঁচের জানালা দিয়ে বাইরের রাস্তায় গিয়ে পড়েছে লণ্ঠনের হলুদ মৃদু আলো, সেই আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল দুই মেক্সিকান জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে চেয়ে আছে তার দিকে। চোখাচোখি হতেই সরে গেল তারা, অন্ধকারে গা ঢাকা দিল।

স্মিথের চেহারা থেকে রক্ত সরে গেছে, লক্ষ করল রবার্ট। অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে দাড়ি চুলকাল আউট-ল, ফিসফিস করে জানতে চাইল, 'আমাকে ছুরি মারবে নাকি ওরা?'

'অবশ্যই। ওদের টাকা মেরে দিয়েছ তুমি!'

'আইন নেই এই শহরে?'

'আইন! স্যান্টা মন্টেতে আইন! তুমি পাগল নাকি?' হাসল রবার্ট হিকক।

ঘাড় ফিরিয়ে ক্যান্টিনার ভেতরে নজর বোলাল লেজেট স্মিথ, বিপদে পাশে দাঁড়াবে এমন একটা বন্ধুভাবাপন্ন চেহারা খুঁজল। পুরো ক্যান্টিনা কঠোর চেহারার আউট-লয়ে ভর্তি, সদয় একটা মুখও চোখে পড়ল না তার।

'বাঁচার উপায় নেই তোমার,' শান্ত স্বরে বলল রবার্ট, 'প্রতিদিন অন্তত এক ডজন লোক খুন হয় রিয়ো গ্র্যাণ্ডে, বিচার হয় না।'

প্যান্টের পকেটে ডান হাত পুরল লেজেট স্মিথ, মুঠো করে বের করে আনল নোংরা কাগুজে নোট এবং খুচরো পয়সা। টেবিলের ওপর রেখে ঠেলে দিল রবার্টের দিকে, মৃদু কণ্ঠে বলল, 'আমাকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাও। সব টাকা তোমার!'

'অসম্ভব! এত কম টাকার জন্য কোনও কাজ আমি করি না।'

কাঁপা হাতে টাকা-পয়সা তুলে পকেটে পুরল লেজেট স্মিথ, একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকে লক্ষ করে মুখ খুলল রবার্ট, 'এক শর্তে সাহায্য করতে পারি।'

'কোন শর্তে?' সামনে ঝুঁকে থুতনিটা রবার্টের বিয়ারের বোতলে প্রায় ঠেকিয়ে ফেলল আউট-ল।

'টেক্সাসে ফিরতে পারছি না তুমি যদি তোমার কপার ভ্যালির ওই আধ সেকশন জমি আমাকে লিখে দাও, তা হলে এখান থেকে তোমাকে নিরাপদে বের করে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে পারি।'

লেজেট স্মিথ জাতে মাতাল তালে ঠিক, ঝট করে চেয়ারে সোজা হয়ে বসল সে, বিস্মিত কণ্ঠে বলল, 'কিন্তু...কিন্তু ওই জমি দিই কী করে! ওখানেই এক জায়গায় লুকিয়ে রেখেছি লুটের টাকা!'

'বেশ,' শান্তস্বরে বলল রবার্ট হিকক, 'আমার প্রস্তাবে রাজি হওয়া না হওয়া তোমার ইচ্ছে। তবে আজকে আমার সাহায্য না পেলে কোনদিন ওই টাকা ভোগ করতে পারবে না।'

ঘনঘন জানালার দিকে চাইল আউট-ল। সোজা হয়ে বসে চেষ্টাকৃত হাসি ফোটা ঠোঁটে, কান্নার সাথেই বেশি মিল সে হাসির। 'ওখানে আমার লুট করা টাকা খুঁজতে চাইছ তুমি!' বলল লেজেট স্মিথ।

'আমার ধারণা ঠিক হলে তোমার আধ সেকশন জমিতে শত শত লোক খুঁজেছে লুটের টাকা। এবং এতদিনে পেয়েও গেছে। এই জীবনে ওদের খোঁড়া গর্ত বুজিয়ে তোমার জমিতে হোমস্টেডিঙ করতে পারব কি না কে জানে!'

'আমি ছাড়া লুটের টাকা কেউ খুঁজে বের করতে পারবে না। অসম্ভব! বিশ বছর পরও ওখানেই থাকবে আমার টাকা,' চেয়ারে হেলান দিল স্মিথ।

'কিন্তু বাজি ধরতে পারি বিশ ঘণ্টাও বাঁচবে না তুমি আমার সাহায্য ছাড়া,' শান্ত কণ্ঠে বলল রবার্ট। ওর উজ্জ্বল কালো চোখ দুটো ইশারায় স্মিথকে জানালা দেখিয়ে দিল।

জানালার ওপারে দু'জোড়া কালো নিষ্ঠুর চোখের সাথে আগেই মোলাকাত হয়েছে লেজেট স্মিথের, ভাষা পড়তে অসুবিধে হয়নি তার অস্বস্তির সাথে জানালার ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিল স্মিথ।

রবার্টের কণ্ঠস্বরে বাস্তবে ফিরে এল আউট-ল 'আমি যদি তোমার ওই তিন শ' বিশ একর জমির মালিক হই...' এক মুহূর্ত থেমে কথাটার গুরুত্ব বোঝানোর চেষ্টা করল রবার্ট, 'গুপ্তধন শিকারীরা আসতে সাহস পাবে না। পরে এক সময় টাকা তুলে নিয়ে গায়েব হয়ে যেয়ো তুমি।'

'ফালতু প্যাচাল বন্ধ করে আগে নিরাপদে শহরের বাইরে পৌছে দাও,' নিচু অসহিষ্ণু স্বরে বলল স্মিথ।

বিনিময়ে তিনশ' বিশ একর জমি পাচ্ছি?'

'পাচ্ছ।'

হাসি ফুটল রবার্টের ঠোঁটে, সতর্ক দৃষ্টিতে চাইল চৌকো জানালার দিকে। একটা ছায়া রাস্তার ওপর থেকে দ্রুত সরে যেতেই উঠে দাঁড়াল রবার্ট, স্থির কণ্ঠে নির্দেশ দিল. 'আমার পেছন পেছন দৌড়াও।'

রবার্টের পেছনে টেবিলগুলো এড়িয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটল লেজেট স্মিথ। বার কাউন্টারের কাছে এসে স্প্যানিশ ভাষায় কীপারকে কী যেন বলল রবার্ট, একটা দশ ডলারের স্বর্ণমুদ্রা ছুঁড়ে দিল তার দিকে।

মুদ্রাটা শূন্যে লুফে নিল বারকীপার, কাউন্টারের পেছনের একটা দরজা খুলে দিল। কাউন্টার টপকে হুড়মুড় করে দরজাটা পেরল ওরা দু'জন। আধো অন্ধকারে একটা স্টোর রুমে ঢুকল। বারকীপ ওদের ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল। রুমের শেষ মাথার দেয়ালে আরেকটা দরজা। ওটার বোল্ট খুলল সে, ওদের বেরিয়ে যেতে ইঙ্গিত করল. দরজা পেরিয়ে রবার্ট বুঝল ক্যান্টিনার পেছন দিক এটা। ফ্যাকাসে চাঁদের আলোয় দাঁড়িয়ে স্মিথকে প্রশ্ন করল সে, 'কোথায় উঠেছ?'

পেছনে দরজা বন্ধ করার মৃদু শব্দে চমকে উঠল আউট-ল, সামলে নিয়ে বলল, 'নদীর ধারে একটা কেবিনে।'

আশপাশের কেবিনগুলো আলো ছায়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। দূরে কোথাও থেকে ভেসে আসছে গিটারের মিষ্টি সুর। মাথার ছ'ইঞ্চি ওপর দিয়ে ডানা ঝাপটে উড়ে গেল একটা বাদুড়, ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল স্মিথ।

'দৌড় দাও,' নির্দেশ দিল রবার্ট, 'আমি তোমাকে কাভার দিচ্ছি!'

অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে দৌড়ে কেবিনগুলো পেরিয়ে গেল লেজেট স্মিথ। তার সাথে তাল মেলাতে কষ্টই হলো রবার্টের। পরিষ্কার বুঝল সে, প্রাণভয়ে মদের নেশা উড়ে গেছে আউট-লর। দু'জনের বুটের শব্দ ছাড়া চারদিকের নিস্তব্ধতা ভাঙছে শুধু রাত জাগা পাখির ডাক আর গিটারের শব্দ। অনেক দূরে বিলাপ করে উঠল একটা কয়োট। মেক্সিকান দু'জনের ছায়াও দেখা গেল না কোথাও।

বেশ কিছুক্ষণ পর দৌড় থামিয়ে ঘুরে দাঁড়াল রবার্ট। ফেলে আসা পথে নজর বোলাল সতর্ক দৃষ্টিতে। ওর মনে হলো একটা ছায়া যেন অপেক্ষাকৃত গাঢ় আরেকটা ছায়ার মধ্যে মিলিয়ে গেল। আলো আঁধারিতে ওটা চোখের ভুলও হতে পারে। ওদিকে দৌড়ে রবার্টকে অনেকখানি পেছনে ফেলে দিয়েছে লেজেট স্মিথ। এক মুহূর্ত দ্বিধা করল রবার্ট, তারপর আউট-লকে ধরার জন্য দৌড়াতে শুরু করল। এখন সে নিশ্চিত নয় যে অপেক্ষমাণ মেক্সিকানদের ফাঁকি দিতে পেরেছে ওরা।

নদীর তীরে একটা পোড়ো কেবিনের সামনে থামল লেজেট স্মিথ। ঘন ঝোপঝাড়ে অর্ধেক ডুবে আছে কেবিনের বাইরের চার দেয়াল। খসে পড়ার

অপেক্ষায় থাকা দরজাটা খুলল সে, ভেতরে প্রবেশ করল। ঘরের একপাশে রাখা ছোট্ট একটা র‍্যাকের ওপর দাঁড় করানো মোমবাতি ধরাল আউট-ল।

দরজায় দাঁড়িয়ে ভেতরের আসবাবপত্র দেখল রবার্ট মোমবাতির কাঁপা কাঁপা ম্লান আলোয়। মনে মনে ভাবল, এরচেয়ে পরিষ্কার শুয়োরের খোঁয়াড়ও দেখেছে সে। মেঝেতে পড়ে আছে অগুনতি সিগারেটের আধপোড়া টুকরো, খালি মদের বোতল গুণে শেষ করা কঠিন। টেবিলের ওপর একটা প্লেটে আধখাওয়া বীন পড়ে আছে, অসংখ্য মাছি ভিন-ভিন করছে প্লেটের ওপর এবং চারধারে।

টেবিলের পেছনে একটা বেঞ্চে ধপ করে বসল আউট-ল। চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে স্বস্তি ফিরে এসেছে মনে। একটা সিগারেট রোল করে ঠোঁটে ঝোলাল সে, হেসে বলল, 'মেক্সিকানগুলোকে বোকা বানিয়ে দিয়েছি আমরা।'

'এটুকু বলা যায় ওদের কিছুটা দেরি করিয়ে দেয়া গেছে,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল রবার্ট। হাতের ঝাপটায় মাছি তাড়িয়ে টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল, 'এখন আমার...'

'ধুর!' ওকে থামিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল আউট-ল, 'আমাকে অত বোকা মনে করেছ নাকি!' প্যান্টের পকেটে হাত পুরে দোমড়ানো মোচড়ানো অনেকগুলো নোট আর খুচরো বের করে টেবিলের ওপর রাখল সে। বিশ ডলারের একটা নোট বেছে এগিয়ে দিল রবার্টের দিকে, বলল, 'প্রায় কোনও পরিশ্রম ছাড়াই বিশটা ডলার রোজগার হয়ে গেল তোমার!'

'তুমি আমার প্রস্তাবে রাজি ছিলে,' শীতল কণ্ঠে মনে করিয়ে দিল রবার্ট।

'আমি ঠাট্টা করেছিলাম,' লেজেট স্মিথের ঠোঁটে হাসি ফুটল, চোখজোড়াকে স্পর্শ করল না সেটা। বিশ ডলারের নোটটা ছাড়া সমস্ত মুদ্রা আবার পকেটে পুরল সে, পরমুহূর্তেই তার হাতে উঠে এল সিক্সগান। ওটার নল রবার্টের বুক বরাবর তাক করে কঠিন স্বরে বলল, 'ইচ্ছে করলে এই বিশ ডলার নিয়ে যেতে পারো।'

'বেশ,' হতাশ ভঙ্গিতে শ্রাগ করল রবার্ট হিকক। এক পা এগিয়ে হাত বাড়াল কোঁচকানো নোটের দিকে। বিদ্যুৎ খেলে গেল তার শরীরে, দেহের পুরো ওজন দিয়ে টেবিলের কিনারায় ধাক্কা দিল সে। স্মিথের পেটে প্রচণ্ড জোরে খোঁচা লাগাল টেবিলের বেরিয়ে থাকা অংশ। বেঞ্চসহ মেঝেতে উল্টে পড়ল আউট-ল। ট্রিগারে চাপ পড়ায় বন্ধ ঘরে বজ্রের মত শব্দ করল সিক্সগানের গর্জন। ছাদের বীমে গিয়ে গাঁথল বুলেট।

লাফ দিয়ে টেবিলটা টপকাল রবার্ট। এক লাথিতে আউট-লর হাত থেকে উড়ে গেল সিক্সগান। ব্যথায় কাতরে উঠল লেজেট স্মিথ। হোলস্টারে ছোবল মারল রবার্টের হাত, বেরিয়ে এল ওর সিক্সগান। 'ওঠে দাঁড়াও!' আউট-লর দিকে ·৪৫-এর নল তাক করে শান্তস্বরে বলল সে।

ব্যথায় বিকৃত চেহারায় উঠে দাঁড়াল ট্রেনডাকাত। দু'চোখে রাগ আর ঘৃণা

নিয়ে দেখল রবার্টকে। 'তা হলে তুমি ঠাট্টা করছিলে!' মুচকি হাসি ফুটল রবার্টের ঠোঁটে, 'কিন্তু আমি ঠাট্টা করছি না। তাড়াতাড়ি জমির দলিল বের করে আমার নামে লিখে দাও।'

'আমি…আমি আসলে মিথ্যে বলেছিলাম,' চোখ সরিয়ে নিয়ে ফিসফিস করল স্মিথ।

একদৃষ্টিতে তাকে খানিকক্ষণ দেখে কোল্টের হ্যামার বুড়ো আঙুলে ওঠাল রবার্ট। মৃদু 'ক্লিক' শব্দে চমকে উঠল আউট-ল। 'দোজখে গেলে তোমার সাথে দেখা করব,' শান্তকণ্ঠে বলল যুবক।

'না…দাঁড়াও!' দ্রুত বলেছে, ফলে বলায় কথা জড়িয়ে গেল স্মিথের।

কেবিনের ডান ধারে কটের দিকে টলমল পায়ে এগুলো সে। সতর্ক চোখে তার নড়াচড়া লক্ষ করল রবার্ট। কটের সামনে হাঁটু মুড়ে বসে ওটার তলা থেকে একটা ওয়ার-ব্যাগ টেনে বের করল আউট-ল। ব্যাগ খুলে মোড়ানো একটা দলিল রবার্টের পায়ের সামনে ছুঁড়ে দিল।

'দেয়ালে বুক ঠেকিয়ে দাঁড়াও,' নির্দেশ দিল রবার্ট। আদেশ পালন করল আউট-ল। নিষ্কম্প হাতে তার দিকে সিক্সগান ধরে রেখে দলিলটা তুলে নিয়ে খুলল যুবক। ঠিকই আছে, অ্যারিজোনা টেরিটোরির কপার ভ্যালিতে এই দলিল অনুযায়ী তিনশ' বিশ একর জমি আছে এক লোকের। কিন্তু দলিল মালিকের নাম জেস হারমার! 'তোমার আসল নাম জেস হারমার?' জিজ্ঞেস করল রবার্ট।

ঘুরে দাঁড়িয়ে দাঁত কিড়মিড় করে মাথা ঝাঁকাল আউট-ল।

পিছিয়ে গিয়ে বামপায়ে বেঞ্চটা সিধে করল রবার্ট। ওটার ওপর দলিলটা রেখে বুক পকেট থেকে পেন্সিল বের করল। 'এই দলিলের ওপর তুমি লিখবে, "পুরো টাকা বুঝে পেয়ে জমির স্বত্ব রবার্ট হিককের কাছে হস্তান্তর এবং স্বত্বান্তর করলাম"। বুঝেছ? আইনসম্মত হয়তো হলো না, তবে এর বেশি কিছু এখানে করা সম্ভবও নয়,' মুচকি হাসি ফুটল ওর চেহারায়, 'এবার এগিয়ে এসে যেভাবে বলেছি সেভাবে সই করে দাও।'

লেজেট স্মিথ ওরফে জেস হারমার দ্বিধা করল এক মুহূর্ত, আড়চোখে দেখল মেঝেতে পড়ে থাকা সিক্সগান। ঝুঁকি নেয়ার সাহস হলো না তার। মুখ খিস্তি করে এগিয়ে এসে বেঞ্চে বসল। রবার্টের নির্দেশ অনুযায়ী লেখা শেষ করে দলিলটা মুড়িয়ে এগিয়ে দিল।

হাত বাড়াল না রবার্ট, মৃদু কণ্ঠে বলল, 'দলিলে তুমি সই করতে ভুলে গেছ, বন্ধু। তা ছাড়া আমার মনে হয় হস্তান্তরের তারিখটাও দেয়া দরকার।'

বাধ্য ছেলের মত দলিলে নির্ধারিত জায়গায় সই করে তারিখ বসাল হারমার। দলিল পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হয়ে প্যান্টের পকেটে গুঁজল রবার্ট। পিছিয়ে গিয়ে

দরজার চৌকাঠে দাঁড়াল সে, বলল, 'এখনই রওনা হয়ে যাও। নইলে নদীতে তোমার লাশ ঠোকরাবে মাছে। আমার ধারণা, পিছু ছাড়েনি ওরা।'

জবাবে কোনও কথা বলল না আউট-ল, রক্তলাল চোখে চেয়ে থাকল ওর দিকে।

বাইরের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল রবার্ট হিককের ছায়া। সতর্ক পদক্ষেপে বড় রাস্তা এড়িয়ে ক্যান্টিনার সামনে উপস্থিত হলো সে। বাড়ির বাইরে দিয়ে পেঁচিয়ে ওপরের হোটেলে উঠে গেছে কাঠের সিঁড়ি। সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দিয়ে চারদিকে নজর বোলাল সে, কাউকে দেখতে পেল না। বার থেকে হৈ-চৈ ভেসে আসছে মাঝে মধ্যে। গিটারের শব্দ থেমে গেছে। দোতলায় রুম ভাড়া নিয়েছে রবার্ট, দ্রুত পায়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল।

দোতলায় সিঁড়ির ছোট্ট ল্যাণ্ডিঙে দাঁড়িয়ে চারপাশটা আরেকবার দেখে নিল, তারপর অন্ধকার প্যাসেজে প্রবেশ করল। প্যাসেজের দু'ধারে ছয়টা করে বারোটা দরজা। ডানদিকের পঞ্চম দরজার তালায় চাবি ঢোকাল সে, সিক্সগান হাতে ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকল। কেউ নেই, জানালা দিয়ে আসা মরা চাঁদের আলোয় নিশ্চিত হলো রবার্ট।

পেছনে ঘুরে দরজা বন্ধ করল সে। এগিয়ে গিয়ে জানালা বন্ধ করল। মুহূর্তের জন্য অন্ধকারে ডুবে গেল সবকিছু। ম্যাচের কাঠি ধরিয়ে লণ্ঠন জ্বালল রবার্ট, অন্য সময়ের মত জুতো খুলেই বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ল না। টান দিয়ে বিছানার ওপর থেকে চাদর সরাল, মুচকি হাসি ফুটে উঠল চেহারায়। বিছানার মাঝখানে স্প্রিংয়ের ফাঁক দিয়ে চার ইঞ্চি বেরিয়ে আছে তীক্ষ্ণ একটা ছোরা।

তিন

ভোর হওয়ার এক ঘণ্টা আগে ঘোড়ায় স্যাডল চাপাল রবার্ট। ধবধবে সাদা ঘন কুয়াশার মধ্যে স্যান্টা মন্টে ছাড়ল। নদীর পাড় ধরে দ্রুত ছুটে চলল ওর ডান। জেস হারম্যারের কেবিন পেরুতে গিয়েও ঘোড়া দাঁড় করাল সে। কেবিনের দরজা হাঁ হয়ে রয়েছে। কৌতূহলবশত স্যাডল থেকে নেমে কেবিনের দিকে এগুলো রবার্ট।

কেউ নেই কেবিনে। ভেগেছে আউট-ল? ভেতরে পা রাখল সে, ম্যাচের কাঠির আলোয় চারদিকে চাইল। কোন জিনিসপত্র নিয়ে যায়নি জেস হারমার। কটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল রবার্ট, কম্বল উষ্ণ কি না বোঝার জন্য হাত দিল।

শুকনো খড়খড়ে স্পর্শ অনুভব করে আরেকটা কাঠি জ্বালল। কম্বলে লেগে আছে চাপ চাপ শুকনো রক্ত।

আউট-লকে শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেয়েছে মেক্সিকান দু'জন! কাল রাতে দেখা ছায়ার কথা মনে পড়ল ওর। মাথা নেড়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে এল, ঘোড়ায় চড়ল। লাশ খুঁজতে গিয়ে সময় নষ্ট করল না। ওর জানা আছে, জেস হারমারের চেয়ে অনেক ভাল লোকের লাশও নদীতে ভেসে গেছে।

দু'সপ্তাহ পর কপার ভ্যালির ক্লিয়ারওয়াটার শহরে পা রাখল রবার্ট হিকক।

পশ্চিমের শহর হিসেবে একেবারে ছোট নয় ক্লিয়ারওয়াটার। বড় রাস্তার দু'ধারে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে পুরানো কাঠের রঙজ্বলা বাড়িগুলো। গোটা তিরিশেক বাড়ি, একটি সেলুন, হোটেল, নাপিতের দোকান, জেনারেল স্টোর এবং বাচ্চাদের একটা স্কুলও রয়েছে। শহরে ঢোকার মুখে লাল ইটের একটা লম্বাটে দালান—কোর্টহাউস শেরিফের অফিস চোখে না পড়ায় অবাক হলো রবার্ট।

রাস্তার দু'ধারের বোর্ডওয়াকে চলাচল করছে লোক। জায়গায় জায়গায় হিচর্যাকে ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। ঘোড়ার-ভিড় সবচেয়ে বেশি একতলা একটা বাড়ির সামনে। চওড়া একটা সাইনবোর্ড ঝুলছে সুইং-গেটের ওপরে—মেলভিস সেলুন।

কোর্টহাউসের সামনের হিচর্যাকে ডানটাকে বাঁধল রবার্ট। দু'ধাপ সিঁড়ি ভেঙে সদর দরজা ঠেলে কোর্টহাউসে প্রবেশ করল। ওর সামনের লম্বা করিডরে অনেকগুলো দরজা, প্রত্যেকটা দরজায় কর্মকর্তাদের নাম আর পদবী বোর্ডে লিখে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে—ক্যামাস কাউন্টি অডিটর, ট্যাক্স কালেক্টর, কোর্টরূম। রেজিস্ট্রারের দরজার সামনে থামল রবার্ট, নব ঘুরিয়ে দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করল।

দরজা খোলার শব্দে টেবিলের ওপর থেকে মুখ তুলল ইঁদুরমুখো বেঁটে ক্লার্ক, চেহারায় প্রত্যাশা

'আমি স্যাণ্ডি নদীর উত্তরে আধ সেকশন জমি কিনেছি,' বলল রবার্ট, 'রেজিস্ট্রি করাতে এলাম।' পকেট থেকে জেস হারমারের সই করা দলিলটা বের করে টেবিলের ওপর রাখল সে।

বুক পকেট থেকে স্টীল রিমের চশমা বের করল ক্লার্ক, যত্নের সঙ্গে রুমাল দিয়ে মুছে কাঁচ দুটো পরিষ্কার করে নাকের ওপর চড়াল। দলিলের মোড়ক খুলে পড়তে শুরু করল। রবার্ট দেখল হঠাৎ ঝাঁকি খেয়ে চেয়ারে সোজা হয়ে বসল ক্লার্ক। কিছুক্ষণ হাঁ করে দলিলটার দিকে চেয়ে থাকল সে, তারপর অপরাধী সনাক্ত করছে এমন ভঙ্গিতে বলে উঠল, 'এটাই! এটাই তো জেস হারমারের

হোমস্টিডের দলিল!'

'তাতে কী হয়েছে?' স্বাভাবিক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রবার্ট।

'হারমার আউট-ল, আইন খুঁজছে তাকে...'

'আমি ওই লোকের ইতিহাস শুনতে চাইনি,' লোকটাকে থামিয়ে দিল রবার্ট, 'জমিটা কিনেছি এর বেশি জানার দরকার আছে তোমার?'

আবার দলিলে চোখ ডোবাল ক্লার্ক। কিছুক্ষণ পর উঠে দাঁড়িয়ে ধুলোয় ঢাকা একটা বিশাল ফাইল-কেবিনেটের পেছনে চলে গেল সে।

একটা সিগারেট রোল করে ধরাল রবার্ট। মিনিট পনেরো পর ফিরে এল বেঁটে ক্লার্ক, বলল, 'জমি কার নামে ট্র্যান্সফার করব, মিস্টার...'

'রবার্ট হিকক।'

'মি. রবার্ট, এই দলিলটা সন্দেহজনক হলেও বোধহয় আইনানুগ। তবু উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ করতে হবে আমাকে।' টেবিল থেকে একটা প্যাড টেনে নিয়ে খসখস করে কলম চালাল ক্লার্ক। লেখা শেষ হতে কাগজটা ছিঁড়ে বাড়িয়ে ধরল রবার্টের দিকে, 'দলিলের রসিদ।'

ইচ্ছে করে দেরি করাচ্ছে ব্যাটা, বুঝল রবার্ট। অবশ্য তাতে কিছু এসে যায় না ওর। জমিটা ক্লেইম করা দরকার ছিল, করেছে। এখন ওই জমিতে গিয়ে বাস করতে বা লুটের টাকা খুঁজতে গেলে আইনের তরফ থেকে কোনও বাধা আসবে না। 'ঠিক আছে, পরে আবার দেখা হবে,' ক্লার্কের হাত থেকে রিসিট নিল সে, ভাঁজ করে বুক পকেটে ঢোকাল।

রেজিস্ট্রারের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে দেখল দু'জন ডেপুটি শেরিফ দাঁড়িয়ে আছে করিডরে। করিডর ধরে রবার্ট হাঁটতে শুরু করতেই ওর দু'পাশে গার্ড দিয়ে এগুলো তারা।

রবার্টের আচরণে বিস্ময় প্রকাশ পেল না, থেমে দাঁড়িয়ে কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করল সে ডেপুটিদের উদ্দেশে।

'শেরিফ নড ডিকিন্স তোমাকে ডেকেছে,' ডানদিকের লম্বা ডেপুটি ধমকে উঠল।

'কেন?' নিরীহ কণ্ঠে জানতে চাইল রবার্ট।

কোনও জবাব দেয়ার প্রয়োজন বোধ করল না শক্ত গড়নের লম্বা ডেপুটি, বাম হাতে রবার্টের কাঁধ ধরে ধাক্কা মারল। ঝটকা দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দু'পা পেছাল রবার্ট, মসৃণ দক্ষতায় হাতে উঠে এল সিক্সগান। বিস্মিত ডেপুটি দু'জন হোলস্টারের দিকে হাত বাড়ানোর আগেই গর্জে উঠল, 'দাঁড়াও! দ্বিতীয়বার ওয়ারেন্ট ছাড়া তেড়িবেড়ি করলে আমার দয়ার সাগর শুকিয়েও যেতে পারে।' লম্বা ডেপুটির উদ্দেশে বলল, 'এমন ট্যাবলেট খাইয়ে দেব, হজম করে উঠতে পারবে না!'

'উত্তেজিত হয়ো না সামান্য ব্যাপারে,' পিছু না ফিরেই শান্ত স্বরে বলল অপর ডেপুটি, হাত উঠিয়ে করিডরের এক প্রান্ত নির্দেশ করল, 'শেরিফের অফিস।'

সিক্সগান হোলস্টারে ঢুকিয়ে ডেপুটিদের পেছনে ফেলে দৃঢ় পায়ে শেরিফের অফিসের দিকে রওনা হলো রবার্ট। ডেপুটিরা তার পিছু নিল। কাউন্টি শেরিফের নাম সাঁটা একটা দরজার সামনে থামল তিনজন। দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করল রবার্ট।

ছাদ উঁচু একটা বড় ঘর। মাঝখানে একটা অর্ধচন্দ্রাকার রোল টপ টেবিল। মাঝবয়সী এক লোক বসে আছে টেবিলের পেছনে, ঠোঁটের ফাঁকে আটকে থাকা কালো চুরুট থেকে এঁকেবেঁকে ধোঁয়া উঠে যাচ্ছে ছাদের দিকে। তার নীল রঙের জিন্সের শার্টে বুক পকেটের ওপর শেরিফের ব্যাজটা চকচক করছে। কালো প্যান্ট গুঁজে রাখা হয়েছে বুটের ভেতর।

রবার্টকে দেখে নিয়ে ঠোঁট থেকে চুরুট নামাল নড ডিকিন্স, বাম হাতে তামাকের দাগ পড়া পুরু বাদামী গোঁফে তা দিল। ভাবভঙ্গি দেখে বোঝা যায় যৌবনে লোকটা তুখোড় ছিল, কিন্তু এখন স্যাডলের চেয়ে চেয়ারে বসে কাজ করাই তার জন্য ভাল। আরও কিছুক্ষণ পরস্পরের দিকে চেয়ে থাকল তারা।

ঘরের চার দেয়ালে অসংখ্য ওয়ান্টেড নোটিস আঠা দিয়ে সেঁটে লাগিয়ে রাখা হয়েছে। শেরিফের টেবিলের এপাশে দুটো চেয়ার। ঘরের কোনায় একটা গানর‍্যাকে কয়েকটা শটগান—আর কোন আসবাবপত্রের বালাই নেই। এতবড় ঘরটা খালি খালি মনে হয়। 'র‍্যাটল স্নেকের মত সিক্সগানের বাঁটে ছোবল মারে এর হাত,' পেছন থেকে শেরিফের উদ্দেশে বলল লম্বা ডেপুটি, 'এই লোক জমি চাষ করতে এসেছে বলে বিশ্বাস হয় তোমার?'

হাসল শেরিফ, 'আমাদের বিশ্বাস অবিশ্বাসে আপাতত কিছু আসছে যাচ্ছে না, স্যাণ্ডি।' রবার্টের দিকে চাইল সে, ভদ্র কণ্ঠে বলল, 'বসো।'

বসল রবার্ট। লক্ষ করল টেবিলের ওপর শেরিফের সামনে পড়ে আছে ওর জমির দলিল। তার মানে রেজিস্ট্রার ব্যাটা পেছন দরজা ব্যবহার করে শেরিফের কানে খবর পৌঁচেছে। কিছুই যায় আসে না ওর, একদৃষ্টিতে নড ডিকিন্সের দিকে চেয়ে থাকল রবার্ট।

দলিলটা তুলে নিয়ে সপ্তমবারের মত পড়ল শেরিফ, পড়া শেষে ওটা থেকে চোখ তুলে জিজ্ঞেস করল, 'তা হলে তুমি এই জমি কিনেছ?'

'অবশ্যই!' দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল রবার্ট, 'তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না?'

জবাব দেয়ার অগে সময় নিয়ে কী যেন ভাবল শেরিফ, চুরুটে টান দিয়ে ছাদ লক্ষ্য করে ধোঁয়া ছুঁড়ে দিল, তারপর বলল, 'তা নয়। তবে আমি বুঝতে পারছি না ওই জমি কেন বেচবে সে।'

'টাকার অভাবে ছিল হয়তো।'

'জেস হারমার যে খুনের আসামী জানতে তুমি?'

'জানাটা কি জমি কেনার জন্য জরুরী?' কণ্ঠে বিদ্রূপ নিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল রবার্ট।

ব্যঙ্গ উপেক্ষা করল শেরিফ, ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, 'সে যে ওই জমির কোথাও লুটের কোয়ার্টার মিলিয়ন ডলার লুকিয়ে রেখেছে, তা-ও জানতে না?'

'তা হলে তো জমিটা কিনে ঠকিনি মনে হচ্ছে!' উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠার ভঙ্গি করল রবার্ট।

'যা জিজ্ঞেস করছি জবাব দাও,' ধমকে উঠল শেরিফ, 'তুমি জেস হারমারের দলের কেউ হতে পারো। আমরা সন্দেহবশত তোমাকে সেলে ঢোকাতে পারি, সেক্ষেত্রে অপরাধ প্রমাণ হলে এই জীবনে ইউমা থেকে বেরতে পারবে না।'

'ওই আউট-লর সাথে আমার পড়তা পড়ত না,' আত্মপক্ষ সমর্থন করল রবার্ট।

'ট্রেন ডাকাতটার সাথে কোথায় দেখা হয়েছিল তোমার?'

'রিয়ো গ্র্যাণ্ডে, টেক্সাসের কাছে।'

'এখন সে কোথায়?'

'এই একটা ব্যাপারে তোমার চেয়ে বেশি কিছু জানি না, শেরিফ,' কথাটা বলে রুক্ষ চেহারার লম্বা ডেপুটির দিকে ঘাড় ফেরাল রবার্ট। মনোযোগের সাথে দেয়ালে লটকানো ওয়ান্টেড নোটিসগুলো দেখছে লোকটা। 'আমাকে ওখানে খুঁজে পাবে না!' ডেপুটির উদ্দেশে বলল সে।

'পেতেও পারি!' পেছনে না ফিরেই নোটিস পড়তে পড়তে জবাব দিল ডেপুটি।

'শোনো, হিকক,' বলল শেরিফ নড ডিকিন্স, 'আমার মনে হয় না যতখানি বোকা মনে হচ্ছে ততখানি বোকা তুমি। আমার ধারণা হারমার তোমাকে পাঠিয়েছে লুটের টাকা উদ্ধার করার জন্য। টাকাসহ বর্ডারের কাছে কোথাও ওর সাথে দেখা করবে তুমি। তাই না?'

'আমাকে চিনতে ভুল করছ, শেরিফ,' প্রতিবাদ করল যুবক।

'হয়তো,' মাথা ঝাঁকাল নড ডিকিন্স, 'তবে মনে রেখো লুটের টাকাসহ ধরা পড়লে ট্রেন ডাকাতি এবং খুনের দায়ে ফাঁসি হবে তোমার।'

'আমার মত ভালমানুষকে হুমকি দেয়ার প্রয়োজন পড়ে না, শেরিফ,' মৃদু কণ্ঠে বলল রবার্ট, 'আমি শুনেছি লুটের টাকা ফিরিয়ে দিলে কপার খনির মালিক পক্ষ শতকরা বিশ ভাগ পুরস্কার দেবে ঘোষণা করেছে। তারমানে কোয়ার্টার মিলিয়নে পঞ্চাশ হাজার ডলার। ঠিক?' উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল সে, 'এবার নিজের জমিতে ফিরতে পারি?'

'এখন পর্যন্ত তোমাকে আটকে রাখার কোনও কারণ ঘটেনি,' শুকনো কণ্ঠে

বলল শেরিফ। সিগারটা নিভে গিয়েছিল, আবার ধরিয়ে নিয়ে বলল, 'একটা উপদেশ তোমাকে দিতে পারি, জেস হারমারের জমি থেকে দূরে থাকো।'

'আমার হোমস্টিড থেকে দূরে থাকি কী করে!' কপট বিস্ময় প্রকাশ করল রবার্ট হিকক।

চেয়ারে নড়েচড়ে সিধে হয়ে বসল শেরিফ নড ডিকিন্স, নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলল, 'ওই জমির দখল নেয়ার সাথে সাথেই তোমার ওপর চড়াও হবে আউট-লর দল,' ডেস্কের ওপর দুই হাত রাখল সে, চুরুটে টান দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া ছাড়ল। ছাদের দিকে উঠে যাওয়া ধোঁয়ার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রবার্টের দিকে চাইল সে, শীতল কণ্ঠে বলল, 'সময় থাকতে চলে যাও, রবার্ট হিকক!'

চার

শেরিফের চোখে চোখ রেখে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল রবার্ট, ঘুরে চেয়ে দেখল একদৃষ্টিতে ডেপুটি দু'জন দেখছে ওকে। বুটের শব্দ তুলে অফিস থেকে বেরিয়ে এল সে।

কোর্টহাউসের মেইন গেট পেরিয়ে সিঁড়ির ওপরের ধাপে দাঁড়াল সে। রাস্তার ধারে বিশাল একটা কটনউড গাছ। ওটার ছায়া পড়েছে সিঁড়িতে। ওখানে দাঁড়িয়ে সিগারেট রোল করতে করতে পরবর্তী কর্মপন্থা ঠিক করল। হারমারের জমির ব্যাপারে বলা শেরিফের কথাগুলো মন থেকে মুছে ফেলল।

সিগারেট ধরিয়ে প্রায় নির্জন রাস্তার এমাথা থেকে ওমাথায় নজর বুলাল রবার্ট। পশ্চিমে অনেকখানি ঢলে পড়েছে সূর্য। এখানে সেখানে ছায়াগুলো আরও লম্বা এবং গাঢ় হচ্ছে। অলস ভঙ্গিতে প্ল্যাংকওয়াক ধরে হাঁটছে দু'একজন লোক। বড় রাস্তা থেকে ঢুকে যাওয়া একটা সরুগলির ভেতরে প্রাণপণ ঝগড়া করছে কয়েকটা কুকুর। গোড়ালি পর্যন্ত উঁচু ধুলোর স্তরে হুটোপুটি করে খেলছে দুটো বাচ্চা ছেলে। আরও আট-দশজন ছেলেমেয়ে বেরিয়ে এল স্কুল ভবন থেকে। স্কুল থেকে ছাড়া পাবার আনন্দে সবার চেহারা উজ্জ্বল।

ছাত্র-ছাত্রীদের পেছন পেছন হাঁটছে এক যুবতী। রবার্টের দৃষ্টি হোঁচট খেয়ে আটকে গেল মেয়েটার ওপর। কালো স্কার্ট আর সাদা শার্টে অপূর্ব সুন্দরী মনে হচ্ছে মেয়েটাকে রবার্টের। প্ল্যাংকওয়াক ধরে কোর্ট হাউসের দিকেই আসছে স্কুল মিসট্রেস ধীর পায়ে।

ওকে ছাড়িয়ে যুবতী এগিয়ে যাবার পরও চোখ ফেরাতে পারল না রবার্ট। অদ্ভুত সারল্য এবং কমনীয়তা স্কুল মিসট্রেসের চেহারায়। একহাতে একটা বনেট

ধরে রেখেছে সে; অন্যহাত বুকের কাছে ভাঁজ হয়ে ধরে আছে তিনচারটা বই।

হঠাৎ কুকুরের ঝগড়ার আওয়াজ বেড়ে গেল। গলি থেকে একপাল কুকুর বেরিয়ে এল হুড়োহুড়ি করে। সব ক'টার আগে মাংসের টুকরো মুখে নিয়ে পালাচ্ছে একটা হাউণ্ড, অন্যগুলো মাংসখণ্ড কেড়ে নেবার জন্য তাড়া করছে।

রবার্টকে পেছনে ফেলে প্ল্যাংকওয়াক ধরে ছুটল কুকুরগুলো। ভয়ে দিশে হারিয়ে স্কুল মিসট্রেসের স্কার্টের তলায় লুকাল হাউণ্ড। আর্তচিৎকার করে উঠল যুবতী, বোর্ডওয়াক থেকে রাস্তায় আছড়ে পড়ল, হাতের বইগুলো ছিটকে দূরে গিয়ে পড়ল। প্রতিপক্ষের দল ছুটে আসছে খাবার কেড়ে নিতে, স্কার্টের আশ্রয় হারিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে আরেকটা গলিতে ঢুকল হাউণ্ড। ঘেউ ঘেউ করতে করতে তার পিছু নিল অন্যগুলো।

সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দিল রবার্ট, দ্রুত পায়ে গিয়ে দাঁড়াল যুবতীর সামনে। উঠতে সাহায্য করল। রাস্তা থেকে বইগুলো তুলল। দু'হাতে স্কার্টের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে লজ্জিত হেসে ধন্যবাদ জানাল মেয়েটা। যুবতীর কুচকুচে কালো চুলের একাংশ ধুলোয় ধূসর হয়ে গেছে। তবে রবার্ট লক্ষ করল তাতে ওর অপূর্ব সৌন্দর্য একবিন্দু ম্লান হয়নি।

'ব্যথা পেয়েছ?' জিজ্ঞেস করল সে।

মাথা নেড়ে হাসল মেয়েটা, হাত বাড়িয়ে দিল, 'ডোনা গ্রীন—স্কুল মিসট্রেস।' নিজের কাপড়চোপড়ের দিকে চেয়ে লাল হয়ে উঠল তার দু'গাল, বলল, 'আমাকে দেখতে মনে হয় কাকতাড়ুয়ার মত লাগছে, তাই না?' বইগুলো নেয়ার জন্য হাত বাড়াল সে, দিল না রবার্ট।

'আমি রবার্ট হিকক,' নিজের পরিচয় জানাল সে, 'চলো তোমাকে কিছুদূর এগিয়ে দিয়ে আসি। কুকুরগুলো আবার হাজির হতে পারে।'

মৃদু হেসে আবার ওকে ধন্যবাদ দিল ডোনা, দু'জনে পাশাপাশি হেঁটে এগুলো। 'তুমি এ-শহরে নতুন, তা-ই না, মিস্টার রবার্ট? আমি ক্লিয়ারওয়াটারের সবাইকেই প্রায় চিনি,' কৌতূহলী দৃষ্টিতে ওকে দেখে নিয়ে বলল মেয়েটা।

'হ্যাঁ, রিয়ো গ্র্যাণ্ড থেকে এসেছি,' সংক্ষেপে জবাব দিল রবার্ট, 'হারমারের হোমস্টিডটা আমি কিনেছি।'

'জেস হারমার!' থমকে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে বলল যুবতী, 'ওই লোকটা তো একটা খুনে ডাকাত!'

কোনও জবাব দিল না রবার্ট, শ্রাগ করল। একদৃষ্টিতে তাকে লক্ষ করছে ডোনা, বন্ধুভাবাপন্ন ভাবটা চেহারা থেকে দূর হয়ে গেছে, চোখে অনিশ্চয়তা। মেয়েটা স্থির, আত্মপক্ষ সমর্থনের সুরে বলল রবার্ট, 'দেখো, হারমার লোকটা আমার বন্ধু নয়। ট্রেইলে দেখা হয়েছিল তার সাথে। অভাবে ছিল, বেচেছে জমিটা। ব্যস, এই। এর বাইরে ওর সাথে অন্য কোনও স্বার্থ নেই আমার।'

'ওই লোকটা ট্রেন লুটের টাকা নিয়ে যেতে পাঠিয়েছে তোমাকে!' অভিযুক্ত করল ডোনা, শীতল স্বরে বলল, 'আমি বোকা নই, মি. রবার্ট। মরে গেলেও ওই জমি হারমার বেচবে না, ওখানেই সে লুটের টাকা লুকিয়েছে। তা ছাড়া আমাকে বিশ্বাস করতে বলছ, না দেখেই একটা রানশ কিনেছ তুমি! আর কিনে থাকলেও তার পেছনে বিশেষ উদ্দেশ্য কাজ করছে, তাই না?'

'লাভজনক মনে হলো…'

ওকে থামিয়ে দিল ডোনা গ্রীন, 'তাই তো মনে হওয়ার কথা! ওই খুনে হারমার কত দিচ্ছে তোমাকে?'

জবাব দিল না রবার্ট, ডোনা গ্রীনের পাশে পাশে নিঃশব্দে পা চালাল। কিছুক্ষণ পর আবার ওর দিকে চাইল ডোনা, আগের চেয়ে একটু উষ্ণ মনে হলো তার কণ্ঠ, 'তোমাকে হয়তো ভুল বুঝেছি, মি. রবার্ট, দুঃখিত। আসলে আমি ব্যক্তিগতভাবে ঘৃণা করি হারমার আর তার দলের লুটেরাগুলোকে। আমার চাচাত ভাই ওই ট্রেনের গার্ড ছিল, ওকে খুন করেছে হারমার। ছাব্বিশ বছর বয়স ওর বিধবা বউয়ের। বাচ্চা দুটো ছেলে নিয়ে খুব কষ্টে আছে বেচারি।'

রবার্ট কোনও কথা বলল না। কীইবা বলার আছে! যার কষ্ট সে ছাড়া আর কেউ বোঝে না; শুকনো সান্ত্বনা বিরক্তির কারণ ঘটায়। একটা গলির মুখে এসে থেমে গেছে প্ল্যাংকওয়াক, ওখানে রাস্তায় নেমে দাঁড়াল ডোনা গ্রীন, রবার্টের দিকে চেয়ে বলল, 'আর আসতে হবে না, মি. রবার্ট। সামনেই আমার বোর্ডিংহাউস। একাই যেতে পারব।'

বইগুলো মেয়েটার হাতে দিল রবার্ট। ধন্যবাদ জানিয়ে গলির ভেতরে হাঁটতে শুরু করল ডোনা। পেছন থেকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল রবার্ট, মনের মধ্যে মাতাল হাওয়া বইছে।

মেয়েটা চোখের আড়ালে চলে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে থাকল রবার্ট, তারপর কোর্টহাউসের উদ্দেশে হাঁটতে শুরু করল। হিচরেইল থেকে ডানের দড়ি খুলে স্যাডলে চড়ল সে। হাঁটার গতিতে এগোল জেনারেল স্টোরের দিকে। কিছু কেনাকাটা আছে ওর। লোকজনকে দেখাতে হবে যে হোমস্টেডিঙ করতেই এসেছে সে, অন্য উদ্দেশ্যে নয়!

স্টোরে ঢুকে কাউন্টারের সামনে দাঁড়াল রবার্ট। পকেট হাতড়ে একটা কাগজ বের করে এগিয়ে দিল স্টোরকীপের দিকে। শহরে ঢোকার আগে হোমস্টেডিঙ করতে কী কী জিনিস লাগবে তার এই তালিকাটা তৈরি করেছে সে। লিস্ট নিয়ে পেছনের র‍্যাকে চোখ বোলাতে শুরু করল বুড়ো দোকানদার। নানা জিনিস সাজানো আছে র‍্যাকগুলোতে—বায়ুশূন্য টিনের ভিতর বেকন, কফি, ময়দা, বীন ইত্যাদি।

সওদা জড় করতে করতে চোখ তুলে চাইল স্টোরকীপ, প্রশ্ন ছুঁড়ল,

‘প্রসপেক্টর?’

‘রানশার। হারমারের জমি কিনেছি,’ বলল রবার্ট হিকক।

ভুল শুনেছে মনে করে আবার ওর দিকে চাইল বুড়ো, চোখে চোখ রেখে বুঝল তার শ্রবণশক্তি নষ্ট হয়ে যায়নি। আগন্তুকের কাছ থেকে দুটো দশ ডলারের স্বর্ণমুদ্রা নিল সে, কিছু একটা বলতে গিয়েও চুপ হয়ে গেল।

‘কী যেন বলতে চাইছিলে,’ উৎসাহ যোগাল রবার্ট, ‘বলে ফেলো!’

‘আমি ভাবছিলাম,’ একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল স্টোরকীপ, ‘তোমার মত নগদ খরিদ্দার হারাতে হলে দুঃখ লাগবে আমার।’

‘চিন্তা কোরো না, আমি নগদে কেনার জন্য বেঁচেই থাকব!’

অভ্যেসবশে মাথার চুল খোঁটার চেষ্টা করল সে, খেয়াল নেই টাক পড়ে গেছে তার। তারপর বলল, ‘আমার মনে হয় না। কাল তোমাকে কাঠের বাক্সে করে ফেরত আনবে করোনার, বুটহিলে ঠাঁই দেবে।’ বিষণ্ণ চোখ তুলে চাইল সে, ‘তোমার আগেও দু’জন ভদ্রলোক ওখানে থাকতে চেয়েছিল। পারেনি, দু’জনেই ওপার জগতে আশ্রয় নিয়েছে। কে যেন গুলি করে খুন করেছে ওদের।’

‘খুনি ধরা পড়েনি?’

‘কোনও চিহ্নই রেখে যায়নি। ধরবে কাকে?’

স্টোর থেকে বেরিয়ে এল রবার্ট, রসদপত্র ঘোড়ার পিঠে উঠিয়ে বড় রাস্তা ধরে এগুলো। স্টোর কীপার বলেছে হারমারের জমি শহর থেকে বেশ অনেক দূরে, বিশ মাইল উত্তরে স্যাণ্ডি নদীর তীরে কোল্ড ক্রীকে। দুঃখিত চেহারায় ওকে বিদায় দিয়েছে লোকটা—যেন এটাই শেষ দেখা মৃত্যুপথযাত্রীর সাথে।

সন্ধের আবছায়ায় শহর পেরুল ডান, সরু একটা পথে এগিয়ে চলল। রাত নামার পর ঘোড়া থামাল রবার্ট। পথের ধারে বন তৈরি করেছে অনেকগুলো উইলো গাছ, ওখানে ক্যাম্প করল সে। ছোট্ট একটা আগুন জ্বেলে সাপার সারল। একদিনের তুলনায় যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে কাজের।

সুন্দর শান্ত পরিবেশ। স্বচ্ছ আকাশে বিরাট গোল চাঁদ উঠেছে, রুপোলী আলোয় অনেক দূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে। সিগারেট ধরাল রবার্ট। পথের ওধারে বয়ে যাচ্ছে একটা নদী। নির্জনতার মাঝে পানির মৃদু ছলাত ছলাত শব্দ শোনা যায়। মাঝে মাঝে পানিতে লেজ আছড়াচ্ছে মাছ। উইলো বন থেকে পথের ওপারের ঝোপগুলোর মধ্যে ঢুকছে লম্বা কানওয়ালা জ্যাক র‍্যাবিট। একটা ঘুঘু ডেকে উঠল মিষ্টি সুরে। হঠাৎ সবিস্ময়ে খেয়াল করল রবার্ট, স্কুল মিসট্রেসের কথা ভাবছে সে। ওরকম অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে কি অবিবাহিত আছে এখনও? ডোনা গ্রীন বিবাহিতও হতে পারে এটা ভাবতে ভাল লাগল না রবার্টের।

ভোরের আলো ফোটার আগেই ঘুম ভাঙল ওর। নদীর তীর ধরে আঁকাবাঁকা পথে এগিয়ে চলল। ধীরে ধীরে উঁচু হচ্ছে সামনের জমি, নদীর স্রোতের গতি

বেড়ে যাচ্ছে। একটা উপত্যকায় পৌঁছে সতর্ক হলো সে। এই এলাকার কোথাও রয়েছে হারমারের জমি।

আধমাইল এগুনোর পর হারমারের হোমস্টিড দেখতে পেল সে। বুড়ো ওক গাছের নিচে একটা কেবিন, পোল করাল এবং বার্ন। নদীর ওপারে আরও আধমাইল দূরে তিনদিক দিয়ে পাহাড় ঘেরা জায়গাটা। কেবিনের উত্তর-পশ্চিম দিকে গাছপালার সারি ক্রীকের উপস্থিতির প্রমাণ দিচ্ছে। সামনের জমি ঘাসে ছাওয়া, উর্বর।

নদী পার হলো সে, নির্জন কেবিনের দিকে এগুলো। কাঠের কেবিন, দেয়াল ঘেঁষে বেড়ে ওঠা আগাছা দেখে বোঝা যায় বহুদিন লোক বসবাস করেনি এখানে—পরিত্যক্ত। খোলা অবস্থায় রয়েছে কেবিনের দরজাটা, ভেতরে স্টোভের চিমনি কাত হয়ে আছে দেখা যাচ্ছে। করাল এবং বার্নের ভেতরেও ঝোপঝাড় জন্মেছে।

সবকিছু দেখার পর রবার্ট হিককের অভিজ্ঞ দু'চোখে প্রশংসা ফুটে উঠল। জেস হারমার বদলোক ছিল নিঃসন্দেহে, তবে জমি চিনত। পানি বা ঘাসের অভাব নেই এখানে। অসংখ্য গরু ওর জমিতে ঘাস খাচ্ছে, লক্ষ করল সে, প্রতিটির গায়ে একই ব্র্যাণ্ডের চিহ্ন—র‍্যাটল স্নেক।

ঘোড়া থেকে নামল সে, কেবিনে প্রবেশ করে আনাড়ি হাতে তৈরি একটা কাঠের বেঞ্চে বসল। সবকিছুতেই অযত্নের ছাপ চোখে পড়ল ওর। কেবিনের আশপাশের মত ভেতরের জমিও খুঁড়েছে উৎসাহী বাটপাররা।

হঠাৎ মানুষের চিৎকার এবং গরুর ডাক ভেসে এল নদীর দিক থেকে। এই জমির উদ্দেশে বড় একপাল গরু তাড়িয়ে আনছে দুইজন রাইডার। সবকয়টা বাইরের গরু খেদাতে হবে, সিদ্ধান্ত নিল রবার্ট, সে যে হোমস্টেডিঙ করছে প্রমাণ করার জন্য নিজেই কিছু গরু পালবে। উঠে দাঁড়াল সে, এখুনি লোকগুলোকে জানাতে হবে এখানে ওদের দিন শেষ।

কেবিন থেকে বেরিয়ে ঘোড়ায় চড়ল রবার্ট। স্ট্র্যাপ থেকে পেঁচানো দড়ি খুলে তেড়ে গেল গরুগুলোর উদ্দেশে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই অনেকগুলো ক্যাটল জড় করতে পারল সে, ওগুলোকে ড্রাইভ করাল নদীর দিকে।

ওকে দেখতে পেয়ে প্রথমে বিস্মিত হয়ে থমকে দাঁড়াল কাউবয় দু'জন মাঝনদীতে। চমক ভাঙতে চিৎকার করে উঠল তারা, ঘোড়াগুলোর পেটে স্পার দাবাল। ছুটে আসছে ওর দিকে।

পাঁচ

দশগজ দূরে ঘোড়া থামাল কাউবয় দু'জন। কোমরে হাত রেখে একদৃষ্টিতে তাদের দিকে চেয়ে থাকল রবার্ট। ঘোড়া এক কদম সামনে বাড়াল ডানদিকের কাউবয়। চৌকো চেহারা তার। কালো চুল। উঁচু চোয়াল। কপালে গভীর একটা কাটা দাগ। নিচু করে পিস্তল ঝুলিয়েছে সে। তার সঙ্গী ঘোড়ার উপর ঋজু ভঙ্গিতে বসে আছে। রোদে পোড়া তামাটে গায়ের রঙ, শীতল দৃষ্টিতে দেখছে রবার্টকে।

'কী চাও?' কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল চৌকো চেহারার কাউবয়।

'আমার জমি পরিষ্কার রাখতে চাই, তোমরা কিছু মনে না করলে,' শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল রবার্ট।

থুক করে মাটিতে থুথু ছিটাল অপর কাউহ্যাণ্ড, 'তোমার না, এটা হারমারের জমি।'

'আমি ওর কাছ থেকে কিনেছি।'

'তুমি একটা মিথ্যুক,' শীতল কণ্ঠে বলল চৌকো কাউহ্যাণ্ড, 'তবে তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। এই জমি র‍্যাটল স্নেক রানশের দরকার, আমরা এটা কাউকে ছেড়ে দিচ্ছি না।' সঙ্গীর দিকে ঘাড় ফেরাল সে, 'জর্জি, গরুগুলো এখানে নিয়ে এসো!'

'দাঁড়াও!' ধমকে উঠল রবার্ট হিকক। স্যাডলের ওপর অস্বস্তির সাথে নড়ে বসল চৌকো চেহারার কাউহ্যাণ্ড, তার ডানহাত হোলস্টারের দিকে নামতে শুরু করেছে। 'ভুলেও চেষ্টা কোরো না!' তাকে সতর্ক করল রবার্ট। 'আর একটা গরু এপারে পাঠালে দু'জনেই খুন হয়ে যাবে।'

'ঠিক আছে, জর্জি, চলো,' ঘোড়ার মুখ ফেরানোর ভান করল চৌকো কাউহ্যাণ্ড। একই সাথে তার হাত ছোবল মারল হোলস্টারে, ·৪৫ সিক্সগান হাতে উঠে এল চামড়ার খাপমুক্ত হয়ে। দ্রুতগতিতে বামহাতের তালু এগিয়ে গেল হ্যামার ওঠানোর জন্য। নিপুণ দক্ষতায় ঝাঁকি খেলো রবার্টের ডানহাত, কোমরের কাছ থেকে আগুন ঝরাল ওর সিক্সগান।

·৪৫ বুলেটের ধাক্কায় স্যাডলের ওপর আধপাক ঘুরে গেল কাউহ্যাণ্ড, বামহাতে স্যাডল আঁকড়ে ধরে পতন ঠেকাল। মাটিতে পড়ে থাকা সিক্সগানের দিকে চাইল ব্যথা এবং রাগ ভরা চোখে, যেন সব দোষ ওটার। হঠাৎ আঘাতে আড়ষ্ট মাংসপেশীতে সাড় ফিরে আসতে চেপে ধরল ডানকাঁধ। আঙুলের ফাঁকে উষ্ণ রক্ত অনুভব করল। একমুহূর্ত পর কাতরে উঠল সে, বিস্মিত চেহারায় হাঁ

করে চেয়ে থাকল রবার্টের চোখে চোখ রেখে। পুরো ঘটনা ঘটতে তিন সেকেণ্ড লাগল না।

সিক্সগানের নল থেকে ফুঁ দিয়ে ধোঁয়া ওড়াল রবার্ট। ওটা হোলস্টারে গুঁজে চাইল জর্জির দিকে। কোমরের কাছ থেকে হাত সরিয়ে নিল কাউবয়। 'তোমাদের একটা গরুও যেন আমার এলাকায় না দেখি,' শীতল কণ্ঠে কাউবয়ের উদ্দেশে বলল সে।

মাথা ঝাঁকাল কাউহ্যাণ্ড, ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে গরু খেদাতে ছুটল। একটা সিগারেট ধরিয়ে দূর থেকে তার কাজ তদারক শুরু করল রবার্ট। সকালের সোনালী উত্তপ্ত রোদে প্রায় আড়াই শ' গরু নদী পার করল কাউহ্যাণ্ড। পুরোটা সময় কেবিনের দরজার সামনে শুয়ে থাকল আহত রাইডার। নিজেই কাঁধে একটা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে নিয়েছে সে।

আশ্চর্য দ্রুততায় কাজ শেষ করে ফিরে এল জর্জি নামের কাউহ্যাণ্ড। মনে মনে তার কাজের প্রশংসা করল রবার্ট। জর্জির দ্বিগুণ সময় লাগত ওর নিজের কাজটা সারতে। 'ওকে শহরে নিয়ে ডাক্তার দেখাও,' আহত কাউহ্যাণ্ডকে দেখিয়ে জর্জিকে বলল সে।

রবার্টের সাহায্য নিয়ে আহত লোকটাকে স্যাডলে ওঠাল জর্জি। ব্যথায় চেহারা বিকৃত হয়ে গেল চৌকো কাউহ্যাণ্ডের, কাতরে উঠে বলল, 'ডেভ তোমাকে ছাড়বে না।'

কঠোর হয়ে গেল রবার্টের চেহারা, শীতল কণ্ঠে জানতে চাইল সে, 'ডেভ আবার কে?'

'ডেভিড ক্রুস, আমাদের বস্,' তথ্য যোগাল জর্জি, 'উপত্যকার ওপরদিকের প্রায় সব জমি ওর।'

'তা হলে পুরো উপত্যকাই দখল করতে চায় সে!' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রবার্ট, হাত তুলে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করল। 'যাও, ওকে গিয়ে বোলো এই জমিটা অন্তত ওর নয়। রবার্ট হিককের।'

বাম হাতে রাস টেনে ঘোড়ার মুখ নদীর দিকে ফেরাল আহত কাউহ্যাণ্ড, তার সঙ্গী অনুসরণ করল তাকে। লোকগুলো নদী পেরিয়ে বহুদূরে ছোট হয়ে মিলিয়ে যাওয়ার পর ঘুরে দাঁড়াল রবার্ট, কেবিনের উদ্দেশে হাঁটতে শুরু করল।

কেবিনের ভেতরের অবস্থা দেখে মুখ বিকৃত করল রবার্ট। মেঝেতে জায়গায় জায়গায় গর্ত, আলগা মাটির স্তূপ উঁচু হয়ে আছে এখানে সেখানে। কেবিনের কাঠের দেয়াল জঘন্য রকমের রুক্ষ। একটা কাঠের বাংক তৈরি করা হয়েছে পেছনের দেয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে। ঘরের মাঝখানে একটা নোংরা টেবিল। এককোণে লোহার স্টোভ, চেয়ার আর একটা কাঠের বাক্স। স্টোভের পেছনে ওপরের দেয়াল জুড়ে দুটো তাক। ওখানে দুয়েকটা মরচে পড়া রান্নার সরঞ্জাম

দেখা গেল।

কেবিন থেকে বেরিয়ে ছোট ছোট ঝোপ গজিয়ে যাওয়া করালে ডানটাকে ঢোকাল সে, স্যাডল নামাল, তারপর চলল বার্নের ভেতরের অবস্থা বোঝার জন্য। বার্নের মেঝে গর্তে বোঝাই, লোকজন খুঁড়তে ভোলেনি।

পেছনদিকের দেয়ালের কোণে দুটো বাকেট, একটা শাবল এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি ঠেক দিয়ে রাখা হয়েছে। বাকেট দুটো পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হলো রবার্ট, ফুটো চোখে পড়েনি কোনও। ওদুটো তুলে নিয়ে পায়ে চলা একটা পথে ক্রীকের দিকে চলল সে। বার্নের পেছন দিক থেকে শুরু হয়ে ক্রীক পর্যন্ত গেছে পথটা। ছোট ছোট ঘাস জন্মেছে মাটিতে, তারমানে মাত্র মাসখানেক আগেও এই পথ ব্যবহার করা হত নিয়মিত!

ক্রীকের কাছে এসে পথটা বিলুপ্ত হয়ে গেছে, ঝোপঝাড় মুছে দিয়েছে মানুষের ব্যবহারের চিহ্ন। ঝোপ ঠেলে ক্রীকে নামল রবার্ট, বাকেট দুটো পানিতে ভরে নিল। ফিরে এসে করালের দরজার সামনে একটা রাখল ওর ঘোড়াকে পানি খাওয়াবার জন্য, অন্যটা কেবিনের ভেতরে। বেঞ্চে বসে গানবেল্ট এবং শার্ট খুলে ফেলল সে, আধঘণ্টা বিশ্রাম নিল কাজ শুরু করার আগে।

একঘণ্টা একটানা কাজ করল রবার্ট। স্টোভের চিমনি ঠিক করল। মেঝের গর্তগুলো বন্ধ করল। ছোটখাটো আরও অনেক কাজ শেষ করার পর সমালোচকের দৃষ্টিতে চারধারে চাইল, এতক্ষণে কেবিনটা বসবাসযোগ্য মনে হচ্ছে। পরমুহূর্তেই স্টোভের পেছনের শেলফ দুটোর ওপর চোখ পড়ল ওর, ধুলোর পুরু আস্তর জমে আছে ওখানে।

হঠাৎ পাথরের ওপর দিয়ে ছুটে আসা ঘোড়ার খুরের অস্পষ্ট আওয়াজ ঢুকল ওর কানে। একলাফে বেঞ্চের সামনে পৌঁছে গেল সে, দ্রুত হাতে গানবেল্ট এবং শার্ট পরে নিল। কাউহ্যাণ্ড দু'জন গেছে ঘণ্টা দুয়েক আগে। এত তাড়াতাড়িই কি ফিরে আসবে লোকজন নিয়ে! কিন্তু তা হলে একটা নয়, অনেকগুলো ঘোড়ার শব্দ পাওয়া যেত।

খোলা দরজা দিয়ে কেবিনের বাইরে এসে দাঁড়াল সে। স্যাডলহীন একটা ক্যালিকো পনিতে চড়ে এগিয়ে আসছে নিঃসঙ্গ আগন্তুক, পরনে লাল শার্ট এবং ধুলোয় ধূসর লিভাইস। লোকটার চামড়ার রঙ কালচে-লাল। বয়স তিরিশের কাছাকাছি। চোয়াল দুটো স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি উঁচু। পায়ে মোকাসিন পরেছে, মাথার সমব্রেরো হ্যাটের ফাঁক দিয়ে মরচে রঙা চুল দেখা যাচ্ছে। কোনও গানবেল্ট পরেনি লোকটা, পিঠে স্লিংয়ে ঝুলছে একটা রাইফেল।

কেবিনের সামনে এসে ঘোড়া দাঁড় করাল আগন্তুক, লাফ দিয়ে রবার্টের সামনে নামল। ডানহাতে সমব্রেরোর চওড়া কিনারা ছুঁয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে কোমর ঝোঁকাল। সিধে হওয়ার পর বোঝা গেল প্রায় সাড়ে ছ'ফুট লম্বা সে, পাটকাঠির

মতন চিকন দেহ। নীল চোখ জোড়ার অন্তর্ভেদী দৃষ্টি রবার্টকে বিদ্ধ করল।

লোকটা আধা অ্যাপাটি আধা ইয়াংকি, আন্দাজ করল রবার্ট। প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে ওকে তাকাতে দেখে হাত বাড়িয়ে দিল বর্ণসংকর, 'বিল ড্যান। এদিকে গুলির আওয়াজ শুনে দেখতে এলাম।'

হ্যাণ্ডশেক করল রবার্ট হিকক, বলল, 'রবার্ট হিকক। হারমারের কাছ থেকে জায়গাটা কিনেছি। র‍্যাটল স্নেকের কাউহ্যাণ্ডদের সাথে সামান্য ঝামেলা হয়েছে রেঞ্জ নিয়ে।'

'খুব খারাপ!' গম্ভীর মুখে মাথা নাড়ল বিল ড্যান। 'ওদের সাথে লাগতে গেলে ঝামেলাটা আর সামান্য থাকে না, বিরাট হয়ে দাঁড়ায়।'

লোকটাকে খারাপ মনে হলো না হিককের। তার আমন্ত্রণে কেবিনে ঢুকে বেঞ্চে বসল বিল ড্যান। চুপ করে থাকতে জানে না লোকটা, একটা সিগারেট ঠোঁটে ঝুলিয়ে নিজের গল্প ফেঁদে বসল। ইউ.এস. ক্যাভালরির স্কাউট ছিল সে। কোল্ড ক্রীকে আধ সেকশন জমিতে সে-ও হোমস্টেডিঙ করছে। এখন সে ঘোড়া পালে এবং বছরে দু'বছরে একবার সরকারের কাছে বেচে।

রবার্টের ব্যাপারে কোনও প্রশ্ন করল না বিল ড্যান। নিজে থেকেই ও বলল গরু পালতে চায় সে। বিল ড্যানের দু'চোখে ফুটে ওঠা অবিশ্বাস নজর এড়াল না রবার্টের। নিজের বক্তব্য একটু বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্যে উদগ্রীব স্বরে জিজ্ঞেস করল সে, 'তোমার কি মনে হয়, ডেভিড ব্রুস আমাকে এখানে থাকতে দেবে না?'

'শুধু তোমাকে না,' জবাব দিল বিল ড্যান, 'এদিকে তুমি ছাড়া আমরা তিনজন আছি, একজনকেও সে শেষ পর্যন্ত থাকতে দেবে না। আমার পশ্চিমের জমিতে বুড়ো ফিসারের হোমস্টিড, সে ভাগার তালে আছে। আমি এবং ক্রীকের ওপর দিকে ডোনাল্ড গ্রীন এখনও লড়ে যাচ্ছি। বিশ হাজার একর র‍্যাটল স্নেক রানশের রেঞ্জ, তারপরও আমাদের জমি কেড়ে নিতে চায় ডেভিড ব্রুস।' হতাশ ভঙ্গিতে শ্রাগ করে উঠে দাঁড়াল আধা ইণ্ডিয়ান, নিঃশব্দ পায়ে বেরিয়ে গেল কেবিন ছেড়ে।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রবার্ট দেখল বিদায় না নিয়েই পনিতে উঠে চলে গেল বিল ড্যান। কেবিনের ভেতরে নিজের মালপত্র সাজিয়ে রাখল রবার্ট। কাঠ জোগাড় করে এনে রাঁধতে বসল। সন্ধ্যার সময় বেঞ্চটা কেবিনের সামনে রেখে ওটায় বসে একটা সিগারেট ধরাল।

ওর সামনে বিস্তীর্ণ ঘাস জমি। এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকা বুড়ো ওক গাছগুলো মাটিতে লম্বা ছায়া ফেলেছে। আকাশের রঙে লাল আর সোনালীর মিশ্রণ। টুকরো টুকরো কমলা মেঘ ভেসে যাচ্ছে দক্ষিণে, নদীর ওপারে। অপূর্ব সুন্দর পরিবেশ। বেশ কিছু গরু আবার ফিরে এসেছে এপাড়ে, পরিচিত ঘাস

থেকে নড়তে রাজি না। ওগুলোকে ঠেকাতে হলে নদীর তীরে তারের বেড়া দেয়া ছাড়া উপায় নেই, বুঝল রবার্ট।

অ্যারিজোনার সৌন্দর্য ওকে মুগ্ধ করেছে, আনমনে ভাবল সে, নাকি ডোনা গ্রীন? লুটের টাকাও আকর্ষণ বোধ করার কারণ হতে পারে। পাসি তাড়া করছে জেস হারমারকে, ধরতে পারলে ফাঁসিতে ঝোলাবে। এমন অবস্থায় কোথায় লুকাবে সে লুটের সোনা আর ডলার? নিশ্চয়ই মাটিতে পোঁতার সময় পায়নি লোকটা। অথচ অত্যন্ত নিরাপদ কোনও জায়গায় রেখেছে কোয়ার্টার মিলিয়ন ডলার। কেউ খুঁজে পাবে না এই ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল হারমার।

পুবে আলোর ঝিলিক ওকে সচেতন করে তুলল। পাহাড়ের ওপর পড়ে থাকা কোনও ভাঙা কাঁচে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়েছে হয়তো। এমনও হতে পারে নজর রাখছে কেউ, তার বিনকিউলারেই প্রতিফলিত হয়েছে সূর্যালোক। খুব সম্ভব শেরিফের লোক ওর ওপর লক্ষ রাখছে! শেরিফ ভেবেছে হারমারের হয়ে সে লুটের টাকা উদ্ধার করা মাত্রই পাকড়াও করবে ওকে।

মনে মনে হাসল রবার্ট। হারমার মারা গেছে, লুটের টাকা নিরাপদ কোনও জায়গায় পড়ে আছে, চিন্তার কোনও কারণ নেই। এখন ওর উচিত রানশিঙের কাজে হাত দেয়া।

রাত নামার পর অন্ধকার কেবিনে প্রবেশ করল সে, আলো জ্বালল না। দরজার খিল তুলে দিয়ে হাতড়ে হাতড়ে বাংকের সামনে পৌঁছুল। গানবেল্ট আর জুতো জোড়া খুলে বাংকে শুয়ে পড়ল। চোখ বন্ধ করার পর কোয়ার্টার মিলিয়নের চিন্তা দূর হয়ে গেল ওর মাথা থেকে, মানসপটে ভেসে থাকল ডোনা গ্রীনের মুখচ্ছবি। মুচকি হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে, একসময় ঘুমিয়ে পড়ল অজান্তেই।

ছোট্ট জানালা দিয়ে আসা সূর্যালোক মুখের ওপর পড়ায় চোখ খুলল রবার্ট, সকাল হয়ে গেছে। পাখির কলকাকলী শোনা যাচ্ছে, একটা ষাঁড় গলা ছেড়ে ডেকে হুঁশিয়ার করল আরেকটা মদ্দাকে।

একটানা ঘুম ক্লান্তি দূর করে দিয়েছে, লাফ দিয়ে বাংক থেকে নামল সে। বিশাল একটা হাই তুলে বুট জুতো জোড়া খুঁজে নিয়ে পরল। স্টোরকীপের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যে করে সকাল হওয়ার পরও বেঁচে আছে সে। আত্মতৃপ্তির সাথে ভাবল, শুধু শুধু ভয় পায় মানুষ! দরজার খিল তুলে বাইরে বেরুল, অলস ভঙ্গিতে দু'হাত ওপরে তুলে আড়মোড়া ভাঙল। বুক ভরে টেনে নিল সকালের তাজা বাতাস।

চার শ' গজ দূরে পুবদিকের পাহাড়ের ঢালে, একটা ম্যানজানিটা ঝোপের আড়ালে শুয়ে রাইফেলের ট্রিগার টানল গুপ্তঘাতক। কানের কাছে জোরাল মৌমাছির গুঞ্জন শুনতে পেল রবার্ট, পরমুহূর্তেই রাইফেলের তীক্ষ্ণ গর্জন।

ডাইভ দিয়ে মাটিতে পড়ল সে, গড়াতে গড়াতে থাবা মারল হাত উরুতে।

মুখখিস্তি করে উঠল। জীবনের শেষ ভুলও হতে পারে এটা! গানবেল্ট রয়ে গেছে কেবিনে। দ্বিতীয় বুলেট কেবিনের দরজার চৌকাঠে গাঁথল। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে কেবিনের কোনা ঘুরল সে। কোনা থেকে একটু বেরিয়ে থাকা ডান পায়ের বুটের হিল উড়িয়ে নিল তৃতীয় বুলেট। এতক্ষণে আততায়ীর চোখের আড়ালে সরে আসতে পেরেছে সে।

ওখানে শুয়ে এক মুহূর্ত বিশ্রাম নিল রবার্ট, এরকম অসহায় অবস্থায় জীবনে পড়েনি। কেবিনের আড়ালে অপেক্ষা করছে খুনি, যেকোনও সময় কোণ ঘুরে এগিয়ে এসে গুলি করতে পারবে। আরও সতর্কতার সাথে কাজ সারতে চাইলে সে পেছনের পাহাড়ে চলে আসবে। নিরস্ত্র রবার্টের কিছুই করার নেই লুকোচুরি খেলা ছাড়া। অবশ্য ঠিক এই মুহূর্তে খুনি ওকে দেখতে পাচ্ছে না, নতুন আড়াল নেয়ার চেষ্টা করা যায়।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে, দৌড়ে চলে এল কেবিনের পেছনে। হাতের বাঁ দিকে খানিকটা দূর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে কোল্ড ক্রীক, জলস্রোতের দু'পারে ঘন ঝোপের জঙ্গল। কিন্তু ওখানে আশ্রয় নিতে হলে আততায়ীর চোখের সামনে দিয়ে যেতে হবে। ডানদিকের পাহাড়ে অস্ত্র ছাড়া ওঠা মানে মৃত্যু। তা হলে বাকি থাকছে শুধু কেবিনের পেছন দিকের গিরিসংকট সংলগ্ন জঙ্গল।

দৌড়ে জ্যাক র‍্যাবিটও হার মানত, গুলির ভয়ে প্রাণপণে দৌড় দিল রবার্ট। মাঝে মাঝে পোক্ত ক্রীড়াবিদদের মত বাউলি কাটছে, পাত্তাই দিচ্ছে না মেসকিট ঝোপের কাঁটার খোঁচা। পাহাড় জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ওক গাছগুলোর মাঝ দিয়ে দৌড়াচ্ছে, এসময় গুপ্তঘাতকের চোখে ধরা পড়ল ও। পেছনের একটা গাছে ঠক শব্দে গাঁথল বুলেট, পরক্ষণেই রাইফেলের তীক্ষ্ণ গর্জন শোনা গেল।

বড় গাছগুলোর গুঁড়ির মাঝ দিয়ে দৌড়াচ্ছে সে, লাফ দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে ছোট ঝোপঝাড়। পর পর দুটো বুলেট ধারে কাছেই কোথাও বিঁধল। এঁকেবেঁকে দৌড়ে সামনের ঘন ঝোপের জঙ্গলে ঢুকে পড়ল সে। শুয়ে পড়ে যেদিক থেকে এসেছে সেই সরলরেখা হতে ক্রল করে সরতে শুরু করল। খুব সাবধানে এগোচ্ছে, আততায়ীর চোখে কোনও নড়াচড়া ধরা পড়লে খেলখতম। এতক্ষণে একটা পাল্টা বুলেটও ছোঁড়া হয়নি, লোকটা এখন জানে রবার্ট নিরস্ত্র।

আরও দু'তিন রাউণ্ড গুলি ছোঁড়ার পর নীরবতা নামল চারধারে। ঝোপের আরও ভেতরে ঢুকে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকল রবার্ট, আহত বুনো প্রাণীর মত সজাগ হয়ে উঠেছে ওর ইন্দ্রিয়গুলো। পাখির ডাক ছাড়া অন্য কোনও শব্দ নেই। সূর্য উঠছে পাহাড়ের ওপার থেকে, সোনালী দেখাচ্ছে চূড়াগুলো।

নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হওয়ার পর পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করল সে। অ্যাম্বুশার বোধহয় পাহাড় থেকে নেমে নিজের পরিচয় প্রকাশ করার ঝুঁকি নেবে না। সেক্ষেত্রে নড়াচড়া না করলে এখানে সে নিরাপদ। তারপরও অবশ্য

বাঁচার একমাত্র উপায় প্রতিপক্ষকে ধৈর্যের পরীক্ষায় হারিয়ে দেয়া। তিক্ত মনে ভাবল রবার্ট, কী করে অস্ত্র ছাড়া কেবিন থেকে বেরিয়ে আসার মত বোকামি করল সে!

ধীরে ধীরে গড়িয়ে চলেছে সময়, সূর্য মাথার ওপর উঠতে শুরু করেছে। ঝোপের ফাঁক ফোকর দিয়ে ওর ঘাড়ে এসে পড়ছে তপ্ত সূর্যরশ্মি। ব্র্যাণ্ডিঙ আয়রন দিয়ে ঘাড়ে-পিঠে ছ্যাঁক দেয়া হচ্ছে বলে মনে হলো। অসহ্য জ্বলুনী। একটা ডোরাকাটা গিরগিটি ওর নাকের সাথে লেজ ঘসে সামনের একটা পাথরের আড়ালে লুকাল। শ'খানেক গজ দূরে কোল্ড ক্রীক থেকে পানি গড়িয়ে চলার মৃদু শব্দ পাওয়া যায়। তেতে উঠেছে আবহাওয়া, তেষ্টা পেল রবার্টের। ক্রীকে গিয়ে পানি পান করার ইচ্ছে যুক্তি দিয়ে দমন করল সে। আততায়ী সম্ভবত এরকম সুযোগের অপেক্ষাতেই বসে আছে।

'রবার্ট! রবার্ট!' কে যেন ওর নাম ধরে ডাকছে। সতর্ক হয়ে অপেক্ষা করল রবার্ট, বোকার মত অ্যাম্বুশারের ফাঁদে পড়তে চায় না। 'রবার্ট, তুমি কোথায়?' বিল ড্যানের গভীর মোটা গলা এবং জড়ানো উচ্চারণ চিনতে পারল সে। বর্ণসংকর লোকটাই কি খুন করতে চাইছে ওকে?

গতকালও গুলির শব্দ শুনে খোঁজ নিতে এসেছিল লোকটা, আজও কি শুধু সেজন্যেই এসেছে? ঝুঁকি নেবে ঠিক করল রবার্ট, আড়ষ্ট দেহ টেনে উঠে দাঁড়াল, হেঁটে বেরিয়ে এল ঝোপের আড়াল থেকে।

ছয়

কেবিনের পেছনদিক ঘুরে সামনে এসে রবার্ট দেখল দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিল ড্যান। অ্যাপাচিদের তীর ধনুক ঝোলানোর কায়দায় পিঠে ঝুলিয়েছে রাইফেল। রবার্টের বিধ্বস্ত অবস্থা দেখে বিস্মিত চেহারায় ভাঁজ পড়ল তার।

'জঘন্য ব্যাপার!' মৃদু কণ্ঠে বলল রবার্ট, লোকটাকে পাশ কাটিয়ে কেবিনে ঢুকে গানবেল্ট পরল। তারপর বাকেট থেকে টিনের মগে পানি তুলে তৃষ্ণা মেটাল, বাইরে এসে দাঁড়াল। 'এদিক দিয়ে যাচ্ছিলে?' বিল ড্যানকে প্রশ্ন করল সে।

'গুলির শব্দ শুনে দেখতে এলাম,' বলল লোকটা, 'আবারও ডেভিড ব্রুসের ছেলেদের সাথে?'

'হতে পারে ওদের কেউ,' পুরো ঘটনা খুলে বলল রবার্ট। 'তোমার কি মনে হয়; ওদের কাজ?' প্রশ্ন করার আগে কোনও মন্তব্য করল না বিল ড্যান, চুপচাপ

শুনল। মাঝে মাঝে অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে দেখল ওকে। বুঝতে চেষ্টা করল রবার্ট ভয় পেয়ে চলে যাবে কি না। চেষ্টা সফল হলো না, সামনে দাঁড়ানো লোকটার চেহারায় কোনও অনুভূতির ছায়াও নেই।

'অন্য আরও অনেকে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে ঘুরছে ধারকাছেই,' অবশেষে মুখ খুলল আধা ইণ্ডিয়ান।

'আর কেউ আমাকে খুন করতে চাইবে কেন!'

'তোমার জন্য হারমারের দুই সঙ্গী, বাক হকিন্স আর নেলসন ফক্স এখানে লুটের টাকা খুঁজতে পারছে না।'

'কিন্তু আইনের হাতে ধরা পড়ার ভয় আছে না ওদের?' লোকটাকে একটু বাজিয়ে দেখার জন্য বলল রবার্ট। পরিস্থিতি সম্বন্ধে লোকটা ওকে পরিষ্কার ধারণা দিচ্ছে কি না জানা দরকার।

'আইন আছে ক্লিয়ারওয়াটার শহরে, একদিনের পথ। বুঝতেই পারছ, এখানে ওদের ভয়ের কারণ নেই,' মাথা ঝাঁকিয়ে উত্তরের পাহাড় দেখাল বিল ড্যান। 'একের পর এক পাহাড়ের সারি ওদিকে, বিশজন লোকও হাওয়া হয়ে যেতে পারবে। কোথায় লুকিয়ে অপেক্ষা করছিল অ্যাম্বুশার লোকটা?'

'গান ফ্ল্যাশ দেখেছি ওদিকে,' আঙুল তুলে পুবের পাহাড়ের মাঝ উচ্চতা বরাবর একটা কার্নিশ দেখিয়ে দিল রবার্ট।

একটা কথাও না বলে পুবের পাহাড় লক্ষ্য করে লম্বা পদক্ষেপে হাঁটতে শুরু করল বিল ড্যান। তার সাথে তাল মেলাতে গিয়ে প্রায় দৌড়াতে হচ্ছে রবার্টকে। পশ্চিমে নেমে আসা ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল ওরা।

'বিশ্রাম না নিলে জায়গা চিনতে ভুল হবে তোমার,' ইঙ্গিতে রবার্টকে একটা ছোট তাকে বসতে বলল বিল ড্যান। নিজে ঢ্যাঙা শরীরে লাফিয়ে লাফিয়ে বড়সড় বোল্ডারগুলো পেরিয়ে অবলীলায় চলে গেল নির্দেশিত তাকে। ওখানে ঝোপঝাড় সরিয়ে কী যেন দেখল সে, তারপর রবার্টকে ওপরে উঠে আসতে বলল।

বিল ড্যানের পাশে দাঁড়িয়ে মেসকিট ঝোপে উঁকি দিল রবার্ট। লাল রঙের পাথুরে মাটিতে ·৪৪ উইনচেস্টারের সোনালী খোলগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। আট দশটা। সূর্যের আলোয় চক চক করছে। ওগুলো তুলতে ঝুঁকে পড়েছিল রবার্ট, লম্বা হাত তুলে বাধা দিল বিল ড্যান। নিজের রাইফেলটা পিঠ থেকে খুলে রবার্টের চোখের সামনে ধরল। স্পেন্সার সিঙ্গল শট ক্যাভালরি কারবাইন ওটা।

হাত এবং হাঁটুতে ভর দিয়ে, উবু হয়ে মাটিতে বসল বিল ড্যান, পাথুরে মাটিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ। কিছুক্ষণ পর চেহারায় সন্তুষ্টি নিয়ে উঠে দাঁড়াল, দু'হাতে প্যাণ্টের ধুলো ঝাড়ল। 'আমার মনে হয় লোকটার উচ্চতা ছিল পাঁচফুট ছয় থেকে আট ইঞ্চি,' বলল সে, 'দেহ ভারী না। রাইডিঙ বুট পরে। পাঁচটা সিগারেটের

টুকরো দেখে বোঝা যায় অনেকক্ষণ ছিল এখানে। খুব দ্রুত চলে যেতে বাধ্য হয়েছে লোকটা।'

'ওই লোকের চুলের রঙও জানো নাকি?' বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল রবার্ট।

'কালো চুল। ধূসর চোখ, বিড়ালের মত,' গম্ভীর স্বরে বলল আধা অ্যাপাচি। 'এই লোকের ডানগালে ছুরির ক্ষত আছে, একটা দাঁত সোনা বাঁধানো। আমার যদি কোনও ভুল না হয়ে থাকে তো তার নাম বাক হকিন্স।'

'হারমারের দোস্ত?'

মাথা ঝাঁকাল বিল ড্যান, স্লিংয়ে বাঁধা কারবাইন কাঁধে ঝোলাল। 'এতক্ষণে বহু দূরে চলে গেছে লোকটা, তবে আবার আসবে।'

লোকটা ঘুরে দাঁড়ানোয় রবার্ট বলল, 'তোমার সাথে আমিও যাচ্ছি। ফিসারের কাছ থেকে গরু কেনার চেষ্টা করব।'

'তুমি দেখছি পিছু হটার লোক নও,' ঢাল বেয়ে নামতে নামতে বলল বিল ড্যান।

বিল ড্যানের জমি পেরিয়ে ফিলিপ ফিসারের আধ সেকশন। রবার্টের জমি থেকে নদীর এক মাইল উজানে একই পাড়ে। র‍্যাটল স্নেক রানশের ব্র্যাণ্ড করা অসংখ্য গরু চরছে ফিসারের হোমস্টিডে। একটা বেঞ্চে বসে ছিল লোকটা কেবিনের সামনে, ওকে এগিয়ে আসতে দেখে উঠে দাঁড়াল, নিরস্ত্র দেখে বোঝা যায় আগ্নেয়াস্ত্র বহন করার ঝুঁকি নেয় না সে।

ফিলিপ ফিসার বুড়ো এক লোক। গালের চামড়া ঝুলে পড়েছে। মাথার চুল ধূসর। রোগাটে চেহারায় গর্তে ঢোকানো কালো চোখ দু'টোয় মাতালের ঘোলা দৃষ্টি। তার দাড়ি না কাপড় কোনটা বেশি ময়লা বুঝতে পারল না রবার্ট। দুটো থেকেই সমান দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে।

রবার্টের বক্তব্য শুনে আলো জ্বলে উঠল বুড়োর ঘোলাটে চোখে। জানাল গোটা বিশেক গরু আছে তার, সবকটাই কাউন্টির সেরা। তবে দাম পঁচিশ ডলার, এর এক সেন্ট কমে বেচবে না সে।

রবার্ট শ্রাগ করল। 'মাথা পিছু দশ ডলার করে দেব। হারমারের হোমস্টিডে পৌঁছে দিতে হবে দুই দিনের মধ্যে; নইলে আমার প্রস্তাব ফিরিয়ে নেব। চলবে?'

দরদাম করল না ফিসার, আগন্তুকের কথার ধরনে বুঝে নিয়েছে এক কথার মানুষ। 'কিন্তু র‍্যাটল স্নেকের গরুগুলো থেকে আমারগুলো আলাদা করতে সময় লাগবে!' হাত ছুঁড়ে বলল সে।

'তুমিও বিল ড্যানের মত তারের বেড়া দিলে গরুগুলো এপারে আসতে পারত না।'

'বিল ড্যানকে দিয়ে হারানো গরু খোঁজায় ডেভিড ক্রুস। সেজন্যেই ওকে

বেড়া দিতে দিয়েছে। ওকে বোধহয় ভয়ও পায় রানশার। পাথরের ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া টিকটিকির ট্র্যাক খুঁজে বের করতে পারবে ওই হাফ ব্রীড!'

নদীর তীর ধরে নিজের জমির পথে রওনা হলো রবার্ট, বুড়ো হোমস্টেডারের কথাগুলো ঘুরছে মাথায়। বিল ড্যানের ব্যাপারেও সতর্ক থাকতে হবে, সিদ্ধান্ত নিল সে। তারমানে র‍্যাটল স্নেক রানশের কাউবয়রা ছাড়াও আরও তিনজন লোক বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে! তবে প্রথম আঘাতটা বোধহয় আসবে ডেভিড ব্রুসের দিক থেকে। শহরের সীমানার বাইরে নিজের তৈরি আইনে সবাইকে চালাতে চায় রানশার। কোনও পাল্টা আঘাত সহ্য করবে না সে বা তার ক্রুরা।

সন্ধের পর নিজের জমিতে পৌঁছুল রবার্ট। করালে ঘোড়া বেঁধে ওটার যত্ন নিল। তারপর প্রবেশ করল কেবিনে, জানালা খুলে ল্যাম্পে আগুন জ্বালল। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে রাতের আকাশে অসংখ্য তারাগুলো দেখল। কেউ নেই ধারেকাছে, থাকলে ল্যাম্পের আলোয় ওকে গুলি করার সুযোগ হারাত না, নিশ্চিত হয়ে ল্যাম্প নেভাল। অন্ধকারে নিঃশব্দে কেবিনের দরজা খুলল সে, কাঁধে রোল করা ব্ল্যাংকেট এবং হাতে রাইফেলসহ বেরিয়ে এল বাইরে। ছায়ায় মিশে এগোল পুবের টিলাগুলোর দিকে। আততায়ী ওদিকেই অপেক্ষা করছিল ওর জন্য। এর পরের বার কাজটা সে নিজেই করতে চাইছে।

গুপ্তঘাতক যে ঝোপে লুকিয়ে ছিল সেটা পেরিয়ে এল রবার্ট। পাথরের একটা স্তূপের পেছনে থামল। এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যায় নিচের মেসকিট ঝোপটা। রোল করা ব্ল্যাংকেট কাঁধ থেকে নামিয়ে মাটিতে আছড়াল সে, কোনও র‍্যাটল স্নেক থেকে থাকলে হাওয়া হয়ে যাবে এই এলাকা ছেড়ে। তারপর ব্ল্যাংকেট বিছিয়ে শুয়ে পড়ল, একমিনিটের মধ্যে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল।

নক্ষত্রগুলো ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ধূসর ভোরের আকাশে, পাহাড় চূড়াগুলোকে জড়িয়ে রেখেছে কুয়াশার চাদর। ঘুম ভাঙল রবার্টের, চোখের পাতা খোলার সাথে সাথেই পূর্ণ সজাগ হয়ে উঠল ও। শীতটা বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। আড়ষ্ট হাতপায়ের খিল ছাড়াল সে, উঁকি দিয়ে পাহাড়ের ঢালে একটা কালো ছোপ দেখে মেসকিট ঝোপটা চিনতে পারল। একটা বড় বোল্ডারের আড়াল নিয়ে সিগারেট ধরাল; আলো ফোটার আগে করার কিছুই নেই।

ধীরে ধীরে অন্ধকার ছায়াগুলোকে হটিয়ে দিয়ে জায়গা করে নিচ্ছে নবাগত ভোর। রুপোলী দেখাচ্ছে মোড় নিয়ে এগিয়ে চলা নদীর স্রোত। অনেকগুলো গরু দাঁড়িয়ে আছে নদীর ওপারে। পুবদিকে কালো কালো পাহাড়ের ভাঙাচোরা আকৃতি রক্তিম হয়ে উঠছে।

সামনের ঢালে নজর বোলাল রবার্ট, নড়ছে না কিছু। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর রাইফেলের বোল্ট টানার মৃদু 'ক্লিক' শব্দ শুনতে পেল সে। সতর্ক

নজরে ধরা পড়ে গেল লুকিয়ে থাকা লোকটা। তিরিশ কদম দূরে নিচে একটা ঢালে পাথরের ওপর রাইফেল রেখে শুয়ে আছে গুপ্তঘাতক, কাল সকালের চেয়ে কিছুটা সরে অবস্থান নিয়েছে আজ।

উপুড় হয়ে শুয়ে আছে সে, পাথরে রেস্ট দেয়া রাইফেলটা কেবিনের দিকে তাক করা, গভীর মনোযোগে চেয়ে আছে কেবিনের দিকে। ইচ্ছে করলে শেষ করে দেয়া যায়—সহজ টার্গেট। কাঁধ ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়াল রবার্ট, অ্যাম্বুশারকে জীবিত দরকার ওর। নিঃশব্দে ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল সে।

সময় নিয়ে লোকটার একফুটের মধ্যে চলে এল হিকক। কোনও শব্দ হয়নি, তবুও কেন যেন ঘাড় ফেরাল লোকটা। বিড়ালের মত ধূসর চোখজোড়া নিষ্পলক চেয়ে থাকল রবার্টের চোখে। সরু ঠোঁট জোড়া ফাঁক হয়ে গেছে বিস্ময়ে, সোনা বাঁধানো দাঁতটা দেখা গেল। কুৎসিত চেহারায় ভয়ের ছায়া ফুটে উঠেছে।

'গুলি করার জন্য একটা অজুহাত দাও শুধু,' শীতল কণ্ঠে বলল রবার্ট হিকক। হাতে উঠে আসা সিক্সগান নিষ্কম্প; লোকটার দিকে চেয়ে আছে ভীতিকর কালো নল। লাথি মেরে হকিন্সের হাত থেকে রাইফেল খসিয়ে দিল সে। ঢালে ঠোক্কর খেতে খেতে আততায়ীর আওতার বাইরে চলে গেল উইনচেস্টার। 'উঠে দাঁড়াও!' কর্কশ কণ্ঠে বলল হিকক।

হকিন্স উঠে দাঁড়াল বামহাতের কব্জি ঝাড়তে ঝাড়তে। লাথিতে হাড় ফেটে গেছে তার। 'গানবেল্ট খুলে এগিয়ে যাও,' লোকটার পিঠে সিক্সগানের গুঁতো দিল রবার্ট।

হকিন্স নির্দেশ পালন করে এগোনোর পর গানবেল্ট মাটি থেকে তুলে নিয়ে কাঁধে ঝোলাল সে। বিরক্তি মাখা স্বরে বলল, 'তা হলে তুমিই বাক হকিন্স! প্রার্থনা শুরু করে দাও।'

এতক্ষণে মুখ খুলল আউট-ল, 'মৃত্যুকে ভয় করি না, গুলি করলে করো।'

'করতাম!' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রবার্ট হিকক, 'কিন্তু রিয়োয়ার্ড পোস্টারে লেখা আছে জীবিত ধরতে পারলে এক হাজার ডলার পুরস্কার। তোমার ঘোড়াটা কোথায়? পুরস্কার দাবি করতে শহরে যাচ্ছি আমরা!' আউট-ল কোনও জবাব না দেয়ায় শ্রাগ করল সে, মুচকি হাসি ফুটল চেহারায়। 'ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করো। আমার ঘোড়াতেই দু'জনে যাব আমরা, কিন্তু উল্টো করে বসিয়ে বাঁধব তোমাকে।'

কেবিনের সামনে পৌঁছে হকিন্সের বেল্ট খুলে ওটা দিয়ে তার হাত পিছমোড়া করে বাঁধল হিকক, বলল, 'তুমি নড়লে চড়লে কিন্তু প্যান্ট খুলে যাবে!' লোকটাকে আরেকবার দেখে নিয়ে করালে চলে এল সে। ডানের পিঠে স্যাডল চড়িয়ে হাতবাঁধা আউট-লর কাছে। তাকে ঘোড়ার পিঠে উল্টো হয়ে উঠে বসতে বাধ্য

করল। তারপর তার দু'পায়ের গোড়ালি শক্ত করে বাঁধল ডানের পেটের নিচে। বেকায়দা ভঙ্গিতে বসে থাকল লোকটা। 'ক্লিয়ারওয়াটারে যাবে, না সঙ্গীর খোঁজে যাবে, সেটা তোমার ইচ্ছে,' হাসল রবার্ট।

জবাব দিল না বাক হকিন্স, ঘোঁত করে উঠে মুখ ফেরাল অন্যদিকে। রবার্ট ঘোড়ায় ওঠার পর বলল, 'ক্রীকের ধারে আমার ঘোড়াটা আছে।' তার নির্দেশিত পথে এগিয়ে ঝোপের সাথে দড়ি পেঁচানো অবস্থায় লালচে স্ট্যালিয়নটাকে দেখতে পেল হিকক। আউট-লকে নামিয়ে ওটার পিঠে তাকে স্বাভাবিক ভাবেই বসতে দিল সে। স্বস্তির শ্বাস ফেলল হকিন্স; পশ্চিমের লোকরা ছেলেমেয়েদের গল্প বলার সুযোগ হারাল যে কীভাবে একদিন ট্রেনডাকাত বাক হকিন্সকে ঘোড়ায় উল্টো বসিয়ে শহরে এনেছিল রবার্ট হিকক।

সন্ধের সময় ক্লিয়ারওয়াটারের বড় রাস্তায় চলাচলরত মানুষজন অবাক হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ধুলোয় মোড়া দুই রাইডার ধুলা উড়িয়ে এগিয়ে আসছে দ্রুতগতিতে। প্রথম জন স্বল্প পরিচিত রবার্ট হিকক, দ্বিতীয়জনের চেহারা পোস্টারে দেখে দেখে চিনে ফেলেছে সবাই—বাক হকিন্স। দুর্বৃত্তের হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা।

সবার বিস্মিত দৃষ্টি উপেক্ষা করে কোর্টহাউসের সামনে নামল আগন্তুক দু'জন। হিচরেইলে ঘোড়া দুটো বেঁধে সঙ্গীসহ কোর্টহাউসে প্রবেশ করল রবার্ট। গুঞ্জন শুরু হলো রাস্তায়, যে যার বাড়িতে ছুটল উত্তপ্ত খবরটা জানাতে, মদ্যপরা গেল সেলুনে।

গদিমোড়া চেয়ারে আয়েস করে বসেছে শেরিফ। তার রুক্ষ চেহারার ডেপুটি স্যাণ্ডি বসে আছে সামনেই একটা পিঠ উঁচু গদিহীন চেয়ারে। রবার্ট আউট-লকে সহ ঘরে প্রবেশ করায় বিস্ময়ের ধাক্কায় সিধে হয়ে বসল শেরিফ, তার চেহারায় আকস্মিক পরিবর্তন দেখে ঘাড় ফিরিয়েছিল ডেপুটি। সে-ও চমকে উঠল। 'কী করে...!' ফিসফিস করে বলল স্যাণ্ডি।

সামলে নিয়ে চেয়ারে আবার হেলান দিল নড ডিকিন্স, শান্ত কণ্ঠে বলল, 'কী করে বাক হকিন্সকে ধরলে জানি না, রবার্ট হিকক। তবে ধন্যবাদ, আমাদের কাজ খানিকটা সহজ করে দিয়েছ তুমি।'

ধাক্কা দিয়ে আউট-লকে সামনে ঠেলল রবার্ট। শেরিফের চোখে চোখ রেখে বলল, 'ট্রেন ডাকাতির সাথে একে জড়াতে না পারলেও হত্যা প্রচেষ্টার অপরাধে একে ভেতরে ভরতে হবে তোমার।' গতকাল এবং আজকের ঘটনাগুলো শেরিফকে খুলে বলল সে।

'চিন্তা কোরো না, আর জ্বালাবে না এই লোক,' গম্ভীর শোনাল নড ডিকিন্সের কণ্ঠ। 'ফাঁসি এড়াতে পারলে আজীবন ইউমাতে পচে মরবে বদমাশটা,' ডেপুটির উদ্দেশে বলল সে, 'সার্চ শেষে হকিন্সকে সবচেয়ে শক্ত সেলে ঢোকাবে, স্যাণ্ডি।'

নিপুণ হাতে হকিন্সকে সার্চ করল ডেপুটি। তার পকেট থেকে জ্যাক নাইফ, সিগারেট স্যাক এবং কিছু খুচরো পয়সা ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেল না। কাজ শেষে পেছন থেকে ধাক্কা দিতে দিতে আউট-লকে নিয়ে চলল স্যাণ্ডি সেলে রেখে আসবার জন্য।

রবার্ট দেয়ালে সাঁটা ওয়ান্টেড পোস্টারগুলো মনোযোগের সঙ্গে দেখছে। খানিক পর সে ঘর ছেড়ে যাচ্ছে না দেখে মুখ খুলল শেরিফ, 'থাকার দরকার নেই, রবার্ট। হকিন্সের ব্যাপারে তোমার অভিযোগ পত্র সই না করলেও চলে। এমনিতে যা প্রমাণ আমাদের হাতে আছে, ফাঁসি এড়াতে পারবে না লোকটা।'

'সেজন্য অপেক্ষা করছি না আমি,' পোস্টার থেকে চোখ না তুলেই বলল রবার্ট।

'জানি,' মাথা ঝাঁকাল শেরিফ। 'অপরাধ প্রমাণ হবার পর বাক হকিন্সকে ধরার রিয়োয়ার্ড মানি পাওয়া যাবে।' দরজার দিকে এগোচ্ছিল রবার্ট, পেছন থেকে শেরিফের গম্ভীর কণ্ঠ ভেসে এল, 'তুমি মারা গেলে টাকাটা পাবে এমন কেউ আছে?'

'তেমন কারও প্রয়োজন পড়ছে কেন?' শুকনো গলায় পাল্টা প্রশ্ন করল আগন্তুক।

'রিয়োয়ার্ড মানি ক্লেইম করার জন্য,' সিলিঙের দিকে চেয়ে বলল নড ডিকিন্স, 'নেলসন ফক্স এখনও ধরা পড়েনি। ফক্স আর বাক দুজনে ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তবে বেশি বিপজ্জনক হচ্ছে ফক্স। তা ছাড়া শুনলাম র‍্যাটল স্নেকের সাথে নাকি গোলমালে জড়িয়েছ! মনে রেখো, ডেভিড ক্রুসের সাথে লাগার চেয়ে খালি হাতে গ্রিজলি ভালুকের সঙ্গে লড়বে বুদ্ধিমান লোক!'

'আমাকে কী করতে বলো তুমি?' নির্বিকার চেহারায় প্রশ্ন করল হিকক।

'ঘোড়া দাবড়াও, রবার্ট, যত দ্রুত সম্ভব এই এলাকা থেকে সরে পড়ো!' সিলিং থেকে চোখ সরিয়ে শেরিফ দেখল হাসছে আগন্তুক। শ্রাগ করল শেরিফ, টেবিল থেকে একটা চুরুট তুলে নিয়ে আগুন জ্বেলে ধোঁয়া ছুঁড়ে দিল ওর দিকে। তারপর বলল, 'বুটহিলে শুয়ে হাসতে পারবে না।'

দৃঢ় পদক্ষেপে কোর্টহাউস থেকে বেরিয়ে এল রবার্ট হিকক, ধূলিময় রাস্তায় এমাথা ওমাথা ঘুরে এল ওর দৃষ্টি। সে যে ডোনা গ্রীনের মিষ্টি চেহারা দেখতে পাবে বলে আশা করেছিল তা অস্বীকার করল নিজের কাছে। ঘোড়ায় চড়ে লিভারি স্টেবলে গেল সে, ওটার যত্ন নেয়া হচ্ছে নিশ্চিত হয়ে হেঁটে এগুলো সেলুনের উদ্দেশে।

মেলভিস সেলুন ওর কাছে অপরিচিত মনে হলো না। পশ্চিমের বহু সেলুনেই গলা ভিজিয়েছে সে। আর সব সেলুনের মতই বারের পেছনে মস্ত কাঁচের আয়না, দেয়ালে সাঁটা নারীদেহের নোংরা ছবি, ছাদের র‍্যাফ্‌ট্ থেকে ঝুলছে তেলের লণ্ঠন।

ভেতরটা ধোঁয়ায় আধো অন্ধকার। মদ আর সিগারেটের গন্ধে ভারী হয়ে আছে বাতাস।

বার থেকে এক মগ বিয়ার নিয়ে কোনার একটা টেবিলে দেয়ালের দিকে পিঠ দিয়ে বসল রবার্ট। অভ্যেস বশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখল উপস্থিত সবাইকে। মদ খেয়ে আড্ডা মারার জন্য বালুময় মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পাতা হয়েছে ছোট ছোট টেবিল। ভাল কাপড়চোপড় পরা শহুরে লোকগুলো বারের কাঠের কাউন্টারে পেট ঠেকিয়ে বসেছে।

হাসি খুশি গোল মুখের এক লোকের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো ওর। মোটা লোকটা পুরো সেলুনময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে থামছে সে টেবিলে বসা খদ্দেরদের সাথে দু'একটা কথা বলার জন্য। জুয়াড়িদের মত চকমকে শার্ট-প্যান্ট তার পরনে। বামহাতের আঙুলে একটা সোনার আঙটি, দামী একটা হীরা বসানো আছে তাতে।

লোকটাকে এগিয়ে এসে ওর টেবিলে উল্টোদিকের চেয়ারে বসে পড়তে দেখে বিস্মিত হলো রবার্ট। আধখালি বিয়ারের মগটা দেখল সে প্রথমে। তারপর রবার্টের মুখের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। রবার্টের মনে হলো চর্বির পোঁটলার তলে হারিয়ে গেছে লোকটার চোখজোড়া। পরক্ষণে ভুল ভাঙল ওর। কই, নাহ্! ওই তো উঁকি দিচ্ছে ধূর্ত চোখ জোড়া সুপ্ত অবস্থা থেকে। চেহারায়-চর্বিতে আলোড়ন তুলে ফাঁক হয়ে গেল তার ঠোঁট দুটো, রবার্ট বুঝল হাসি উপহার দিচ্ছে লোকটা।

'তুমিই তা হলে বাক হকিন্সকে ধরে এনেছ!' সরু মেয়েলি কণ্ঠে বলল সে। পাইপ ধরাল। 'তোমার জন্য আজকে ড্রিঙ্ক ফ্রী।' গলা চড়িয়ে হাঁক ছাড়ল সে, 'স্কটি! সবচেয়ে ভাল এক বোতল বুরবন আর একটা গ্লাস নিয়ে এদিকে এসো। জলদি!'

দুস্থ চেহারার বারটেণ্ডার টেবিলে বোতল আর গ্লাস দিয়ে গেল। ওগুলো রবার্টের দিকে ঠেলল মোটা লোকটা, বলল, 'আমি জো মেলভিস।' সেলুনের ভেতরে দৃষ্টি ঘুরে এল তার, 'এই সেলুনের মালিক।'

গ্লাসে দু'আউন্স আন্দাজ ঢেলে গলায় চালান করে দিল রবার্ট, তরল আগুন জ্বলে উঠল দেহের ভেতরে গিয়ে। তৈরি হয়ে বসে ছিল জো, খোলা চুরুটের বাক্স বাড়িয়ে ধরল। খুশির হাসিতে জোড়া থুতনি কাঁপছে তার। ধন্যবাদ দিয়ে একটা সিগার টেনে নিল রবার্ট, মনে মনে ভাবল এত আতিথেয়তার কারণটা কী সেটা জানতে চাওয়া উচিত হবে কি না।

প্রশ্নটা করতে হলো না ওকে। সেলুন মালিক বলল, 'শুনলাম তুমি নাকি জেস হারমারের জায়গাটা কিনেছ!'

'হ্যাঁ, কিছু গরু কিনে রানশিং আরম্ভ করতে চাইছি,' এত খাতিরের আসল কারণটা আন্দাজ করতে পারছে রবার্ট এখন।

'রানশিঙের চেয়ে পিস্তলের ব্যবহার অনেক ভাল জানো তুমি,' প্রশংসার সুরে বলল জো মেলভিস।

'তুমি আমার সম্বন্ধে কিছুই জানো না, বন্ধু,' রবার্টের বলার ভঙ্গি শীতল।

আগন্তুকের উরুর সাথে চামড়ার ফিতে দিয়ে বাঁধা সিক্সগানটা দেখল সেলুন মালিক। হাসির সাথে কেঁপে উঠল মুখমণ্ডলের চর্বি। 'কথা ছড়ায়, রবার্ট। আমি জানি র‍্যাটল স্নেক কাউহ্যাণ্ডদের ওই এলাকা থেকে ভাগিয়েছ তুমি। তা ছাড়া কোনও হোমস্টেডারের বাপেরও সাধ্য ছিল না বাক হকিন্সকে ধরে আনে,' গম্ভীর হয়ে উঠল মোটা লোকটার চেহারা, গলা খাটো করে বলল, 'আমার ধারণা লুটের টাকার লোভে এসেছ তুমি। শেরিফের নজর এড়িয়ে তোমার একার পক্ষে টাকা সরানো কঠিন হবে। সাহায্য করার লোক দরকার তোমার!'

সেলুন মালিকের অনুকরণে ফিসফিস করে জানতে চাইল রবার্ট হিকক, 'তো?'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল জো মেলভিসের চেহারা, টেবিলের দিকে ঝুঁকে এল সে। বোতল থেকে গ্লাসে বুরবন ঢেলে এগিয়ে দিল রবার্টের দিকে, বলল, 'আমি কখনও বন্ধুবান্ধবকে ঠকাই না। ছোট ছোট ভাগ করে কয়েকবারে টাকা আর সোনাগুলো আমার কাছে পাচার করে দাও। টাকাগুলো অ্যারিজোনার বাইরে পৌঁছে দেয়া আমার দায়িত্ব।'

'আর সোনা সব তোমার?'

লোকটার মাথা নাড়ানোর বহর দেখে রবার্টের মনে হলো মোটা গর্দানটা যে কোনও মুহূর্তে ওপরের বল থেকে ছুটে আসবে। 'ছিহ্!' বলল সে, 'আমাকে বাটপার মনে করেছ নাকি যে আধাআধি বখরা চাইব! কোয়ার্টার মিলিয়নের শতকরা পঁচিশ ভাগ দিলেই চলবে।'

'ভেবে দেখব,' চিন্তিত চেহারায় বলল রবার্ট। লক্ষ করল লোভে চকচক করছে মেলভিসের আধ লুকানো দু'চোখ। নড়েচড়ে বসল। 'এখন একটু পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতে পারো কি না দেখি।'

'শুধু বলেই দেখো না!' উদ্গ্রীব কণ্ঠে বলল মেলভিস, রবার্টের দিকে আরেকটু ঝুঁকে এল।

লোকটার নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ থেকে বাঁচার জন্য চেয়ারে হেলান দিল রবার্ট। তড়িঘড়ি চুরুটে টান দিয়ে বুক ভরে ধোঁয়া গিলল। 'হারমারের জমির পরে যে আধা অ্যাপাচি থাকে তার ব্যাপারে কি মনে হয় তোমার; সতর্ক থাকা উচিত?'

'বিল ড্যান!' হাসল সেলুন মালিক। 'ওর ব্যাপারে কেউ তেমন একটা জানে না। অনেকে ওর পেছনে বলাবলি করে ট্রেন ডাকাতির সঙ্গে নাকি সে-ও জড়িত ছিল। কিন্তু কথাটা ওর সামনে বলার সাহস নেই কারও।'

'জড়িত ছিল তার কোনও প্রমাণ আছে?'

'নাহ্! তবে হারমার আর সে কাছাকাছি এলাকায় বাস করত। আর তারচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে ওরা দু'জন চাচাত ভাই।' উঠে দাঁড়াল সেলুন মালিক, হাতের ইশারায় বুলবনের বোতলটা দেখাল। ভদ্রতার বিগলিত হাসি ফুটল তার চেহারায়, বলল, 'পুরোটা শুধু তোমার জন্য। দাম সেলুনের তরফ থেকে দেয়া হবে।' মোটা থলথলে পশ্চাদ্দেশ দুলিয়ে অন্য টেবিলের দিকে চলে গেল সে।

হতে পারে বিল ড্যানও হারমারের গ্যাঙের সাথে ছিল। ব্যাপারটা সুবিধের ঠেকল না রবার্টের কাছে। তাই যদি হয়ে থাকে তা হলে হারমারের জমি তন্নতন্ন করে খুঁজেছে লোকটা, পায়নি কিছু। এখন আশায় আছে কখন রবার্ট পৌঁছুবে লুটের কাছে। রবার্টের মনে পড়ল কীরকম উৎসাহ নিয়ে অ্যাম্বুশারের অবস্থান বের করেছে সে। গোলাগুলির শব্দ শুনলেই ছুটে আসে ওর কেবিনে। লুটের টাকা খুঁজে পাওয়ার আগ পর্যন্ত রবার্টকে বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টার ক্রটি করবে না বিল ড্যান।

তিক্ত মনে ভাবল রবার্ট; একজন নয়, অনেকেই কোয়ার্টার মিলিয়ন ডলার কজা করার জন্য মেতে উঠেছে। দেখা যাক শক্তি, সাহস আর বুদ্ধির জোরে কে শেষ পর্যন্ত জেতে!

সাত

পরদিন বিকেল বেলা হারমারের জমিতে পৌঁছুল রবার্ট। র‍্যাটল স্নেক রানশের অসংখ্য গরু চরে বেড়াচ্ছে উর্বর ঘাস জমিতে। কেউ ওগুলোকে ঠেলে দেয়নি, পরিচিত জায়গায় ঘাসের লোভে নিজেরাই ফিরে এসেছে নদীর এপারে। নদীর তীরে তারের বেড়া দিয়ে ঠেকাতে হবে গরুগুলোকে, সিদ্ধান্ত নিল হিকক। নইলে কখনোই জমির পরিপূর্ণ দখল ফিরে পাওয়া যাবে না।

কেবিনের সামনে এসে ভুল দেখছে মনে করে চোখ কচলাল সে। হুড দেয়া একটা বাকবোর্ড কেবিনের উঠানে। শহুরে পোশাক পরা লোকটা কাঠের বেঞ্চে বসে পাইপ ফুঁকছে। এই চিড়িয়া কে হতে পারে ভাবতে ভাবতে করালের গেটে ঘোড়া থেকে নামল রবার্ট। স্যাডল নামিয়ে ডানের যত্ন শেষে হাঁটতে শুরু করল কেবিন লক্ষ্য করে।

'অপূর্ব সন্ধ্যা!' ওকে এগিয়ে আসতে দেখে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল লোকটা। উঠে দাঁড়াল, 'কী সুন্দর দৃশ্য! চমৎকার স্টেট এই অ্যারিজোনা!'

লোকটার পেশা বোঝার জন্য আপাদমস্তক নজর বোলাল রবার্ট। লোকটার সবকিছুতেই শহুরেপনার ছাপ, উচ্চারণ শুনে ব্রিটিশ মনে হয়। মাঝারি উচ্চতা, শক্ত বাঁধুনী শরীরের। ধবধবে ফরসা চেহারায় মোম মেখে নিজের অস্তিত্ব জাহির

করছে পুরু, চকচকে কালো গোঁফ। টুইড সুটে একটাও ভাঁজ পড়েনি, দেখে মনে হয় সদ্য ইস্ত্রী করা। সাদা সিল্কের শার্ট দাগহীন, ডোরাকাটা কনজারভেটিভ টাই ঝুলছে গলা থেকে। ক্রীম রঙা নতুন স্টেটসন হ্যাট বেঞ্চে নামিয়ে রেখেছে সে। লোকটাকে দেখে কেন যেন শিকারী পাখির কথা মনে এল রবার্ট হিককের।

মুচকি হাসি ফুটে উঠল আগন্তুকের মুখে, বাদামী চোখ স্পর্শ করল না সে হাসি। বলল সে, 'ব্যবসার কাজে এসেছি, ফটোগ্রাফার।' বাগির সাথে দড়িতে লটকে থাকা একটা মোটা কাগজের দিকে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করল লোকটা। ওটায় লেখা আছে:

ম্যাক আর্থার
ফটোগ্রাফার
যে কোনও ছবি তোলায় দক্ষ

'কিন্তু, ম্যাক,' বিস্মিত চোখ তুলে লোকটাকে আরেকবার দেখে নিল রবার্ট, 'এখানে ছবি তুলতে কেউ আগ্রহী নয়। ব্যবসার জন্য ভুল জায়গা বেছে নিয়েছ তুমি, শহরে গেলে হয়তো দু'এক ডলার জুটতে পারে।'

'টাকা, বন্ধু,' সহনশীলতার পরীক্ষা দিচ্ছে এমন ভঙ্গিতে হাসল ম্যাক আর্থার, 'কিছুই নয়। সত্যিকার শিল্পী টাকার পেছনে ঘোরে না। হ্যাঁ, বেঁচে থাকার জন্য টাকার দরকার—ব্যস এই। এর বেশি কোনও প্রয়োজন নেই ওই নোংরা জিনিসটার। আমি এখানে এসেছি জীবনের কষ্টকর দিকগুলো আমার ক্যামেরায় ধরে রাখতে, টাকার জন্য নয়।'

'খুব ভাল কথা,' কৌতুকের হাসি ফুটল রবার্টের ঠোঁটে, 'কিন্তু পশ্চিমে ন্যাংটো অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছ কোন্ সাহসে!'

'ন্যাংটো' শব্দটা শুনে মুখ বিকৃত হয়ে গিয়েছিল ফটোগ্রাফারের, তাকেই বলা হয়েছে বুঝতে পেরে টুইডের স্যুটের দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চাইল সে। চোখ তুলে প্রশ্ন করল, 'আমার পোশাক দেখতে পাচ্ছ না তুমি?'

'হ্যাঁ। কিন্তু তোমার কোমরে সিক্সগান ঝুলছে না।'

'ওহ্, তাই বলো!' স্বস্তির হাসি ফুটল ম্যাক আর্থারের চেহারায়। 'আগ্নেয়াস্ত্র মানুষের ক্ষতি করে শুধু। আমি ওসব পছন্দ করি না।' কোনও বিরতি না দিয়েই প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল সে, 'কেবিনের সামনে ঘোড়ায় চড়া অবস্থায় একটা ছবি তুলতে ইচ্ছে করছে না তোমার? বুড়ো বয়সের স্মৃতি হিসেবে ছবির…'

'না,' তাকে থামিয়ে দিল হিকক, 'এতদূর যখন চলে এসেছ, সাপার পাওনা হয়েছে তোমার। ঘোড়াটা বাগি থেকে খুলে করালে রেখে এসো। কাল সকালে শহরের পথে রওনা হয়ে যেয়ো।'

'দুঃখিত, দোস্ত!' ভীষণ দুঃখ পেয়েছে এরকম চেহারা করে মাথা নাড়াল ফটোগ্রাফার। 'মি. বিল ড্যানকে বলে এসেছি তার ওখানে রাত কাটাব। দারুণ

লোক মি. ড্যান, কী বলো?’ কোনও জবাব আশা করেনি ম্যাক আর্থার, পেলও না। লোকটাকে সাথে আসতে ইশারা করে কেবিনে প্রবেশ করল রবার্ট। লোকটার বকবকানি শুনতে শুনতে আগুন জ্বালল স্টোভে। এখানে আসার আগে ফিশার এবং বিল ড্যানের জমি হয়ে এসেছে ইংরেজ। ‘এত সুন্দর, শান্ত পরিবেশ! এত শান্তি আর কোথাও খুঁজে পাইনি,’ বকেই চলেছে ম্যাক আর্থার।

বেকন আর বীন ভাজল রবার্ট, খাওয়ার পর তাড়াহুড়ো করেছে বলে দুঃখ প্রকাশ করল ইংরেজ। বলল, ‘মি. বিল ড্যানকে কথা দিয়ে এসেছি রাত নামার আগেই ফিরব। দেরি করলে সে আবার চিন্তিত হয়ে পড়বে।’ বিদায় নিতে টেবিল ছেড়ে উঠল সে, হাত বাড়িয়ে দিল রবার্টের উদ্দেশে, বলল, ‘আশা করি, বন্ধু, পরস্পরকে জানার আরও সুযোগ পাব আমরা।’

‘আশপাশেই থাকছ তা হলে?’ চকিতে চোখ তুলে প্রশ্ন করল হিকক।

‘বোধহয়,’ ফটোগ্রাফারের কণ্ঠ অনিশ্চিত শোনাল।

বাগি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে লোকটাকে বিদায় জানাল চিন্তিত রবার্ট। বাকবোর্ডটা লাফাতে লাফাতে দূরে চলে যাওয়ার পর কেবিনের কাছে ফিরে এল সে। ইংরেজ লোকটাকে দেখে মোটেই ফটোগ্রাফার মনে হয়নি। তা ছাড়া কথার সাথেও কাজের মিল নেই। শ্রাগ করল রবার্ট, এই অঞ্চলে ফটোগ্রাফী করে অন্তত খাবার জোটাতে পারবে না ম্যাক আর্থার।

ঘুমাতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত কোদাল দিয়ে কেবিনের চারপাশে খোঁড়া গর্তগুলো বন্ধ করল সে। পরদিন ঘুম ভাঙল সূর্য ওঠার পর, আধা সচেতন অবস্থায় বুঝল কাল রাতে কোদাল ব্যবহার করায় আড়ষ্ট হয়ে আছে মাংসপেশীগুলো।

অনেকগুলো ঘোড়ার খুরধ্বনি পূর্ণ সচেতন করে তুলল ওকে, চমকে উঠে বসল সে বাংকের ওপর। জুতো না পরেই ছুটে গেল জানালার কাছে। নদীর দিক থেকে আসছে ওরা, সংখ্যায় আটজন। দ্রুত হাতে গানবেল্ট আর বুট পরে নিল হিকক; র‍্যাটল স্নেকের কাউহ্যাণ্ডদের বিনা যুদ্ধে দখল করতে দেবে না কেবিন। জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখল সে, অর্ধচন্দ্রাকারে কেবিন ঘিরে ঘোড়া থামিয়েছে লোকগুলো। একটা কর্কশ ভারী কণ্ঠ খেঁকিয়ে উঠল, ‘বেরিয়ে এসো, রবার্ট হিকক!’

বার সরিয়ে দরজা খুলে ওদের সামনে এসে দাঁড়াল সে, তীক্ষ্ণ নজরে সবকজন কাউহ্যাণ্ডের অবস্থান দেখে নিল। কঠোর চেহারায় ঘোড়ার পিঠে শক্ত হয়ে বসে আছে লোকগুলো। উদ্ধত চেহারার একজনের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো ওর। একমাত্র এই লোকই কাউবয়ের পোশাকে নেই। দুটো হোলস্টার ঝুলিয়েছে সে।

‘বেরিয়ে এসেছি, যা বলার বলে ফেলো,’ তার উদ্দেশে বলল রবার্ট। অন্যদের ওপর লোকটার কর্তৃত্ব দেখে বুঝে নিয়েছে এই লোকই র‍্যাটল স্নেক রানশের

মালিক ডেভিড ব্রুস। বড়জোর পঁয়ত্রিশ হবে সুদর্শন লোকটার বয়স। অবাক হলো রবার্ট, এত কম বয়সেই বিশাল রেঞ্জ দখল করেছে, ক্ষমতার দম্ভ প্রকাশ পাচ্ছে না ডেভিড ব্রুসের আচরণে। শীতল হিসেবী লোক সে—বিপজ্জনক।

'চলে যাও! পাঁচ মিনিটের মধ্যে,' রুক্ষ স্বরে গর্জে উঠল রানশার, 'আস্ত বেরিয়ে যাবার শেষ সুযোগ দিচ্ছি তোমাকে।'

'অনধিকার প্রবেশের অপরাধে তোমার জেল হতে পারে, জানো?' শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করল রবার্ট। ওর দৃষ্টি আরেকবার ঘুরে এল পাঞ্চারদের ওপর থেকে, স্থির হলো তাদের বসের ওপর।

'আর চার মিনিট,' সতর্ক করল ডেভিড ব্রুস। হাসি ফুটে উঠল মুখে; সে নিশ্চিত যে প্যান্ট ভিজিয়ে ফেলার দশা হয়েছে হোমস্টেডারের।

'বেশ,' শ্রাগ করল রবার্ট। ঘুরে কেবিনে ঢুকতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল। ওর ডান হাত নড়তে দেখল সবাই, পরক্ষণেই বিস্ময়ের সাথে ডেভিড ব্রুস উপলব্ধি করল আগন্তুকের .৪৫ কোল্টের নল তার বুক বরাবর তাক করা। 'এখন আমার কথা মন দিয়ে শোনো, ডেভিড,' হাসিমুখে বলল হিকক, 'তুমি বা তোমার স্যাঙাতরা একচুল নড়লেও বাকি ঘটনা দোজখে বসে দেখতে হবে তোমাকে। শেরিফের ডেপুটি আছে ওই পাহাড়ে।' মাথা ঝাঁকিয়ে পুবদিক দেখাল সে, 'আমার ওপর নজর রাখছে লোকটা। কিছু যদি ঘটেই যায় সে সাক্ষী দেবে, আমি আত্মরক্ষার খাতিরে হত্যা করেছি। এখন দলবলসহ ভেগে যাওয়ার জন্য দু'মিনিট সময় দিচ্ছি, এরপর তোমাকে গুলি করব।'

ডেভিড ব্রুসের মনে হলো খুব বেশি দ্রুত গতিতে বইছে সময়। পাঞ্চাররা চামড়ার স্যাডলের ওপর অস্বস্তি ভরে নড়েচড়ে বসছে, মৃদু খস খস শব্দটা ছাড়া চারপাশে ভৌতিক নিস্তব্ধতা। একদৃষ্টিতে রানশারের বুকের দিকে চেয়ে রয়েছে .৪৫-এর নলের কালো গহ্বর। চেহারা কঠোর হয়ে গেল রবার্টের, বলল, 'বেশির ভাগ সময় ফালতু নষ্ট করে ফেলেছ তুমি।'

'আমার ছেলেরা তোমাকে ছিঁড়ে ফেলতে পারে একমুহূর্তে,' হিসহিস করে উঠল রানশার।

'তাতে তোমার কোনও লাভ হবে?' পিস্তল নাচাল রবার্ট, শীতল কণ্ঠে প্রশ্ন করল।

আরও দশ সেকেণ্ড এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকল ডেভিড ব্রুস। তারপর ঘোড়ার মুখ ঘুরাল এক ঝটকায়, দ্রুত চলার জন্য নির্দয় ভাবে জন্তুটার পেটে স্পার দিয়ে খোঁচা লাগাল। পাঞ্চাররা তার পিছু নিল সারি বেঁধে, সবাই ফিরে যাচ্ছে নদীর ওপারে নিজেদের রেঞ্জে।

লোকগুলো চলে যাবার পর ধুলো থিতিয়ে আসা পর্যন্ত ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকল রবার্ট হিকক। চিন্তিত হয়ে পড়েছে। এখনই ব্যাপারটা শেষ হয়ে যায়নি,

আবার আসবে র‍্যাটল স্নেকের রাইডাররা। এরপরের বার বিপদের জন্য তৈরি থাকবে তারা। এই এলাকায় ডেভিড ক্রুসই আইন। রানশারের দু'চোখে খুনের নেশা দেখেছে হিকক।

ক্রীকের ধারের ব্রাশ নড়ে ওঠায় ফিরে চাইল সে। ডেনিম এবং চেক শার্ট পরা হালকা পাতলা এক রাইডার দ্রুত গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে আসছে। আরও কাছে আসার পর বোঝা গেল অশ্বারোহী নয় অশ্বারোহিনী। গোল মুখ মেয়েটার, লম্বা কালো চুল বাতাসে উড়ছে। ধুলো উড়িয়ে কেবিনের সামনে প্রায় ছেঁচড়ে ঘোড়া থামাল সে। বিস্ময়ে চোখ দুটো কপালে উঠল রবার্টের। শহর ছেড়ে বনে বাদাড়ে কী করছে ডোনা গ্রীন!

'দারুণ দেখিয়েছ!' উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ঝরে পড়ল মেয়েটার কণ্ঠে। ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়াল সাবলীল ভঙ্গিতে। 'এতদিন ছোট রানশারদের জ্বালিয়ে মেরেছে ডেভিড ক্রুস, কেউ প্রতিবাদ করার সাহস পায়নি। ওকে যাদু করলে কীভাবে! মানে, বলতে চাইছি লোকটাকে ফেরত যেতে বাধ্য করলে কীভাবে?'

'গুলি করার ভয় দেখিয়ে,' আয়ত কালো চোখে চোখ রেখে ছোট্ট করে জবাব দিল হিকক। এক মুহূর্ত নীরব থেকে প্রশ্ন করল, 'হঠাৎ এদিকে...ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছ?'

'কেন! আমার বাড়ি তো এদিকেই,' হাসল ডোনা গ্রীন।

'আমাকে বলেছিলে শহরের বোর্ডিঙে থাকো তুমি!'

'থাকিই তো,' হাতে ধরা ঘোড়ার রশি পাকাল ডোনা। 'স্কুলের দিনগুলোয় মিসেস মিচেলের বোর্ডিঙ হাউসে থাকি; ওখানেও স্থায়ী একটা ঘর আছে আমার। ছুটির দুটো দিন ভাইয়ের রানশে এসে কাটিয়ে যাই। নদীর উজানে ওর জমি।'

'ডোনাল্ড গ্রীন তোমার ভাই?'

মাথা ঝাঁকাল স্কুল মিসট্রেস। আপন মনে চোয়ালে হাত ঘসল রবার্ট, মনে মনে ভাবল উচিত ছিল ভোরে উঠেই দাড়ি কামিয়ে ফেলা। পরক্ষণেই খেয়াল হলো একবারও সে ডোনাকে কেবিনের ভেতরে বসার আমন্ত্রণ জানায়নি। 'ঘরে চলো, ম্যাম। আমারও নাস্তা করা হয়নি,' বলল সে। হাতের ইশারায় ডোনাকে কেবিনে বসতে বলে নিজে পনিটা করালে নিয়ে গিয়ে বাঁধল। আবার ভুল করে বসেছে, স্যাডল নামাবে কি না মেয়েটার কাছ থেকে জানা হয়নি। স্যাডল নামাতে নামাতে নিজেকে প্রশ্ন করল রবার্ট, সে কি প্রেমে পড়েছে?

কেবিনে ফিরে দেখল ডোনা স্টোভ নিয়ে ব্যস্ত। বেকন এবং বীন ভাজা শেষ, টগবগ করে ফুটছে কফির পানি। খাওয়া শেষে প্লেট ধুয়ে কেবিনের বাইরে বেঞ্চে এসে বসল ওরা দু'জন। জীবনে এত উপভোগ্য ব্রেকফাস্ট রবার্টের কপালে জোটেনি। কিছুক্ষণ পর ওদের আচরণের আড়ষ্টতা দূর হয়ে গেল। ডোনার প্রশ্নের জবাবে রবার্ট জানাল ওর বন্ধুরা ওকে বার্ট বলে ডাকে। ম্যাম বা মিস নয়, ওকে

শুধু ডোনা বললেই চলবে, জানাল স্কুল মিসট্রেস।

'কপাল খুলেছে?' হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল ডোনা।

'কপাল!' কিছুই বুঝতে পারছে না এমন ভঙ্গিতে আওড়াল রবার্ট।

'যেন কথাটা বুঝতেই পারছ না, বার্ট?' হাসল ডোনা।

'ফিলিপ ফিশারের গরুগুলো কিনে জিতব বলছ?'

বিস্মিত দৃষ্টিতে রবার্টের দিকে চাইল ডোনা, গম্ভীর দেখাচ্ছে তাকে এই মুহূর্তে। কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকার পর বলল, 'আমাকে বোকা ভাবলে ভুল করছ।' আবার যখন মুখ খুলল, অনেক নরম শোনাল মেয়েটার কণ্ঠ। বলার ভঙ্গিতে একটু যেন মিনতির ভাব ফুটে উঠল, 'আমাকে কথা দাও, বার্ট, যদি কোনওভাবে লুটের সন্ধান পেয়ে যাও, শেরিফকে জানাবে।'

'এ নিয়ে চিন্তা করছ কেন; যেকোনও ভাল লোক লুটের টাকা পেলে শেরিফের কাছে পৌঁছে দিয়ে আসবে,' মুচকি হেসে বলল হিকক।

'সেখানেই তো আমার ভয়,' গম্ভীর মুখে শ্রাগ করল ডোনা, 'বার্ট, আমি নিশ্চিত নই যে তুমি ভাল লোক।' উঠে দাঁড়িয়ে পেলব হাত বাড়িয়ে ওর হাত ধরল, বলল, 'এখন আমাকে যেতে হবে। তুমি আমাদের ওখানে ছুটির দিনে বেড়াতে এসো, নদীর তীর ধরে উজানে গেলেই পৌঁছে যাবে।'

'অবশ্যই যাব,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল রবার্ট হিকক। করাল থেকে স্যাডল চাপিয়ে নিয়ে এল পনিটা। ওটার পিঠে ডোনাকে উঠে বসতে সাহায্য করে বিদায় জানাল। মেয়েটা চলে যাওয়ার পর কেবিনে ফিরে সবকিছু কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগল ওর।

বিকেল তিনটের সময় ছোট একপাল গরু নিয়ে উপস্থিত হলো ফিলিপ ফিশার। জমির গর্তগুলো বোজার কাজে ব্যস্ত ছিল রবার্ট, গরুগুলোকে নদী পার করিয়ে ওর সামনে এসে থামল নোংরা লোকটা। বুড়ো বে'র পিঠ থেকে নেমে তিক্তস্বরে বলল, 'পনেরোটার বেশি খুঁজে পেলাম না। এতদিনে বুঝতে পারছি বিল ড্যানের গরুগুলোয় ব্র্যাণ্ডিঙ কেন করে । স্নেকের বাচ্চারা আমার অন্য ক্যাটলগুলোর গায়ে নিশ্চয়ই নিজেদের ব্র্যাণ্ড বসিয়েছে!'

ফিশারের শুকনো হাতে একশ' পঞ্চাশ ডলার গুঁজে দিল রবার্ট, বিক্রির কাগজ বুঝে নিল। 'চলে যাচ্ছ তুমি?' প্রশ্ন করল সে। বুড়োর ঘোড়ার পিঠে মালপত্রের বহর দেখে মনে হচ্ছে এই অঞ্চল ছেড়ে যাচ্ছে লোকটা।

'শহরে গিয়ে কিছুদিন বিশ্রাম নেব,' ডলারগুলো গুনে প্যান্টের পকেটে ঢোকাল ফিলিপ ফিশার, বলল, 'এক গাধা আমার হোমস্টিড লিজ নিয়েছে।'

'কার কাছে লিজ দিয়েছ?'

'মি. ম্যাক আর্থার নামের এক ফুলবাবুর কাছে,' একগাল হাসল বুড়ো ফিশার, কৌতুকে চিক্ চিক্ করছে ঘোলাটে চোখ দুটো। 'বিরাট এক ক্যামেরা কাঁধে

ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়ায় সারাদিন। লোকটা আজ বিল ড্যানকে খুব করে ধরেছে একটা কুঁড়ে বানিয়ে দেয়ার জন্য।' বুড়ো বে'র স্যাডলে চড়ে বসল ফিশার, হাত নেড়ে শহরের পথ ধরল।

তা হলে ম্যাক আর্থার ফিশারের জায়গায় এসে জুটেছে, ভাবল রবার্ট হিকক। ফটোগ্রাফার আগ্নেয়াস্ত্র সম্বন্ধে মুখে যাই বলুক, ওর নজর এড়ায়নি, টুইড কোটের নিচে বাম বগলের কাছে গোপনে অস্ত্র বহন করে লোকটা। ছবি তুলতে, না অন্য কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে ম্যাক আর্থার?

আট

গভীর রাত। ক্লিয়ারওয়াটার শহরের বেশির ভাগ লোক ঘুমিয়ে আছে। মাঝে মাঝে দু'একজন মাতাল সেলুনের ব্যাটউইং ডোরে বাড়ি খেয়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসছে। ঝিঁঝির একটানা ডাক এবং মদ্যপদের হঠাৎ খিস্তি বা হাসির শব্দ ছাড়া নিঝুম পরিবেশ।

কোর্টহাউস অন্ধকার, কিন্তু শেরিফের অফিসে আলো জ্বলছে। মীটিঙে বসেছে শেরিফ নড ডিকিন্স এবং অপরিচিত এক লোক। ক্যাটল বায়ার মনে হয় তাকে দেখলে। সাধারণ চেহারা, সব দিক দিয়ে বিচার করলে একেবারেই বৈশিষ্ট্যহীন, লোকের ভিড়ে মুহূর্তে মিশে যেতে পারবে দৃষ্টি আকর্ষণ না করে। সাধারণ শান্তি প্রিয় নিরীহ লোক হিসাবে তাকে বিন্দুমাত্র বেমানান লাগবে না। অস্বাভাবিক হচ্ছে শুধু তার ক্রীম কালারের স্টেটসন। ওটার রীমের ভেতর দিকে একটা ব্যাজ আটকানো আছে, ওতে লেখা: পিকারটন. নং ·০৬১।

'তা হলে তোমার লোকেরা জেস হারমারের খোঁজ পেয়েছে?' একটা সিগার ধরিয়ে সিলিঙের দিকে ধোঁয়া ছুঁড়ল শেরিফ।

'হুম···তা বলা যায়। কিন্তু কথা ওগরানোর অবস্থায় ছিল না সে। কে যেন তার দুই শোল্ডার ব্লেডের মাঝখানের জমিন খুঁড়েছে। লাশটা রিয়ো গ্র্যাণ্ডে নদীতে ভাসছিল, আউট-লদের স্বর্গ স্যাণ্টা মণ্টের কাছে। এক মেক্সিকান দেখতে পেয়ে পানি থেকে ওঠায় ওটা।'

'ঘটনাটা এখন আন্দাজ করতে পারছি, জর্জ,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল শেরিফ।

'স্যাণ্টা মণ্টে থেকে খবর বের করা প্রায় অসম্ভব,' দু'হাত নেড়ে সে বুঝিয়ে দিল কাজটা কত কঠিন। তারপর মুচকি হেসে বলল, 'কিন্তু আমরা জানতে পেরেছি ওখানে হারমার একটা সেলুনে গোলমালে জড়িয়ে পড়েছিল। পরে রবার্ট হিকক নামের এক লোকের সাথে ক্যাণ্টিনার পেছন দিক দিয়ে বেরিয়ে যায় সে।'

বর্ণনা নাটকীয় করে তোলার জন্য চোখ বড় বড় করল জর্জ বেনহ্যাম, 'হারমারের লাশ পাওয়া যাওয়ার আগে আর কোনও তথ্য থেকে থাকলে আমাদের তা জানা নেই। কথিত আউট-ল রবার্ট হিকক উধাও হয়েছে!'

'পরিষ্কার হয়ে গেছে সব!' টেবিল চাপড়ে অ্যাশ ট্রে মেঝেতে ফেলে দিল উত্তেজিত শেরিফ, 'হারমার অতিরিক্ত মদ গিলে লুটের কথা বলে ফেলেছিল। রবার্ট হিকক ঠাণ্ডা মাথার বুদ্ধিমান খুনি, নিশ্চয়ই জমি লিখে দিতে হারমারকে বাধ্য করেছে। তারপর তাকে খুন করে নদীতে ফেলে দিয়েছে মাছে খাবার জন্য। পথের কাঁটা সরিয়ে লোকটা এখন এখানে এসে হাজির হয়েছে। লুটের টাকা নিয়ে সরে পড়তে চায়!'

'নেকড়ের মাংস নেকড়েই তো খাবে,' শান্ত কণ্ঠে বলল বেনহ্যাম।

'রবার্ট হিককের ব্যাপারে কাজে লাগবে এমন কিছু আছে তোমাদের ফাইলে?'

চেহারায় বিরক্তি নিয়ে মাথা নাড়ল জর্জ, 'রাসলিঙের সাথে জড়িত বলে সন্দেহ করা হয়, কোনও প্রমাণ নেই। তবে বদলোক ছাড়া স্যাণ্টা মণ্টের ধারে কাছে কে ঘেঁষে বলো!'

'হিকক লুঠ সম্বন্ধে কতটা জানে সেটাই এখন প্রশ্ন...' আপন মনে বলল শেরিফ নড ডিকিন্স।

'আমাকে যদি জিজ্ঞেস করো, আমি বলব সবই জানে সে,' গম্ভীর হয়ে গেছে বেনহ্যামের চেহারা। 'যে লোক হারমারকে দিয়ে জমি লিখিয়ে নিতে পেরেছে, সে ওর কাছ থেকে লুটের খবরও বের করে নিতে পারবে।'

'তারমানে যে কোনও সময় পাখি উড়াল দেবে?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল বেনহ্যাম, 'শুধু সময় আর সুযোগের অপেক্ষা।'

'আমরাও তৈরি,' বলল শেরিফ নড ডিকিন্স। 'স্যান মার্কোস পশ্চিমে যেতে বাধা দেবে। উত্তরে রুক্ষ অঞ্চল, ট্রেইল নেই, পানি নেই। ওদিকে যাবে না সে। পুবের পাহাড়ি পথগুলো পাহারা দিচ্ছে আমার লোক। তা হলে বাকি থাকল দক্ষিণের মরুভূমি। ওখানেও ওয়াটার হোলগুলোতে প্রহরা বসিয়েছি,' চেহারায় আত্মতৃপ্তি নিয়ে জর্জ বেনহ্যামের দিকে চাইল শেরিফ, 'পালাতে পারবে না রবার্ট হিকক।'

'হয়তো,' অনিশ্চিত ভঙ্গিতে বলল বেনহ্যাম। 'তবে লোকটা সরে পড়ার চেষ্টা করার আগ পর্যন্ত হাঁ করে বসে থাকতে হবে তোমাকে। আমাদের নিজেদেরই কিছু করা দরকার।' শেরিফের দু'চোখে প্রশ্ন দেখে আবার মুখ খুলল সে, 'এখানে আমি সেলসম্যানের কাভারে আছি। বেড়ার তার এবং উইণ্ডমিলের যন্ত্রপাতি বিক্রেতা। ওই লোকের ওখানে গিয়ে দেখি কিছু কেনে কি না! কথাবার্তা বলে ভয় পাওয়ানোর চেষ্টা করব। প্রভাবিত করতে পারলে হয়তো দ্রুত সরে পড়তে চাইবে।'

র‍্যাটল স্নেক রানশের গরুগুলো নদী পার হয়ে ঘাস খেতে আসছে বারবার। ঠেকানো যাচ্ছে না। সকাল থেকে এই পর্যন্ত তিনবার গরুগুলোকে ওপারে ফেরত পাঠিয়েছে রবার্ট। দুপুরে চতুর্থবারের মত কাজটা শুরু করেছে এসময় নদীর ওপাড়ে উপস্থিত হলো জর্জ বেনহ্যাম।

'হাওডি!' উৎফুল্ল কণ্ঠে বলল সে। নদীর কোমর পানিতে ঘোড়া নামাল, রবার্টের দিকে ছুটে এল জল ছিটাতে ছিটাতে। কাছে এসে বলল, 'প্রতিবেশীর গরু?' রবার্ট মাথা ঝাঁকানোয় নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল বেনহ্যাম। 'ঠিক সময় এসে পড়েছি তা হলে!' ঘোড়া থেকে না নেমেই হ্যাণ্ডশেক করল দু'জন। 'আমাদের তারের বেড়া হাতিও ছিঁড়তে পারবে না,' চেহারা বিকৃত করে দু'হাতে সে অভিনয় করে দেখাল কতখানি জোর চেষ্টা করতে হবে হাতিদের।

রবার্ট অবাক দৃষ্টিতে তাকানোয় সে বলল, 'এলিফ্যাণ্ট ব্র্যাণ্ড ফেন্স কোম্পানী থেকে এসেছি। এদিকে আমাদের তৈরি তারের বেড়া বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে।' চট করে ঘাড় ফিরিয়ে সে নদী এবং দু'দিকের পাহাড়ের দূরত্ব দেখে নিল। 'ছয় বা সাত স্পুল তারেই বেড়া দেয়া শেষ। ব্যস, আর কোনও চিন্তাই থাকবে না তোমার। কোয়ালিটি নিয়ে চিন্তা কোরো না, আমেরিকার সেরা!'

'আমিও বেড়া দেয়ার কথা ভাবছিলাম,' চিন্তিত চেহারায় আগন্তুককে দেখে নিয়ে রবার্ট বলল, 'চলো, কেবিনে বসে আলাপ করি।'

কথাবার্তা শেষে ঠিক হলো প্রয়োজনীয় ফেন্স এখানে পৌঁছে দেবে জর্জ বেনহ্যাম। সাপার খাওয়ার দাওয়াত গ্রহণ করল সে, খাতির করে ফেলেছে রবার্টের সাথে। খাওয়া সেরে সিগারেট রোল করল দু'জনে, বাইরের বেঞ্চে এসে বসল অলস ভঙ্গিতে। 'আমার সাথে যাদের ব্যবসায়িক সম্পর্ক,' নীরবতা ভাঙল বেনহ্যাম, 'তাদের বিপদ নিয়ে মাথা ঘামাই না আমি। কিন্তু তোমাকে আমার ভাল লেগেছে...'

'আরেকটু ভেঙে বলো,' মৃদু কণ্ঠে বলল হিকক।

শ্রাগ করল জর্জ বেনহ্যাম, 'ক্লিয়ারওয়ারটারে শেরিফের সাথে সেলুনে আলাপ হয়েছিল। মাতাল ছিল লোকটা। বলেছে...' কথা থামিয়ে সুখটান দিয়ে সিগারেট ছুঁড়ে দিল মাটিতে। 'বলেছে সে হারমারের খোঁজ পেয়েছে। ছুরির আঘাতে মারা গেছে ট্রেনডাকাত, নদীতে লাশ ভাসছিল।' রবার্টের নির্বিকার চেহারার উপর ঘুরে এল তার দৃষ্টি। 'শেরিফের ধারণা হারমারকে যে খুন করেছে সে কোয়ার্টার মিলিয়নের খোঁজ জানে। বলছিল তুমি নাকি ওই জায়গা থেকেই এসেছ!'

হেসে মাথা ঝাঁকাল রবার্ট হিকক।

'ব্যাপারটাকে দৈব বলে মনে হয়...' আপনমনে বলল বেনহ্যাম। রবার্টের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকল সে। তারপর বলল, 'খুব তাড়াতাড়িই খুনিকে ধরে ফেলবে আশা করছে শেরিফ। যাই,' উঠে দাঁড়াল সেলসম্যান, 'আর কেউ বেড়া

কিনবে কি না খোঁজ নিতে হবে।'

লোকটা চলে যাবার পর বেঞ্চে বসে মনে মনে কথাগুলো নাড়াচাড়া করল রবার্ট। বেনহ্যাম আসলে পরোক্ষ ভাবে বলে গেল শেরিফের ধারণা সে হারমারকে খুন করেছে। তবে এ নিয়ে এখনই চিন্তার কারণ নেই। শেরিফ যা ইচ্ছা তাই মনে করুক। কোনও প্রমাণ নেই তার হাতে। ওকে বন্দী করে লুটের টাকা পাওয়া যাবে না এটুকু বোঝার মত বুদ্ধি নড ডিকিন্সের আছে। অপেক্ষা করবে বুড়ো ল-হাউণ্ড; রবার্ট টাকার খোঁজ পাওয়ার পর কাজে নামবে।

পরদিন সারা সকাল চারপাশটা ঘুরে দেখার কাজে ব্যয় করল সে। হারমারকে তাড়া করছিল পাসি, লুটের টাকা লুকাবার জন্য খুব বেশি সময় পায়নি লোকটা। কেবিন, বার্ন এবং করাল তন্নতন্ন করে খুঁজেছে ট্রেজার হাণ্টাররা, জমি খুঁড়েছে, পায়নি কিছুই। তা হলে খোঁজা বাকি আছে ক্রীক এবং পাহাড়গুলো। উঁচু দু'পাড়ের ভেতর দিয়ে বাঁক নিয়ে নদীতে গিয়ে শেষ হয়েছে ক্রীক এবং ঝোপের জঙ্গল। উত্তর এবং পুবের পাহাড়েও ঘন হয়ে জন্মেছে ওক গাছ আর ঝোপঝাড়, ওদিকে একটা ক্যানিয়নও আছে। মেজাজ খারাপ হয়ে গেল রবার্টের। অন্তত একমাস লাগবে পুরো জায়গাটা ভাল ভাবে খুঁজতে; তারপরও সোনা আর ডলারগুলো পাওয়া যাবে তেমন কোনও নিশ্চয়তা নেই।

অসংখ্য বুড়ো ওক গাছ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে জমিতে। ওগুলোর গায়ে হারমার কোনও চিহ্ন এঁকে থাকতে পারে, যাতে পরবর্তীতে লুটের অবস্থান চিনতে ভুল না হয়। একটা শাবল হাতে কাজে লেগে গেল রবার্ট। দাগ, নতুন খোঁড়া আলগা মাটি, অথবা কোনও দিক নির্দেশক খুঁজছে। কিছু একটা নিয়ে ব্যস্ত থাকা দরকার।

দুটো ক্লান্ত ঘোড়া নদীর দিক থেকে তার বোঝাই একটা পুরানো ওয়্যাগন টেনে আনছে দেখতে পেয়ে কাজে ক্ষান্ত দিল রবার্ট। এখনকার মত প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে তারের বেড়া দাঁড় করানোর জন্য খুঁটি পোঁতার গর্ত করা। নদীর তীরে এসে বেড়াগুলো বুঝে নিল সে। বেনহ্যাম চলে যাবার পর শার্ট খুলে ফেলল, একমনে মাটিতে শাবল বসাচ্ছে এসময় উদয় হলো দ্বিতীয় আগন্তুক।

কাছে আসার পর চোখ সরাতে পারল না রবার্ট, জীবনে এরকম কিছু দেখতে পাবে বলে আশা করেনি সে। স্যাডলহীন একটা খচ্চরের পিঠে বসে আছে শক্ত গড়নের লোকটা, জানোয়ারটার পেটের দুপাশ দিয়ে প্রায় মাটি ছুঁয়েছে তার পা। মুখে আধহাত ঘন দাড়ি। লম্বা কোঁকড়ানো কালো চুলগুলো চওড়া কাঁধের ওপর ছড়ানো। সস্তা কাপড়ের ময়লা সাদা শার্টের ফাঁক দিয়ে প্রশস্ত বুক ভরা বড় বড় লোম দেখা যাচ্ছে। কোঁচকানো প্যান্টের পায়াগুলো বুটজুতোর মধ্যে গোঁজা। একটা

বোতামহীন বেসাইজ ফ্রক কোট পরেছে সে, ওটার বাড়তি ঝুল নেমে এসেছে খচ্চরটার পেট পর্যন্ত। কোমরে একটা মোটা গানবেল্ট ঝুলছে। একহাতে খচ্চরের রাস টেনে রেখেছে, তার অন্যহাতে শক্ত করে ধরা একটা মোটাসোটা বই।

সামনে এসে খচ্চরের পিঠ থেকে নামল আজব আগন্তুক। রবার্টের চেহারায় বিস্ময় দেখেও উপেক্ষা করল। গর্তে বসা কালো দু'চোখের তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে দেখল ওকে। মোটা, ভারী গলায় প্রায় গর্জে উঠল, 'ঈশ্বরের আশ্রয় না পেলে, মনে শান্তি না থাকলে কী লাভ কাজ করে? কী পাবে আশা করো?'

'ফোসকা,' শাবল ব্যবহার করায় দু'হাতের তালুতে ফোসকা পড়েছে, ওগুলো দেখে নিয়ে প্রশ্ন করল রবার্ট, 'তুমি কে, মিস্টার?'

'জেমস স্যামসন। আমি প্রিচার, ব্রাদার, ঈশ্বরের দাস। তাঁর মহান বাণী পাপীদের কাছে পৌঁছে দিতে যাত্রা করেছি তাঁরই নির্দেশে,' দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলল সে। চেনা চেনা লাগল লোকটাকে কিন্তু চেষ্টা করেও মনে করতে পারল না হিকক।

'তোমাকে কোথায় যেন দেখেছি মনে হয়?' ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল সে।

'ব্রাদার,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল প্রিচার, 'ঈশ্বরের বিশাল দুনিয়ায় যে-কোনও জায়গাতেই আমাকে দেখে থাকতে পারো। আমি রিয়ো গ্র্যাণ্ড থেকে রেড রিভারে গিয়েছি, স্যান্টা ফে থেকে সিয়েরা পর্যন্ত ঘুরেছি মানুষের মনে ঈশ্বরের আলো জ্বেলে দেবার জন্য। অনেকেই ঈশ্বরের পথ ভুলে অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। তুমি দোজখের অগ্নিশিখায় পড়বে, না ঈশ্বরের দেয়া শান্তির বাণীতে আলোর দেখা পেতে চাও, ব্রাদার?'

হাতের উল্টো পিঠে মুখের ঘাম মুছল রবার্ট, মুচকি হেসে বলল, 'ব্রাদার, এত বেশি কাজ করতে হয় যে মরার পর কী হবে ভাবার সময় পাই না।'

'তবে জেনো, অবিশ্বাসী, দোজখের আগুনে ভাজা হবে তোমাকে,' গর্জে উঠল ব্রাদার জেমস স্যামসন।

'বললাম না অনেক কাজ, ওসব ভাবার সময় কই!' নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলল হিকক, 'এখন পুরোটা বেড়া আমার একা দাঁড় করাতে হবে।'

'আর একজোড়া হাতের সাহায্য পাচ্ছ তুমি,' প্রথমবারের মত না চেঁচিয়ে স্বাভাবিক স্বরে বলল প্রিচার। 'ঈশ্বর বলেছেন, "একে অপরকে সাহায্য করো!' "

স্বাস্থ্যবান বইটা একটা পাথরের ওপর নামিয়ে রাখল সে, ফ্রক কোট খুলে শার্টের হাতা গুটিয়ে কাঁধ পর্যন্ত তুলল। কোনও কথা না বলে শাবল তুলে নিয়ে গর্ত খুঁড়তে শুরু করল। রবার্টের উরুর সমান মোটা প্রিচারের পেশল বাইসেপ দুটো ভীষণ শক্তিতে একটানা মাটি খুঁড়ে চলেছে। তার ঈগলের ঠোঁটের মত বাঁকা নাক আর থুতনি থেকে ঝরে পড়া ঘামের ফোঁটা ধুয়ে দিচ্ছে বুটজুতোর ধুলো।

নয়

কিছুক্ষণ এক সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাজ করে রবার্ট বুঝল একাই দু'জনের শক্তি ধরে প্রিচার। ষাঁড়ের শক্তিতে উত্তপ্ত সূর্যের নিচে অবিরাম খাটছে সে। দু'জনে মিলে গর্ত খোঁড়া শেষে খুঁটি বসাল। তারপর কাঠের স্পুল থেকে তারগুলো ছাড়িয়ে সন্ধ্যার আগেই বেড়া দেয়ার কাজ শেষ করল। কিছুক্ষণ বসে থেকে আড়ষ্ট পেশীগুলোর খিল ছাড়াল হিকক। যখন এসেছিল তার চেয়ে একবিন্দুও পরিশ্রান্ত মনে হচ্ছে না প্রিচারকে দেখে। পাথরের ওপর থেকে মোটা বাইবেলটা ব্রাদার তুলে নেয়ার পর দু'জনে কেবিনের দিকে হাঁটতে শুরু করল। খচ্চরটা প্রভুভক্ত কুকুরের মত ব্রাদার স্যামসনের পিছু নিল।

সাপার সেরে বেঞ্চে বসার পর রবার্টের মনে পড়ল লোকটা আসলে কে। ঘুরে প্রিচারের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করল সে, বলল, 'এতক্ষণে চিনতে পেরেছি তোমাকে!'

'যে মানুষের দোষ ধরে তাকে নিজের ত্রুটি খুঁজতে আদেশ করেছেন ঈশ্বর!' অন্তর্ভেদী চোখে অনিশ্চিত বিস্ময় নিয়ে ধমকে উঠল প্রিচার।

'জিমি স্যামুয়েলসন! তুমি জিমি স্যামুয়েলসন,' হাসল রবার্ট হিকক। 'স্যাণ্টা মণ্টেতে তোমাকে দেখেছি। ব্যাংক ডাকাতি আর খুনের দায়ে আইন খুঁজছে, তাই না? দাড়িতে মুখ ঢেকে থাকায় চিনতে পারিনি প্রথমে।'

'জীবনে অনেক ভুল করে মানুষ,' মাথা ঝাঁকাল প্রিচার। 'ঠিক, ব্রাদার! অনেক বাজে লোকের সাথে মিশেছি আমি, ভুল কাজ করে ঈশ্বরের পথ থেকে সরে গেছি,' বাতাসে হাত ঝাপটাল সে, একমুহূর্ত নীরব থেকে উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'কিন্তু তারপর? তারপর আমাকে আলো আর সত্যের পথ দেখালেন ঈশ্বর। তিনি বলেছেন, "ক্ষমা প্রার্থনা করো, ক্ষমা পাবে।" এক সময় আমার মন ছিল কয়লার মত কালো, তিনি করে দিলেন বরফের মত সাদা!' গলা নামিয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল প্রিচার, 'মানুষকে তার অতীত দিয়ে বিচার করবে তুমি?'

মৃদু হাসল রবার্ট, বলল, 'না।' মনে মনে ভাবল প্রিচারের কথা আর কাজে কতটুকু মিল আছে কে জানে! ঈশ্বরের আলো বিলাতে, না কোয়ার্টার মিলিয়ন ডলার লুটে নেওয়ার জন্য কপার ভ্যালিতে এসেছে লোকটা?

ওই প্রসঙ্গের ধারকাছ দিয়ে গেল না প্রিচার। জিজ্ঞেস করল এ-অঞ্চলে আর কারা আছে যাদের মনে ঈশ্বর প্রীতি জাগিয়ে তোলা যায়। মোটা বাইবেলটা থেকে তাদেরকে বাণী পড়ে শোনাবে। রাতে খোলা আকাশের নীচে ঘুমাল লোকটা। সকালে উঠে রবার্ট দেখল চলে গেছে সে। ওর মনে হলো অনর্থক সন্দেহ করেছিল

প্রিচারকে।

সারাদিন ওক গাছগুলোয় চিহ্ন খুঁজে কাটাল সে, কিছুই মিলল না। সন্ধ্যায় সিদ্ধান্ত নিল কাল কেবিনের পেছনের ক্যানিয়নে ঢুঁ মারবে। লুটের টাকা লুকিয়ে রাখার মত অনেক জায়গা আছে নিশ্চয়ই ওই পাথর ভরা ক্যানিয়নটাতে। বেশি বেশি লোকজন আসতে শুরু করেছে এ-অঞ্চলে। তা ছাড়া চূড়ান্ত হামলা করবেই ডেভিড ব্রুস। তার আগেই লুটের টাকা খুঁজে বের করা দরকার।

রাতে বাংকে শুয়ে চিন্তাভাবনা করছে এমন সময় করাল থেকে হ্রেসাধ্বনি ভেসে এল। কুগারের গন্ধ পেয়েছে হয়তো ডান, ভাবল সে, অথবা অন্যকোনও ঘোড়া দেখে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। দেয়ালের হুক থেকে স্টেবল ল্যাম্প খুলে করালের দিকে পা বাড়াল রবার্ট।

আধ খাওয়া চাঁদ রাতের অন্ধকার দূর করেনি, করাল আর বার্নের কাছটায় আলো আঁধারিতে ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। করালে ঢুকে দেখল ভেতরে উত্তেজিত হয়ে লাফাচ্ছে ঘোড়াটা, অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ল না ওর। বেরিয়ে এসে কেবিনের দিকে হাঁটতে শুরু করল রবার্ট।

খোলা দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকল সে, জ্বলন্ত ল্যাম্প টেবিলে নামিয়ে রাখল। নির্দেশটা কানে যেতেই ঝটকা দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

'হ্যাণ্ডস্ আপ!'

মোটা কাপড়ের পোশাক পরা রুগ্ন একজন লোক কেবিনের দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কোমরের কাছ থেকে ধরে রেখেছে .৪৫ কোল্ট। চোখ দেখে রবার্ট বুঝতে পারল লোকটা জাত খুনি। সরু, ফ্যাকাসে চেহারায় ভাষাহীন লাল চোখ দুটো অস্বাভাবিক বড় দেখাচ্ছে।

হাত ওঠাল রবার্ট, মনোযোগের সাথে লক্ষ করল লোকটাকে। মাথার স্টেটসন হ্যাট আকৃতিহীন। রোদে পোড়া চামড়ার সাথে তার মরচে রঙা চুল মানিয়ে গেছে। পরনের শার্ট ধুলোয় মলিন, প্যান্টটা অন্তত বিশ জায়গায় ছেঁড়া। ময়লা ঢুকে কালো হয়ে যাওয়া তর্জনীর নখ ট্রিগারের ওপর দিকে টোকা দিচ্ছে। জাত খুনি; আরেকবার উপলব্ধি করল রবার্ট, খুন করবে বলেই এসেছে!

পিছন না ফিরেই লাথি দিয়ে কেবিনের দরজা বন্ধ করল লোকটা। ফ্যাঁসফেঁসে গলায় ধমকে উঠল, 'খুব ধীরে ধীরে হাত নামিয়ে গানবেল্ট খোলো।'

কথা না বলে ভয় পেয়েছে এমন ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকিয়ে এক কদম পিছু হটল রবার্ট। টেবিলটা পেছনে ঠেকতেই কাঁপা কাঁপা হাতে গানবেল্ট খুলল। শব্দ করে মেঝেতে পড়ল ওটা। কয়েক পা এগিয়ে এসে দাঁড়াল লোকটা। রবার্ট লক্ষ করল খোঁড়াচ্ছে সে। 'তোমার বদমাশ ঘোড়াটা লাথি মেরেছে,' ওকে চাইতে দেখে চোখ গরম করে বলল পিস্তলবাজ।

'দুঃখিত,'ঠোঁট চেপে নিঃশব্দে হাসল রবার্ট হিকক। চোখের দৃষ্টি শীতল।

'ঘোড়ার কাছে গিয়েছিলে কেন?'

'আমার ঘোড়াটা গর্তে পড়ে পা ভেঙেছে।'

'করালে ঘোড়া আছে, নিয়ে যাও। আমাকে খামোকা কেন...'

'যাব। তার আগে বাকের হয়ে তোমার ঋণ শোধ করতে এলাম।'

'বাক?' কিছুই বুঝতে পারেনি এমন ভাব করে বিস্মিত ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল রবার্ট।

'বাক হকিন্স। যাকে তুমি শেরিফের হাতে তুলে দিয়েছ।'

এই লোকই নেলসন ফক্স, ট্রেনডাকাত দলের শেষ সদস্য, বুঝতে পারল রবার্ট হিকক। শেরিফের সতর্কবাণী মনে পড়ল। প্রতিবাদ জানাল সে, 'বাক হকিন্স আমাকে অ্যাম্বুশ করেছিল!'

'ঠিকই করেছে বাক!' ফ্যাসফেঁসে কণ্ঠে গর্জে উঠল নেলসন ফক্স, 'হারমার একটা বিশ্বাসঘাতক। তোমাকে পাঠিয়েছে লুটের খোঁজ জানিয়ে; যাতে ওর কাছে টাকা পৌঁছে দিতে পারো। তা তুমি পারছ না।'

'ভুল বুঝেছ, ফক্স, আমি শুধু ওর কাছ থেকে জমিটা কিনেছি,' শীতল কণ্ঠে বলল রবার্ট, 'এই জমিতে যদি টাকা রেখে থাকে তুলে নিয়ে উধাও হয়ে যাও তুমি, আমার কী!'

'ফালতু প্যাচাল বাদ দাও,' ঘোঁত করে উঠল ট্রেনডাকাত। এগিয়ে এসে ঘরের কোণে চেয়ারে বসল সে। রবার্ট বুঝল জোর লাথ কষিয়েছে ওর ডান। ব্যথা যতই পাক সিক্সগান ধরা হাত একচুল কাঁপছে না। .৪৫-এর কালো ফুটোর দিকে চাইল হিকক, শিরশির করে উঠল পিঠের কাছে।

দ্রুত চিন্তা চলছে মাথায়, সময় দরকার ওর। কথা চালিয়ে যেতে হবে লোকটার সাথে। মুখ খুলল সে, 'আমি তোমাকে ভাগ দিতে রাজি।'

'আমিও তাই ভেবেছিলাম,' মেঝেতে থুতু ফেলল নেলসন ফক্স। 'তুমি হারমারের লোক। ট্রিগার টানতে মজা পাব খুব।'

ট্রিগারের ওপর চেপে বসায় লোকটার নখ থেকে রক্ত সরে যাচ্ছে, দ্রুত বলল রবার্ট, 'হারমার ক্যানিয়নে লুকিয়ে রেখেছে কোয়ার্টার মিলিয়ন ডলার! সে বা আমি ছাড়া ওই টাকা খুঁজে পাবে না কেউ। ভেবে দেখেছ আমার জীবনের বিনিময়ে দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ডলার!'

ট্রিগারের ওপর আঙুলের চাপ কমাল ফক্স, ঠোঁটে বাঁকা হাসি নিয়ে বেকায়দা ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল। সিক্সগান নাচিয়ে বলল, 'পথ দেখাও। একচুল এদিক ওদিক দেখালে মেরুদণ্ড চুরমার করে দেব।'

মাথার ওপর থেকে হাত নামাল রবার্ট, টেবিলের বেরিয়ে থাকা অংশে টান দিল গায়ের জোরে। উল্টে পড়ল টেবিল, মাটিতে আছড়ে পড়ায় দপ করে নিভে গেল লণ্ঠন। ডানদিকে মেঝেতে ডাইভ দিল সে, হামাগুড়ি দিয়ে নিঃশব্দে সরে

গেল। উল্টে থাকা টেবিলে বিঁধল নেলসন ফক্সের বুলেট। লাল আগুনের ঝিলিক দেখার সাথে সাথে কানে তালা লেগে গেল। বদ্ধঘরে ·৪৫-এর বিকট গর্জন।

গড়িয়ে সরে এসে গানবেল্ট হাতড়াল রবার্ট, খুঁজে পেয়ে সিক্সগানটা বের করে নিল। আবার গর্জে উঠল ফক্সের সিক্সগান, ওর মাথার ফুটখানেক দূরে মেঝে খুঁড়ল বুলেট। প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যাবার পর নীরবতা নামল ধোঁয়ায় ঢাকা কেবিনের ভেতর। গানবেল্ট এবং সিক্সগান দু'হাতে নিয়ে নিঃশব্দে ক্রল করে টেবিলের পেছনে চলে এল হিকক।

মাটিতে বসার পর পায়ের তলায় শব্দ করে ভাঙল লণ্ঠনের কাঁচের টুকরো। দরজার কাছ থেকে গর্জে উঠল আউট-লর সিক্সগান। জবাবে পর পর দুবার ট্রিগার টানল রবার্ট, আগের জায়গা থেকে সরে গেছে ফক্স। অন্তত একজনের মৃত্যু নইলে লড়াই থামবে না, এটা নিশ্চিত; সতর্ক হয়ে উঠেছে দু'জনেই। বদ্ধ ঘরে দম বন্ধ হয়ে আসছে গান পাউডারের ধোঁয়ায়, কটু গন্ধ বাতাসে। পড়ে থাকা ভাঙা লণ্ঠন রবার্টের হাতে ঠেকল।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর দরজার কাছে নড়াচড়ার মৃদু খস খস শব্দ হলো। পেশীতে টান ধরায় অবস্থান পাল্টাচ্ছে আউট-ল। দরজা লক্ষ্য করে লণ্ঠন ছুঁড়ল হিকক। কাঠের দেয়ালে বাড়ি খেয়ে ধাতব শব্দে মেঝেতে পড়ল ওটা। বিরতিহীনভাবে তিনবার আগুন ঝরাল প্রতিপক্ষের সিক্সগান।

ঝুঁকি নিয়ে উঠে দাঁড়াল রবার্ট হিকক, রিলোড না করে থাকলে বুলেট শেষ হয়ে গেছে ফক্সের সিক্সগানের। আগুনের ঝলক লক্ষ্য করে নিজের সিক্সশুটার খালি করল সে। নিচু একটা প্রলম্বিত আর্তচিৎকার ভেসে এল দরজার কাছ থেকে, তারপর নীরবতা নামল কেবিনে। আগ্নেয়াস্ত্রের অস্বাভাবিক গর্জনে রাত জাগা পাখি আর ঝিঁঝিরাও চুপ মেরে গেছে।

দ্রুত হাতে চেম্বারে তাজা বুলেট লোড করল রবার্ট, লাথি দিয়ে টেবিলটা সরাল। কোনও সাড়া দিল না প্রতিপক্ষ। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দরজার দিকে সতর্ক পদক্ষেপে এগুলো সে। আউট-লর দেহে হোঁচট খেল; নড়ল না লোকটা। ম্যাচের কাঠি জ্বেলে রক্তাক্ত মৃতদেহটা দেখল হিকক। গলায় ঢুকে কণ্ঠনালী ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে .৪৫ বুলেট। আরেকটা কাঠি ধরিয়ে কাঁচ ভাঙা লণ্ঠনটা খুঁজে ধরাল সে। প্রচুর ধোঁয়া সৃষ্টি করে কাঁপা কাঁপা হলুদ আলো ছড়াল লণ্ঠন।

টেবিলটা সিধে করে তার ওপর বাতিটা রাখল সে। তারপর আউট-লর মৃতদেহ কেবিন থেকে বের করে উঠানে রেখে এসে ঘর পরিষ্কার করল। মনে মনে কিছুটা স্বস্তি বোধ করছে, ট্রেনডাকাত দলের শেষ সদস্যও বিদেয় হয়েছে দৃশ্যপট থেকে, এখন থেকে নিরাপদে লুটের মাল খোঁজার কাজে সময় ব্যয় করা যাবে।

দশ

ভোরে ঘুম ভাঙার পরই মেজাজ খারাপ হয়ে গেল ওর। কাল রাতে অনেক ধকল গেছে। আজ আবার আউট-লকে কবর দেয়ার জন্য গর্ত খুঁড়তে হবে। লাশটা শহরে নিয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু খুনের অভিযোগে রবার্টকে জেলে ঢোকাবার সুযোগ শেরিফ নাও ছাড়তে পারে। আত্মরক্ষার খাতিরে হত্যা করেছে এমন কোনও সাক্ষীও নেই। এর চেয়ে অনেক কম অপরাধের জন্যও বহু সন্দেহভাজন লোককে জেলে ঢোকায় অনেক শেরিফ। লাশ নিয়ে শহরে যাওয়া চলবে না।

কড়া কফি গিলে বাইরে বেরিয়ে এল সে। সিদ্ধান্ত নিয়েছে লাশ পুঁতে ফেলে ভুলে যাবে ওটার কথা। করাল থেকে কোদাল নিয়ে ক্রীকের দিকে হাঁটতে শুরু করল সে, ওদিকের পলিমাটি সবচেয়ে নরম। কেবিনের পঞ্চাশ-ষাট গজ ডানধারে ঝোপঝাড় কম এমন একটা জায়গা বেছে বিরক্ত চেহারায় জমি খুঁড়তে শুরু করল।

ছ'ফুট বাই তিন ফুট, কোমর সমান একটা গর্ত করতে করতে মাথার ওপর উঠে এল সূর্য। কাজ শেষে ঘর্মাক্ত দেহে মাটি ঠেলে ট্রেঞ্চ থেকে বেরিয়ে এল সে। কেবিনের উঠানে লাশটা আগের মতই পড়ে আছে, তবে অসংখ্য মাছি জুটেছে কোথেকে যেন। শক্ত হয়ে যাওয়া মড়ার গায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চেহারায় ঘৃণা নিয়ে লাশটা কাঁধে তুলল রবার্ট, ঘুরে দাঁড়িয়ে সদ্য খোঁড়া কবরের দিকে যাবে, এমন সময় বিস্মিত কণ্ঠে কথা বলে উঠল কে যেন।

কেবিনের দিকে ফিরে দেখল হাঁ করে ওকে দেখছে ফটোগ্রাফার ম্যাক আর্থার। 'কী করে মারা গেল!' লাশ দেখিয়ে বোকা বোকা চেহারায় বলল সে।

মনে মনে লোকটাকে গাল দিল রবার্ট। ম্যাক আর্থার এই অবস্থা দেখে ফেলায় বিপদ ঘটতে পারে। 'গানফাইট!' ধমকে উঠল সে, 'এই লোক আমার ঘোড়া চুরি করার চেষ্টা করছিল।' দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে ক্রীকের উদ্দেশে পা বাড়াল আগন্তুককে পাত্তা না দিয়ে।

প্রশ্নবাণ ছুঁড়তে ছুঁড়তে পিছু নিল ইংরেজ। রাগের মাথায় রবার্টের মনে হলো ম্যাক আর্থারকেও কবর দেয়া দরকার। লাশটা গর্তে নামাবার পর আপন মনে হেসে উঠল সে, বলল, 'ম্যাক! মাটি ফেলে লোকটাকে ঢেকে দাও!'

'না,' প্রতিবাদ করল ফটোগ্রাফার, 'এ কাজ আগে কখনও করিনি!'

'এখন করবে কি না বলো,' গর্জে উঠল হিকক। এক ধাক্কায় লোকটাকে পিছিয়ে দিয়ে সিক্সগানের বাঁটের ওপর হাত রাখল সে, চোখ গরম করে চাইল।

একবার নিজের নরম সাদা হাতের তালু আরেকবার সিক্সগান এবং লাশের

দিকে ঘনঘন তাকাতে লাগল ফটোগ্রাফার অনিশ্চিত ভঙ্গিতে। 'কী হলো!' সিক্সগান বের করে ধমক দিল রবার্ট হিকক।

বাধ্য হয়ে কোদাল তুলে নিল ম্যাক আর্থার, হলদে মাটি তুলে ফেলতে লাগল গর্তের ভেতরে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘেমে নেয়ে উঠল, ভেজা মাটি লাগল সুটে। লোকটাকে রোদের মধ্যে পরিশ্রম করতে দেখে শান্তি ফিরে এল ঝোপের ছায়ায় দাঁড়ানো রবার্টের মনে।

বার্নের দিক থেকে ছুটন্ত ঘোড়ার শব্দ শুনে ঘুরে চাইল সে। কে আসবে এমন অসময়ে! বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না ওকে, দেখল শেরিফের দুই ডেপুটি আসছে এদিকেই। মনে মনে নিজেকে গাল দিল রবার্ট। নেলসন ফক্সের ব্যাপারে এতই ব্যস্ত ছিল যে ভুলেই গিয়েছে ওর ওপর চোখ রাখার জন্য লোক রেখেছে শেরিফ। নিশ্চয়ই বিনকিউলার দিয়ে ওকে লাশ কাঁধে তুলে আনতে দেখেছে, সেজন্য তদন্ত করতে আসছে এখন।

কাঠখোট্টা ডেপুটি স্যাণ্ডি ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে কবরের ধারে নামল। নীচের দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'নেলসন ফক্স!' ফটোগ্রাফারের দিকে চেয়ে ধমক দিল সে, 'তুমিও খুনের সাথে জড়িত নিশ্চয়ই! নইলে হাতে কোদাল দেখছি কেন!'

'না!' উন্মত্তের মত মাথা নাড়ল ম্যাক আর্থার। কাঁপা হাত তুলে রবার্টকে দেখাল সে, ভয় জড়ানো কণ্ঠে বলল, 'ওর সাথে দেখা করতে কেবিনে যাচ্ছিলাম। উঠানে গিয়ে দেখি নিষ্পলক চোখে আমার দিকে চেয়ে পড়ে আছে লাশটা!'

'তুমি জড়িত নইলে লোকটাকে কবর দিচ্ছিলে কেন?' অপর ডেপুটি গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল।

'ওই লোকটা,' রবার্টকে দেখিয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে চেঁচাল ইংরেজ, 'আমাকে বাধ্য করেছে!'

'মিথ্যে বলছে না ফটোগ্রাফার। কিছু জানে না সে এই ব্যাপারে,' নীরবতা ভাঙল রবার্ট, বলল, 'কালরাতে আমার সাথে গানফাইটে মারা গেছে আউট-ল।'

'শহরে গিয়ে শেরিফের কাছে রিপোর্ট করোনি কেন!' ধমকে উঠল স্যাণ্ডি। হিকক জবাব না দিয়ে শ্রাগ করায় বলল, 'ব্যাপারটা ঠাণ্ডা মাথায় খুনও হতে পারে, মিস্টার। প্রশ্ন করার জন্য তোমাকে শহরে নিয়ে যাব আমরা।' সঙ্গীর উদ্দেশে সে বলল, 'ওর সিক্সগানটা জমা নাও, স্যাম।'

দ্বিতীয় ডেপুটি আগেই ওর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। সিক্সগান বের করে তার হাতে দিল রবার্ট। লক্ষ করল ফটোগ্রাফারকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। ডেপুটি দু'জন ওর দিকে নজর দেয়ায় ভেগেছে লোকটা।

বিকেল বেলা তিনজন অশ্বারোহী প্রবেশ করল ক্লিয়ারওয়াটার শহরে, তাদের সাথে একটা প্যাকহর্স। ঘোড়াটা বিল ড্যানের কাছ থেকে আদায় করেছে ডেপুটি

দু'জন। ওটার পিঠে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে নেলসন ফক্সের মৃতদেহ।

সুইভেল চেয়ারে আয়েশ করে বসে স্যাণ্ডির রিপোর্ট শুনল শেরিফ নড ডিকিন্স। ডেপুটির কথা শেষ হবার পর একদৃষ্টিতে রবার্টের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল, 'তোমার কিছু বলার আছে?'

করালে শব্দ, কেবিনে ওর ওপর হামলা এবং পরবর্তী ঘটনাগুলো তিক্ত স্বরে বলল রবার্ট হিকক।

'কোনও সাক্ষী নেই,' চিন্তান্বিত মন্তব্য করল শেরিফ।

মাথা নাড়ল রবার্ট, বলল, 'সাক্ষী নেই। তবে তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, বলেছিলে: নেলসন ফক্স লোকটা বিপজ্জনক, আমার এ-অঞ্চল থেকে চলে যাওয়া উচিত!' '

জবাব দিল না শেরিফ, একটা সিগার ধরিয়ে ছাদের দিকে ধোঁয়া ছুঁড়ে দিল। তারপর লম্বা ডেপুটির উদ্দেশে ইঙ্গিত করল, 'হাতকড়া পরাও একে।' স্যাণ্ডি রবার্টের হাত পিছমোড়া করে হ্যাণ্ডকাফ লাগানোর পর সে বলল, 'তোমরা এখন ঘর থেকে বেরোও। রবার্ট হিককের সাথে কথা আছে আমার।'

ডেপুটিরা চলে যাবার পর দরজা বন্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল শেরিফ। তারপর চুরুট অ্যাশট্রেতে নামিয়ে রেখে সামনের চেয়ার দেখিয়ে বলল, 'বসো।'

হাত পিছমোড়া অবস্থায় থাকায় আড়ষ্ট ভঙ্গিতে পিঠ উঁচু কাঠের চেয়ারে বসল রবার্ট।

'তোমার কপাল খারাপ,' শুষ্ক কণ্ঠে শুরু করল শেরিফ, 'হারমারের লাশ পাওয়া গেছে। আমার ধারণা তুমিই প্রয়োজনীয় তথ্য আদায় করার পর তার পিঠে ছুরি বসিয়েছ। তারপর এখানে এসেছ লুটের টাকা নিয়ে সরে পড়ার জন্য। নিজেকে খুব চালাক ভেবেছিলে, রবার্ট।' একমুহূর্ত থেমে সিগারে টান দিয়ে আবার ওটা অ্যাশট্রেতে নামিয়ে রাখল সে, তারপর বলল, 'আমরা নজর রাখছি বুঝতে পেরে কয়েকটা গরু কিনে রানশিঙের ভান করেছ। সময় সুযোগ মত লুটের টাকা নিয়ে হাওয়া হয়ে যেতে, তাই না? বাক হকিন্স আর নেলসন ফক্স মাঝখান থেকে বাগড়া দিয়ে তোমার পরিকল্পনা কেঁচে দিল। কপাল খারাপ তোমার!'

'কথা শুনে মনে হচ্ছে গদিমোড়া চেয়ারে বসে থেকে থেকে তোমার মগজে চর্বি জমেছে।'

রাগল না শেরিফ, ভদ্রতার হাসি ঠোঁটে লটকে বলল, 'ছ শ' মাইল দূর থেকে একটা ভবিষ্যৎহীন খামারের টানে ছুটে এসেছ বিশ্বাস করতে বলো? তুমি এখানে এসে গুপ্তধন খোঁজার পেছনে বেশিরভাগ সময় পার করবে বুঝতে পেরেও হারমার ওই জমি বেচে দিল? নাকি তাকে বাধ্য করেছিলে?' গম্ভীর হয়ে উঠল নড ডিকিন্সের চেহারা, হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল সে। 'আমি বুড়ো হয়ে যেতে পারি, রবার্ট হিকক, কিন্তু তোমার কেচ্ছা বিশ্বাস করার মত বোকা হয়ে যাইনি!'

'তুমি বিশ্বাস করো আর না করো, শেরিফ, আমি ওই লুটের খোঁজ জানি না,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল বন্দী।

শেরিফের হাসি দেখে বোঝা গেল একবিন্দুও বিশ্বাস করেনি, বলল, 'আমাদের জানিয়ে দাও কোথায় হারমার রেখেছে কোয়ার্টার মিলিয়ন, এক হাজার ডলারসহ চলে যেতে দেব তোমাকে। বাক হকিন্স অপরাধী সাব্যস্ত হওয়ায় একহাজার ডলার পাঠানো হয়েছে তোমার নামে। রাজি?'

'পাগল নাকি!' গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়ল রবার্ট, 'লুটের খোঁজ দিতে পারলে যে পঞ্চাশ হাজার ডলার বাউন্টি মানি পাব সেটার কী হবে!'

'আমার কথায় রাজি নইলে কিছুই পাচ্ছ না,' মেজাজ হারিয়ে ধমকে উঠল শেরিফ, 'হয় টাকার খোঁজ দিয়ে একহাজার ডলারসহ চলে যাবে, নইলে খুনের অভিযোগে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। কোন্‌টা করবে?'

'আত্মরক্ষা কি অপরাধ, শেরিফ?' শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল হিকক।

'তুমিই একমাত্র পারতে ওই টাকার কাছে ওকে নিয়ে যেতে। ফক্স তোমাকে খুন করতে চাইবে কেন?' পাল্টা প্রশ্ন করল নড ডিকিন্স।

কিছু বলে লাভ নেই, বিশ্বাস করবে না এই লোক, চুপ করে থাকল রবার্ট। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল স্যাণ্ডি।

'একে নিয়ে গিয়ে সেলে ভরো—সন্দেহভাজন খুনি হিসেবে,' তাকে নির্দেশ দিল শেরিফ।

কোর্টহাউসের বেসমেণ্টে সেলে বসে নিজের অবস্থা বিচার করল হিকক। ভালভাবেই ফেঁসেছে সে। উচিত ছিল সূর্য ওঠার আগেই নেলসনের লাশ ঝোপে লুকানো, তা হলে এখন এই বিপদে পড়তে হত না। জুরিরা ওর পক্ষে রায় দিলেও তার আগে অন্তত দুই মাস এই সেলে পচে মরতে হবে। আবছা অন্ধকার সেলের চারপাশটা দেখে মেজাজ খিঁচড়ে গেল ওর। পুরো বেসমেণ্ট জুড়ে দৌড়াদৌড়ি করছে ইঁদুরের দল। তাদের বিষ্ঠার গন্ধে ভারী হয়ে আছে বাতাস।

দেয়ালের অনেকখানি উঁচুতে বসানো ছোট্ট জানালার দিকে চেয়ে সে বুঝতে পারল বাইরে আলো আছে এখনও। সারি সারি পাথরের পিলার দাঁড়িয়ে আছে বেসমেণ্টে, পুরো কোর্টহাউসের ভার বহন করছে ওগুলো। একদিকের দেয়ালে পাশাপাশি অনেকগুলো সেল। খুপরিগুলোর ভেতরে আসবাবপত্র বলতে একটা করে কাঠের চওড়া বেঞ্চ, খড়ের তৈরি মাদুর এবং ধাতব একটা পানির বাকেট। আরেকজন বন্দী রয়েছে দূরের একটা সেলে—বাক হকিন্স।

সন্ধেয় কাঠের সিঁড়িতে আওয়াজ তুলে লণ্ঠন হাতে নীচে নামল অপরিচিত একজন ডেপুটি। দেয়ালের হুকে লণ্ঠন ঝোলাল সে। হলুদ আলোয় ডেপুটির পেছন পেছন ডোনা গ্রীনকে বেসমেণ্টে নামতে দেখে সোজা হয়ে বসল রবার্ট।

মেয়েটা সেলের দিকে এগিয়ে আসায় উঠে দাঁড়িয়ে হ্যাট ছুঁলো সে। 'ভাল

বিপদেই জড়িয়েছ!' বলল ডোনা গ্রীন।

বিষণ্ন ভাবে মাথা দোলাল রবার্ট, মৃদু কণ্ঠে বলল, 'শেরিফের উর্বর মস্তিষ্কের ধারণা আমি লুটের সন্ধান জানি।'

'শেরিফ চালাক লোক,' মাথা ঝাঁকাল স্কুল মিসট্রেস, 'কিন্তু শুধু সন্দেহবশত তোমাকে আটকে রাখার কোনও অধিকার নেই তার!'

'আমার বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ আনা হয়েছে,' পুরো ঘটনা খুলে বলল রবার্ট।

'কিন্তু তারপরও...' মাথা নাড়ল ডোনা গ্রীন, বলল, 'তারপরও আত্মরক্ষার জন্য নয়, হত্যার উদ্দেশ্য নিয়েই খুন করেছ তার প্রমাণ কোথায়!'

'নেলসন ফক্সের লাশ এখন করোনারের কাছে, এটাই যথেষ্ট। তা ছাড়া লোকটাকে কবর দেবার সময় আমাকে বন্দী করা হয়েছে। আমার নিজের কাছেই অবস্থা সুবিধার মনে হচ্ছে না।'

'ওই আউট-ল তোমাকে খুন করতে এসেছিল,' দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করল ডোনা। 'বাক হকিন্সও একই চেষ্টা করেছিল। শেরিফ সেটা জানে,' একমুহূর্ত থেমে সে বলল, 'শেরিফকে সবাই পোকার প্লেয়ার হিসেবে চেনে। আমার মনে হয় তোমাকেও সে মস্তবড় ব্লাফ দিচ্ছে।'

'হয়তো,' হতাশ কণ্ঠে বলল রবার্ট। 'কিন্তু তার ফলে এখান থেকে বেরিয়ে তো যেতে পারছি না!'

'এ-শহরের কোনও জুরি তোমাকে দোষী সাব্যস্ত করবে না।' রবার্টের শিক আঁকড়ে ধরা হাতের ওপর নিজের হাত রাখল ডোনা গ্রীন, নরম কণ্ঠে বলল, 'আমার মনে হয়েছিল এসবে তোমার জড়িয়ে পড়া ঠিক হচ্ছে না, বার্ট। তোমার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করব আমি।'

'সময় শেষ হয়ে গেছে, মিস ডোনা!' ছায়া থেকে বেরিয়ে এসে জানাল ডেপুটি।

'কোনও কিছুর দরকার পড়লে আমাকে বলতে পারো,' কোমল কণ্ঠে বলল ডোনা, রবার্টের হাতের ওপর থেকে হাত সরাল না।

'আমার তামাক শেষ,' ডোনার হাতটা অন্য হাতের মুঠোয় নিয়ে হাসল সে।

বিদায় নিয়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল ডোনা। করিডরে বেরোনোর পর হাতের ইশারায় তাকে শেরিফের অফিস দেখাল জেইলর। কেন ডাকা হয়েছে বুঝতে পারল ডোনা গ্রীন, শেরিফের অফিসে ঢুকল মাথা উঁচু করে।

শহরে স্কুল মিসট্রেস ভীষণ জনপ্রিয়, শুধু বাচ্চাদের কাছে নয়, যেকোনও লোক নিজের ঠ্যাঙ ভাঙতে রাজি আছে তার উপকারে আসতে পারলে। এত চমৎকার একটা মেয়ে, মনে মনে ভাবল নড ডিকিন্স, কী কারণে মিশছে ওই বদমাশ লোকটার সঙ্গে! ডোনা আঙুল নাড়লে তার কথায় নাচবে দশজন

সম্ভাবনাময় যুবক! তা না, সে ঘুরছে ঠাণ্ডা মাথার এক খুনির পেছনে! বিরক্তিতে নাক কোঁচকাল শেরিফ। নাহ্! মেয়েটাকে সর্বনাশ হওয়ার আগেই বুঝিয়ে বলতে হবে।

'ডেকেছ আমাকে, শেরিফ?' চেয়ারে বসে পড়ে বলল ডোনা।

'ওহ্! এখন আর তোমার কাছে আমি আঙ্কল নড নই?' প্রায় ধমকে উঠল শেরিফ।

'উঁহুঁ, আমাকে অফিসে ডেকেছে শেরিফ। আঙ্কল নড বাসায় ডাকত।' হাসল ডোনা।

কী যেন বলতে গিয়েও চুপ হয়ে গেল নড ডিকিন্স। একটু পরে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, 'ওই ঠাণ্ডা মাথার খুনিটার কাছ থেকে তুমি দূরে থাকো তাই আমি চাই। ওর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলে কেন!'

'সে আমার প্রতিবেশী,' দ্রুত জবাব দিল ডোনা।

'প্রতিবেশী!' আবার রেগে উঠল শেরিফ। 'তুমি জানো, এখানে কেন এসেছে ওই লোক? লুটের টাকা পাবার লোভে এসেছে,' নিজেই নিজের প্রশ্নের জবাব দিল সে। 'লোকটা ঠাণ্ডা মাথার খুনি, পিঠে ছুরি বসাতে অভ্যস্ত!'

কঠিন শোনাল ডোনার কণ্ঠ, জিজ্ঞেস করল, 'ওর সম্পর্কে বলা তোমার কথাগুলো যে সত্যি, কোনও প্রমাণ আছে?'

'কী প্রমাণ চাও তুমি! জেস হারমারের পিঠে ছুরি বসিয়ে খুন করেছে সে, নেলসন ফক্সকে গুলি করে মেরেছে, গুরুতর আহত করেছে র‍্যাটল স্নেক রানশের এক পাঞ্চারকে। আরও জানার দরকার আছে?'

'আমি হারমারের মৃত্যুর ব্যাপারে কিছু জানি না,' সমান তেজের সাথে জবাব দিল ডোনা গ্রীন, তার ফর্সা গালদুটো রাগে লাল হয়ে গেছে। 'তবে এটুকু বুঝি নেলসন ফক্সকে আত্মরক্ষার তাগিদে গুলি করতে বাধ্য হয়েছে সে। আর র‍্যাটল স্নেক রানশের ব্যাপারটা—আমার জানা মতে বহুদিন ধরেই ছোট রানশারদের ওপর জুলুম করেছে ওরা, বার্ট শুধু ওদের হামলা ঠেকিয়েছে।'

'বার্ট?' একদৃষ্টিতে মেয়েটার দিকে চাইল শেরিফ, তারপর বিরক্ত কণ্ঠে বলল, 'এতটা আশা করিনি। যাই হোক ওর কাছ থেকে দূরে থেকো। আমি চাই না কোনও ঠাণ্ডা মাথার খুনির সাথে তোমাকে জড়িয়ে কুৎসা রটুক।'

'দেখো, শেরিফ,' শান্ত স্বরে বলল ডোনা গ্রীন, 'রবার্ট হিককে ঠাণ্ডা বা গরম কোনও মাথার খুনি বলেই মনে হয়নি আমার। তা ছাড়া কার সাথে চলব না চলব সেটা আমিই ঠিক করব, আঠারো পেরিয়ে এসেছি দেড় বছর আগেই, তোমার পরামর্শ দরকার নেই আমার।'

হাল ছেড়ে দিল নড ডিকিন্স। ডোনা গ্রীন বিদায় না নিয়েই হাই হিলের শব্দ তুলে ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর মনে মনে বলল; 'আমার আগেই

বোঝা উচিত ছিল। পাগল নইলে কোনও পুরুষ মানুষের উচিত না মহিলাদের যুক্তি দিয়ে কিছু বোঝানোর চেষ্টা করা।'

এগারো

চার পাঁচ দিন হলো বেসমেন্টের সেলে বন্দী হয়ে আছে রবার্ট হিকক। সময় কাটতে চায় না আবছা আঁধার সেলের ভেতরে। কেউ কোনও খোঁজ খবর না নিলে আরও অসহ্য কাটত ওর সময়গুলো। প্রতিদিন সকালে নাস্তার ট্রে দিয়ে যায় জেইলর, সাথে ডোনা গ্রীনের পাঠানো চিঠি এবং সিগারেট বানাবার সরঞ্জাম। পাতলা টিশু পেপারে লিখে তামাকের ভেতরে ভরে চিঠি পাঠায় মেয়েটা। শেরিফ তাকে রবার্টের সাথে দেখা বা যোগাযোগ করার অনুমতি দিচ্ছে না।

দুপুর বেলা বেঞ্চে শুয়ে ইঁদুরের দৌড়াদৌড়ি দেখছে, বেসমেন্টে নেমে এল জেইলর। তাকে ওর সেলের তালা খুলতে দেখে অবাক চোখে চাইল রবার্ট। 'বেরোও!' চোখ গরম করে ধমক দিল লোকটা।

ঠাট্টা করছে নাকি জেইলর! উঠে দাঁড়াল সে, বেরিয়ে এল সেল থেকে। তালাটা আবার লাগিয়ে পেছন থেকে জেইলর বলল, 'শেরিফের অফিসে গিয়ে তোমার জিনিসপত্র বুঝে নাও।'

সিঁড়ি বেয়ে করিডরে উঠে এল রবার্ট, দ্রুত পদক্ষেপে হেঁটে শেরিফের অফিসে ঢুকল। সেখানে আরেকটা চমক অপেক্ষা করছিল ওর জন্য। শুকনো চেহারায় সুইভেল চেয়ারে বসে আছে নড ডিকিন্স। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘদেহী, পেশীবহুল প্রিচার। এ-কদিনে দাড়ি আরও বড় হয়েছে জিমি স্যামুয়েলসনের, গোঁফের সাথে যোগসাজস করে পুরো চেহারা ঢেকে ফেলার চেষ্টায় আছে।

'তুমিই আমার জামিন দিচ্ছ?' স্যামুয়েলসনের উদ্দেশে প্রশ্ন করল রবার্ট।

মাথা নেড়ে গর্জে উঠল প্রিচার, 'ঈশ্বরের হাত অনেক শক্ত এবং লম্বা। নিকৃষ্ট পাপীকেও তিনি ক্ষমা করেন! ভুল শুধরে দেন!'

শেরিফের নির্দেশে হিককের জিনিসপত্র দিয়ে গেল স্যাণ্ডি। জ্যাক নাইফ, ওয়ালেট এবং খুচরো পয়সা ইত্যাদি পকেটে ঢোকাল রবার্ট। গানবেল্ট পরে নিল। তারপর শেরিফের দিকে চেয়ে বলল, 'অনেক করেছ। ধন্যবাদ, শেরিফ।'

'প্রিচারের জন্য এবারের মত পার পেয়ে গেলে। কিন্তু আবার তোমাকে সেলে দেখতে পাব,' শান্ত কণ্ঠে বলল শেরিফ, চুরুট ধরানোর ছুতোয় চোখ সরিয়ে নিল।

কোনও জবাব দিল না সে, জিমি স্যামুয়েলসনের পিছু পিছু অফিস থেকে

বেরুল। কোর্টহাউসের সদর দরজা পেরিয়ে থমকে দাঁড়াল, বুক ভরে টেনে নিল তাজা বাতাস, বলল, 'বেসমেন্ট থেকে বেরিয়ে বেঁচে আছি বলে মনে হচ্ছে!'

'খাঁটি মানুষরা এরকম সাহায্য পেলে ধুলোয় হাঁটুমুড়ে বসে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবে।' ওর কাঁধে হাতের চাপড় দিয়ে কাজটা করার জন্য উৎসাহ যোগাল প্রিচার।

'আমি অত খাঁটি নই!' কাঁধ থেকে হাতটা সরিয়ে দিয়ে হাসল রবার্ট, বলল, 'তারচেয়ে বলো তুমি শেরিফকে রাজি করালে কীভাবে।'

ঈশ্বর বলেছেন, "ধৈর্য ধরো, সব তোমাদের কাছে পরিষ্কার করে দেয়া হবে," ' উচ্চকণ্ঠে চেঁচাল প্রিচার। পর মুহূর্তেই স্বাভাবিক আওয়াজে বলল, 'এখন আমাদের দরকার একটা শটগান আর ষোলো গজ তারের বেড়া।'

'কেন?' বিস্মিত দেখাল রবার্টকে।

'নিজেই বুঝতে পারবে,' অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে চারপাশে নজর বুলিয়ে হুঙ্কার ছাড়ল প্রিচার। 'স্টোরে গিয়ে যা যা বলছি কিনবে, শটগানের শেল নিতে ভুলো না। খালি আগ্নেয়াস্ত্র বুদ্ধি ছাড়া মাথার মতই ফালতু একটা জিনিস।'

কোনও তর্কে না গিয়ে রাস্তা পেরোল রবার্ট। জেনারেল স্টোর থেকে কেনাকাটা সেরে স্টেবলে গেল। ওখানেই তার জন্য অপেক্ষা করছে প্রিচার।

উপত্যকার দিকে উঁচু হয়ে গেছে জমি, নদী তীরের ট্রেইল ধরল দু'জনে। প্রিচারের খচ্চরটার পাশে পাশে নিজের ডানটাকে হাঁটাচ্ছে রবার্ট। জিমি স্যামুয়েলসন জানাল ঘটনার রাতে হারমারের জমিতে ফিরে আসার জন্য মন টানছিল তার। 'তারপর ঈশ্বরের আঙুল আমাকে ওখানে যেতে নির্দেশ দিল,' ব্যাখ্যা করল সে। কেবিনের দিকে এগুতে গিয়ে দেখল রবার্ট লণ্ঠন হাতে বেরিয়ে এসেছে বাইরে। তারপর আরেক লোককে অন্ধকার কেবিনে ঢুকতে দেখে তাজ্জব হয়ে যায়। খচ্চরের পিঠ থেকে নেমে খুব সতর্ক পদক্ষেপে কেবিনের কাছে পৌঁছে যায় সে সন্দেহবশত।

রবার্ট করাল থেকে ফেরার পর অপরিচিত লোকটার কথা শুনতে পায় সে। তারপর দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল কেবিনের দরজা। লণ্ঠন নিভে যাবার পর গোলাগুলি আরম্ভ হলো। কিছুক্ষণ পর রবার্ট যখন লাশটা উঠানে রেখে গেল তখনও কেবিনের ছায়ায় বেঞ্চে বসে লক্ষ করেছে প্রিচার। এরপর ব্যাপারটা ব্যক্তিগত বুঝতে পেরে চলে যায় সে। কয়েকদিন পরে এক বাংকহাউসে সাপার খাওয়ার সময় রবার্টকে বন্দী করা হয়েছে জানতে পেরে আজ গিয়ে ছাড়িয়ে এনেছে।

কৃতজ্ঞবোধ করলেও খুশি হতে পারল না হিকক। হারমারের জমির ব্যাপারে সবাই এত উৎসাহী কেন! রাত নামার পর কীসের টানে ওখানে গিয়েছিল প্রিচার?

লাশ কবর দেয়ার আগ মুহূর্তে হঠাৎ কোথেকে হাজির হলো ইংরেজ ফটোগ্রাফার? এমনকী তার সাথে ঘোড়াও ছিল না! 'অসংখ্য ধন্যবাদ,' মুখে বলল রবার্ট।

'ঈশ্বর বলেছেন, "অন্যরা যেমন তোমাকে বাঁধনমুক্ত করত তাদেরও তেমনি ভাবে বাঁধন মুক্ত করবে," ' জবাব দিল প্রিচার।

জমিতে পৌঁছে অস্ফুটে গাল দিয়ে উঠল হিকক। আবার র‍্যাটল স্নেকের গরু গিজগিজ করছে ওর ঘাসে। নদীর ধারে এত কষ্ট করে দেয়া তিন তারের বেড়াটা ধ্বংস হয়ে গেছে। খুঁটিগুলো শুধু দাঁড়িয়ে আছে ছেঁড়া তার গায়ে জড়িয়ে।

ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে প্রিচার চাইল ওদিকে। 'ডেভিড ক্রুসের কাছে তারের বেড়া একটা বীভৎস ব্যাপার,' বলল সে, 'কাল আমরা আবার বেড়া দাঁড় করাব।'

'আবার কেটে নষ্ট করবে ওরা।'

মুচকি হাসি ফুটল স্যামুয়েলসনের ঠোঁটে, গম্ভীর ভারী কণ্ঠে বলল, 'ব্রাদার, তুমি বড়জোর আশা করতে পারো চেষ্টা করবে ওরা।' ঘাড় ফিরিয়ে প্রাক্তন আউট-লকে দেখল রবার্ট। ওর মনে হচ্ছে শটগান এবং তারগুলো বিশেষ উদ্দেশ্যে ওকে কিনতে বলেছে প্রিচার।

বেঁচে যাওয়া একস্পুল তার ছিল বার্নে, সকালে উঠেই দু'জনে কাজে নেমে পড়ল। তারগুলো স্পুল থেকে খুলে সোজা করল প্রথমে, তারপর নতুন করে বেড়া দিল। ছোট করে কাটা অনেক তার বেঁচে গেল। ওগুলো ওকে বেড়া পার করে নদীর ধারে বয়ে নিয়ে যেতে বলল প্রিচার।

তীরে জন্মেছে কোমর সমান উঁচু ঝোপঝাড়, যথেষ্ট ঘন। জিমি স্যামুয়েলসনের নির্দেশ মত ঝোপের গোড়া থেকে গোড়ায় তারগুলো বাঁধল রবার্ট। অক্লান্ত খাটল। তারের খোঁচায় হাত কাটল কয়েক জায়গায়, জামাকাপড় ফুটো হলো, পাত্তা দিল না সে। সন্ধ্যার আগ দিয়ে শেষ করল কাজ।

নদীর ধারে এক শ' গজ দূরত্বে দুটো খুঁটি পুঁতল প্রিচার ঝোপের আড়ালে। দু'ফুট উঁচুতে একটা লম্বা স্টীলের তার বাঁধল ওগুলোর সাথে। একদিকের তার শটগানের ট্রিগারে পেঁচিয়ে খুঁটিতে জড়িয়েছে। শটগানটা সে এমন ভাবে রাখল যাতে ট্রিগারে টান পড়লেই তারের সাথে সরলরেখায় গুলি বেরুবে। তারে বাড়ি না লাগিয়ে কাজ শেষে ধীরে ধীরে পিছিয়ে এল প্রাক্তন আউট-ল। জামাকাপড়ের ধুলো ঝেড়ে দাড়িতে হাত বোলাল, চেহারার খুশি লুকিয়ে রাখার কোনও চেষ্টা করছে না।

'বুঝতে পেরেছ?' শটগান দেখিয়ে প্রশ্ন করল সে।

চওড়া হাসি ফুটল রবার্ট হিককের মুখে। হাতের উল্টোপিঠে ভুরুর ঘাম মুছে বলল, 'প্রিচার হিসেবে তুমি অসাধারণ! বেড়া কাটতে এলে রাতেই আসবে র‍্যাটল স্নেকের কাউহ্যাণ্ডরা। ঝোপের মধ্যে পেঁচানো তার ঘোড়াগুলোকে জ্বালিয়ে মারবে। তারপর ওরা ঝোপ পেরোতে গেলেই তারের সাথে সাথে শটগানের ট্রিগারে টান

পড়বে, ছররা গিয়ে লাগবে ঘোড়াগুলোর গায়ে। এই তো?'

গম্ভীর চেহারায় মাথা ঝাঁকাল প্রিচার। 'ঈশ্বর বলেছেন, "খারাপ লোক তাদের নিজেদের খারাপ কাজের জন্যই পতিত হবে!" ' উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করল সে।

রাতে শটগানের গর্জনে ঘুম ভাঙল ওর। কেবিনে সে একা। করালে খচ্চর রেখে বাইরে ঝোপ জঙ্গলে কোথাও ঘুমিয়ে আছে জিমি স্যামুয়েলসন। দ্রুত হাতে জুতো এবং গানবেল্ট পরে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল রবার্ট। কুয়াশা ঝুলছে নদীর দিকে, বেশিদূর দৃষ্টি চলে না। ঝোপের মধ্যে পাগলের মত লাফাচ্ছে ঘোড়াগুলো, শব্দ শুনতে পেল। কিছুক্ষণ পর শেষ শব্দটাও মিলিয়ে গেল। পরদিন সকালে বেড়া অক্ষতই দেখল সে।

'বাজি ধরতে পারি,' সকালে নাস্তার টেবিলে প্রিচারকে বলল রবার্ট, 'পাগলের মত তার কাটার যন্ত্রে ধার দিচ্ছে র‍্যাটল স্নেক রানশের সবাই।'

'সীমা লঙ্ঘনকারীদের যাত্রাপথ খুব দুর্গম,' একটা ফ্ল্যাপজ্যাক (পুরু প্যানকেক) মস্ত হাঁ করে মুখে ফেলে চিবাতে চিবাতে বলল প্রিচার, 'ওরা বোকা বলেই আবার ফিরে আসবে। তবে বেড়া কাটার যন্ত্র সাথে আনবে না।' চুপচাপ খেতে খেতে কথাটা বিচার করল রবার্ট। মিথ্যে বলেনি প্রিচার, এবার তৈরি হয়ে আসবে লোকগুলো।

বিকেলে ক্রীকের দিক থেকে লাল শার্ট পরা একটা লোককে আসতে দেখল ওরা পনিতে চড়ে। 'বিল ড্যান, আমার পাশের জমিটা ওর,' প্রিচারের উদ্দেশে বলল রবার্ট।

'আগেও দেখা হয়েছে ওর সাথে,' স্যামুয়েলসনের ভাবভঙ্গিতে সুস্পষ্ট যে লোকটাকে সে পছন্দ করে না। 'ঈশ্বর এবং তাঁর সৃষ্টি নিয়ে ঠাট্টা করে লোকটা।'

ওদের সামনে ঘোড়া থেকে নামল বিল ড্যান। এগিয়ে এসে বেঞ্চটায় বসে স্থির দৃষ্টিতে দেখল দু'জনকে, তারপর বলল, 'কাল রাতে গোলমালে জড়িয়ে পড়েছিলে বোধহয়?'

'এইবার বুঝতে ভুল হয়েছে তোমার,' শান্তস্বরে জবাব দিল রবার্ট। 'আমি আর প্রিচার কাল রাতে কেবিনে মড়ার মত ঘুমিয়ে ছিলাম।'

'তা হলে অন্য কেউ একহাত দেখিয়েছে,' বলল বর্ণসংকর, 'আজ র‍্যাটল স্নেক রানশে গিয়েছিলাম ওদের হারানো গরু পৌঁছে দিতে, খুব চেঁচামেচি করতে শুনলাম ডেভিড ক্রুসকে। তারে হোঁচট খেয়ে কয়েকজনের ঘোড়া পা মচকেছে। বন্দুকের গুলিতে আহত হয়েছে দু'জন কাউহ্যাণ্ড। কে যেন ওদের জন্য ফাঁদ পেতেছিল। কাজটা যেই করুক তার ওপর এখন আকাশ ভেঙে পড়বে।'

'কীরকম?' জিজ্ঞেস করল হিকক।

'ক্রুস ডেভিড বলেছে তুমি জীবিত থাকলে কাউহ্যাণ্ড বদলাবে সে, গানম্যান ভাড়া করবে। কাল সকালেই বোধহয় এখানে অতিথি হাজির হয়ে যাবে।'

'সাবধান করার জন্য ধন্যবাদ,' শুষ্ক কণ্ঠে বলল রবার্ট।

একমিনিট পর নীরবতা ভাঙল বিল ড্যান। হাত তুলে পুবের পাহাড় দেখাল, 'ওদিকে চলে যাওয়া উচিত তোমার।'

'অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাব আমি।'

'বোকার চিন্তাধারা বোঝার সাধ্য কারও নেই,' মাঝখান থেকে বলে উঠল প্রিচার।

'খামোকা ওদের হাতে খুন হয়ে যাবে।' পরামর্শ দিল বিল ড্যান, 'তুমি চাইলে এক ট্রুপ সৈন্যও খুঁজে পাবে না তেমন একটা জায়গায় তোমাকে রেখে আসতে পারি।'

'বুদ্ধিমান হওয়া সোনা পাওয়ার চেয়েও ভাল, ব্রাদার,' নিচু কণ্ঠে বলল প্রিচার, 'পাহাড়ে আশ্রয় নাও!'

'আমি অন্য চিন্তা করছি,' চোখের ইশারায় পুবের পাহাড় দেখাল রবার্ট। 'ওখানে আমার ওপর চোখ রাখার জন্য একজন ডেপুটিকে বসিয়ে রেখেছে শেরিফ। আমি মারা যাই সেটা চাইবে না সে। শেরিফের ধারণা একমাত্র আমিই জানি কোথায় লুকানো আছে ব্যাংক নোট আর সোনাগুলো।'

'তা হলে তোমার ধারণা আইনের হাত ডেভিড ক্রুসের থাবা থেকে বাঁচাবে তোমাকে!' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল প্রিচার, বলল, 'বাঁচানোর ক্ষমতা শুধু ঈশ্বরের।'

'আমি আশা করছি স্নেক রানশের লোকরা গুলি ছুঁড়তে শুরু করলে শহরে ছুটে যাবে ডেপুটি। শেরিফ পাসি নিয়ে চলে আসবে আমি মরার আগেই।'

'অর্থ সব অনর্থের মূল,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল প্রিচার। রবার্টের দিকে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে জিজ্ঞেস করল, 'তা হলে এখানেই কোথাও লুকানো আছে সেই অভিশপ্ত অর্থসম্পদ, ব্রাদার?'

'আমিও, ব্রাদার, এ-ব্যাপারে তোমার চেয়ে বেশি কিছু জানি না,' নিষ্কম্প কণ্ঠে জবাব দিল রবার্ট।

'হারমার এখানেই কোথাও রেখে গেছে,' বলল বিল ড্যান। উঠে দাঁড়িয়ে হিককের উদ্দেশে বলল, 'লড়াইটা আমার নয়, আমি জড়াতেও চাই না।' প্রিচারের দিকে চাইল সে, 'তোমারও এখানে থেকে গুলি খেয়ে মরার শখ আছে নাকি?'

'সেটা আমিই ভেবে দেখব, ব্রাদার,' শান্ত কণ্ঠে বলল স্যামুয়েলসন, 'ঈশ্বর বলেছেন, "দুর্বলকে সাহায্য করো, তার পাশে দাঁড়াও।"'

ক্রীকের তীর ঘেঁষে বিল ড্যান ঝোপের আড়ালে চলে যাওয়ার পর শহরে সেলুন মালিক কী বলেছিল মনে পড়ল রবার্টের। সন্দেহ করা যায় চাচাতো ভাইয়ের সাথে সে-ও ডাকাতিতে অংশ নিয়েছিল। কিন্তু তারপরও ওকে বাঁচাতে চাইছে কেন লোকটা? নিশ্চয় তারও ধারণা লুটের খোঁজ জানে রবার্ট।

সোনালী একটা বলের আকৃতি নিয়ে পশ্চিমে অস্ত গেল সূর্য। ম্লান লালচে আলোয় তার থেকে শটগানটা খুলে আনল রবার্ট। আজ রাতে সবগুলো আগ্নেয়াস্ত্র দরকার পড়বে। শেরিফ আসার আগ পর্যন্ত স্নেকদের ঠেকিয়ে রাখা না গেলে কপালে খারাবি আছে।

ধর্ম প্রচারকের হাবভাবে নড়াচড়ার লক্ষণ না দেখে সন্ধের পর রবার্ট বলল, 'যে কোনও সময়ে হামলা করবে ওরা। আমার মনে হয় ট্রেইলে নেমে পড়া উচিত তোমার, ব্রাদার।'

'বাধা না দিলে মাথায় ওঠে খারাপ লোক,' সমাহিত কণ্ঠে বলল প্রিচার, 'আমি সত্যের পথে আছি, ব্রাদার। ঈশ্বর ভাল মানুষদের রক্ষা করেন।'

'আমি তোমার মত অতখানি নিশ্চিত নই,' কেবিনের চারদেয়ালে নজর বুলিয়ে রবার্ট বলল, 'জায়গা মত বুলেট ঢুকলে ভাল খারাপ সবাই মারা পড়ে।' কেবিনের দেয়াল তৈরি করা হয়েছে ওক কাঠ দিয়ে। রোদে শুকিয়ে শক্ত হয়ে গেছে, মাঝখানের সরু ফাঁকগুলো কাদা দিয়ে লেপা। সামনের জানালায় দাঁড়িয়ে নদীর দিকে চাইল সে। অন্তত তিরিশ গজ ফাঁকা জমি সামনে। লুকিয়ে এগিয়ে আসার জন্য কোনও কাভার পাবে না র‍্যাটল স্নেক রানশের পাণ্ডাররা।

ভোরে যদি হামলা করা হয়, ভাবল রবার্ট, সারাদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারবে ওদের। কিন্তু রাতের আঁধারে কেবিনের ভেতরে অসহায় শিকার হয়ে যাবে সে। আগুন লাগিয়ে দিলে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হবে। অবশ্য আত্মবিশ্বাসে ভরপুর ডেভিড ক্রুস রাতের আঁধারে আসার ঝুঁকি নেবে না, ভোরের আলোয় সে আসবে দলবল নিয়ে। সন্ধ্যা পর্যন্ত তাদের ঠেকাতে পারলেই পৌঁছে যাবে শেরিফের পাসি।

রাতে প্রিচারকে আরেকবার নিজের পথ ধরতে বলল রবার্ট, গেল না স্যামুয়েলসন। শেষ চেষ্টা হিসেবে অন্য পথ ধরল রবার্ট। সে চাইছে না ওর জন্য বিপদে পড়ুক লোকটা। বলল, 'এতক্ষণে তোমার আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছি। তুমি মনে করেছ ওদের গুলি খেয়ে মরার আগে লুটের হদিস দিয়ে যাব তোমাকে, তাই না?'

'ছিহ্, অবিশ্বাসী!' রাগে গর্জে উঠল ধর্মপ্রচারক, উচ্চকণ্ঠে বলল, 'তোমাকে জেল থেকে ছাড়িয়ে আনার, অন্যায়কারীদের রুখতে তোমাকে সাহায্য করার এই কী প্রতিদান!' উত্তেজিত ভঙ্গিতে দাড়িতে হাত বোলাল প্রিচার, এক মুহূর্ত পরেই হাসি ফুটে উঠল তার মুখে, শান্ত স্বরে বলল, 'আমাকে লড়াই থেকে সরিয়ে দেয়ার জন্য বুদ্ধিটা ভালই করেছিলে, ব্রাদার। কিন্তু আমি থাকছি তোমার পাশে।' কেবিনের মেঝেতে কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল সে।

ভোর হওয়ার আগেই প্রিচারকে ঘুম থেকে ওঠাল রবার্ট হিকক। দু'জনে কেবিন থেকে তৈরি হয়ে যখন বেরুল রাতের আকাশে কুয়াশার ভেতর দিয়ে

ফ্যাকাসে তারাগুলো দেখা যাচ্ছে তখনও। আবছা পুবের আকাশের পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে আছে কালো পাহাড়গুলো।

'আরেকটা রাত নামার আগেই হয়তো অন্য জগতে যাত্রা করবে তুমি, ব্রাদার!' গম্ভীর কাঁপা কাঁপা স্বরে বলল স্যামুয়েলসন। 'আত্মার উন্নতির জন্য হাঁটুমুড়ে বসে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো, পাপী!'

স্টোভে আগুন জ্বালাবার জন্য কেবিনের দিকে পা বাড়িয়ে রবার্ট বলল, 'অভ্যেস নেই, ব্রাদার।'

'তা হলে দোজখে পুড়বে!' পাশে হাঁটতে হাঁটতে গর্জাল ধর্মপ্রচারক।

কয়েক চুমুক কালো কফি খেয়ে হঠাৎ সিধে হয়ে বসল স্যামুয়েলসন, শুকনো কণ্ঠে বলল, 'আসছে ওরা, খুরের শব্দ শুনলাম।' তিন কদম এগিয়ে জানালার সামনে দাঁড়াল রবার্ট, দেখল কুয়াশার দেয়াল ভেদ করে বেরিয়ে এসেছে সাতজন রাইডার। এবার তারা নদী পেরিয়েছে ক্রীকের ওপাশে, তারপর ক্রীক পার হয়ে ঝোপের আড়াল নিয়ে এগিয়েছে।

দ্রুত পায়ে কেবিনের পিছন দেয়ালে বসানো জানালায় এসে উঁকি দিল রবার্ট। উত্তরের পাহাড়ে ঝোপঝাড়ের আড়ালে পায়ে হেঁটে আরও দু'জনকে এগুতে দেখল। চারদিক থেকে কেবিন ঘিরে ফেলতে চাইছে লোকগুলো! 'ওরা সবদিকেই আছে,' শান্ত কণ্ঠে প্রিচারকে বলল সে।

গম্ভীর চেহারায় মাথা ঝাঁকাল স্যামুয়েলসন, হাতের কফি-মগ মাটিতে নামিয়ে রাখল। তারপর শটগানটা কোলের উপর টেনে নিল। রবার্ট জানে লোকগুলো কাছে না এলে বন্দুক কোনও কাজে আসবে না। এখন কাজে লাগার মত অস্ত্র মাত্র একটাই আছে—বাক হকিন্সের ফেলে যাওয়া উইনচেস্টার রাইফেল। লিভার টেনে ব্রিচে একটা বুলেট ঢোকাল সে, জানালার পাশে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল।

রাইফেলের তীক্ষ্ণ গর্জনের সাথে সাথে জানালার কাঁচ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল। মেঝেতে কাঁচ ছড়িয়ে দিয়ে উল্টোদিকের দেয়ালে গাঁথল বুলেট। পরমুহূর্তে সামনের জানালার কাঁচও ভেঙে গেল বুলেটের আঘাতে। দুই জানালা দিয়ে মৌমাছির গুঞ্জন তুলে ঢুকতে শুরু করল বুলেট, রাইফেলের আওয়াজে কানে তালা লেগে যাওয়ার উপক্রম হলো। স্টোভের চিমনি খসে পড়ল শব্দ তুলে। ছাই উড়তে শুরু করল কেবিনের ভেতর। ঝাঁপ দিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল সে এবং প্রিচার।

প্রথম দফা সফল আক্রমণের পর রাইফেলের গর্জন থেমে যাওয়ায় চারদিক অস্বাভাবিক নীরব মনে হচ্ছে। পকেট থেকে জ্যাক নাইফ বের করল রবার্ট। ক্রল করে স্টোভের পাশে পৌঁছে দুটো কাঠের গুঁড়ির মাঝখানে লেপা কাদা খুঁচিয়ে রাইফেলের নল বের করার মত ছোট একটা গর্ত করল। এছাড়া কেবিনের

চারধারে নজর রাখার উপায়ও নেই।

ওর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে কেবিনের উল্টোদিকের দেয়ালে ফুটো করল প্রিচার। কাজ শেষে আবার জানালার পাশে এসে দাঁড়াল রবার্ট, নড়াচড়া লক্ষ করে গুলি করা হলো বাইরে থেকে, নাকের তিন ইঞ্চি দূর দিয়ে গিয়ে দেয়ালে বিঁধল বুলেট। অনেকক্ষণ সতর্ক নজর রাখার পর উত্তরে, পাহাড়ের ঢালে গান পাউডারের ধোঁয়া দেখতে পেল সে। একটা ওক গাছের পেছন থেকে রাইফেলের নল ধোঁয়া ওগরাল। অন্যরাও উৎসাহিত হয়ে গুলি ছুঁড়তে শুরু করেছে চারদিক থেকে।

'ইস! শুধু একটা বিনকিউলার থাকলে উত্তর দিক খুলে যেত!' স্বগতোক্তি করল রবার্ট।

কোনও কথা না বলে ফ্রক কোটের পকেট হাতড়াল প্রিচার, চামড়া মোড়া ছোট একটা ফিল্ডগ্লাস সহ হাত বের করল সে পকেট থেকে। হামাগুড়ি দিয়ে এসে এগিয়ে দিল ওটা। ফিল্ডগ্লাস চোখে লাগিয়ে মার্কসম্যানের অবস্থান দেখল রবার্ট। অনেক স্পষ্ট হয়ে কাছে চলে এল দৃশ্যটা।

ওক গাছের আড়াল থেকে কোমরের উপরের অংশ বের করে রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা, কেবিনের ভেতরে কাউকে নড়তে দেখলেই গুলি করবে। প্রতিপক্ষ পাল্টা জবাব না দেয়ায় সাহস বেড়ে গেছে তার। ফিল্ডগ্লাস নামিয়ে রাখল রবার্ট, রাইফেলটা সতর্কতার সঙ্গে তাক করল মার্কসম্যানের ওপর। লক্ষ্য স্থির রাখার জন্য রাইফেলের নল ঠেকিয়ে রাখল কাঁচবিহীন জানালার চৌকাঠে। ধীরে ধীরে চাপ বসাল ট্রিগারে। স্পাইগ্লাসে চোখ রাখল আবার। দেখল একটা দেহ ঢাল বেয়ে গড়িয়ে নেমে নীচের একটা ঝোপে আটকাল। নড়ছে না।

'একটা খতম,' শীতল গলায় বলল হিকক।

'খুনি যে অস্ত্র ব্যবহার করে সেই জাতীয় অস্ত্রেই তার মৃত্যু হয়,' নিচু কণ্ঠে বলল প্রিচার, 'জানালা ছেড়ে সরে দাঁড়াও, ব্রাদার!'

প্রাক্তন আউট-লর উপদেশের গুরুত্ব পর মুহূর্তেই বুঝতে পারল রবার্ট। চারদিক থেকে ছ'সাতটা রাইফেল গর্জে উঠল। জানালা দিয়ে শিস কেটে ঢুকছে অসংখ্য বুলেট।

একেকটা মিনিট অতি ধীরে কাটতে লাগল। আগের মত উৎসাহ দেখাচ্ছে না আক্রমণকারীরা। থেমে থেমে গুলি করছে, পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসছে সেই শব্দ। রবার্টও সতর্ক হয়ে গেছে, আগের মত বিনকিউলার চোখে জানালায় দাঁড়াচ্ছে না। 'রাত নামার অপেক্ষায় আছে ওরা,' বলল সে।

বাকেট থেকে মগে করে পানি নিয়ে চুমুক দিল প্রিচার, শটগানের জোড়া নলে হাত বুলিয়ে বলল, 'প্রার্থনা করো যেন সূর্য ডোবার আগেই শেরিফ পৌঁছে যায়। রাতে আমাদের শেষ করতে ওদের দরকার পড়বে শুধু কিছু শুকনো পাতা আর

একটা ম্যাচের কাঠি। তা হলেই…'

'আগুনের তাপে জ্বলন্ত কেবিন থেকে বেরিয়ে ওদের খপ্পরে পড়ব আমরা,' শুকনো গলায় কথাটা শেষ করল রবার্ট হিকক।

বারো

ভাঙা জানালা দিয়ে দিনের আলো কমে আসতে দেখল ওরা। ছায়া নামছে। একটু পরই ডুবে যাবে সূর্য। চিন্তিত হয়ে উঠল রবার্ট। ভুল ধারণা করেনি তো সে! ডেপুটিকে যদি সরিয়ে নিয়ে গিয়ে থাকে শেরিফ! বা যদি লোকটা শহরে পৌঁছতে দেরি করে, পাসির লোক না পাওয়া যায় যদি? রাতের আঁধারে এগিয়ে আসবে আততায়ীর দল, শুকনো কাঠের কেবিনে আগুন জ্বালতে কষ্ট হবে না ওদের।

অনেকক্ষণ রাইফেলের গর্জন না শুনে অস্বাভাবিক লাগল। নীরবতায় কান পেতে থাকল সে। কিছুক্ষণ পর মেঝেতে আবছা অন্ধকারে বসে থাকা প্রিচারের উদ্দেশে বলল, 'শুনতে পাচ্ছ? খুশিতে হল্লোড় করছে লোকগুলো।'

'করুক, ব্রাদার,' বন্দুক নেড়ে জবাব দিল স্যামুয়েলসন। দুটো বাকশট ভরল ব্রিচে। বলল, 'আমার কাছে ওসবের ওষুধ আছে।'

পুরো কেবিনে হামাগুড়ি দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে দু'জন, জানালা আর ফুটোগুলোয় নজর রেখে বোঝার চেষ্টা করছে হামলাকারীরা এগিয়ে আসছে কি না। হঠাৎ কয়েকটা ঘোড়ার খুর ধ্বনি শোনা গেল, ক্রমেই দূরে চলে যাচ্ছে। কী ঘটেছে বুঝতে পারল রবার্ট, স্বস্তির শ্বাস ফেলে জিজ্ঞেস করল সে, 'শুনতে পাচ্ছ, প্রিচার?'

'ঈশ্বর শত্রুদের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করেছেন,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল স্যামুয়েলসন, 'তিনিই অসম্ভবকে সম্ভব করেন!'

'ঠিক! তিনিই সারাদিন এখানে আমাদের আটকে রেখে এখন শেরিফের পাসি পাঠিয়েছেন,' হাসল রবার্ট।

সন্ধের মরা আলোয় পনেরো বিশজন অশ্বারোহী খুরের শব্দ তুলে কেবিনের উঠানে এসে থামল। সামনের লোকটা স্যাডলের ওপর নড়ে বসল, শেরিফের কণ্ঠ ভেসে এল, 'কোনও ঝামেলা হয়েছিল?'

'হ্যাঁ। ডেভিড ক্রুসের কর্মচারীরা আমাদের খুন করার জন্য ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গুলি চালিয়েছে।'

'তোমার সাথে আর কেউ আছে?'

'প্রিচারও স্বেচ্ছায় আটকা পড়েছিল।'

ঘোড়াটা আরও দু'কদম সামনে বাড়িয়ে স্যাডল থেকে নামল শেরিফ। 'ব্যাংকনোট এবং সোনাগুলোর খোঁজ আমাদের না জানানো পর্যন্ত বিপদ তোমার পিছু ছাড়বে না,' উচ্চ কণ্ঠে বলল সে। 'সময় থাকতে যা জানো বলে ফেলো।'

দরজায় এসে দাঁড়াল প্রিচার, রবার্টের দিকে ঘুরে চেয়ে বলল, 'বুলেটের ফুটো নিয়ে মরার চেয়ে, কিছু বলার থাকলে ওদের বলে দাও, ব্রাদার, বিপদ কেটে যাবে। শোনোনি, অর্থই অনর্থের মূল!'

'আমি যদি সত্যিই ওসবের খোঁজ জানতাম,' শান্ত স্বরে বলল হিকক, 'তা হলে কি আর এখানে পড়ে থাকতাম?'

'না,' মাথা নাড়ল শেরিফ, কণ্ঠে ব্যঙ্গ মিশিয়ে বলল, 'চোখের পলকে ভেগে যেতে; অন্তত চেষ্টা করতে।'

শ্রাগ করল রবার্ট। নড ডিকিন্সকে বোঝানোর চেষ্টা করাও বোকামি। এই লোক কিছুতেই বিশ্বাস করবে না যে সত্যি সত্যিই সে কিছু জানে না।

পাসির সদস্যদের দিকে ঘুরে দাঁড়াল শেরিফ। 'স্যাডল থেকে নামো তোমরা। এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে নিই।'

লণ্ঠন জ্বালিয়ে শেরিফকে কেবিনের ক্ষয়ক্ষতি দেখার জন্য ভেতরে ডাকল রবার্ট। ভাঙা জানালা আর দেয়ালে বুলেটের ফুটোগুলো দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ডেভিড ক্রুসের ব্যাপারে কী ব্যবস্থা নিচ্ছ? আমার জমিতে ঢুকে যা ইচ্ছে তাই করার কোনও অধিকার নেই তার।'

চুপ করে থাকল শেরিফ, কোনও জবাব জোগাল না মুখে। ক্যাটল ম্যানদের ভোটে নির্বাচিত ল-অফিসার সে। কোনও হোমস্টেডারের পক্ষ হয়ে রানশারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়াটা পছন্দ করবে না রানশারস অ্যাসোসিয়েশন। কিছুদিন পরেই শেরিফ পদের জন্য নির্বাচন হবে। এখন এধরনের ব্যাপারে জড়ালে রানশারদের ভোট হারাবে সে। এমনিতেই ট্রেন ডাকাতির এতদিন পরও লুটের টাকা খুঁজে বের করতে না পারায় কানাঘুসো শুরু হয়ে গেছে যে কমবয়সী শেরিফ দরকার অফিসে।

পাসি শহরের পথে রওনা হয়ে যাওয়ার পর বেঞ্চে বসল প্রিচার এবং রবার্ট। সিগারেট ধরিয়ে রাতের ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে মাখল। সারাদিন কেবিনের বদ্ধ আবহাওয়ায় এবং সূর্যের উত্তাপে সাংঘাতিক কষ্ট হয়েছে।

'আসলেও ওই কোয়ার্টার মিলিয়নের লুটই যত নষ্টের গোড়া,' নীরবতা ভাঙল রবার্ট। 'ওই লোভে এখানে প্রথম এল বাক হকিন্স, তারপর হাজির হলো নেলসন ফক্স। বিল ড্যান হারমারের চাচাতো ভাই। আমার ধারণা সে-ও নজর রাখছে গোটা ব্যাপারটার ওপর। তা ছাড়া জুটেছে ওই ইংরেজ ফটোগ্রাফার, ম্যাক আর্থার...'

'হ্যারল্ড ব্রাউনিঙ,' থামিয়ে দিয়ে বলে উঠল প্রিচার, 'ওর নাম হ্যারল্ড ব্রাউনিঙ। ইংরেজ নয়, অ্যামেরিকান বাটপার। ক্যানসাসে ঠগ হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠার পর গায়েব হয়ে যায়। কিছুদিন পর উইলিয়াম হার্পার নাম ভাঁড়িয়ে তাকে ঘুরতে দেখা গেছে এল পাসোতে। সব সময়েই সহজ টাকার পেছনে ছুটছে সে।' হতাশ ভঙ্গিতে শ্রাগ করল প্রিচার, মাথা নেড়ে বলল, 'জঘন্য রকমের ছ্যাঁচড়া লোক। ওর আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার উপায় নেই।'

'তা হলে ওই লোকও লোভে লোভে এসেছে...' প্রিচারের দিকে চেয়ে রবার্ট জিজ্ঞেস করল, 'তোমাকেও কি বিশ্বাস করা উচিত?'

'তোমার ইচ্ছে,' গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিল প্রিচার। 'আমার সম্পদ হচ্ছে ঈশ্বরে বিশ্বাস, ব্রাদার। জগতের সম্পদ ক্ষণস্থায়ী। ঈশ্বর বলেছেন, "স্বর্গের জন্য সম্পদ জমা করো।" '

'অনেক বদলে গেছ তুমি!'

'ঈশ্বরের বাণীতে আলোর দেখা পেয়েছি যে,' মৃদু স্বরে অনেকটা যেন নিজেকেই শোনাল প্রিচার।

সকালে ঘুম থেকে উঠে রবার্ট দেখল চলে গেছে জিমি স্যামুয়েলসন। লোকটাকে এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি সে। এক সময় অপরাধে গলা পর্যন্ত ডুবে ছিল লোকটা। এখন সে প্রায় একই সমান উৎসাহ দেখাচ্ছে মানুষজনের মনে ঈশ্বরের লণ্ঠন জ্বালানোর জন্য, ভাবল হিকক। ভয় জিনিসটার ছায়াও কখনও ছিল না জিমির মধ্যে, এখনও নেই। নিজের সমস্যাগুলোও বিচার করল রবার্ট। লোকজনের ভিড়ে বাজার হয়ে যাচ্ছে জমিটা। দ্রুত লুটের খোঁজ বের করতে না পারলে জীবিত অবস্থায় এখান থেকে সরে পড়তে পারবে কি না কে জানে! ওর মনে হলো কেবিনের পেছনের ক্যানিয়নে খোঁজা শুরু করা উচিত।

নাস্তা খেয়ে কেবিনের পেছনে চলে এল সে। ঝোপঝাড় আর ওক গাছগুলোর মধ্যে দিয়ে পথ করে নিয়ে ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল। ক্যানিয়নটা দু'দিকের পাহাড়ের মাঝ দিয়ে অনেক দূর ভেতরে চলে গেছে। যথেষ্ট ঢালু এবড়োখেবড়ো পাথুরে জমি, ঝোপঝাড় এবং বড় বড় বোল্ডারে ভরা।

আলগা পাথরে হোঁচট খেতে খেতে ক্যানিয়ন ধরে ভেতরে ঢুকল রবার্ট। সামনে দু'দিকের পাহাড় আরও চেপে এসেছে, মেঝেও খাড়া হয়ে গেছে ক্যানিয়নের। মাঝামাঝি পর্যন্ত গিয়ে পরিশ্রান্ত হয়ে থমকে দাঁড়াল সে। হতাশা বোধ করছে। লুটের টাকা লুকিয়ে রাখার মত হাজারটা জায়গা আছে ক্যানিয়নে। নির্দিষ্ট জায়গাটা না চিনলে দশ বছর খুঁজেও কোনও লাভ নেই।

ক্যানিয়ন থেকে বেরুনোর সময় আলগা পাথরে হোঁচট খেয়ে আর লাভ নেই ভেবে পাহাড়ে চড়ল সে। ওক গাছের মাঝ দিয়ে এগুলো, নামা অপেক্ষাকৃত সহজ হবে পাহাড়ের এমন একটা জায়গা খুঁজছে কেবিনে পৌঁছনোর জন্য। চেয়ে দেখল

ওর নীচে ইংরেজী ভি-এর মত ক্যানিয়ন, দূরে কেবিনটাকে বাচ্চাদের খেলনা ঘরের মত ছোট দেখাচ্ছে। সূর্যের আলোয় চিকচিক করছে নদীর রুপোলি পানি। এগুতে গিয়েও বিস্মিত হয়ে থমকে দাঁড়াল রবার্ট।

কিছুটা নীচে একটা তাক মত জায়গায় ঘন হয়ে জন্মেছে জুনিপার ঝোপ। ঠিক তার পেছনেই একটা তেপায়া স্ট্যাণ্ড, কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে উপরের অংশ। হোলস্টারের কাছে হাত সরিয়ে এনে চারপাশে সতর্ক নজর বোলাল হিকক, কাউকে দেখতে পেল না।

পাহাড় বেয়ে নেমে ঝোপের কাছে পৌঁছে গেল সে। একটানে কাপড়টা সরাল। স্ট্যাণ্ডের মাথায় যত্ন করে বসানো আছে একটা টেলিস্কোপ! আগেই আন্দাজ করেছিল, আইপিসে চোখ রেখে অবাক হলো না। একলাফে কাছে চলে এসেছে ওর কেবিন। দেয়ালে একটা পিঁপড়ে হাঁটলেও পরিষ্কার দেখা যাবে।

তার মানে শুধু পুবের পাহাড়ে শেরিফের ডেপুটিই একলা নজরদার নয়! উত্তরেও কেউ একজন ওর ওপর চোখ রাখার জন্যে আছে! টেলিস্কোপটা আবার কাপড়ে ঢাকল রবার্ট। কিছুদূর হেঁটে একটা মেসকিট ঝোপের আড়ালে গিয়ে বসে পড়ল। দেখতে হবে এই টেলিস্কোপ কে ব্যবহার করে।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না ওকে, গুনগুন করে বেসুরো গলায় সুর ভাঁজতে ভাঁজতে পাহাড় বেয়ে নেমে এসে টেলিস্কোপের ওপর থেকে কাপড় সরাল ম্যাক আর্থার ওরফে হ্যারল্ড ব্রাউনিঙ। আজকে তার পরনে সৌখিন পোশাক নেই, নীল জিন্সের শার্ট-প্যান্ট পরেছে। স্টেটসনের বদলে মাথায় একটা পুরানো তোবড়ানো ফেল্ট হ্যাট। অবস্থা দেখেই রবার্ট বুঝতে পারল ওটার আসল মালিক বুড়ো ফিলিপ ফিশার।

পাইপে আগুন ধরিয়ে টান দিল ব্রাউনিঙ, চোখ রাখল আইপিসে। মেসকিট ঝোপের মধ্যে থেকে সতর্ক পায়ে বেরিয়ে এল রবার্ট, লোকটার পেছনে এসে দাঁড়াল। সিক্সগানের বাঁটে হাত রেখে বাম হাতে তার কাঁধে টোকা দিল।

ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল ভুয়া ফটোগ্রাফার, ডান হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে শার্টের ভেতরে শোল্ডার হোলস্টার থেকে অস্ত্র বের করার জন্য। রবার্টের হাতে সিক্সগান উঠে এল। কোমরের কাছ থেকে তার বুক বরাবর লক্ষ্য স্থির করে বলল, 'লুকানো পিস্তলটা বের করো; খুন হয়ে যাবে।'

শরীরের দু'পাশে হাত ঝুলিয়ে দাঁড়াল হ্যারল্ড ব্রাউনিঙ। ঝুঁকি নিতে অভ্যস্ত নয় সে।

লোকটার কপালে সিক্সগানের নল ঠেসে ধরে তার শার্ট হাতড়ে একটা .৪১ ডেরিঞ্জার পিস্তল পেল রবার্ট। অস্ত্রটা প্যান্টের পকেটে ফেলে জিজ্ঞেস করল সে, 'তা হলে আগ্নেয়াস্ত্র তুমি পছন্দ করো না? যা যা জানতে চাইব ঠিক ঠিক উত্তর দেবে, মি. ম্যাক আর্থার, নইলে খুন করে ফেলব। আমার ওপর গোপনে নজর

রাখছিলে কেন?'

বামহাতের উল্টোপিঠে ভুরুর ঘাম মুছল ব্রাউনিঙ, ঠোঁট থেকে পাইপ নামিয়ে বলল, 'তুমি আসলে ভুল বুঝেছ!'

'ফালতু সময় নষ্ট করছ!' ধমক দিল রবার্ট। মাথা নাড়িয়ে টেলিস্কোপটা দেখাল।

'ওহ্, তাই বলো, হাসল হ্যারল্ড ব্রাউনিঙ। 'আমি প্রতিদিন বুনো জীবজন্তু, পাখি দেখে কয়েক ঘণ্টা পার করি। এই তো গতকাল একটা...'

'চুপ!' ধমক দিয়ে লোকটাকে থামিয়ে দিল রবার্ট, পেটে সিক্সগানের ব্যারেল ঠেসে ধরে শীতল কণ্ঠে বলল, 'তুমি এখান থেকে দেখেই নেলসন ফক্স মরার দিন আমার কেবিনে হাজির হয়েছিলে। এখানে থাকলে সহজে টাকা কামাতে পারবে না, হ্যারল্ড ব্রাউনিঙ, হাঁটো!'

প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল লোকটা, নিজের আসল নামটা শুনে মুখ হাঁ হয়ে গেল তার। ধীরে সুস্থে পাইপ ঝেড়ে পকেটে পুরল। তারপর রবার্টের নির্দেশে পা বাড়াল কেবিনের উদ্দেশে।

কেবিনের পেছন ঘুরে উঠানে এসে ওরা দেখল বেঞ্চে সোজা হয়ে বসে আছে বিল ড্যান। নীল চোখ দুটোর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ব্রাউনিঙের ওপর থেকে সরে রবার্টের মুখে স্থির হলো। 'কী ব্যাপার?'

'এই লোক পাহাড়ে বসে পাখি দেখছিল,' শান্ত কণ্ঠে হিকক বলল, 'আমিই হচ্ছি সেই পাখি।'

'মি. হিকক আমাকে ভুল বুঝছে!' প্রতিবাদ করল ভুয়া ফটোগ্রাফার।

তাকে পাত্তাই দিল না রবার্ট, বিল ড্যানের দিকে চেয়ে বলল, 'ইউ.এস. ক্যাভালরিতে যখন ছিলে, গুপ্তচর ধরতে পারলে কী করা হত মনে আছে তোমার?'

'গুলি করে মারা হত,' নির্বিকার কণ্ঠে জবাব দিল বিল ড্যান।

'চমৎকার বুদ্ধি,' মাথা ঝাঁকাল রবার্ট। আঙুলের ইশারায় বার্নের পাশ দিয়ে চলে যাওয়া সরু পথটা দেখিয়ে হ্যারল্ড ব্রাউনিঙের উদ্দেশে বলল, 'ক্রীকের দিকে চলো।'

কিছু একটা বলতে গিয়েও চুপ হয়ে গেল ব্রাউনিঙ, পিঠে সিক্সগানের খোঁচা খেয়ে এগুলো। তাদের পিছু পিছু এল বিল ড্যান। নেলসন ফক্সের জন্য খোঁড়া কবরটার সামনে ভুয়া ফটোগ্রাফারকে থামাল রবার্ট। গর্তের চারপাশে হলদে মাটি উঁচু হয়ে রয়েছে। কোদালটা তেমনি পড়ে আছে একধারে। ডেপুটিরা নেলসন ফক্সের ব্যাপারে তদন্তে আসার পর ওটা ফেলেই পালিয়েছিল ব্রাউনিঙ।

কবরটা একপলক দেখে ঠগের দিকে চাইল রবার্ট, গম্ভীর স্বরে বলল, 'গর্ত আরেকটু গভীর করতে হবে, হ্যারল্ড। কোদাল তুলে নিয়ে কাজ শুরু করে দাও।'

'সামান্য একটা ভুল বোঝাবুঝি নিয়ে খামোকা বাড়াবাড়ি করছ,' কাঁপা গলায়

বিড়বিড় করল লোকটা, ভয়ে দরদর করে ঘামছে, সপ্রতিভ শহুরে ভাবটা চেহারা থেকে বিদায় নিয়েছে।

'কাজ শুরু করে দাও,' সিক্সগানের বাঁটে আঙুল বোলাল রবার্ট। 'ভাঁওতা দিচ্ছি না, দেরি করলে অগভীর এই বিশ্রী গর্তেই তোমাকে কবর দিতে হবে আমার।'

বিল ড্যানের দিকে চাইল কম্পমান ব্রাউনিঙ। 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে খুন হতে দেখবে তুমি?'

কথাটা শুনতে পেয়েছে এমন কোনও ভাব প্রকাশ পেল না বর্ণসংকরের চেহারায়, শুধু রবার্টের ওপর থেকে হ্যারল্ডের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল।

'খুনের দায়ে ফাঁসি হবে তোমার!' হিককের উদ্দেশে মৃদু স্বরে বলল ব্রাউনিঙ।

'সাক্ষী কোথায়!' হাসল রবার্ট, বিল ড্যানের দিকে ফিরে চোখ টিপে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি আছ তো আমার সঙ্গে?' লোকটা নির্বিকার চেহারায় মাথা ঝাঁকানোয় ব্রাউনিঙের উদ্দেশে বলল, 'তা হলে কোনও সাক্ষী থাকল না; তাড়াতাড়ি নিজের কবরটা সুন্দর করে তোলো।'

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে কোদাল তুলে নিল হ্যারল্ড ব্রাউনিঙ, ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল আগের জায়গা থেকে পিছিয়ে গেছে রবার্ট হিকক। পিছলে প্যান্টে মাটি মাখিয়ে গর্তে নামল শহুরে বাবু, মাটি কেটে গর্ত গভীর করতে শুরু করল।

একটা সিগারেট ধরাল রবার্ট। আত্মতৃপ্তির সাথে দেখল কাঁপা হাতে কোদাল চালাচ্ছে বাটপার। আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলতে হবে লোকটাকে, ভাবল সে, যেন জীবনে আর এই জমির ধারে কাছে আসার সাহস না পায় ভুয়া ফটোগ্রাফার।

কাজ থামিয়ে চোখ তুলে চাইল হ্যারল্ড ব্রাউনিঙ। রবার্ট দেখল লোকটার চোখে ভয়ের লেশমাত্র নেই, আশায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ঘর্মাক্ত চেহারা। কারণটা বোঝার আগেই হাতুড়ির মত ভারী কিছু একটা দিয়ে পেছন থেকে আঘাত করা হলো ওর মাথায়। চোখে ঝিলমিলে আলো দেখতে পেল রবার্ট। পা দুটো দেহের ভর রাখতে পারল না, চেতনা হারিয়ে পড়ে গেল গর্তের ধারে স্তূপীকৃত আলগা মাটিতে।

'ওফ্, এত দেরি করলে কেন!' স্বস্তির শ্বাস ফেলে বলল হ্যারল্ড। কোদালটা ছুঁড়ে ফেলে লাফ দিয়ে গর্ত থেকে উঠতে গেল সে। পারল না। আলগা মাটিতে আছাড় খেয়ে আবার পড়ে গেল গর্তের মধ্যে।

সংজ্ঞাহীন হিককের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে বিল ড্যান, বামহাতে একটা পাথর। ছুঁড়ে পাথরটা দূরে ফেলল সে, নিচু হয়ে হোলস্টার থেকে রবার্টের সিক্সগান বের করে নিল। 'টেনে তোলো!' হাত বাড়িয়ে গর্তের ভেতর থেকে চেঁচাল সর্বাঙ্গে মাটি মাখা হ্যারল্ড ব্রাউনিঙ।

'চোপ!' শীতল স্বরে ধমক দিল বর্ণসংকর।

বিল ড্যানের দিকে চেয়ে ভয়ে শিউরে উঠল লোকটা। হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকল, কথা বলার সাহস হারিয়েছে। আধা অ্যাপাচীর হাতে রবার্টের ·৪৫। নল ওর বুক বরাবর তাক করা।

গর্জে উঠল সিক্সগান। .৪৫ বুলেটের প্রচণ্ড ধাক্কায় কয়েক পা পিছিয়ে গেল ব্রাউনিঙ। বুক চেপে ধরে চিত হয়ে পড়ে গেল কবরে, তখনও অবিশ্বাসের দৃষ্টি তার চোখে। নীল জিন্সের শার্টে খয়েরী জাল বিস্তার করে ছড়িয়ে পড়ছে তাজা রক্ত। চোখ বন্ধ করল লোকটা। যন্ত্রণায় দেহ মোচড়াল কয়েকবার। তারপর নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেল।

ধীরে সুস্থে রবার্টের পাশে হাঁটু মুড়ে বসল বিল ড্যান, সিক্সগানটা হোলস্টারে ভরে দিল। প্যান্টের পকেট থেকে সরু চামড়ার ফিতে বের করে চেতনাহীন রবার্টের হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধল। কব্জির বাঁধন আরেকবার পরীক্ষা করে উঠে দাঁড়াল সে, নিরুদ্বিগ্ন চেহারায় একটা সিগারেট বানিয়ে ধরাল।

জ্ঞান ফেরার পর চোখ খুলল রবার্ট। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা! সূর্যের আলো ওর মুখে পড়েছে, চোখ বন্ধ করল। উঠে বসতে ব্যর্থ হলো। হাত দুটো বেঁধে রাখা হয়েছে? মাথাটা কাজ করছে না! কী হয়েছিল! মাথা ঝাঁকিয়ে চিন্তাগুলো পরিষ্কার করার চেষ্টা করল সে।

দ্বিতীয়বারের প্রাণান্তকর চেষ্টায় উঠে বসল। চিত হয়ে গর্তে পড়ে থাকা হ্যারল্ডের দেহের ওপর দৃষ্টি স্থির হলো ওর। গায়ের উপর একটা ছায়া পড়ায় মাথার ব্যথা অগ্রাহ্য করে মুখ তুলে চাইল। নিস্পৃহ চেহারায় কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে বিল ড্যান। 'তুমিই ওর এই অবস্থা করেছ?' জিজ্ঞেস করল রবার্ট।

জবাব দিল না ঢ্যাঙা লোকটা, বার্নের দিকে ঘুরে হাঁটতে শুরু করল। সে ঝোপের আড়ালে চলে যাওয়ায় আবার শুয়ে পড়ল রবার্ট। মাথার যন্ত্রণায় চিন্তাগুলো জট পাকিয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর ব্যথাটা কমে এল। এখন থেমে থেমে হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে মাথায়। জ্ঞান হারানোর আগে কী ঘটেছিল মনে পড়ল ওর।

আশায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল ব্রাউনিঙের চোখ মুখ। তারপরই ওর মাথার পেছনে আঘাত করা হয়। প্রথমে ওকে অজ্ঞান করেছে বিল ড্যান, তারপর হ্যারল্ড ব্রাউনিঙকে গুলি করেছে। কেন? কোনও জবাব খুঁজে পেল না রবার্ট।

তেরো

নদীর কাছে কোথাও রাইফেল গর্জাল একবার। ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনে আবার উঠে বসল সে। হাত মুচড়ে বাঁধন খোলার চেষ্টা করল। মাংসে আরও কেটে বসল

চামড়ার দড়ি। বিল ড্যানকে আসতে দেখল, ঘোড়ার পিঠে গরুর আস্ত একটা কাঁচা চামড়া বয়ে আনছে লোকটা। ওর গরুর সংখ্যা চোদ্দটা হয়ে গেছে, বুঝতে পারল রবার্ট। ছাল ছাড়ানো মরা গরুটাকে টেনে এনেছে সতর্ক বর্ণসংকর; কাছেই একটা মেসকিট ঝোপে সেটাকে ঢুকিয়ে রাখল।

চামড়াটা ধপ করে ওর পাশে মাটিতে ফেলল বিল ড্যান। কাঁচের মত স্বচ্ছ নীল চোখে চেয়ে দেখল ওকে। 'তা হলে তুমিও সোনা আর ডলারের খোঁজে আছ!' বলল রবার্ট, 'আমাকে আর ব্রাউনিঙকে কবর দিয়ে প্রতিযোগী কমাতে চাও?'

'হয়তো,' সংক্ষিপ্ত জবাব দিল বর্ণসংকর।

'আমি তৈরি।'

'বাঁচতে চাও না?'

'কোন্ শর্তে?' পাল্টা প্রশ্ন করল রবার্ট। মনে মনে জানে কী চাইবে বিল ড্যান। শেরিফের মত এই লোকও মনে করেছে লুটের টাকা উদ্ধারের জন্যেই এসেছে সে। কোয়ার্টার মিলিয়ন ডলারের জন্য একটা খুন করা কোনও ব্যাপারই ছিল না। কিন্তু বিল ড্যান সতর্ক শিকারী, গুপ্তধনের সন্ধান দিতে পারে এমন কাউকে এখনই খুন করার মত বোকা সে নয়।

'তুমি হারমারের সঙ্গে কথা সেরে এখানে এসেছ,' গম্ভীর স্বরে ধীরে ধীরে বলল আধা অ্যাপাচি, 'লুটের টাকা কপার ভ্যালি থেকে বের করে নিয়ে গিয়ে দু'জনে ভাগ করে নেবে। কিন্তু শেরিফ, প্রিচার, ব্রাউনিঙ,' মাথা হেলিয়ে গর্তে পড়ে থাকা ফটোগ্রাফারকে দেখাল বিল ড্যান, 'সবাই নজর রাখছিল। তুমিও চালাকি করে অপেক্ষা করেছ। খুব সম্ভব বেশিদিন অপেক্ষা করে ফেলেছ। ডেভিড ক্রুস তোমাকে খুন করবেই। তুমি মরলে দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ডলার চিরদিনের জন্য হারিয়ে যাবে, কারও কাজে আসবে না। তারচেয়ে যা জানো আমাকে বলে ফেলো, আমি তোমাকে ছেড়ে দেব।'

'ভুল বুঝেছ। আসলে আমার কিছু জানাই নেই!'

'দেখা যাবে,' শীতল হাসি ফুটল বিল ড্যানের মুখে। ঘোড়া থেকে নেমে গরুর চামড়াটা মাটিতে বিছাল সে। লোকটা কী করতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে গলার ভেতরটা শুকনো ঠেকল রবার্টের।

দু'হাতে বাচ্চা ছেলেদের যেভাবে ওঠানো হয় সেভাবে রবার্টকে কনুইয়ের ভাঁজে ওঠাল বিল ড্যান, কাঁচা চামড়ার ওপর একপ্রান্তে শুইয়ে দিল। ওকে সহ গড়িয়ে চামড়াটা মোড়াল। ছুরি বের করে দু'টুকরো চামড়া লম্বা করে কাটল, তারপর ওগুলো দিয়ে ভাল মত বাঁধল বাণ্ডিলটা। চামড়ার মোড়ক থেকে শুধু মাথা বেরিয়ে আছে রবার্টের। অসহায় দৃষ্টিতে লোকটার কাজ কারবার দেখল সে। কিছুক্ষণ পর কী মনে হতে প্যান্টের পকেট থেকে নোংরা রুমালটা বের করল বিল

ড্যান, ওর মুখ বেঁধে দিল।

কাজ শেষে উঠে দাঁড়াল লোকটা, দৃষ্টিতে আত্মতৃপ্তি উপচে পড়ছে। 'আগে কখনও শুনেছ এই পদ্ধতির কথা?' প্রশ্ন করল সে। বন্দীর মুখ বাঁধা থাকায় নিজেই বলল, 'অ্যাপাচিদের পদ্ধতি। চামড়া যত শুকাবে তত টানটান হতে থাকবে। অ্যাপাচিরা বন্দীর মাথায় চামড়া পেঁচিয়ে সূর্যের নীচে বেঁধে রাখে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই প্রচণ্ড চাপে মগজ ফেটে বেরিয়ে যায়। চমৎকার, তাই না?' মুখ তুলে চেয়ে সূর্যটাকে মধ্যগগনে দেখে হাসি ফুটল তার মুখে। 'তা হলে আমি কেবিনে গেলাম বিশ্রাম নিতে। বিকেলে যখন আসব তখন কথা বলার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়বে তুমি।' লাফ দিয়ে পনিতে চড়ল বিল ড্যান, একবারও এদিক ওদিক না চেয়ে কেবিনের দিকে ঘোড়া ছোটাল।

স্প্যানিশদেরও এভাবে অত্যাচার শেষে খুন করতে দেখেছে রবার্ট। চামড়া জাড়ানো লোকটা মারা যাওয়ার আগেই শরীরের সবগুলো হাড় ভেঙে গিয়েছিল। আতঙ্ক ঠেকানোর চেষ্টা করল সে। ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখল, বাঁচার আশা খুবই ক্ষীণ। স্প্যানিশরা লোকটাকে মেরেছিল পিঠে ছুরি মেরে খুন করার অভিযোগে, আর ও মারা যাবে বিনা কারণে!

আজকেও হয়তো ঈশ্বরের আলো ছড়াতে আসবে প্রিচার। কিন্তু তার সাহায্য পাওয়া যাবে না। বিল ড্যান মিথ্যে কথায় ভুলিয়ে স্যামুয়েলসনকে ফেরত পাঠাবে। চমকে উঠল রবার্ট, ওর পা বেয়ে ওপরের দিকে উঠছে কী যেন একটা! পা ছোঁড়ার চেষ্টা করল সে, কোনও লাভ হলো না। কাঁচা চামড়ার মোড়ক সেঁটে বসছে। কিছুক্ষণ পর পরিশ্রান্ত হয়ে চুপচাপ পড়ে রইল। গরমে ঘামছে। ইচ্ছে হলো অ্যাপাচিটাকে ডেকে গুলি করতে অনুরোধ জানায়। কিন্তু সে উপায়ও নেই, রুমাল দিয়ে মুখ বেঁধে রেখে গেছে লোকটা।

মাথার ব্যথা ভুলে গেল হিকক সারা শরীরের যন্ত্রণায়। উরু, পাঁজরের হাড় এবং কাঁধে চাপ পড়ছে চামড়াটা শুকিয়ে আসতে শুরু করায়। দ্রুত এই ফাঁদ থেকে বেরুতে না পারলে যদি বাঁচে আজীবন পঙ্গু অবস্থায় বেঁচে থাকতে হবে। মাথা ঘুরিয়ে চারপাশটা দেখল সে।

পেছনে ক্রীকের তীরে ঝোপের জঙ্গল। ওর পাশেই কবরের গর্তটা। নদীর দিকে ঝোপে দৃষ্টি বাধা পেল। ক্রীকের উজানে একটা টিলা। গায়ের কাঁচা চামড়াটার ওপর চোখ পড়তে শীতল একটা স্রোত নেমে গেল ওর মেরুদণ্ড বেয়ে। চামড়ার গায়ে লেগে থাকা মাংস এবং চর্বির লোভে হাজির হয়েছে অজস্র মাংসাশী পিঁপড়ে! বিকেলের আগেই ওর চোখ-মুখ খুবলে খাবে ওগুলো। পরিষ্কার বুঝল রবার্ট, হাফ ব্রীড ফিরে এসে দেখবে তার বন্দীকে জীবিত খেয়ে ফেলা হয়েছে।

এভাবে মরতে চায় না সে। পাগলের মত হাতের বাঁধন ছেঁড়ার চেষ্টা করল। যতক্ষণ পর্যন্ত শক্তি না ফুরাল একটানা খাটল সে। তারপর পরিশ্রান্ত হয়ে

দম ফিরে পাবার আগ পর্যন্ত পড়ে থাকল। কোল্ডক্রীকে পানি প্রবাহিত হওয়ার মৃদু শব্দে নতুন করে আশ্বান্বিত হয়ে উঠল রবার্ট। ভারী কাঁচা চামড়া সহ গড়ানোর চেষ্টা করল। কোমর এবং ঊর্ধ্বাঙ্গে ঝাঁকি দিয়ে ক্রীকের দিকে শরীর পাশ ফেরাল।

তিরিশ ফুটও হবে না ক্রীকের তীরের ঝোপগুলো। পথে উঁচু কোনও কিছুতে বেধে না গেলে ওই পর্যন্ত গড়িয়ে যাওয়া যাবে। কপালটাও ভাল, ক্রীকের দিকে মোটামুটি ঢালু হয়ে নেমে গেছে জমি, পানির ধারের ঝোপগুলো ছাড়া শুধু ঘাস জন্মেছে ওখানে।

দেহ মোচড়াল রবার্ট, একচুলও নড়ল না কাঁচা চামড়ার মোড়ক। বার বার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো সে। নিথর পড়ে রইল। অনেকক্ষণ পর ঘাড়ে পিঠে পিঁপড়ের কামড় ওকে সচেতন করে তুলল, উন্মত্তের মত শরীর মোচড়াল রবার্ট অমানুষিক শক্তিতে।

একটু একটু করে নড়তে শুরু করল ওকে জড়িয়ে থাকা কাঁচা চামড়া। উৎসাহে দ্বিগুণ শক্তি এসে গেল ওর গায়ে। টানা একঘণ্টার চেষ্টায় ক্রীকের তীরে জন্মানো একটা ছোট ঝোপের কাছে চলে এল সে। ঘাড় উঁচু করে দেখল, ব্রাশের ফাঁক দিয়ে পানি দেখা যাচ্ছে।

ক্রীক এখানে ফুট দশেক চওড়া। পাহাড়ী স্রোত বোল্ডারগুলোর গায়ে বাড়ি খেয়ে ফেনা তৈরি করছে। কোমর পানি। যদি গড়িয়ে নামে, চিন্তা করল রবার্ট, ডুবে মরতে হবে। একমাত্র উপায় পা আগে দিয়ে পিছলে ক্রীকে নামা, তা হলে বাঁচার সম্ভাবনা আছে। ঝুঁকিটা না নিলেও কয়েক ঘণ্টার বেশি সে বাঁচবে না, তিলে তিলে মরার চেয়ে ডুবে মরাও ভাল!

শরীর ঝাঁকিয়ে গড়াতে শুরু করল সে, ঝোপ চ্যাপ্টা করে দিয়ে ক্রীকের ঢালে পৌঁছে গেল ধুলো উড়িয়ে। তীরে মাটি হঠাৎ নেমে পানি ছুঁয়েছে। পানির কিনারে গিয়ে থামল রবার্ট। বিশ্রাম নিল দম ফিরে পাবার জন্য। তারপর ঝাঁকি দিয়ে অল্প অল্প করে শরীর ঘোরাতে লাগল। সময় স্বাপেক্ষ কাজ, কাঁচা চামড়ার ভারী বোঝা সহজে নাড়ানো যাচ্ছে না।

ধীরে ধীরে অগভীর পানিতে নামতে পারল রবার্ট। হঠাৎ করে পিছলে কোমর পানিতে পা দিয়ে পড়ল সে, শরীরের ওপরের অংশ এখনও তীরে। পানির পরশে ঢিল হতে শুরু করেছে কাঁচা চামড়া, ব্যথা কমে আসছে।

স্রোতের টানে ভেসে যাচ্ছে বুঝতে পেরে পেছনে ভর দিল সে। ভারী হয়ে উঠেছে চামড়ার মোড়ক, ডুবে যেতে চাইছে।

পায়ের নীচের জমিতে ধাক্কা দিয়ে তীরের দিকে খানিকটা ওঠাতে পারল দেহ। এখন আর ডুবে মরার ভয় নেই, স্রোতের টানে নড়ছে না সে।

সারা শরীরে ঠাণ্ডা পানির কামড় অনুভব করল রবার্ট। কব্জিতে বাঁধা শুকনো চামড়ার ফিতেটা ভিজেছে। ছেঁড়ার চেষ্টা করল ধৈর্য ধরে। হাত দুটো মুঠো করে

ঘোরাল। প্যাঁচ পড়তে থাকল ফিতেয়, কেটে বসে গেল মাংসে। শেষ পর্যন্ত একসময় ছিঁড়ে গেল পুরানো ফিতে। প্যান্টের পকেট হাতড়ানোর চেষ্টা করল। পারল না। ওকে জড়িয়ে রাখা কাঁচা চামড়া এখনও ভিজে যথেষ্ট ঢিলে হয়নি।

শুয়ে থেকে বিশ্রাম নিল সে, তারপর নবোদ্যমে ডানহাতের কনুই আর তালু দিয়ে ধাক্কা দিতে শুরু করল চামড়ার ভেতর দিকে। বাম হাত দেহের সামনে পেটের কাছে নিয়ে আসতে পেরে বুঝল নরম হয়েছে চামড়া। দু'হাত ব্যবহার করে ধীরে ধীরে খোলস মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছে এখন।

আধঘণ্টা পর ক্রীকের তীরে উঠে দাঁড়াল মুক্ত রবার্ট। একটানে মুখের ওপর থেকে ছিঁড়ে ফেলে দিল নোংরা রুমালটা। বুক ভরে তাজা বাতাস টানল। 'মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরেছি,' মনে মনে বলল সে, 'বিল ড্যান বিকালে এসে দেখত আমার হাড়গুলো শুধু পড়ে আছে।' হোলস্টার থেকে ভেজা সিক্সগান বের করে পরীক্ষা করল মনোযোগের সাথে। তারপর দৃঢ় পায়ে এগুলো ঝোপের মধ্যে দিয়ে।

গর্তের মধ্যে তেমনি পড়ে আছে ব্রাউনিঙ। জিন্সের শার্টে রক্তের গন্ধে এসে বসেছে অসংখ্য মাছি। টান দিয়ে শার্টের কাপড় ছিঁড়ল রবার্ট গর্তে নেমে। লোকটার পেটে হাত ছুঁইয়ে চমকে উঠল। চামড়া এখনও উষ্ণ। ক্ষতটা পরীক্ষা করল সে। রক্ত শুকিয়ে বুজে গেছে বুকের ছোট্ট গর্তটা। কব্জি ধরে দেখল দুর্বল হৃৎস্পন্দন আছে। উঠে দাঁড়িয়ে ভুরু কুঁচকে সংজ্ঞাহীন লোকটাকে দেখল রবার্ট। কাজ বাড়ল আরও, এখন হ্যারল্ড ব্রাউনিঙের জন্যেও চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে!

শহরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে ঝাঁকিতেই মারা পড়বে গুরুতর আহত লোকটা, বুঝল সে। আবার এখানে পড়ে থাকলেও বাঁচবে না। তা ছাড়া বিল ড্যান উপস্থিত হবে যে-কোনও সময়ে। সূর্য হেলে পড়েছে, ছায়াগুলো এখন অনেক লম্বা, বিকেল হয়ে গেছে।

গর্তের কোণে বসে সিক্সগান বের করল রবার্ট। রিলিজ কি চেপে বামহাতের তালুতে রাখল ভারী সিলিণ্ডার। ব্যবহৃত বুলেটের খোসা ফেলে অন্যগুলো ভালমত মুছল হ্যারল্ডের শার্টের কাপড়ে। রোদে শুকাতে দিল। কপাল মন্দ হলে সন্ধের আগেই ব্রাউনিঙের সঙ্গী হতে হবে ওকে। মনে মনে চাইছে দেরি করে আসুক হাফ ব্রীড।

সিক্সগান পরিষ্কার করে মুছে শুকনো বুলেটগুলো সিলিণ্ডারে ভরল সে, গর্ত থেকে উঠে ঝোপের আড়ালে গিয়ে কেবিনের দিকে চাইল। উঠানের ছায়ায় বেঞ্চে বসে আছে বিল ড্যান। তার পনিটা ঘাস খাচ্ছে করালের গেটের সাথে বাঁধা অবস্থায়।

পশ্চিমাকাশ লাল হয়ে গেছে, সিঁদুর রঙা টুকরো মেঘগুলো উত্তরে ভেসে যাচ্ছে। দিন শেষে আশ্রয়ে ফিরছে পাখিরা। অনেক ওপরের আকাশে চক্কর কাটছে

দুটো চিল, বাসায় ফেরার আগে শেষবারের মত খাবারের সন্ধান করল ওদুটো, তারপর ডানা মেলে উড়ে গেল ডুবন্ত সূর্যের দিকে।

অলস ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল বিল ড্যান, স্লিংয়ে বাঁধা স্পেনসারটা পিঠে ঝোলাল। তারপর লম্বা পদক্ষেপে এগিয়ে আসতে লাগল গর্ত লক্ষ্য করে। হাঁটার তালে তালে ঝাঁকি খাচ্ছে তার মরচে রঙা চুল।

লোকটা ওকে পেরিয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত একটা ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে থাকল রবার্ট। দশফুট এগিয়ে যাওয়ার পর পিছু নিল নিঃশব্দে। গর্তটার সামনে এসে থমকে দাঁড়াল বর্ণসংকর। ঝাঁকি দিয়ে কাঁধ থেকে স্পেনসার নামাল সে, পায়ে পায়ে আরও এগিয়ে গেল। গর্তের ভেতরেও কাঁচা চামড়ার বাণ্ডিলটা দেখতে না পেয়ে বুঝে ফেলল কী ঘটেছে। রাইফেল হাতে ঘুরে দাঁড়াল সে, দেখল কোল্ট তাক করে দশ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে রবার্ট হিকক।

'আরও এক পা পিছাও,' শীতল কণ্ঠে বলল প্রাক্তন বন্দী, 'তা হলে আমি গুলি করলেই গর্তে পড়বে। তোমার নোংরা শরীরে স্পর্শ না করেও কবর দেয়া যাবে তখন।'

কোণঠাসা কুগারের মত দ্রুত গতিতে নড়ে উঠল বিল ড্যান। বামহাতে রাইফেল স্থির রেখে ডানহাতে লিভার টেনে কক্ করল। লোকটা ট্রিগার হাতড়ানোর আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করল রবার্ট। তারপর দুবার গর্জাল ওর সিক্সগান। দুটো বুলেট বুকের একই জায়গায় ঢুকেছে, দেখলে মনে হবে একটা গুলির ফুটো।

·৪৫-এর ধাক্কায় পাক খেয়ে উপুড় হয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ল বিল ড্যানের লম্বা-চওড়া দেহটা। নির্বিকার দৃষ্টিতে চেয়ে থাকল রবার্ট। মৃত্যু যন্ত্রণায় শরীর মোচড়াচ্ছে লোকটা। হাত-পা ছুঁড়ছে। দু'হাত দিয়ে মাটি খামচে ধরছে। গলায় ঘড়ঘর আওয়াজ উঠল। আটদশ সেকেণ্ড পর কমে এল দাপানো। শেষবারের মত একটা খিঁচুনি দিয়ে স্থির হয়ে গেল চিরতরে।

বুটজুতোর সামনের অংশ ব্যবহার করে লাশ ওল্টাল রবার্ট। বিল ড্যানের শার্ট এবং গলায় বাঁধা ব্যাণ্ডানা খুলে নিয়ে ক্রীকের পানিতে ধুয়ে আনল। গর্তে নেমে আরেকবার ব্রাউনিঙের পাল্স্ দেখল। আগের তুলনায় জোরাল মনে হলো ওর কাছে। ক্ষতের উপর ব্যাণ্ডানা ভাঁজ করে প্যাড হিসাবে ব্যবহার করল সে, শার্ট ছিঁড়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধল। কাজ শেষে অচেতন দেহটা কাঁধে তুলে গর্ত থেকে উঠল।

লোকটাকে বার্নে শুইয়ে রেখে আবার ফিরে এল সে লাশের কাছে। ক্লান্তিতে দেহ ভেঙে আসছে। মৃতদেহটা ধাক্কা দিয়ে কবরে ফেলল। কোদালে তুলে আলগা মাটি ফেলে ঢেকে দিল বিল ড্যানকে। লাশটা বাজার্ডের চোখে পড়বে না বুঝতে পেরে কাজ থামাল। টলমল পায়ে বার্নে ফিরে এসে চেয়ে থাকল অচেতন ব্রাউনিঙের দিকে। আরেকবার পাল্স্ দেখে বুঝল মরেনি লোকটা।

ক্লান্তিতে শুয়ে পড়তে ইচ্ছে হলো রবার্টের। সারাদিনের ধকলে শরীর নড়তে

চাইছে না। চিন্তা ভাবনাগুলো পরিষ্কার করার চেষ্টায় মাথা ঝাঁকাল সে। কী করা উচিত? নিজেকে প্রশ্ন করল। যদি শুয়ে পড়ে, জানে সে, ঘুম ভেঙে দেখবে মারা গেছে আহত লোকটা।

মাথার পেছনের ফোলা জায়গাটায় হাত বুলাতে বুলাতে সমস্যার সমাধান খুঁজল সে। বিল ড্যানের পনিতে লোকটাকে উঠিয়ে শহরের উদ্দেশে রওনা হলে পথেই জগতের মায়া কাটাবে ব্রাউনিঙ। তা ছাড়া অতদূর যাওয়ার ক্ষমতা এখন ওর নিজেরও নেই। চট করে ডোনার কথা মনে পড়ল ওর। কাছেই কোথাও নদীর উজানে ডোনার ভাইয়ের হোমস্টিড। হয়তো ডোনাও আছে ওখানে। আজ ছুটির দিন কি না মনে করতে পারল না রবার্ট। আহত লোকটাকে কাঁধে তুলে বার্ন থেকে বেরিয়ে এল।

তিন রুমের কেবিন ডোনাল্ড গ্রীনের। নিচু ছাদ। সামনে চমৎকার ঘাস জমি, মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে কোল্ড ক্রীক। কেবিন থেকে খানিকটা দূরে শুয়োরের খোঁয়াড়। নদীর তিন মাইল উজানে ডোনার ভাইয়ের হোমস্টিড, পরিশ্রান্ত দেহে এতদূর আসতে জান বেরিয়ে গেল রবার্টের।

ডানটাকে এগোনোর নির্দেশ দিয়ে বাঁ হাতে ধরে রাখা পনির দড়িতে টান দিল সে। পনির পিঠে ভালমত বেঁধেছে ব্রাউনিঙকে। পুরো পথে একবারের জন্যও জ্ঞান ফেরেনি লোকটার। কেবিনের সামনে এসে ঘোড়া থেকে নামল রবার্ট।

বসে বসে বাচ্চাদের খাতা দেখছিল ডোনা। অসময়ে কেবিনের কাছে দুটো ঘোড়া এগিয়ে আসার শব্দ শুনে জানালায় এসে দাঁড়াল সে। দেখল আবছা আঁধারে দাঁড়িয়ে টলছে একলোক। তার পেছনে ঘোড়ার পিঠে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে আরেকজন। সাহায্যপ্রার্থী বুঝতে পেরে দরজা খুলে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এল ডোনা। কাছাকাছি এসে রবার্টকে চিনতে পেরে থতমত খেয়ে গেল। কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'বার্ট তুমি! কী হয়েছে?'

আঙুল তুলে ঘোড়ার পিঠে বাঁধা হ্যারল্ড ব্রাউনিঙকে দেখাল রবার্ট। 'বুকে গুলি খেয়েছে লোকটা। চিকিৎসা দরকার।' কর্কশ কণ্ঠস্বরটা ওর নিজের কি না সন্দেহ হলো ওর। মাথা ঘুরে ওঠায় পড়ে যাচ্ছিল, ডানের লাগাম ধরে সামলে নিল।

এগিয়ে এসে একহাতে ওর কোমর জড়িয়ে ধরল ডোনা, উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে বলল, 'তোমার অবস্থাও তো ভাল ঠেকছে না!' বাড়ির দিকে চেয়ে গলা চড়াল মেয়েটা, 'ডোনাল্ড! ডোনাল্ড, তাড়াতাড়ি এসো!'

ওভারল পরা লম্বা-চওড়া এক যুবক বেরিয়ে এল কেবিনের কোনা ঘুরে। ডোনার সঙ্গে চেহারার ছাঁচে খানিকটা মিল আছে। তবে এর চুল সোনালী, মায়ের কাছ থেকে পাওয়া। বোনের ছটফটে ভাবভঙ্গি দেখে হাতের বাকেট ফেলে হাঁটার গতি দ্রুত করল যুবক।

'ওই লোকটা মারাত্মক আহত,' আঙুল তুলে অচেতন ব্রাউনিঙকে দেখাল ডোনা। রবার্টকে ভাইয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। 'আমাদের প্রতিবেশী, রবার্ট হিকক। ওর অবস্থাও ভাল না!'

অসচেতন ভাবে কথাগুলো শুনতে পেল রবার্ট। মাথার ব্যথাটা বেড়ে গেছে হঠাৎ। যে-কোনও সময় শরীরের ভার বইতে অস্বীকৃতি জানাবে পা দুটো। ঘোরের মধ্যে দেখল দ্রুত হাতে দড়ির বাঁধন খুলে অচেতন লোকটাকে কেবিনের ভেতর নিয়ে গেল ডোনাল্ড গ্রীন। নড়ল না রবার্ট, ওর ভয় হচ্ছে ডানের লাগাম ছেড়ে দিলে মাটিতে পড়ে যাবে। টের পেল আরও শক্ত করে ওর কোমর পেঁচিয়ে ধরেছে মেয়েটা। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'আমার ভাই ঘোড়াগুলোর ব্যবস্থা করবে। কেবিনে চলো।'

ডোনার সাহায্য নিয়ে কেবিনে প্রবেশ করল রবার্ট। একটা কাউচে ওকে শুইয়ে দিল ডোনা। ঘুমিয়ে পড়ার আগে সে দেখল ওভাল টেবিলের ওপর একটা ল্যাম্প জ্বলছে। কে যেন জুতো জোড়া খুলে ওর পা দুটো কাউচে তুলে দিল।

চোদ্দ

ঘুম থেকে উঠে কোথায় আছে প্রথমে বুঝতে পারল না রবার্ট, বিস্মিত দৃষ্টিতে ঘরের আসবাবপত্র দেখল। কাউচে শুয়ে আছে সে, মাথার তলায় নরম একটা বালিশ। নিয়মিত মোছায় চকচক করছে কাঠের মেঝে। দেয়ালে কারুকাজ করা ফ্রেমে ঝুলছে পারিবারিক ছবি। ঘরের কোণে একটা সেলাই মেশিন। ওভাল টেবিলের ওপর ফুলদানীতে সাজানো রয়েছে কয়েক রঙের ফুল।

কালকের ঘটনাগুলো মনে পড়তেই বুঝতে পারল ডোনাল্ডের কেবিনে আছে সে। উঠে বসে জুতো পরে নিল রবার্ট। জানালার পর্দা সরিয়ে সূর্যের অবস্থান দেখে বুঝল এখন দুপুর। চোদ্দ ঘণ্টা একটানা ঘুমিয়েছে সে। ঘরের দ্বিতীয় দরজাটির ওপাশে কেতলিতে পানি ফোটার শব্দ শুনতে পেয়ে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলল হিকক, কিচেনে প্রবেশ করল। দেখল সুতীর অ্যাপ্রন পরে চুলো নিয়ে ব্যস্ত ডোনা গ্রীন।

'বোধহয় স্বর্গে চলে এসেছি আমি, নইলে পরী দেখতে পাচ্ছি কেন!' চোখ বড় বড় করে বলল হিকক।

হাসি মুখে ঘুরে চাইল ডোনা, লালের ছোপ পড়ল গালে, বলল, 'কালকের তুলনায় সুস্থ মনে হচ্ছে!'

'এই মুহূর্তে দুটো ভালুকের সাথে লড়তে পারব,' হাসল রবার্ট, পরক্ষণেই

গম্ভীর হয়ে গেল ওর চেহারা। জিজ্ঞেস করল, 'লোকটা বেঁচে আছে?'

আভেনে পাই ঢোকাল ডোনা। 'না বাঁচার মতই; খারাপ অবস্থা,' এক মুহূর্ত দ্বিধা করে ওর চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করল, 'তুমিই কি ওকে...'

'না,' মৃদু কণ্ঠে জবাব দিল রবার্ট। বলল, 'আমার উচিত ছিল ওকে শহরে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু অতক্ষণ লোকটা বাঁচবে না মনে করেই...। তা ছাড়া আমারও শক্তি ফুরিয়ে গিয়েছিল।'

'কাল রাতেই ক্লিয়ারওয়াটারের উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে গেছে ডোনাল্ড। আজ সন্ধের আগেই ডাক্তারসহ পৌঁছে যাওয়ার কথা এখানে। ওরা আসার আগ পর্যন্ত লোকটা বাঁচলে হয়।' রবার্টের দু'কব্জির ক্ষতগুলো দেখে কৌতূহলী হয়ে উঠল ডোনা। চামড়ার ফিতে মাংসে কেটে বসে গিয়েছিল। প্রশ্ন করল সে, 'কী হয়েছিল, বার্ট?'

শ্রাগ করল হিকক, বলল, 'বিরাট লম্বা কাহিনি।'

'বেশ তো,' একটা চেয়ার দেখাল ডোনা। 'ওখানে বসে বলে ফেলো। দেরি করে উঠেছ, কী ঘটেছিল খুলে বললে নাস্তা দেয়া হবে। গল্প নেই তো নাস্তাও নেই।'

হাসি মুখে চেয়ারে বসে পড়ল রবার্ট। কাজের ফাঁকে ফাঁকে মনোযোগ দিয়ে ওর কথা শুনল ডোনা। মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে বুঝিয়ে দিল সে শুনছে। হিককের কথা শেষ হলে পরে চিন্তান্বিত স্বরে বলল, 'বিল ড্যানের ব্যাপারে তোমাকে সতর্ক করে দেয়া উচিত ছিল আমার। মানুষজন বলাবলি করে হারমারের চেলা দুটোকে সে-ই আইনের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য গোপন কোনও জায়গা চিনিয়েছিল। লোকটা নাকি ওদের খাবারও পৌঁছে দিত।'

'যাক গে, আগের কাজ আগে,' প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে উদাস গলায় বলল রবার্ট হিকক। ডোনা গ্রীন ওর সামনে বেকন, ডিম এবং আলুভাজা নামিয়ে রেখেছে একটা প্লেটে। তৃপ্তির সঙ্গে খেল হিকক।

'এখনও তুমি ওই টাকা খুঁজে বেড়াবে?' কফির পট এগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল ডোনা।

'হ্যাঁ,' ডোনার হাতের সুস্বাদু রান্না খেয়ে মিথ্যে বলতে বাধল রবার্টের।

'তারপর খুঁজে পেলে শেরিফের হাতে তুলে দেবে?'

'অবশ্যই।'

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে রবার্টকে দেখল মেয়েটা, কোনও মন্তব্য করল না।

খাওয়া শেষ হবার পর ওকে পথ দেখিয়ে আরেকটা বেডরুমে নিয়ে এল ডোনা। বিছানার সাদা চাদরের ওপর মরার মত পড়ে আছে হ্যারল্ড ব্রাউনিঙ, তেল চকচকে ভাবটা বিদায় নিয়েছে চেহারা থেকে, বুড়ো মানুষের মত দেখাচ্ছে। টেনে টেনে বহুকষ্টে শ্বাস নিচ্ছে লোকটা। সারা মুখ ঘেমে গেছে সম্ভবত জ্বরের কারণে।

ঠোঁটের কোণে জমে আছে কয়েক ফোঁটা রক্ত।

'ওর ফুসফুসে লেগেছে,' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল ডোনা। 'আমার আসলে সেবা ছাড়া আর কিছু করার নেই।' লোকটাকে দেখে রবার্টেরও মনে হলো বাঁচবে না। চিন্তার মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিল রবার্ট, আজ সারাদিন ডোনার লোভনীয় সাহচর্য পাবে সে।

দু'সেকেণ্ড পরই যুক্তির ধাক্কায় ওর স্বপ্নের প্রাসাদ ভেঙে গেল। সারা বাড়িতে এখন সে-ই একমাত্র সক্ষম পুরুষ। অনেক কাজ পড়ে আছে বাইরে। ডোনাল্ড শহরে যাওয়ায় ওরই দায়িত্ব কাজগুলো শেষ করা। কেবিন থেকে বেরিয়ে এল রবার্ট। সমস্ত কাজ শেষে যখন বিশ্রাম নেয়ার সময় হয়েছে, লম্বা কোট পরা এক বুড়োকে নিয়ে শহর থেকে ফিরে এল ডোনাল্ড গ্রীন। স্ট্যালিয়নের পিঠ থেকে বুড়োকে কালো একটা ব্যাগ নামাতে দেখে হিকক বুঝল এই লোকই ডাক্তার।

রোগীর অবস্থা পরীক্ষা করে রাতে কেবিনেই থাকবে জানাল বুড়ো।

ডোনা এবং তার ভাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিল রবার্ট। সুস্থ হয়ে উঠেছে, এখন আর ওখানে থাকা মানায় না। তা ছাড়া নিজেরও কিছু কাজ আছে ওর।

রাত নামার পর কেবিনের কাছে পৌঁছুল রবার্ট। করালে ঘোড়া রেখে পা বাড়াল কেবিনের দিকে। চারদিকে অস্বাভাবিক নীরবতা। দরজার কাছে এসে চারপাশের অন্ধকারে একবার নজর বোলাল ও। করালের ভেতরে ডেকে উঠল ওর ডান, দাপাদাপি শুরু করল উত্তেজিত হয়ে।

ক্রীকের ধারে ঝোপের ভেতর আগুনের ফুলঝুরি দেখতে পেল হিকক, পরক্ষণেই শব্দটা কানে এল। আরও কয়েকটা রাইফেল আগুন ওগরাল প্রায় একই সাথে। পাহাড়ে বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এলো শব্দগুলো, আগুনগুলোর অবস্থান থেকে রবার্ট বুঝতে পারল ছড়িয়ে ছিটিয়ে ঘাঁটি গেড়েছে এবার র‍্যাটল স্নেক কাউহ্যাণ্ডরা।

ওর আশপাশের মাটিতে গাঁথল বেশিরভাগ বুলেট, দু'একটা বিঁধল পেছনে কেবিনের দেয়ালে। দরজা লক্ষ্য করে ডাইভ দিল হিকক, কেবিনের মেঝেতে পড়েই উঠে দাঁড়াল। দ্রুত হাতে দরজা ভিড়িয়ে বার আটকাল যথাস্থানে। অন্ধকারে হাতড়ে রাইফেলটা খুঁজে বের করল। লিভার টেনে ব্রিচে একটা বুলেট পাঠিয়ে চুপচাপ বসে থাকল।

আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে গর্জন করছে রাইফেলগুলো। গুঞ্জন তুলে দু'একটা বুলেট ঢুকছে কাঁচ ভাঙা জানালাদুটো দিয়ে, বেশির ভাগই ঠক ঠক শব্দে বিঁধছে কেবিনের বাইরের দেয়ালে। ভুরু কুঁচকে গেল হিককের, গতবার বাধ্য হয়ে চলে যেতে হয়েছিল ডেভিড ব্রুসকে, কিন্তু এবার আর শেরিফ পাসি নিয়ে ছুটে আসবে

না ওকে উদ্ধার করতে। চাইলেও ভোরের আগে এখানে পৌছুতে পারবে না পাসি শহর থেকে। বুঝে শুনেই এসেছে ডেভিড ক্রুস অসমাপ্ত কাজ শেষ করতে।

রবার্ট জানে না কীরকম নীচ লোক ডেভিড ক্রুস। প্রথমে ডেপুটির ওপর নজর রাখতে পাহাড়ে একজনকে পাঠিয়েছে সে, তারপর নিজের রানশের কয়েকটা গরু এপাড়ে এনে জবাই করেছে। তার নির্দেশে নির্দিষ্ট সময় পর কাউহ্যাণ্ড পাহাড়ে গিয়ে ডেপুটিকে জানিয়েছে রবার্ট হিকক র‍্যাটল স্নেকের গরু রাসলিঙ করছে প্রমাণ পাওয়া গেছে। কাউহ্যাণ্ড বলেছে তার সঙ্গী ডেভিড ব্রুসকে খবর দিয়ে নিয়ে এসেছে। রানশার ডেপুটির সঙ্গে কথা বলেছে। ডেভিড ক্রুসের সাথে কথা শেষে এবং বার্নে র‍্যাটল স্নেক রানশের ব্র্যাণ্ডিঙ করা কাঁচা চামড়া দেখে ডেপুটি স্যাণ্ডি কথা দিয়েছেঃ গোলমাল শুরু হলে শহরের উদ্দেশে দ্রুত ঘোড়া ছোটাবে না সে।

জানালায় উঁকি দিল রবার্ট হিকক। এক শ' গজ দূরে রাইফেলের ফুলকি দেখতে পেল। অবাক হলো সে। এতক্ষণে আগের জায়গা থেকে একটুও কাছে আসার চেষ্টা করেনি লোকগুলো। প্রচুর বুলেট খরচ করছে র‍্যাটল স্নেকের কাউহ্যাণ্ডরা। একটা গুলিও ছুঁড়ল না হিকক, অপেক্ষা করছে। ওকে মৃত মনে করে আগে কাছে আসুক লোকগুলো, তখন নিশ্চিত সুযোগ মিলবে।

ধোঁয়ার গন্ধে নাক কোঁচকাল সে, হামাগুড়ি দিয়ে ঘুরে এল পুরো কেবিন। বেশি খুঁজতে হলো না, কেবিনের ডান পাশের দেয়াল পুড়তে শুরু করেছে চড়চড় শব্দে। রবার্ট বুঝল, সামনে এবং পেছন থেকে গুলি করে ওর মনোযোগ আটকে রেখেছিল কাউহ্যাণ্ডরা এজন্যই। ওদের কেউ একজন কেবিনের দেয়ালে ঠেস দিয়ে রেখে গেছে শুকনো ঝোপে আগুন জ্বেলে।

আগুন বেড়ে উঠল দ্রুত। কাঠের গুঁড়ি আর কাদার ফাঁক দিয়ে ধোঁয়া ঢুকতে শুরু করল গলগল করে। দম নিতে কষ্ট হলো রবার্টের, ঘরের তাপমাত্রাও বেড়ে গেছে, অসহ্য হয়ে উঠছে কেবিনে থাকা। আর কিছুক্ষণ পর পুরো ঘরে আগুন লেগে যাবে। তখন বের হলে আগুনের আলোয় ওর ওপর টার্গেট প্র্যাকটিস করবে বাইরে অপেক্ষমাণ লোকগুলো। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে তারা। জানে হয় গুলি খেয়ে মরবে রবার্ট হিকক, নয়তো কেবিনের ভেতরেই পুড়ে রোস্ট হবে।

উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল সে। মাটির কাছাকাছি ধোঁয়ার ঘনত্ব কম, শ্বাস নেয়ার মত পরিষ্কার বাতাস আছে এখনও। ক্রল করে দরজার কাছে পৌছে বার নামাল রবার্ট, পাল্লা ফাঁক করল। ষাট গজ দূরের ঝোপের আড়াল থেকে গর্জে উঠে আগুন ছড়াল কয়েকটা রাইফেল। ওর মাথার ছ'সাত ইঞ্চি ওপর দিয়ে কেবিনে প্রবেশ করল একঝাঁক বুলেট। মাটির সাথে শরীর মিশিয়ে পেছনের জানালার কাছে সরে এল সে, উঠে দাঁড়াল। কোল্টের ব্যারেলের বাড়িতে জানালায় আটকে থাকা ভাঙা কাঁচ সরাল। জানালাপথে বাইরে বেরিয়ে এসে বুকে হেঁটে কেবিনের কোনা ঘুরল।

ওকে দেখতে পায়নি র‍্যাটল স্নেকের কাউহ্যাণ্ডরা, কেবিনের খোলা দরজা লক্ষ্য করে গুলি অপচয় করছে তারা। আগুনটা জ্বলে উঠেছে জোরেসোরে, বেশ অনেকখানি জায়গায় আলো-আঁধারি সৃষ্টি করেছে অগ্নিশিখা। ক্রীকের দিকে চার হাত-পায়ে এগুতে শুরু করল রবার্ট। দু'সেকেণ্ড পরই তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার শুনে বুঝতে পারল ওকে দেখে ফেলেছে উত্তরের পাহাড়ে অপেক্ষমাণ কাউহ্যাণ্ড। কয়েকটা বুলেট ওর চার-পাঁচ হাত দূরে বালু ছিটাল। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ক্রীকের ধারের ঝোপ জঙ্গল লক্ষ্য করে দৌড় দিল হিকক।

চারদিক থেকে কাউহ্যাণ্ডদের চিৎকার শুনতে পেল। সবাই নিজস্ব অবস্থান ছেড়ে ওর খোঁজে বেরিয়ে এসেছে। কালো মেঘে ঢেকে গেল ত্রয়োদশীর চাঁদ। ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল হিকক। এখন আর ওকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না ডেভিড ক্রুসের দলবল। ডাইভ দিয়ে ঝোপের ভেতরে ঢুকল সে। একবার পেছন ফিরে চাইল। পুরো কেবিনে আগুন ধরে গেছে, বিশ ফুট উঁচু অগ্নিশিখায় দিনের মত আলো হয়ে উঠেছে চারপাশের পনেরো-বিশগজ জায়গা। ওখানে কয়েকজনকে নড়াচড়া করতে দেখা গেল, উঁচু হিলের রাইডিং বুট পায়ে থাকায় ইচ্ছে থাকলেও এদিকে দ্রুত পায়ে দৌড়ে আসতে পারছে না লোকগুলো।

হাত উঠিয়ে ঝোপের দিকে নির্দেশ করল ওদের একজন, বলল কী যেন। পরমুহূর্তেই তিন-চারটে রাইফেল একসাথে গর্জে উঠল। হিকক বুঝল আবার ওকে দেখে ফেলেছে লোকগুলো। ওর মাথার ওপরে বুলেটের আঘাতে সরু একটা শুকনো ডাল ভাঙল শব্দ করে। উঠে দাঁড়িয়ে ঝোপের মধ্যে দিয়ে ছুটল সে। হঠাৎ টের পেল পায়ের তলায় মাটি নেই।

ক্রীকের এত কাছে চলে এসেছিল টের পায়নি! বরফ ঠাণ্ডা পানিতে তলিয়ে গেল সে। ভেসে উঠে কাশতে কাশতে জান খারাপ হয়ে গেল। অপ্রস্তুত অবস্থায় পানির তলাতেই দম নিতে গিয়েছিল। পায়ের তলায় মাটি পাওয়ার পরও প্রবল স্রোত ওকে টেনে নিচ্ছে ভাটির দিকে। হাত বাড়িয়ে মাথার ওপর ঝুঁকে আসা ব্রাশ আঁকড়ে ধরল হিকক, গোড়া মাটির যথেষ্ট ভেতরে ঢোকেনি ওটার, উপড়ে এল ঝোপ। একটা মোটা শিকড় পাড়ের বালির তলা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে, ওটা ধরে অবশেষে নিজেকে স্থির করতে পারল সে।

ঘুটঘুটে অন্ধকার। চারফুট উঁচু পাড় এবং ঝোপগুলো দৃষ্টিপথের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ানোয় লোকগুলো কতদূরে বোঝা যাচ্ছে না। তবে ঝোপঝাড় তছনছ করার শব্দে মনে হয় বেশি দূরে নেই র‍্যাটল স্নেক কাউহ্যাণ্ডরা। সরে যেতে হবে, ঠাণ্ডা পানিতে শিকড় ধরে দাঁড়িয়ে ভাবল কম্পমান হিকক। সকালের আগেই সবগুলো ঝোপ তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখবে লোকগুলো। ব্রাশগুলোর শিকড় ধরে গায়ের জোর খাটিয়ে উজানের দিকে এগুলো সে। মাঝে মাঝে শ্যাওলা পড়া বোল্ডারে পা পিছলে হোঁচট খাচ্ছে। কোথাও কোথাও সরু হয়ে গেছে ক্রীক, ওসব

জায়গায় জোরাল স্রোত ভাসিয়ে নিতে চাইছে ওকে।

মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল চাঁদ। পানির ওপর ফুট দুয়েক এগিয়ে আসা ব্রাশগুলোর সাথে সেঁটে এল রবার্ট। কাছেই শোরগোল করে ওকে খুঁজছে র‍্যাটল স্নেক কাউহ্যাণ্ডরা। কেউ এসে পাড়ের ঝোপগুলো ভাঙতে শুরু করলেই ধরা পড়ে যাবে সে। চাঁদের পর্যাপ্ত আলোয় ওকে খুন করতে কষ্ট হবে না বাচ্চা ছেলেরও।

পনেরো

কয়েক পা এগিয়ে আরেকটা মোটা শিকড় ধরল রবার্ট। কটনউড গাছটা অনেক পুরানো। বছরের পর বছর ধরে ওটার গোড়া থেকে বালি-মাটি কেড়ে নিয়ে গেছে স্রোতস্বিনী। লতা পাতা জড়ানো শিকড়গুলো দেখে অক্টোপাসের কথা মনে পড়ল ওর।

কে যেন পাড়ে জন্মানো ব্রাশগুলো ভেঙে এগোচ্ছে ক্রীকের দিকে। শব্দ কাছে চলে আসছে। হিককের কিছু করার নেই, একজন মরলেও অন্যরা এসে ওকে খুন করবে। মরিয়া হয়ে শিকড়ের ফাঁকফোকরে ঢুকে লুকানোর চেষ্টা করল সে। ছিঁড়ে গেল কয়েকটা লতা। শিকড়ের গুঁতো বাঁচিয়ে ভেতর দিকে ঢুকে পড়ল সে। গোড়ালি পানি এখানে। কোনও প্লাবনের সময় হয়তো মাটির চাঙড় ভেঙে গিয়েছিল, ছোট একটা গুহার মত তৈরি হয়েছে। পেছন দিক থেকে গুহামুখ আড়াল করে আছে লতা জড়ানো শেকড়গুলো। নিরাপদ আশ্রয়।

বাকি রাতটা দাঁতে দাঁত চেপে ঠাণ্ডা পানিতে দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দিল হিকক। সারারাত মানুষশিকারীদের তৎপরতা কমেনি, কাছেই ঝোপ তছনছ করেছে তারা। একবার সিক্সগানের গুলির শব্দ পেল সে, শিকড় বাকড়ের আড়ালে থাকায় কিছু দেখা গেল না।

ভোরের ধূসর আলো ফোটার পর খোঁজার কাজে ক্ষান্ত দিল কাউহ্যাণ্ডরা। সাহস করে আড়ষ্ট হাত-পা নাড়াল হিকক। ক্রীকের ঠাণ্ডা পানিতে এতক্ষণ থাকায় প্রায় অবশ হয়ে গেছে দু'গোড়ালি। গুহা থেকে বেরুনোর জন্য চারপাশে চাইল। লক্ষ করল গুহার বালুময় মেঝে পানি থেকে ধীরে ধীরে ওপরে উঠে কটনউডের মোটা একটা শেকড় পর্যন্ত এগিয়েছে, তারপরই খাড়া পাড়। মাথার ওপর ঝুলে থাকা লতা জড়ানো শিকড়গুলো এড়িয়ে শুকনোয় ওঠার জন্য সেদিকে পা বাড়াল রবার্ট। আবছা আলোয় দু'পা এগুলো। ধারাল কিছু একটার সঙ্গে ঘসা লাগাল ডান গোড়ালিতে, ব্যথা পেল সে।

নীচে চেয়ে দেখল বালিতে আধডুবন্ত একটা স্টীলের বাক্সের কোনায় হোঁচট খেয়েছে। কৌতূহল বশে হাঁটুমুড়ে বসে দড়ি দিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধা বাক্সটা টেনে তুলল সে, প্যান্টের পকেট থেকে জ্যাকনাইফ বের করে দড়ি কাটল। বাক্স খুলে চোখ কপালে উঠল ওর, ঢাকনা পর্যন্ত উঁচু করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে বিশ ডলারের বাণ্ডিলগুলো। নেহায়েত ভাগ্য, উত্তেজিত হয়ে ভাবল হিকক, জেস হারমারের লুকানো গুপ্তধন খুঁজে পেয়েছে সে!

'কিন্তু এই বাক্সে দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ডলার থাকতেই পারে না,' বাক্সের ঢাকনা বন্ধ করে আপন মনে বলল রবার্ট হিকক। আশপাশের বালি জ্যাকনাইফ দিয়ে খুঁড়তে শুরু করল ব্যস্ত ভঙ্গিতে, অন্য হাতে আলগা বালু দূরে ছুঁড়ে ফেলছে। বাম হাতে স্পর্শ পেল সে, বালি খুঁড়তেই বেরিয়ে এল পেটমোটা গানিস্যাক। ধৈর্যে কুলাল না, ভেতরে কী আছে দেখার জন্য ঝোলার ওপরের অংশে জ্যাকনাইফ চালাল। ফুটোর ভেতর হাত মুঠো করে ধরল শক্ত-শীতল কয়েকটা চাকতি। ঝোলা থেকে হাত বের করে দেখল, গোটা দশেক ডাবল ঈগল স্বর্ণমুদ্রা চকচক করছে শেকড়ের ফাঁক ফোকর দিয়ে আসা মৃদু আলোয়।

তা হলে জেস হারমারের লুঠ করা পুরো দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজারের হদিস পাওয়া গেল! উঠে দাঁড়িয়ে প্যান্টের পকেটে স্বর্ণমুদ্রাগুলো ঢোকাল অন্যমনস্ক রবার্ট। ওর মনে পড়ল সেই রিয়ো গ্র্যাণ্ড থেকে এতদূর এসেছে সে এরই খোঁজে। কিন্তু কী লাভ যদি এখন সে ডেভিড ক্রুসের লোকদের হাতে মারা পড়ে?

সারাদিন গুহাতেই অপেক্ষা করল রবার্ট। বাইরে থেকে এখনও মাঝেমধ্যে লোকজনের গলা শোনা যাচ্ছে। চলে যায়নি ডেভিড ক্রুসের দলবল, ধৈর্য ধরে অপেক্ষায় আছে ওকে খুন করার জন্য। তবে ক্রীকের তীরে আসছে না কেউ, ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল সে। হারমার গুহাটা খুঁজে পেয়েছিল কী করে সেটা ভেবে বিকেল পার করল; কাজ নেই।

সন্ধে হয়ে এল, বেরুতে হবে এখান থেকে। খাবার নেই ওর সাথে যে লুকিয়ে থেকে ধৈর্য পরীক্ষায় হারাতে পারবে ডেভিড ক্রুসের দলবলকে। বিল ড্যানের কেবিনে একবার পৌঁছুতে পারলে স্যাডল হর্স এবং প্যাক পনি সংগ্রহ করা সম্ভব। সেখানেই যাবে ঠিক করল হিকক। বিশ্রাম নিয়ে ফিরে এসে লুটের পুরো সম্পদই সরিয়ে ফেলবে এখান থেকে। আশা করা যায় ততক্ষণে চলে যাবে কাউহ্যাণ্ডরা। অনেক বেশি লোকের আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে এ-অঞ্চলে, দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ডলারের খোঁজ পাওয়ার পর এই জমি আঁকড়ে পড়ে থাকার আর কোনও ইচ্ছে নেই ওর।

শেকড়গুলোর ফাঁক গলে ক্রীকে নামল প্রথমে হিকক, তারপর শিকড় বেয়ে পাড়ে উঠে এল। আজও জ্বালাতন করছে চাঁদ। ঝিকমিক করছে ক্রীকের পানি,

ঝোপগুলো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। শব্দ শোনার আশায় চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল সে। কাছেপিঠে কেউ নেই নিশ্চিত হয়ে ঝোপের আড়ালে আড়ালে এগিয়ে চলল।

সামনে কোথাও হ্রেসা ধ্বনি করল একটা ঘোড়া, পাল্টা জবাব দিল আরেকটা। বিরক্ত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রবার্ট, এখনও আছে লোকগুলো। শেষ সারির ঝোপগুলোর পেছনে দাঁড়িয়ে উঁকি দিল, দেখল পুড়ে কালো একটা স্তূপ হয়ে গেছে ওর কেবিন। বার্নের দিকে এগোতে আগুনটা চোখে পড়ল তার। চারজন লোক ক্যাম্পফায়ার ঘিরে বসে আছে। একজন অস্থির ভঙ্গিতে তাদের সামনে দিয়ে পায়চারি করছে, দেহের কাঠামো দেখে বুঝতে পারল হিকক লোকটা ডেভিড ক্রুস ।

খিদেয় ওর পেট জ্বলছে, কতক্ষণ অপেক্ষা করবে সে লোকগুলো চলে যাবে সেই আশায়? কাছাকাছি খাবার পাওয়া যাবে ডোনাল্ড গ্রীনের হোমস্টিডে গেলে। তবে সম্ভবত নজর রাখার জন্য ওখানেও লোক রেখেছে রানশার। সিক্সগান ছুঁড়ে শিকার করাও ঝুঁকি বহুল, গুলির শব্দে ছুটে আসবে কাউহ্যাণ্ডরা।

ঠিক ওর পেছনে কারও পায়ের তলায় মট করে ভাঙল একটা শুকনো ডাল। দ্রুত পাক খেয়ে ঘুরেই চাঁদের আলোয় লোকটার দাড়িতে ঢাকা গলা টিপে ধরল হিকক। চেঁচিয়ে সতর্ক করতে দেয়া যাবে না, তা হলে ডেভিড ক্রুসের লোকদের হাতে খুন হয়ে যাবে সে। দুটো সবল হাত ওকে জাপটে ধরল, রবার্টের মনে হলো পাঁজরের হাড় গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে সেই চাপে।

গলা টিপে ধরে রেখে ল্যাঙ মেরে তাকে মাটিতে ফেলল হিকক। অচেনা লোকটাও কম ধড়িবাজ নয়, ভারসাম্য হারাচ্ছে বুঝতে পেরে ওকে নীচে নিয়ে পড়ার চেষ্টা করল সে। জড়াজড়ি করে মাটিতে আছাড় খেলো দু'জনে। দাড়িওয়ালা লোকটা ঘোঁত করে উঠল তলপেটে হিককের হাঁটুর গুঁতো পড়ায়। অমানুষিক শক্তিতে গায়ের ওপর থেকে ওকে ছুঁড়ে ফেলে দিল দাড়িওয়ালা। চিত হয়ে আছড়ে পড়ায় বুক থেকে সমস্ত বাতাস বের হয়ে গেল ওর।

উঠে দাঁড়ানোর আগেই লাফ দিয়ে রবার্টের বুকে চড়ে বসল লোকটা, দু'হাতে ওর হাত দুটো ঠেসে ধরে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'ব্রাদার, হেরে গেছ তুমি!'

'তুমি!' প্রিচারের ভারী, কর্কশ কণ্ঠস্বর চিনতে পারল হিকক।

'ওহ্, তা হলে তোমার জন্যই শকুনের মত অপেক্ষা করছে লোকগুলো,' বুকের ওপর থেকে সরে মাটিতে বসল ধর্ম প্রচারক।

উঠে বসে বুক টিপে দেখল হিকক পাঁজরের হাড় ভেঙেছে কি না, তিক্ত কণ্ঠে স্বগতোক্তি করল, 'আরেকটু হলেই পাঁজর গুঁড়ো হয়ে যেত!'

'তুমিও, ব্রাদার,' হাসল স্যামুয়েলসন, 'ভদ্রলোকের আচরণ দেখাওনি।' ডানহাত গলায় বোলাল সে, দশ আঙুলের ছাপ পড়ে গেছে জায়গাটায়। গম্ভীর

স্বরে ফিসফিস করে বলল, 'ঈশ্বর বলেছেন, ''শত্রুকে ভালবাস, বেহেস্তে তোমার পুরস্কার পাবে।'' '

মুখ বাঁকাল রবার্ট। 'শত্রুদের শেষ করতে পারলে পুরস্কার চাই না আমি।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখল ওকে প্রিচার, তারপর চোখ সরিয়ে মাটি থেকে তুলল কিছু একটা অলস ভঙ্গিতে।

'আসলেই অত্যাচারী লোক ডেভিড ক্রুস,' গম্ভীর স্বরে বলল সে, হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। 'সৃষ্টি রহস্য নিয়ে ঠাট্টা করে লোকটা। দোজখের আগুনে পুড়বে।'

রবার্টের মাথায় এক সেকেণ্ডের বিশ ভাগের এক ভাগ সময়ে ভাবনাটা খেলে গেল। বলল, 'ব্রাদার, আমার জমি থেকে জুলুমবাজ লোকগুলোকে যদি তাড়াতে চাই, সাহায্য করবে?'

চওড়া হাসি ফুটল প্রিচারের চেহারায়, মনোযোগ অন্যদিকে, শুকনো ঘাসের ভেতর থেকে কী যেন সব কুড়াচ্ছে সে। জিজ্ঞেস করল চোখ না তুলেই, 'ওদের চলে যেতে বাধ্য করা কি খুব জরুরী, ব্রাদার?'

'জমিটা আমার!' যুক্তিটা হাস্যকর মনে হলো রবার্টের নিজের কাছেই। অস্ত্রসহ বসে আছে রানশারের দলবল ওকে খুন করার জন্য। যে কারও পক্ষে এখন স্বাভাবিক আচরণ হচ্ছে নিঃশব্দে ভেগে যাওয়া। কোনও সন্দেহ করল না তো প্রিচার!

'রানশারের জন্যই তোমাকে খুঁজছে কাউহ্যাণ্ডরা, ব্রাদার।'

প্রিচারের বলা কথাটা কিছুক্ষণ নেড়েচেড়ে দেখল হিকক, তারপর চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল, 'শুধু যদি ডেভিড ক্রুসকে আমার সাথে একলা লড়তে বাধ্য করা যায় তা হলে চলে যাবে অন্যরা?'

আপন মনে দাড়ি হাতড়াল স্যামুয়েলসন, কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বলল, 'ঈশ্বর বলেছেন, ''তুমি খুন কোরো না।'' তবে বাইবেল একথাও বলছে যে খুন করারও নির্দিষ্ট সময় রয়েছে।' সিক্সগান হোলস্টারমুক্ত করে হাতের তালুর ঘসায় সিলিণ্ডার ঘোরাল প্রিচার। স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, 'আমি তোমাকে সাহায্য করব। ধর্মের পোশাক গায়ে থাকায় ওরা আমার কোনও ক্ষতি করবে না। আমি পাঞ্চারদের সামনে গিয়ে উপস্থিত হওয়ার পর ডেভিড ক্রুসকে মোকাবেলা করার সুযোগ করে দেব তোমাকে।'

উঠে দাঁড়াল রবার্ট, ডানহাত বাড়িয়ে প্রিচারের সাথে হ্যাণ্ডশেক করে বলল, 'ব্রাদার, ওখানে যাওয়ার আগে ছয়টা বুলেট দিয়ে যাও। আমারগুলো পানিতে ভিজে গেছে, মিসফায়ার হতে পারে।'

একটা কথাও না বলে গানবেল্ট থেকে ছ'টা শেল বের করে বাড়িয়ে দিল প্রিচার। রবার্ট ওগুলো কোল্টের চেম্বারে ভরে ঝোপের আড়ালে আড়ালে বার্নের

আরও কাছে সরে গেল, পেছন থেকে বিস্মিত দৃষ্টিতে ওকে লক্ষ করল স্যামুয়েলসন।

আগুনের চারপাশে আয়েশ করে বসে নিচু গলায় গল্প করছে ও সিগারেট টানছে র‍্যাটল স্নেক রানশের কাউহ্যাণ্ডরা। ঝোপের আড়ালে তাদের কাছাকাছি সরে এল হিকক। এখনও বিরক্ত চেহারায় একটানা পায়চারি করে চলেছে ডেভিড ক্রুস।

আগুনের আলোয় বিশালদেহী প্রিচারকে এগিয়ে আসতে দেখে বিস্মিত হলো পাঞ্চাররা। রানশারের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকিয়ে নড করল স্যামুয়েলসন। পাত্তা দিল না ডেভিড ক্রুস, ঘুরে দাঁড়িয়ে পায়চারি অব্যাহত রাখল। এগিয়ে আসছে হিকক যে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে আছে সেদিকে। তারপর আবার আগুনের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

ঝোপ থেকে বেরিয়ে ক্যাম্পফায়ারের দিকে কয়েক পা এগুলো হিকক, রানশারের নাম ধরে ডাক দিল। বেশি দেরি হয়ে গেছে, আর পালানো যাবে না, হলুদ কাঁপা আলোয় ওকে দেখে ফেলেছে কাউহ্যাণ্ডরা। এখন যদি প্রিচার নিজের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় খুন হয়ে যাবে সে।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল আগুনের ধারে বসা লোকগুলো, রবার্টের গলার আওয়াজ শুনে হোলস্টারের দিকে হাত বাড়িয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে ডেভিড ক্রুস। 'খবরদার, ভাইয়েরা!' এক ঝটকায় নিজের সিক্সগান বের করে গর্জে উঠল প্রিচার, 'তোমরা নাক গলিয়ো না। নিজের লড়াই ডেভিড ক্রুসকেই লড়তে হবে।'

বিস্ময়ের ধাক্কায় নড়তে ভুলে গেল চার কাউহ্যাণ্ড। অবাক দৃষ্টিতে দেখল সিক্সগানটা। ওদের বুক বরাবর তাক করা। হাত একচুল কাঁপছে না প্রিচারের।

সিক্সগান খাপমুক্ত করার ব্যস্ততায় ডেভিড ক্রুস বুঝল না হেরে গেছে সে। রবার্টের হাত কখন ঝাঁকি খেয়েছে, সিক্সগান বুলেট ছুঁড়েছে টের পায়নি রানশার। নিজের সিক্সগান বের করল সে। হঠাৎ অনুভব করল বুকটা অবশ লাগছে। আগের জায়গায় নেই, কয়েক পা পিছিয়ে এসেছে কখন যেন।

ঘুম পেল তার। হাত থেকে খসে ঘাসের ওপর পড়ল সিক্সগানটা। মুহূর্ত পরেই ব্যথার ঢেউ আছড়ে পড়তে শুরু করল চারদিক থেকে। চোখের সামনে সবকিছু ঘুরতে দেখল, তারপর আছড়ে পড়ল ঘাসের ওপর। খোলা দু'চোখ আকাশের দিকে চেয়ে আছে, কিন্তু কিছু দেখছে না। কীসের আঘাতে মরল বুঝে ওঠার আগেই মারা গেছে ডেভিড ক্রুস।

'ডেভিড ক্রুসের হয়ে লড়তে চাইলে একজন একজন করে সবাই সুযোগ পাবে। লড়বে কেউ ওর সাথে?' গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল প্রিচার, চোখের ইশারায় রবার্টকে দেখাল।

কোনও জবাব দিল না কাউহ্যাণ্ডরা। দলবল নিয়ে একজন মানুষকে খুন করতে আসা আর একলা তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মৃত্যুর ঝুঁকি নেয়া সমান নয়।

'তা হলে লাশটা নিয়ে দূর হও এখান থেকে!' নীরবতা ভেঙে ধমকে উঠল হিকক, 'তোমরা আমার জমিতে অন্যায়ভাবে ঢুকেছ। কাজটা বেআইনী তোমরাও জানো, কাজেই এখান থেকে চলে যাওয়ার জন্য দু'মিনিটের বেশি সময় দেব না আমি।'

কয়েক সেকেণ্ড বোকার মত রবার্টের দিকে চেয়ে থাকল লোকগুলো। সংবিৎ ফিরে পেয়ে নড়ে উঠল একজন। ঘোড়া আনতে করালে যাচ্ছে। অন্যরা লাশ কাঁধে তুলে নিয়ে নিঃশব্দে অনুসরণ করল তাকে। প্রিচারের কথাই ঠিক, ডেভিড ক্রুস মারা যাওয়ায় এখানে আর কোনও স্বার্থ নেই লোকগুলোর, ভাবল হিকক।

সিক্সগান হোলস্টারে ঢোকাল স্যামুয়েলসন, মৃদু কণ্ঠে বলল, 'ঈশ্বর খারাপ লোকদের ইহকাল পরকাল ধ্বংস করে দেন। কিন্তু যারা বিশ্বাসী, তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী সুখের জীবন।'

'চিরজীবন বাঁচতে চায় কে?' হাসল রবার্ট, প্রিচারের দিকে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'সিগারেট আছে?'

করাল থেকে বেরিয়ে চার কাউহ্যাণ্ডকে অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে দেখল ওরা। ঘোড়ার খুরের আওয়াজ দূরে চলে যাওয়ার পর রবার্ট প্রিচারের কাছ থেকে নেয়া সিগারেট ধরাল, জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কি মনে হয়, আবার আসবে রানশারের দলবল?'

'না, ব্রাদার, এই চারজন ছাড়া অন্যদের রানশে ফেরত পাঠিয়েছিল ডেভিড ক্রুস।'

'প্রায় কিছুই তোমার নজর এড়ায় না,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল হিকক।

'ঠিক ধরেছ, ব্রাদার,' মৃদু কণ্ঠে জবাব দিল প্রিচার। ফ্রক কোটের পকেট থেকে একটা সোনার কয়েন বের করে হাসল বিস্মিত রবার্টের দিকে চেয়ে, 'যেখানে আমার গলা চেপে ধরেছিলে তার আশপাশে আরও বেশ কয়েকটা ডাবল ঈগল পড়ে থাকতে দেখেছি।'

ষোলো

'আমার মানি বেল্ট বোধহয় ছিঁড়ে গেছে,' তড়িঘড়ি জবাব দিল রবার্ট। হাত বাড়িয়ে কয়েনটা নিয়ে এক পলক চেয়েই বুঝতে পারল ওর মিথ্যে ধরা পড়ে গেছে। আগুনের মৃদু আলোতেও চকচক করছে নতুন স্বর্ণমুদ্রা।

এই ব্যাপারে কোনও উৎসাহ দেখাল না স্যামুয়েলসন, নিচু হয়ে নতুন কাঠ জোগাল ক্যাম্পফায়ারে। বাতাস বইছে, আজ রাতে বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। আগুনে হাত সেঁকতে বসল সে, কিছুক্ষণ পর অলস কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'কেবিনটা আবার তৈরি করবে, ব্রাদার?'

প্রিচারের পাশে আগুনের ধারে বসে পড়ল রবার্ট। 'এই জমিতে আসার পর থেকে একটার পর একটা ঝামেলা ঘাড়ে চেপেছে। আর না। আমি রিয়ো গ্র্যাণ্ডে ফিরে যাব।'

'তা হলে আর টাকার পেছনে দৌড়াবে না?' ওর মনে হলো প্রিচারের বলার ভঙ্গিতে সুপ্ত টিটকারির আভাস রয়েছে। অবশ্য গর্তে বসা সরল চোখ জোড়া দেখে দ্বিধায় পড়ে গেল সে।

'টাকা কোথায় দেখলে তুমি!' বিস্ময় প্রকাশ করল রবার্ট, হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, 'সব চাপাবাজি। আসলে এখানে লুটের টাকা রাখেইনি হারমার। তা ছাড়া এ-সব ব্যাপারে আর সময় নষ্ট করতে চাই না আমি।'

'বাহ্! খুশি হলাম,' প্রিচারকে সন্তুষ্ট মনে হলো চেহারা দেখে, বলল, 'ঈশ্বর বলেছেন, ''জ্ঞানী লোক পৃথিবীর সম্পদ সঞ্চয়ে সময় নষ্ট করে না, তারা তাদের সম্পদ জমা করে বেহেস্তে।'' তোমার জ্ঞান হয়েছে দেখে খুব খুশি হলাম।'

আগুন নিভে যাবার পর করালে গিয়ে শুয়ে পড়ল রবার্ট। ঘুমানোর জন্য অন্ধকারে কোনদিকে যেন চলে গেল প্রিচার। লোকটা একলা ঘুমিয়ে অভ্যস্ত ছিল আউট-ল জীবনে, এখনও সতর্ক থাকার অভ্যেসটা ছাড়তে পারেনি।

সকালে প্রিচারকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না, চলে গেছে লোকটা। গুলি করে দুটো খরগোস শিকার করল হিকক, আগুনে রোস্ট করে খেলো। শরীরে শক্তি ফিরে আসার পর দীর্ঘ সময় নিয়ে পরবর্তী কর্মপন্থা স্থির করল। নিশ্চিন্ত বোধ করছে, এখন আর লুটের কোয়ার্টার মিলিয়ন ডলার এখান থেকে সরাতে বাধা দেয়ার কেউ অবশিষ্ট নেই।

ডানের পিঠে স্যাডল চাপিয়ে বিল ড্যানের হোমস্টিডে গেল। খালি পড়ে আছে তারের বেড়া দেয়া জায়গাটা, জনমানবহীন। কয়েকটা ক্যালিকো পনি শুধু ঘাস খাচ্ছে সীমানার ভেতরে। অবস্থা দেখে মনে হয় না হোমস্টেডিঙ করতে চেয়েছিল বিল ড্যান। এমনকী স্থায়ীভাবে থাকার জন্য কোনও কেবিনও নেই! অতি পুরানো একটা কুঁড়েতে বাস করত লোকটা। সম্ভবত আগের মালিকের কাছ থেকে জমি কেনার সময় পেয়েছিল ওটা।

প্যাকহর্স হিসেবে ব্যবহারের জন্য ল্যাসো ছুঁড়ে তাগড়া একটা ঘোড়া ধরল হিকক। দড়ি পরিয়ে ওটাসহ ফিরে এল হারমারের জমিতে। এতদিন পর সত্যিকার অর্থেই জনমানবহীন মনে হচ্ছে জায়গাটা দেখে। পশ্চিম দিক থেকে ক্রীক পার হয়ে বার্নের দিকে এগুলো সে। নদীর ধারে বেড়ার ফাঁক খুঁজে পেয়েছে

র‍্যাটল স্নেক রানশের গরুগুলো, আবার ঢুকে পড়েছে পরিচিত ঘাসের লোভে। ভ্রূক্ষেপ করল না রবার্ট, আরও গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ হাতে রয়ে গেছে।

বার্ন ঘুরে ক্রীকের এপাড়ে দাঁড়ানো কটনউডের কাছে থেমে ঘোড়া থেকে নামল সে। ঘোড়া দুটো ঝোপের সাথে বেঁধে সতর্ক চোখে আশপাশের ঝোপগুলো জরিপ করল। এই কয়দিনের অস্বাভাবিক গোলযোগে এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে সমস্ত পাখি, চারদিক নিঃশব্দ। ওর বিশ্বাসই হতে চাইল না এত বিপদ কাটিয়ে ওঠার পর এরকম সহজে কাজ শেষ করতে পারবে।

সাবধানে ক্রীকে নামল হিকক, শেকড়ের ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়ল অন্ধকার গুহায়। আলো থেকে হঠাৎ আঁধারে ঢোকায় ক্ষণিকের জন্য অন্ধ হয়ে গেল সে। পিঠের কাছটা শিরশির করে উঠল। ওকে অনুসরণ করে গুহার খোঁজ কেউ পেয়ে যায়নি তো! যদি দেখে এখান থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ডলার!

দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়ে স্বস্তির শ্বাস ফেলল সে। আগের জায়গাতেই আছে বাক্স আর গানিস্যাক।

এক ঘণ্টা পর একটা বড় ক্যানভাসের ঝোলা হাতে গুহা থেকে বেরিয়ে এল সে হাসতে হাসতে। প্যাকহর্সের পিঠে ভারী ব্যাগটা তুলে ভালমত বাঁধল। ঘোড়া দুটোর দড়ি ঝোপের গোড়া থেকে খোলার জন্য নিচু হতেই একটা পরিচিত কণ্ঠস্বরে চমকে গেল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল কোল্ট .৪৫ হাতে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে প্রিচার জিমি স্যামুয়েলসন।

'বিত্তই মানুষকে অমানুষ করে,' কৌতুক খেলে গেল প্রিচারের দু'চোখে, বলল, 'তোমার আত্মা যাতে শুদ্ধ হয় সেজন্যেই লুটের মালামাল আমি নিয়ে যাব, ব্রাদার।' পরমুহূর্তেই গলা চড়াল সে, গম্ভীর কণ্ঠে নির্দেশ দিল, 'গানবেল্ট খুলে মাটিতে ফেলো, রবার্ট। চালাকির চেষ্টা কোরো না, ডেভিড ব্রুসের সাথে দোজখে তোমার দেখা হয়ে যেতে পারে, ব্রাদার!'

গানবেল্ট খুলে ফেলল হিকক, ওটা মাটিতে শব্দ করে পড়ার পর হিসহিস করে উঠল, 'বিশ্বাসঘাতক!'

দাড়ি গোঁফের ফাঁক দিয়ে স্যামুয়েলসনের দু'সারি দাঁত দেখা গেল, হাসছে সে। খুশিতে চকচক করছে দু'চোখ। বলল, 'মানুষ লোভের কাছে বড় অসহায়, ব্রাদার। দশ পা পিছিয়ে দাঁড়াও দেখি!'

পিছু হটল অসহায় রবার্ট হিকক, তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে থাকল প্রিচারের দিকে।

বুটের ডগা দিয়ে ভারী গানবেল্ট তুলে ঝোপের ওপর দিয়ে ক্রীকে ছুঁড়ে ফেলল স্যামুয়েলসন। 'তুমি আমাকে এই কাজে সঙ্গী করোনি যে বিশ্বাসঘাতক বলতে পারবে, ব্রাদার,' কপট দুঃখ ফুটে উঠল তার চেহারায়। 'তুমি এতগুলো

ডলার শুধু শুধু নষ্ট করতে। বাইবেলে লেখা আছে, যে পাওয়ার আশায় লোভী হয়ে ওঠে সে শেষ পর্যন্ত সবই হারায়। তারচেয়ে আমার কাজেই লাগুক দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ডলার, কী বলো?'

জবাবের আশা না করেই ডানের স্যাডলে লাফিয়ে উঠে বসল ফ্রককোট পরা প্রিচার, হাতে ধরা সিক্সগান হিককের ওপর থেকে নড়ল না একচুল। 'বিদায়!' রাস টেনে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দিয়ে চেঁচাল সে, 'অনেক দূরের পথ যেতে হবে মরুভূমির ওপর দিয়ে। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কোরো আমার জন্য!' দড়িতে টান পড়ায় ক্যানভাসের ব্যাগ পিঠে তার পিছু পিছু ছুটল প্যাকহর্স।

'তারমানে তুমি ঘোড়াও চুরি করো!' পেছন থেকে হাহাকার করে উঠল রবার্ট।

'না। বিপদ সীমানার বাইরে গিয়েই তোমার ডানটাকে ছেড়ে দেব, পানির সন্ধানে এখানে ফিরে আসবে ওটা। বিনিময়ে আমার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কোরো কিন্তু!' দূর থেকে ভেসে এল প্রিচারের অট্টহাসির আওয়াজ।

রবার্টের চোখের সামনে ক্রীকের তীর ধরে দূর থেকে দূরে মিলিয়ে গেল ফ্রককোট পরা প্রিচার। আরও কিছুক্ষণ ওখানেই দাঁড়িয়ে থেকে ক্রীকে নামল হিকক গানবেল্ট উদ্ধার করতে।

দুপুর। অসহ্য উত্তাপে ঝলসাচ্ছে ক্লিয়ারওয়াটার শহর সূর্যের নীচে। প্যাক হর্সের রশি ধরে বড় রাস্তা ধরে শহরে প্রবেশ করল রাইডার। কোর্টহাউসের সামনে থেমে হিচরেইলে বাঁধল ঘোড়া দুটো। এগুলোও চমৎকার ঘোড়া, তবু ডানটাকে ফিরে পেলে খুশি হবে সে।

অফিসের দরজা খোলার শব্দে সুইভেল চেয়ার ঘুরিয়ে চাইল শেরিফ নড ডিকিন্স। আগন্তুককে দেখে দাঁতে কামড়ে রাখা আধপোড়া সিগারটা অ্যাশট্রেতে নামিয়ে রেখে বলল, 'আবার কী হয়েছে! এমনিতেই ডোনা বলছিল পরশু রাতে আহত হ্যারল্ড ব্রাউনিঙকে নিয়ে ওদের ওখানে গিয়েছিলে। লোকটা বলছে বিল ড্যান নাকি তাকে গুলি করেছে। তুমি কোল্ড ক্রীকে যাওয়ার পর উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে জায়গাটা। কী শুরু করেছ তুমি!'

'আমার গুলিতে বিল ড্যান মারা গেছে,' শান্ত কণ্ঠে বলল হিকক। 'ডেভিড ক্রুসও শেষ। দু'জনের বেলাতেই আত্মরক্ষা করেছি প্রমাণ করতে পারব।' একটা চেয়ার টেনে শেরিফের সামনে বসে পড়ল সে।

'তুমি ডেভিডকে মেরে ফেলেছ!' আঁধার হয়ে গেল নড ডিকিন্সের চেহারা। মানসপটে দেখতে পাচ্ছে রানশার্স অ্যাসোসিয়েশন তার উপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নিল।

'হ্যাঁ,' নির্বিকার কণ্ঠে বলল হিকক, 'আমার কেবিনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল

সে। পরে তাকে গানফাইটে হারিয়েছি। সাক্ষী ছিল র‍্যাটল স্নেক রানশের চারজন কাউহ্যাণ্ড, ওদের জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো।' শেরিফকে চিন্তান্বিত দেখে সে বলল, 'এত গোলমাল ভাল লাগে না, কেবিনটাও পুড়ে গেছে, আমি চলে যাচ্ছি এই অঞ্চল ছেড়ে।'

মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল নড ডিকিন্সের। ডেভিড ক্রুস হোমস্টেডারের হাতে মারা পড়ায় এমনিতেই রানশারদের আস্থা হারাবে সে। এই হারামি লোকটার ওপর নির্ভর করছিল যে ব্যাটা হয়তো লুট খুঁজে পাবে। সেক্ষেত্রেও নির্বাচনে জেতার একটা সম্ভাবনা থাকত। সেই আশাতেই হারমারের জমিতে নজর রাখার জন্য ডেপুটি বসিয়েছিল। কিন্তু এখন লোকটা হতাশ হয়ে চলে গেলে শেরিফ হিসেবে তার ভবিষ্যৎ পুরোপুরি অন্ধকার।

'তুমি চলে যাবে তো কী করব আমি, খুশিতে নাচব?' তিক্ত স্বরে বলল শেরিফ।

'হ্যাঁ,' হাসল রবার্ট হিকক, শান্ত গলায় বলল, 'আমি দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ডলারের পুরোটাই উদ্ধার করেছি।'

ঢোকের পর ঢোক গেলায় শেরিফের কণ্ঠ এত দ্রুত ওঠা নামা করতে লাগল যে হিককের সন্দেহ হলো মরে টরে যাচ্ছে নড ডিকিন্স। সুস্থ করে তোলার জন্য বলল, 'বাইরে প্যাক হর্সের পিঠে বাঁধা আছে, দেখতে চাইলে এসো।'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল শেরিফ, দৌড়ে বেরুল ঘর ছেড়ে। তার পিছু নিল রবার্ট। মুহূর্তের মধ্যে করিডর পেরিয়ে সিঁড়িতে হোঁচট খেয়ে হিচরেইলের পাশে রাস্তায় নেমে পড়ল বুড়ো শেরিফ। প্যাক হর্সের পিঠে বাঁধা ঝোলার দড়ি ছাড়াতে ছাড়াতে হিককের উদ্দেশে বলল, 'যদি মিথ্যে বলে থাকো, রবার্ট হিকক, তোমাকে খুন করব আমি!'

পাঁচ মিনিট পর। শেরিফের অফিসে বসে আছে ওরা। টেবিলের ওপর স্তূপ করে রাখা স্বর্ণমুদ্রা এবং ব্যাংক নোটগুলোর ওপর থেকে চোখ সরাতে পারছে না নড ডিকিন্স। দেয়ালে টাঙানো ওয়ান্টেড পোস্টারগুলো দেখছে রবার্ট। একটা ছবির ওপর চোখ আটকে গেল ওর। টেবিল থেকে একটা পেন্সিল তুলে নিয়ে পোস্টারটার দিকে এগিয়ে গেল সে। অলস ভঙ্গিতে লোকটার চোয়ালে-বুকে দাড়ি আঁকতে শুরু করল।

চোখ তুলে চাইল নড ডিকিন্স, দৃষ্টিতে রাগ-হতাশার চিহ্ন মাত্র নেই। হাসিমুখে বলল, 'বড়লোক হয়ে গেলে। পঞ্চাশ হাজার ডলারের রিয়োয়ার্ড মানি পাচ্ছ তুমি।'

'হ্যাঁ, এখন অবসর নেব,' জবাব দিল অন্যমনস্ক রবার্ট হিকক।

'অবসর?'

শেরিফের বিস্মিত কণ্ঠস্বরে সচেতন হয়ে উঠল হিকক। মুচকি হাসি ফুটল ওর মুখে, হিপ পকেট থেকে একটা ব্যাজ বের করল সে, বলল, 'হ্যাঁ। টেক্সাস রেঞ্জার। দস্যুদের তৎপরতা সম্বন্ধে খবর নেয়ার জন্য আমাকে স্যান্টা মন্টেতে পাঠানো হয়েছিল তোমাদের গভর্নরের অনুরোধে। হারমারের সাথে ওখানেই পরিচয়, তবে ওর পিঠে ছুরি আমি বসাইনি। তোমার ধারণা ভুল। বসিয়েছিল মেক্সিকান দুই জুয়াড়ি।'

হাঁ হয়ে গেল শেরিফের মুখ, চোখ গোল করে চেয়ে থাকল কিছুক্ষণ, সামলে নেয়ার চেষ্টা করল নিজেকে। লজ্জিত চেহারায় বলল, 'অথচ সর্বক্ষণ তোমাকে বোকার মত সন্দেহ করেছি আমি! দুঃখিত, রবার্ট,' কয়েক মুহূর্ত পর বড় করে দম ফেলে বলল, 'তোমাকে যখন জেলে ভরলাম অন্তত তখনও যদি নিজের পরিচয়টা জানাতে, তা হলে আর...' কথা শেষ করল না সে, মনে মনে ভাবল আর কয়টা চমক অপেক্ষা করছে তার জন্য?

'অ্যাসাইনমেন্ট শেষ করার আগে পরিচয় প্রকাশ পেয়ে গেলে তোমার আচরণ দেখে সন্দেহ করত আউট-লর দল। ভাবত এত খুনোখুনির পরও আমাকে জেলে ভরা হচ্ছে না কেন। ফলে কাজটা কঠিন হয়ে যেত আমার জন্য,' গম্ভীর গলায় বলল রবার্ট।

'এই লোককে চেনো তুমি?' দাড়ি আঁকা শেষে ছবিটা দেখিয়ে প্রশ্ন করল সে। টেবিল ঘুরে এগিয়ে এসে ওয়ান্টেড পোস্টারটা দেখল শেরিফ। ছবির লোকটার কাঁধ চওড়া। উঁচু কপাল। গর্তে বসা চোখ দুটোয় অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। নীচের লেখাটা পড়ল রবার্ট। ওতে লোকটা সম্বন্ধে লেখা আছে:

> **১,০০০ ডলার পুরস্কার**
>
> গ্রেফতার করতে পারলে একহাজার ডলার পুরস্কার! স্যামুয়েল বিচহ্যাম ওরফে জিমি স্যামুয়েলসন। চিহ্নিত ব্যাংক ডাকাত। উচ্চতা ছয় ফুট চার ইঞ্চি। দুই শ' তিরিশ পাউণ্ড ওজন। বয়স চৌত্রিশ। কালো চুল। বাঁকানো নাক। উইনচেস্টার টাউন ব্যাংক, কালভার কাউণ্টি এবং যিকারিলা কাউণ্টি ব্যাংক ডাকাতির অপরাধে খোঁজা হচ্ছে। বিপজ্জনক পিস্তলবাজ। উচ্চ শিক্ষিত। ধর্মীয় দায়িত্ব পালনে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। একাকী কাজ সারে।
>
> শেরিফ কার্ল ড্যাঙলার,
> যিকারিলা কাউণ্টি, অ্যারিজোনা।

'খচ্চরের পিঠে চড়ে পুরো উপত্যকার মানুষকে জ্ঞানের আলো দান করছিল যে-লোকটা, এই কী সে-ই!' চিন্তিত চেহারায় রবার্টের দিকে চাইল শেরিফ।

'হ্যাঁ।'

'বলে দিচ্ছি, আমার ডেপুটিরা ওকে খুঁজে বের করবে।'

'বোধহয় বেশি দেরি হয়ে গেছে,' মুচকি হাসি ফুটল হিককের ঠোঁটে। 'একটা প্যাক হর্স সহ মরুভূমির ওপর দিয়ে অনেকক্ষণ হলো রওনা হয়েছে সে। প্যাক হর্সের পিঠে বালু ভর্তি ক্যানভাসের ঝোলা নিয়ে হাসতে হাসতে ছুটছে সে এখন।'

'বালু?'

'আগেই সন্দেহ করেছিলাম আমার কাছ থেকে ব্যাগটা কেড়ে নেবে ও। ঠিক সময় মতই নিয়েছে,' বলল রবার্ট হিকক। তারপর আবার হেসে ফেলল। 'লোকটা যখন ক্যানভাসের ঝোলা খুলে বালি পাবে তখনকার চেহারাটা যদি দেখতে পেতাম!'

স্কুল বিল্ডিঙের উঠানের বাইরে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যুবক। একটু পরই ছুটির ঘণ্টা বাজল। হুড়োহুড়ি করে রাস্তায় বেরিয়ে এল বাচ্চারা। তারও খানিক পর যার জন্য অপেক্ষা করছে, সেই মেয়েটি বেরুল।

উঠানের দরজা ভিড়িয়েই ওকে দেখতে পেল ডোনা, বিস্মিত কণ্ঠে বলল, 'বার্ট হিকক! শহরে কেন হঠাৎ?'

'ট্রেন লুটের দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ডলার শেরিফের হাতে তুলে দিতে এসেছিলাম।'

'খুঁজে পেয়েছ?' উজ্জ্বল হয়ে উঠল ডোনার চেহারা। 'আমি ভয় পাচ্ছিলাম...' ঠোঁট কামড়ে ধরল সে। কিছুক্ষণ কথা হাতড়ে আবার বলল, 'তা হলে তো এখন তুমি এবার...' আবার থেমে গেল ডোনা। শেষে যেন নিজের সাথে যুদ্ধ করেই বলল, 'তুমি চলে যাবে এখন স্যাণ্টা মণ্টেতে।'

'বলা যায় না,' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল রবার্ট। 'নির্ভর করে...' ডোনার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকল সে।

'নির্ভর করে?' কথার শেষটা শোনার জন্য তাগাদা দিল ডোনা।

'শেরিফের কাছে শুনলাম মর্টগেজের কারণে ডেভিড ক্রুসের রানশ ব্যাংকের হাতে চলে গেছে। ওটা আমি রিয়োয়ার্ড মানি দিয়ে কিনে নিতে পারি। কিন্তু একটা ছোট্ট অসুবিধা আছে। আমি একা ওই রানশহাউসে থাকতে পারব না।'

'তো?' লাল হয়ে উঠল ডোনার গাল দুটো।

'তাই পৃথিবীর সবচে' সুন্দর মেয়েকে যদি আমি বিয়ে করতে চাই, সে কি রাজি হবে আমার মত একটা অপদার্থ লোকের দায়িত্ব নিতে?'

লজ্জায় মুখ নিচু করে নিয়েছিল ডোনা। আবার যখন চাইল, রবার্ট দেখল ওর কথা একবিন্দু মিথ্যে না—আশ্চর্য সুন্দর লাগছে ডোনার মুখ। ছোট্ট করে মাথা দোলাল ডোনা।

দু'একজন লোক যারা বড় রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল, অবাক হয়ে দেখল

জিন্সের শার্ট পরা খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা এক লোক ওদের স্কুল মিসট্রেসকে জড়িয়ে ধরে উন্মাদ নৃত্য জুড়েছে। আরও আশ্চর্যের কথা, দেখে মনে হচ্ছে সেই ভয়ঙ্কর হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ির নাচ নাচতে ডোনারও কোনও আপত্তি নেই!

***

দুর্বিপাক

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৮

এক

মণ্ট্যানার ব্যাডল্যাণ্ডস থেকে রকির হাই রেঞ্জ—বিস্তীর্ণ অঞ্চল। রক বেননকে নিয়ে খবরের কোনও অভাব নেই এখানে। বাউণ্টি হাণ্টারদের মুখে ছড়িয়েছে এসব গপ্প। তাদের মতে রক বৈনন ছ'ফুট দু'ইঞ্চি লম্বা। ওজন এক শ' আশি পাউণ্ড। বাদামী চোখ। মাথার কোঁকড়ানো চুলগুলো কালো। চলাফেরায় এত চৌকস যে তার সামনে এলে মহিলাদের হুঁশ থাকে না।

আইনের থোড়াই পরোয়া করে বেনন। ধনীদের সম্পদ কেড়ে নিয়ে বিলিয়ে দেয় গরীবের মাঝে। শুধু এই একটা কারণেই ওয়াইয়োমিঙ, ইডাহো আর ডাকোটায় বিশেষ সুবিধা পায় সে। আইনের তাড়া খেলেই লুকাতে পারে। সাধারণ মানুষ তাকে আশ্রয় দেয়।

কয়েকটা ওয়াণ্টেড পোস্টার আছে বেননের নামে। বাউণ্টি হাণ্টারদের মতামত প্রায় মিলেই গেছে পোস্টারের সঙ্গে। কিন্তু একটা পোস্টারে বেননের বয়স দেয়া আছে বিরাশি। ছাপাখানার ভূত। আসলে ওর বয়স মাত্র আটাশ।

বোকামি করে কোন্ এক মেলাতে ছবি তুলিয়েছিল বেনন। গ্রুপ ফটো। ওর অংশটুকু কেটে আলাদা করে পোস্টারে দেয়া হয়েছে।

মাতাল ছিল, বিধ্বস্ত অবস্থায় বন্ধুদের নিয়ে স্টুডিয়োতে ঢোকে বেনন। ফল যা হবার তাই হয়েছে, ছবির ওকে দেখে আসল রক বেননকে চেনার উপায় নেই। চুল দিয়ে অর্ধেক মুখ ঢাকা। ছবিতে দেখা যায় ওর ঠোঁট থেকে খসে পড়ছে মোটা একটা কালো চুরুট। মাথায় একটা ডার্বি হ্যাট চাপানো আছে। দু'চোখ ঢেকে দিয়েছে ওটার ঝুলে পড়া বাড়তি কানা। পরে জানা গেছে মাতাল ফটোগ্রাফার হ্যাটটা ওকে ধার দিয়েছিল। নিন্দুকেরা বলে, বেচারা ঘোড়াগুলো ছবিটা দেখলে আয়নায় নিজের চেহারা দেখছে ভেবে লজ্জা পায়।

বেশ কিছুদিন আগে সবক'টা সংবাদপত্রে বেননের ছবিটা ছাপা হয়েছে। সেই সঙ্গে লেখা হয়েছে লম্বা লম্বা কলাম। বেননের সঙ্গে কিছুতেই যোগাযোগ করতে না পেরে কল্পনায় ডানা মেলেছে রিপোর্টারের দল। অবশ্য তাদের বক্তব্য পুরোপুরি মিথ্যে বলা ঠিক হবে না, লেখায় অল্পবিস্তর সত্যতা আছে।

ক্যালামিটি রিভারের লক্ষ লক্ষ টন পানির চাপে ড্যাম ভেঙে গিয়েছিল, কথাটা ঠিক। প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাস উপত্যকার জনবসতি নিশ্চিহ্ন করে দিত এটাও চাপাবাজি নয়। কেউ জানত না; মরার আগে কেউ টেরই পেত না বাঁধ টুকরো টুকরো হয়ে গেছে; যদি না এসে হাজির হত রক বেনন। ঘোড়ায় চড়ে পাহাড় থেকে উন্মত্তের

মত নেমে আসে আউট-ল, মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে সবাইকে সতর্ক করে দেয় আর বড় জোর বিশ মিনিট, তারপরই দোজখ ভেঙে পড়বে। সময় মত সাবধান করে দেয়ায় ওই ভয়ানক দুর্যোগে একজনও প্রাণ হারায়নি।

সংবাদপত্রগুলো রাতারাতি ওকে খলনায়ক থেকে নায়ক বানিয়ে ছেড়েছে। বলা হয় প্রভাবশালীদের চাপে গভর্নর ওকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। অবশ্য খবরটাকে প্রথমে গুজব হিসেবেই নিল বেনন। তবে পাসি যখন ওকে একটা বক্স ক্যানিয়নে কোণঠাসা করল, লাঠির ডগায় বেঁধে গভর্নরের চিঠি এগিয়ে দিল, তখন পালানোর চিন্তা বাদ দিয়ে বিস্মিত না হয়ে পারল না বেনন। শেষে বার দুয়েক ওটায় চোখ বুলিয়ে বুঝল আসলেই সে আর আউট-ল নেই।

এরপর কয়েকটা স্টেটে ওকে দেখা গেছে আইন মেনে চলতে।

শেষ খবর অনুযায়ী বেনন এখন পাহাড়ের উপরে একটা কেবিনে থাকে। ব্যাগলে নামের এক ভবঘুরে টেক্সানের সঙ্গে মাইনিঙ করছে। আবার কারও কারও ধারণা বেনন আছে মণ্ট্যানায়, জুবিলী নামের ছোট এক শহরের কাছাকাছি।

পাশ ফিরল বেনন। ঘুম ভাঙতেই গুঙিয়ে উঠল মাথা-ব্যথায়। চোখ মেলে কিছুই দেখতে পেল না। চারপাশে চাপ চাপ অন্ধকার। এতই গাঢ়, যে ওর মনে হলো কোনমতে কৌটোয় ভরতে পারলেই ওয়্যাগন-অ্যাক্সেলের গ্রিজ বলে যে কারও কাছে বেচে দেয়া যাবে। বিছানায় হাতের চাপ দিয়ে দেখল, একেবারে উকিলের মনের মত পাষাণ। হাত বাড়িয়ে জুতো খুঁজতে লাগল ও। হাত ঠেকল আরেকজনের শরীরে।

'কে, ব্যাগলে?' ঠেলা দিয়ে জানতে চাইল সে। পরিচিত গলার কোকানি শুনতে পেয়ে বলল, 'কালকে অত খাওয়া ঠিক হয়নি।'

'আমরা কোথায়?'

'বোধহয় কোন সেলুনের পেছনের ঘরে। তোমার মুখে মদের গন্ধ পাচ্ছি।'

'হতে পারে,' হাই তুলল ব্যাগলে। 'আচ্ছা, কালকেই ফেণ্ট করডির সঙ্গে একহাত হলো না? কী যেন নাম এই জঘন্য শহরের?'

'ফেণ্ট করডি?' ভ্রূ কুঁচকে ভাবতে চেষ্টা করল বেনন। 'ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল?'

'হয়েছিল। যদি লোকটা করডির ভূত না হয়ে থাকে।'

'কী জানি, মাথা কাজ করছে না।' করডি…করডি…মনে পড়ল বেননের। লোকটা সব সময় সহজ উপার্জনের পেছনে ঘোরে, ঝুঁকিহীন যেকোনও কাজ করতে রাজি। 'ওকে দেখেছি হয়তো,' বলল সে।

'তোমার মনে নেই। আমরা যখন চার বা পাঁচ নম্বর সেলুনে, কোত্থেকে যেন পেটমোটা লোকটা এসে হাজির হলো। ইঙ্গিতে বলল তুমি নাকি কয়েকজনকে

ফাঁসিয়ে দিয়ে গভর্নরের ক্ষমা পেয়েছ। তখনই তো গ্লাসের মদটুকু তার মুখে ছুঁড়ে দিলে, বুকে লাথি মেরে ফেলে দিলে।'

'অত সহজে ফেলে দিতে পারলাম, সরে গেল না?'

'না। ওর পেছনে আমি হামাগুড়ি দিয়ে তৈরি হয়ে বসে ছিলাম। থলথলে ভুঁড়ি নিয়ে চিতপটাং হয়ে পড়ল লোকটা।'

'করডির সঙ্গে তার দলবল থাকত। ওখানে ছিল না ওরা?'

'ছিল চার-পাঁচ জন। হাত চলে না ওদের। আমি দুটো গুলি করতেই শুয়ে পড়ে সাহায্য চেয়ে চেঁচাতে লাগল।'

'মনে পড়ছে,' বলল বেনন। 'কিন্তু গুলির শব্দেই তো টাউন মার্শাল ছুটে এল!'

'তারপর মার্শালকে তারই সেলে ঢুকিয়ে তালা মেরে দিলাম। দেখার মত হয়েছিল লোকটার চেহারা।' ফিকফিক করে হাসল ব্যাগলে। 'ফিরে গিয়ে কত খুঁজলাম, সেলুনটা আর পেলাম না।'

'তাতে কী, আমরা আরেকটা সেলুনে ঢুকেছিলাম। ওই ফেডারাল মার্শাল রিচার্ড হাডসনটা ওখানেই ছিল, ভুলে গেছ?'

'রিচার্ড হাডসন!' উঠে বসল ব্যাগলে। 'ওই ল-হাউণ্ডটা ওখানে ছিল?' মাথা নাড়ল সে। 'জানি না তো! শুধু মনে পড়ে পাহাড় থেকে বরফের ধস নামল, চুরমার হয়ে গেল শহরটা, সমস্ত জঞ্জাল এসে পড়ল এই আমার একার মাথায়!'

'বরফের ধস না ব্যাগলে, হাডসন আমাদের মাথায় সিক্সগানের নল বাঁকা করেছে!'

'এতক্ষণে বুঝেছি!' ছোটখাট একটা গর্জন ছাড়ল ব্যাগলে। গতরাতের ছবি চোখের সামনে ভাসছে ওর। 'এটা সেলুনের পেছন দিক না,' দাঁতের ফাঁকে বলল সে, 'আমরা আছি জুবিলীর জেলখানায়!'

একই সঙ্গে লাফ দিয়ে তক্তপোশ ছাড়ল ওরা দু'জন। হাতড়ে হাতড়ে খুঁজে বের করল ছোট্ট সেলের একমাত্র জানালাটা। পনেরো মিনিট একনাগাড়ে ভাগ্যকে দোষ দিল ওরা। তারপর ভোর হলো আকাশকে ধূসর করে। আবছা আলোয় দেখা গেল সেলের মোটা মোটা শিক।

'তা হলে আমরা সত্যিই এখানে!' গুঙিয়ে উঠল ব্যাগলে, 'যখন আউট-ল ছিলে ধরতে পারেনি হাডসন, এখন সুযোগ পেয়ে কী যে করবে কে জানে!'

'অপেক্ষা না করে যখন পথ নেই, দেখা যাক কী করে!' ফোঁশ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল বেনন।

ধীরে ধীরে ভোরের আলো পরিষ্কার হলো। দৃষ্টিসীমা বাড়ল ওদের। একটা কট, ওয়াশস্ট্যাণ্ড আর একটা খটখটে চেয়ার ছাড়া কিছুই নেই সেলে। দু'জন দু'জনকে দেখে হাসি চাপল ওরা। দু'জনের কাপড়ই এত পুরানো যে ধরলেই

ছিঁড়বে এই ভয়ে ধোপা মাফ চেয়ে পালাবে। নাপিত হতাশ হয়ে ব্যবসা ছেড়ে দেবে ওদের চুল-দাড়ির অবস্থা দেখলে। বেননের পরনে সুতো ওঠা প্যান্ট-শার্ট। পায়ে কমদামী বুটজুতো। ব্যাগলের অবস্থা ওর চেয়েও অনেক করুণ।

'ব্যাগলে, তোমার সঙ্গী বলেই কমপক্ষে আমার একমাসের জেল হবে।' গম্ভীর চেহারায় বলল বেনন, 'রিচার্ড হাডসন বুড়ো শকুনদের দু'চোখে দেখতে পারে না।'

নিঃশব্দে হাসল হিরাম ব্যাগলে।

বেঁটেখাট মানুষ ব্যাগলে। চুল আর ঝুলে পড়া গোঁফে হালকা পাক ধরেছে। সত্যিকার বয়সটা কেউ জানে না। মণ্ট্যানার ঘাসজমিতে কৃষকদের আসতে দেখেছে ও। প্রয়োজনের তাগিদে কখনও হয়েছে ফ্রেইটার বা কাউহ্যাণ্ড, কখনও বা প্রসপেক্টর। তবে একনাগাড়ে কখনও বেশিদিন কোথাও থাকেনি। লোকে বলে দুই চাঁদ এক জায়গায় পার করে না লোকটা। কখনও রিয়োয়ার্ড পোস্টার ছাপা হয়নি ওর নামে। সেকারণেই কি না কে জানে, আইনের ওপর তেমন একটা আস্থা নেই টেক্সাস আর মণ্ট্যানার লোকজনের। সংবাদপত্রের ছবি হবার একমাত্র সুযোগটাও ভুলে হারিয়েছে ব্যাগলে। বেননের সঙ্গে গ্রুপ ফটো তোলার সময় ক্যামেরার কালো হুডের নীচে বসে পড়েছিল হতভাগ্য হিরাম। সামনে দাঁড়ানো বন্ধুদের মাথা সীলিঙ ছুঁয়ে ফেলছে দেখে আঁতকে উঠেছিল। এরপরই হাতের আধখালি বোতলটা হতাশার তোড়ে খালি করে সে। বোতলটা ঘরের কোণে ছুঁড়ে ফেলে শপথ করে জীবনে আর কোনদিন মদ ছোঁবে না। সেবার প্রায় আট ঘণ্টা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পেরেছিল ও!

মাস তিনেক হলো বেননের সঙ্গে ছায়ার মত লেগে আছে ব্যাগলে। বেননের পার্ডন লেটারে নিজের নামটা জালিয়াতি করে বসিয়ে নিয়েছে। এখন আর আইন ওকে ছুঁতে পারবে না। ক্ষমা অর্জন করেও বেননকে ছেড়ে যায়নি মানুষটা, কেমন একটা মায়া জন্মে গেছে ওর ছেলের বয়সী বেননের প্রতি। ঘুরছে ওরা উদ্দেশ্যহীন ভাবে। জীবনভর এমনি করেই ঘুরেছে ব্যাগলে। ঘুরেছে কারণ ছাড়া মনের আনন্দে। জীবনের উদ্দেশ্য খোঁজেনি কখনও। খুঁজবে না, প্রতিজ্ঞা করেছে ও। জীবনে এই একটা প্রতিজ্ঞা ভাঙেনি আজও।

'কে যেন আসছে!' শিকের ফাঁকে লোমশ কান চেপে ধরল হিরাম ব্যাগলে।

গত রাতের জেলবন্দী টাউন মার্শাল দশ সেকেণ্ড পরে থামল ওদের সেলের সামনে। চিকনচাকন মানুষ, কিন্তু পুষিয়ে নিয়েছে ভাব গম্ভীর চেহারা দিয়ে। 'এই যে ব্রেকফাস্ট।' শিকের তলা দিয়ে একটা ট্রে ঠেলে দিল সে। একটা কথাও না বলে চলে গেল করিডরের দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে।

'হাওডি!' পাঁচ মিনিট পরে সেলের সামনে এসে দাঁড়াল রিচার্ড হাডসন। হাসছে ফেডারাল মার্শাল। 'আর মাস ছয়েক আগে চোদ্দ শিকের মধ্যে তোমাকে

পেলে…সত্যি বলছি, বেনন, জীবনে আর কিছুই চাইতাম না আমি।' বলল সে, 'বিশ্বাস করো, জীবনের সবচেয়ে বড় চাওয়া ছিল তুমি আসবে। এলে বটে, তবে বড় দেরি করে এলে। এলে যখন, এলে গভর্নরের ক্ষমা পকেটে নিয়ে।'

'থাক্, থাক্, কবিতা করতে হবে না,' শুকনো গলায় বলল বেনন। 'বলে ফেলো কয়মাস থাকতে হবে এই কবুতরের খোপে।'

হাসল হাডসন। 'তোমার ইচ্ছে।'

'যা ইচ্ছে বললেই বিশ্বাস করে নেব মনে করেছ?' খেপে গেল ব্যাগলে।

'বিশ্বাস, বন্ধু, বড় অদ্ভুত বস্তু। বিশ্বাসে সব মেলে তর্কে বহুদূর, কথাটা শোনোনি কখনও?' ব্যাগলেকে চোখ টিপল ফেডারাল মার্শাল।

ভাব যেমনই দেখাক রিচার্ড হাডসনকে চিনতে বাকি নেই বেনন বা ব্যাগলের। বহুবার তাড়া খেয়ে ধীরে ধীরে চিনেছে। বাধ্য হয়েছে চিনতে। পশ্চিমে এত ধুরন্ধর ল-ম্যান আর একটাও নেই। মার্শাল ছ'ফুট লম্বা। একেবারে পেশি সর্বস্ব। বয়স ব্যাগলের চেয়ে কম হবে না। চুলেও পাক ধরেছে, তবে শরীরে আছে বুনো ঘোড়ার জীবনী শক্তি। বছরখানেক আগে একই সঙ্গে তিনজনকে পিটিয়ে ছাতু বানাতে তাকে নিজের চোখে দেখেছে বেনন। ব্যাগলের চোখের সামনে একবার চারজন আউট-ল মারা গেছে গ্রেফতার এড়াতে গিয়ে। কোনবারই আঁচড় পর্যন্ত পড়েনি হাডসনের গায়ে। হয়তো পুরানো কাপড় আর প্রাচীন সিক্সগান সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে যেতে ওকে সাহায্য করত, যদি না মনের সঙ্গে সঙ্গে ওর ব্যক্তিত্বটাও হত সোনার মত দুর্লভ। ওর রোদে পোড়া গায়ের রঙটাও সাধারণ থেকে আলাদা করে দেয় ওকে।

'কী চাও?'

'চাই?' চরম হতাশ হয়েছে এমন ভঙ্গিতে বেননকে দেখে মাথা নাড়ল হাডসন। 'বলা উচিত ছিল চাইতাম। চাইতাম তুমি আমার হাতে ধরা পড়ো। চাইতাম এক শ' পাঁচ বছরের জেল হোক তোমার। চাইতাম মরে ভূত হও। কিন্তু এখন? এখন আর চাই না। ক্যালামিটি উপত্যকায় যেদিন সবাইকে বাঁচালে সেদিন কী ছিল তোমার ওই বদমায়েশি ভরা মনে, তা আমি জানি না। তবে এটুকু বলতে পারি, সেদিন থেকে তোমার ব্যাপারে আমার চাওয়া-পাওয়া প্রায় শেষ হতে বসেছে।'

মার্শালের এটুকু কথাই মস্ত বড় প্রশংসা। লজ্জা পেল বেনন। 'কাগজের সব কথা বিশ্বাস কোরো না,' বিনয় করে বলল সে। 'জান বাঁচাতে ছুটছিলাম আমি, চিৎকার করছিলাম যাতে ঘুমিয়ে না পড়ি। লোকে মনে করেছে আমি ওদের বাঁচাতে চেয়েছি।'

'হঠাৎ জুবিলীতে কেন?' কাজের কথায় এল রিচার্ড।

'উত্তরে রেলওয়ের একটা নতুন লাইন বসবে শুনে কাজ খুঁজতে এসেছি।'

ব্যাগলে বলল, 'দেখো, আমরা ভুল করেছি, কিন্তু ফালতু প্রশ্ন করবে সে অধিকার তোমার নেই। যদি চাও মাস তিনেক আটকে রাখার চেষ্টা করতে পারো। সেক্ষেত্রে কোর্টে তোমার সঙ্গে দেখা হবে। এখন দূর হও এখান থেকে।'

'কালকে বিকেলে এখানে এসেছি,' ঝগড়া এড়াতে প্রসঙ্গ পাল্টাল হাডসন। 'উঠেছি টাউন মার্শালের বাসায়।'

'তো আমরা কী করব, নাচতে নাচতে আনন্দে হাত তালি দেব?' জানতে চাইল ব্যাগলে।

'রাতে মার্শালের বউ এসে বলল তোমরা তার স্বামীকে সেলে ঢুকিয়ে তালা দিয়ে চলে গেছ,' ব্যাগলের কথা শুনতেই পায়নি এমন ভঙ্গিতে বলল রিচার্ড। 'আমি ভাবলাম মাতাল অবস্থায় দামী কিছু নষ্ট করে ফেলতে পারো, তাই ধরে এনেছি। তোমাদের বিরুদ্ধে কোনও চার্জ নেই, ব্রেকফাস্ট সেরে চলে যেতে পারো।'

'সাবধান, ওর ঘুম ঘুম চোখের আড়ালে কী যেন লুকিয়ে আছে, রকি!'

'ভাবছি তোমাদেরকে একটা কাজ দেব,' স্বীকার করল হাডসন। চাইল বেননের দিকে। 'তোমার পছন্দ হবে।'

'যেতে পারো।' মাছি তাড়াবার ভঙ্গিতে হাত নাড়ল বেনন। 'তোমার কোনও কাজে আমি নেই। এমনিতেই কাল রাতে ফেল্ট করডি বলেছে আমি নাকি আইনের চর। ওর মত একটা ছিঁচকে বদমাশ, ভাবতে পারো?'

'করডির ব্যাপারেই তোমার কাছে এসেছি,' বলল হাডসন, 'লোকটা আমাকে ট্রেইল করছে।'

'ট্রেইল করছে, তাও তোমাকে, রিচার্ড হাডসনকে!' অবিশ্বাসের হাসি হাসল ব্যাগলে। 'কথাটা বিশ্বাস করতে পারলাম না, মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল!'

সশব্দে শ্বাস ফেলল বেনন। 'কেন সাত-সকালে মিথ্যে বলে মুখ অপবিত্র করছ! যাও, প্রার্থনায় বসে মনটাকে ধুয়ে মুছে সাফ করে নাওগে যাও।'

'আমি ছুটিতে আছি। ব্যাজটা জমা দিয়েছি অফিসে।' একমুহূর্ত নীরবে ভেবে বলল হাডসন, 'আমার বন্ধু সাহায্য প্রার্থী, যাব সেখানেই। আসলে নেশা না ছুটলে কথা শুনতে না বলেই তোমাদের ধরে আনা। মাথায় বাড়ি দিয়েছি সেজন্যে দুঃখিত।' বেননকে একবার দেখে নিল সে আবার মুখ খোলার আগে। তারপর বলল, 'দারুণ একটা কাজ, বেনন, রোমাঞ্চ ভরা; সত্যিকার উত্তেজনার স্বাদ পাবে কাজটা নিলে।'

'এমনই একটা কাজ যে ব্যাজটা তোমাকে জমা দিতে হয়েছে,' শুষ্ক কণ্ঠে বলল ব্যাগলে।

বেনন বলল, 'আউট-ল হওয়ার শখ আর নেই আমার। তুমি কি ভেবেছ বারবার ক্যালামিটির ড্যাম ভাঙবে আর গভর্নর আমাকে ক্ষমা করে দেবে?'

'তা হলে ধরে নিচ্ছি আমাকে সাহায্য করবে না,' হাসল রিচার্ড। 'কিন্তু

ডাকোটা জোন্স? ওকে? ওকে সাহায্য করবে না? নাকি ভাবতে বলো ওকে চেনার তুলনায় বয়স অনেক কম তোমার!'

'জোন্স?' বসে পড়েছিল, অজান্তেই মেরুদণ্ড সোজা হয়ে গেল বেননের। 'মণ্ট্যানায় জোন্স আর ওর দুর্দান্ত ডাকাতদলের কথা শোনেনি এমন কেউ আছে!' এক মুহূর্ত থামল সে, হাডসনের দিকে চাইল। 'জোন্স না বছর দশেক ধরে ডীয়ার লজ জেলখানায় আছে? যতদূর জানি ওর জীবিত সঙ্গীরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে। তুমি জোন্সের নাম ভাঙিয়ে নিজের কাজ উদ্ধার করতে চাইছ।'

'মাস দুয়েক আগে ডীয়ার লজের হাসপাতালে ওর সঙ্গে কথা হয়েছে আমার,' বলল হাডসন। 'আমার বন্ধুকে সাহায্য করতে গোপন একটা তথ্য দিয়েছে জোন্স। ওর কথামত লুকানো একটা জিনিস খুঁজে বের করেছি জ্যাকসন হোল কাণ্ট্রির পরিত্যক্ত একটা কেবিন থেকে—ছুটে গেছি সেই ওয়াইয়োমিঙে, নিয়ে এসেছি গিয়ে।'

চেহারায় যাতে কৌতূহলের ছাপ না পড়ে সেজন্যে পকেট থেকে চুরুট বের করল বেনন। আগুন ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল। তারপর নিরাসক্ত গলায় বলল, 'আমি শুনছি। বলে যাও।'

'এক ঘণ্টা পর একটা ট্রেন ছাড়বে,' ঘড়ি দেখে বলল মার্শাল। 'পাহাড় ডিঙিয়ে ল্যাটিগো বেসিনে যাবে ওটা। আমি চাই তোমরা ওই ট্রেনে ল্যাটিগো যাও। কোনও অসুবিধা হবে না, ওখানে নরম্যান ফক্সের রানশে থাকবে। আমি পরে দেখা করব। যদি এক সপ্তাহের মধ্যে না আসি, তা হলে ফক্সের হাতে জিনিসটা দিয়ে দেবে। কী, তোমরা রাজি আছ?'

'তুমি নিজে যাচ্ছ না কেন?'

'কারণ আমি জানি করডি সুযোগ পেলেই আমার ওপর হামলা করবে। হয় এখানে, নয়তো অন্য কোথাও; কিন্তু চেষ্টার ত্রুটি রাখবে না লোকটা। তোমাদের সাহায্য চাইছি শুধু ওকে বোকা বানাতে। করডি ভুলেও ভাববে না তোমার মত প্রাক্তন কোনও আউট-লকে আমি বিশ্বাস করতে পারি।'

'নিশ্চয়ই খুব দামী কিছু, নইলে করডি কখনও গর্ত থেকে গলা বের করত না,' বলল বেনন।

'কতটা দামী সেটা ফক্সের রানশে পৌঁছে বলব,' মুচকি হাসল রিচার্ড হাডসন। 'অবশ্য যদি কাজটা নাও, নইলে বলার প্রশ্নই ওঠে না।'

'কত পাব?' জানতে চাইল ব্যাগলে।

'এক হাজার ডলার।' বেননের দিকে চেয়ে হাসিটা আরেকটু চওড়া হলো হাডসনের। 'টাউন মার্শাল তোমাদের পছন্দ করতে পারেনি, আমি না ঠেকালে নির্ঘাত তিনমাসের জেল হয়ে যাবে। তোমরা নাকি বউয়ের সামনে তাকে নাজেহাল করেছ! কী, ল্যাটিগো যাবে?'

'যাবে না কেন, এক শ' বার যাবে!' ঢোক গিলল ব্যাগলে।

'হ্যাঁ, যাব,' খানিক ভেবে তারপর বলল বেনন। 'যাব তোমার জন্যে নয়, জোন্সের জন্যে। ওর কাছে অনেক পুরানো একটা ঋণ আছে আমার।'

'এই যে ওটা,' শিকের ফাঁকে মুঠো করা হাত গলিয়ে দিল হাডসন। বেনন জিনিসটা নিতেই ঘুরে দাঁড়াল, চলে গেল নিঃশব্দে।

দুই

পনেরো মিনিট পর ব্যাগলেকে নিয়ে জুবিলীর রাস্তায় পা রাখল বেনন। চেহারায় বিতৃষ্ণা নিয়ে চারপাশে চাইল ওরা। দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত কিছুই নেই শহরে। ধুলো ভরা চওড়া একটা রাস্তার দু'ধারে একঘেয়েমিতে পাওয়া কোনও স্থপতি যেন গড়েছে বাড়ি ঘর। সবক'টার একই আকৃতি। কোনও কোনওটা এতই গা ঘেঁষে আছে যে লোকে বলে মাউণ্টিন ভিউ হোটেলের ছাদে গরমের রাতে কেউ ঘুমিয়ে পড়লে সকালে জেগে উঠে দেখবে পাঁচ বাড়ি পরে ব্ল্যাকস্মিথের ছাদে আছে সে। কথাটা ব্যাগলে এখন বিশ্বাস করে। ছিল সেলুনে, জেগে উঠল জেলে! একমাত্র বোতলই পারে এখন ওকে গত রাতের দুঃখময় অভিজ্ঞতার কথা ভুলিয়ে দিতে। কিন্তু কথাটা বেননকে বলতে সাহস পেল না ও।

হঠাৎ মনে হওয়ায় বলল, 'হোটেলটা কই? দেখছি না কেন, কেউ নিশ্চয়ই সেই সেলুনটার মত সরিয়ে নিয়েছে! নাহ্, শহরটার বাতাসে শুধু দেখছি চোট্টামির গন্ধ!'

কথা না বলে দ্রুত পা চালাল বেনন। বুঝতে পারছে অনুসরণ করা হচ্ছে ওদের। দোকানদার, দু'একজন পথচারী, এক মাতাল আর হিচর্যাকে বাঁধা কয়েকটা ঘোড়া ছাড়া রাস্তাটা একেবারে ফাঁকা। একটা সেলুনের সামনে ছায়ায় শুয়ে ঘুমাচ্ছে ইয়া মোচওয়ালা এক বুড়ো। মাইনার হবে। পোশাক দেখে বোঝা যায়। বেননের অস্বস্তি তবুও দূর হলো না। বাড়িঘরের অজস্র জানালা আছে রাস্তার দু'পাশে। চোখের আড়ালে থেকে নিশ্চিন্তে নজর রাখা সম্ভব।

লিভারি স্টেবলে ঢুকেই নাক কোঁচকাল ওরা। দুর্গন্ধে নাড়ি উল্টোনোর অবস্থা।

চুলে খড় আর চোখে ঘুম নিয়ে এগিয়ে এল হসলার। ওদের চিনতে পেরে বলল, 'পাঁজরের হাড় বেরোনো ঘোড়া দুটো তোমাদের।'

'ঠিক মতন যত্ন পেয়েছে?'

'যতটুকু ওদের প্রাপ্য।'

'মুখ সামলে কথা বোলো,' চোখ পাকাল ব্যাগলে। 'ওগুলো রাজার ঘোড়া, সেটা জানো? এক হপ্তা পিঠে চাপলে পরের হপ্তা ওদেরকে পিঠে নিতে হয়।'

'কাজেই সবখানে গাড়িতে করে যায় ওরা,' বলল বেনন, 'তুমি ওদের ল্যাটিগোর ট্রেনে তুলে দিতে পারবে?'

'আজকে শুধু প্যাসেঞ্জার ট্রেন। ফ্রেইট ট্রেন কাল হয়তো আসবে।'

হসলারের কথায় খুশি হয়ে বেননের দিকে চাইল ব্যাগলে। 'ট্রেনে চাপলে আমার হাঁপানি বাড়ে। চলো, ঘোড়া নিয়ে পাহাড়ের ওপর দিয়ে মেরে দিই।'

হাডসন চিনেমাটির একটা ঘোড়া গছিয়ে দিয়ে ওদের ল্যাটিগো যেতে বলেছে, যাতে ফেন্ট করডি ওটা কেড়ে নিতে না পারে। ভাবল বেনন, হাডসন চাইছে করডিকে বোকা বানাতে। কাজেই ট্রেনের বদলে ঘোড়ায় ল্যাটিগো গেলে অসুবিধে নেই, বরং সেটাই বুদ্ধির কাজ হবে। 'ঘোড়ায় করে পাহাড় পেরুনো যায়?' জানতে চাইল সে।

মাথা ঝাঁকাল সুবাসিত আস্তাবলের মালিক। 'যায়। পাহাড় ঘুরে মস্ত বাঁক নিয়ে তারপর গেছে রেলরোড। ঘোড়ায় চেপে গেলে প্রথম দু'ঘণ্টা ট্রেনের চেয়ে বেশি এগোবে তোমাদের আধমরা ঘোড়া। জায়গায় জায়গায় অবশ্য হেঁটে যেতে হবে। কিন্তু আসল সমস্যা ল্যাটিগো পাসের খাড়া পাহাড়। ঘোড়ার বাপ-দাদার শরীরে পাহাড়ী ছাগলের রক্ত থাকলে সেটাও পার হওয়া সম্ভব। তবে ওখানে ট্রেনের চেয়ে পিছিয়ে না পড়ে উপায় নেই।'

'ঘোড়া ট্রেনেই পাঠিয়ো।' সিদ্ধান্ত নিয়ে পকেট থেকে টাকা বের করল বেনন। হসলারকে দিয়ে বলল, 'পেছনের দরজা দেখাও। আমি যে-পথে আসি সে-পথে যাই না, এতে করে চারপাশটা বেশি দেখা যায়।'

স্টেবলের ভেতর দিয়ে একটা গলিতে ওদের নিয়ে এল লোকটা। 'পা চালাও, বুড়ো খোকা।' হতভম্ব ব্যাগলেকে জোরে হাঁটতে তাড়া দিল বেনন। 'শহরে মাত্র একটাই হোটেল।' বলল সে, 'পেছনের গলি দিয়ে ঢুকতে হবে। জেল থেকে বেরুতেই ফেউ লেগেছে। ভাবতে থাকুক আমরা এখনও স্টেবলেই আছি।'

'পুরো ব্যাপারটা পাগলামি ছাড়া আর কিছু না,' বলল ব্যাগলে। বেননের সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে প্রায় দৌড়াতে হচ্ছে ওকে। 'হাডসন আমাদের খেলাচ্ছে। ঠাট্টা! ওই কাঁচের ঘোড়া নেবে কোন্ পাগলে!'

'তা হলে হাডসন আমাকে পথখরচার টাকা দিত না। না, বুড়ো শকুন, এর মধ্যে ঘটনা আছে।'

দোতলা হোটেলের পেছন দিয়ে ভেতরে ঢুকল ওরা। লবিতে বসে আছে কয়েকজন। ব্যস্ত। অকাজে। পনেরো দিন আগের খবরের কাগজ পড়ছে। কারও চোখে না পড়ে কার্পেট পাতা সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠল ওরা। কপাল চাপড়াল ব্যাগলে। 'ক্লার্কের কাছ থেকে ঘরের চাবি আনতে ভুলে গেছি!'

'আমার কাছে মাস্টার কী আছে,' বলল বেনন।

হলওয়ে নির্জন। ফিসফিস করছে ওরা। তর্ক হচ্ছে। রুম নম্বর কারও মনে নেই। ব্যাগলে বলছে ঘরের নম্বর ছিল নয়, রকের ধারণা ওদের ঘরটা ছয় নম্বর। হিসেব কষে দেখা গেল হোটেলের দোতলায় সর্বসাকুল্যে ঘর আছে আটটা। বিজয়ীর হাসি ঠোঁটে নিয়ে ছয় নম্বর দরজার সামনে দাঁড়াল রক বেনন। হাতলটা ঘুরিয়েই দপ করে নিভে গেল ওর মুখের হাসি। বুঝে ফেলেছে সাঙ্ঘাতিক গড়বড় হয়ে গেছে। কিন্তু সামলে ওঠার সুযোগ পেল না।

ভেতর দিক থেকে টান দিয়ে খোলা হলো দরজাটা। সিক্সগানের নলের সামনে নিজেদের দেখতে পেল বেনন আর ব্যাগলে।

ছোট ঘর। মেঝেতে রোঁয়া ওঠা কার্পেট। একপাশে নড়বড়ে দুটো সিঙ্গেল খাট আর একটা চেস্ট অব ড্রয়ার। অন্যপাশে ওয়াশস্ট্যাণ্ড। এতেই প্রায় পা ফেলার জায়গা নেই। খাটের ওপর বসে আছে ফেন্ট করডি। ভুঁড়িটা বুকের কাছে ঠেলে ওঠায় লম্বা-চওড়া দেহটা আরও বিশাল আকৃতি পেয়েছে। ওর মনের শয়তানী প্রকাশ পাচ্ছে শুয়োরের মত কুঁত-কুঁতে দু'চোখে।

'এসো।' সিক্সগান নাড়ল করডি। 'কোন চালাকি না, হাত মাথার ওপর তোলো! ডবসন, ওদের অস্ত্র নিয়ে মেঝেতে ফেলে দাও।'

দরজার পেছন থেকে যে লোকটা ওদের পাশ কাটাল তাকে দানব বললে ভুল হবে না। মাথাটা আরেকটু হলে ছাদ ছুঁতো। অন্তত সোয়া সাত ফুটি জিন্দা-লাশ। মাংস যাই থাক, হাড্ডির পাহাড়। জানালা দিয়ে আসা রোদে চকচক করছে টাক মাথা। প্রাণীবিদদের কৌতূহলী করার মত একটা খুলি। নিরাসক্ত বোকা বোকা চেহারা দানবের। তাতে ভাবের কোনও প্রকাশ নেই। দু'চোখে শূন্য দৃষ্টি। এক নজর দেখে বলে দেয়া যায় ধড়টা বড় হলেও পরিচালিত হচ্ছে মটরদানার সমান একটা ব্রেনের নির্দেশে।

ওদের অস্ত্র নিয়ে ঘরের কোণে ছুঁড়ে দিল দানবটা।

'পরিচয় করিয়ে দিই,' ওরা চাওয়ায় বলল করডি। 'এ হচ্ছে ডেফ ডবসন। লোকে ডাকে হাতুড়ি মাথা ডবসন বলে। ক'দিন আগে ডীয়ার লজ থেকে ছাড়া পেয়েছে। সৃষ্টির একটা বিস্ময়। অর্থ হয়তো বোঝে না, তবে একবার মানুষের আলাপ শুনলে পরে হুবহু আওড়াতে পারে। একটা কমাও বাদ দেয় না। কী, বিশ্বাস হয়, বেনন?'

'না।'

'বলো দেখি,' ডবসনের দিকে চাইল করডি। 'ফোর স্কোর অ্যাণ্ড সেভেন ইয়ার্স এগো...'

'ফোর স্কোর অ্যাণ্ড সেভেন ইয়ার্স এগো আওয়ার ফাদার্স ব্রট ফোর্থ আপন দিস কনটিনেন্ট,' এক ঘেয়ে সুরে বলছে দানব, 'এ নিউ নেশন, কনসিভড্ ইন

লিবার্টি…' একনাগাড়ে বলে চলল সে লিংকনের গেটিসবার্গ ভাষণ। একবারও হোঁচট খেল না, ছুট পড়ল না একটা শব্দ।

শেষ হলো আবেগহীন শব্দমালা। বিরল একটা গুণ, মনে মনে স্বীকার করল বেনন। তারপর বলল, 'বাঁদরের খেলা তো দেখাতে আসোনি, কেন এসেছ বলে ফেলো। ঘরে ঢুকলে কী করে?'

ভাবছে করডি কেন এসেছে। চিনে মাটির ঘোড়াটা ছুঁচোটাকে টেনে এনেছে? নাকি গতরাতের প্রতিশোধ নিতে চায়? কেন করডি হাজির হয়েছে নিশ্চিত হতে পারল না বেনন। বিড়বিড় করে গাল দিল নিজেকে। চারপাশে মোরগের মত সাবধানী দৃষ্টি ছিল, কিন্তু শেয়ালের খপ্পরে বোকার মত পড়েছে ও ঘরের দরজা গলে ঢোকার সময়।

'কী করে ঘরে ঢুকলাম?' ভুঁড়ি কাঁপিয়ে হাসতে গিয়ে খক খক করে কেশে উঠে থেমে গেল করডি। সামলে উঠে বলল, 'ক্লার্ককে বলেছি আমি তোমার পুরানো বন্ধু—চমকে দিতে চাই। শেষ কথাটা কিন্তু মিথ্যে নয়!'

বেননকে অবাক করে সিক্সগান নামাল সে। 'তোমাদের ওপর কোনও রাগ নেই আমার, গতকাল অতীত। তা ছাড়া, বাড়তি হুইস্কি ছিল আমাদের পেটে।'

'শহরের সবাই দেখি উদারতার পাল্লায় নেমেছে!'

'নিশ্চয়ই হাডসনের কথা বলছ?' করডির চোখ চক চক করে উঠল। 'হঠাৎ ছেড়ে দিল কেন?'

'রাখতে পারল না, খুঁটির জোর ছিল না।'

'টাউন মার্শালের?'

'রাখতে চায়নি, ছেড়ে দিয়েছে, ব্যস—এরমধ্যে এত প্যাঁচ খুঁজছ কেন?' অপলক চেয়ে থাকল বেনন। করডির চেহারা দেখে বুঝতে চাইল মনের খবর। ঘোড়াটা এখন ওর কাছে। করডি জানলে সহজে এই ফাঁদ থেকে বেরুনো যাবে না।

'জেলখানায় নজর ছিল। জানতাম এই ঘরে উঠেছ। যখনই হাজত থেকে বেরুবে এখানে আসবে, সেজন্যেই আমি এখানে।' নড়েচড়ে বসল করডি। 'দেখো, বেনন, তোমার সঙ্গে আমার কোনও শত্রুতা নেই। বরং পছন্দ করি বলেই একটা উপকার করতে এসেছি। হাতে সুযোগ এসেছে। বুঝলে, এক লাখ ডলারের মামলা। আমার সঙ্গে ভিড়ে গেলে বড়লোক হয়ে যাবে।'

জবাব না দিয়ে ঘরের কোণে রাখা ওয়ারস্যাকের দিকে এগোল বেনন। চোখের কোণে দেখল ডবসন নড়ে উঠেছে। করডির হাতে আবারও উদ্যত সিক্সগান। 'ভয় নেই, আমি রেজর খুঁজছি,' ওয়ারস্যাক হাতড়াল বেনন। রেজর নিয়ে ওয়াশস্ট্যাণ্ডের দিকে পা বাড়াল। 'হ্যাঁ, এবার তোমার চোপা ছোটাও। কাজ করতে করতে শুনলে সময়টা খামোকা অপচয় হয়েছে এমন বলতে পারব না।

হবসন, যাও তো, এক দৌড়ে নীচে গিয়ে দেখো গরম পানির ব্যবস্থা করতে পারো কি না!'

'আমার নাম ডবসন।' পা বাড়িয়েও দ্বিধায় ভুগে করডির দিকে চাইল দানব।

বেনন শার্ট খুলে ফেলে ভ্রূ নাচাতেই ওপর-নীচে মাথা দোলাল করডি। লোকটা চলে যাওয়ার পর বলল, 'ডবসনের সামনে এসব কথা না বলাই ভাল। কখন ওর তোতাপাখি-মগজটা সব উগরে দেয় ভেবে ভয়ই লাগে। একমাস আগে ওকে হাসপাতালে রেখে পরীক্ষা করেছে। ডীয়ার লজ পেনের ওরা ডবসনকে মুক্তি দেবে না পাগলাগারদে পাঠাবে, তাই নিয়ে দ্বিধায় পড়েছিল।'

'তারপর?' জানতে চাইল ব্যাগলে। একমুহূর্ত পর নিজেই উত্তর দিল। 'ডবসন তোমাকে দেবার জন্যে খাটের তলায় গুপ্তধন পেল।'

'উঁহু, পাশের খাটে। ডাকোটা জোন্স ছিল ডবসনের পাশের বেডে।'

'ডাকোটা ওকে এক লক্ষ ডলারের হদিস দেবে, এতই বোকা?'

'এই তো মনে কৌতূহল জেগেছে দেখছি,' হাসল করডি। হাতে এখনও সিক্সগান। হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টাল, 'আগে কখনও ল্যাটিগো বেসিনে গেছ, বেনন?'

'না।'

'আমরাও যাইনি কখনও। ওখানে নরম্যান ফক্সের ব্যাংকে জোন্স ডাকাতি করেছিল। সে-ব্যাপারেই জোন্সের কাছে এসেছিল হাডসন। ডবসন ছিল তখন পাশের বেডে। সব শুনেছে। জোন্স জীবনে আর বেরুতে পারবে না, তা ছাড়া ওর সঙ্গী-সাথী মৃত বা সরে গেছে, তাই হাডসন ল্যাটিগোর দুরবস্থার কথা বলে ডাকাতটাকে...'

কেতলি ভরা ধূমায়িত পানি নিয়ে ঘরে ঢুকল ডবসন। কেতলিটা বেনন নেয়ার পর করডি বলল, 'যাও তো, ডবি, বাইরে প্যাসেজে দাঁড়িয়ে নজর রাখো।'

নিঃশব্দে দরজা ভেজিয়ে ফিরে গেল দৈত্য।

মাথার মধ্যে ঝড়ের গতিতে চিন্তা চলছে বেননের। ফেডারাল মার্শালের সঙ্গে করডির দেয়া তথ্যগুলো মিলিয়েছে আগেই, এখন ভাবছে সময়ের কথা। হাডসনের কথা অনুযায়ী এক ঘণ্টাও বাকি নেই ল্যাটিগোর ট্রেন জুবিলীকে পাশ কাটাবে। ওই ট্রেনে থাকতে হবে ওকে—চিনামাটির স্ট্যালিয়ন সহ!

নির্বিকার চেহারায় ভেজা দাড়ির জঙ্গলে সাবান ডলতে লাগল সে। বিস্মিত চেহারায় ওকে দেখল করডি। 'দাড়ি কি সবসময় মাথায় হ্যাট চাপিয়েই কামাও?'

'অবশ্যই! চাঁদি ছেলার শখ তো হয়নি!'

'যা বলছিলাম, জোন্স হাডসনকে সাহায্য করতে রাজি হয়েছে। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ডবসন এসে জুটেছে আমার সঙ্গে। প্রথমে ভেবেছিলাম ব্যাটা একটা বোঝা! কিন্তু তারপর এক রাতে চোখ বুজে গড়গড় করে হাডসন আর ডাকোটার কথোপকথন আওড়াতে লাগল! সমস্যা হচ্ছে ডাকোটা জোন্স হাডসনের সঙ্গে হাত

মেলালেও লুটের মাল কোথায় আছে তা সে নিজেও জানে না।'

'তা হলেই দেখো, শেভ না করলে সময়টা কেমন নষ্ট হত।' দাড়ি চাঁছায় মন দিল বেনন।

'পুরোটা আগে শোনো। লুটের টাকা গরীবদের দিত বলে ডাকোটা জোন্সের অনেক বন্ধু ছিল। ক্যানাডা থেকে মেক্সিকোর বর্ডার পর্যন্ত অনেক রানশে চাইলেই সে বা তার দলবল ঘোড়া বদল করতে বা বিশ্রাম নিতে পারত। কেউ প্রশ্ন করত না। তেমনই একটা রানশ ছিল ল্যাটিগো বেসিনে।'

'বারবার তুমি ল্যাটিগো বেসিনে ফিরে আসছ,' অনেকক্ষণ পর মুখ খুলল ব্যাগলে।

'কারণ আছে। ওখানেই লুঠ করেছে জোন্স, অতগুলো স্বর্ণমুদ্রা সরাবার সময় পায়নি। পাসি ধাওয়া করছিল, ভারী বোঝা সহ পালাতে পারবে না বুঝে এক রানশারের কাছে সোনা জমা রাখে সে। মাল লুকিয়ে রাখার নির্দেশ দিয়ে ড্রয়িঙ রুম থেকে একটা চিনামাটির ঘোড়া তুলে নেয়। ওটা অনেকটা স্মৃতিচিহ্নের মতন। যাবার আগে রানশারকে বলে যায় সে বা তার কোনও বন্ধু ওই ঘোড়াটা দেখালে যেন টাকা ফেরত দেয়া হয়। জোন্সের কাছে সেই রানশার শপথ করেছে তার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে।

'তারপর ডাকোটা জেলে ঢুকতেই...' বাকিটা আর বলল না বেনন।

'ডাকোটা জেলে থাকলেও এখনও মরেনি, কেউ ওকে ঠকানোর সাহস পাবে না। এটা ডাকোটা যেমন জানে, হাডসনও তেমনি বিশ্বাস করে। নইলে জ্যাকসন হোলে গিয়ে পুতুল ঘোড়াটা খুঁজে বের করত না সে। ডবসনের মারফত এখন আমরাও জেনে গেছি। জেলহাউজের ওপর আমার লোক নজর রাখছে। রিচার্ড হাডসন বেরুলেই ওর কাছ থেকে ঘোড়াটা কেড়ে নিয়ে ল্যাটিগোয় যাব।'

দাড়ি কামিয়ে রেজরটা ব্যাগে রাখল বেনন। আসছে ল্যাটিগোর ট্রেন। লম্বা একটা হুইস্‌ল্ দিয়েছে। তারমানে জুবিলী পৌঁছতে ওটার আরও একমাইল। মনের মধ্যে তাগাদা অনুভব করল বেনন। তাড়াতাড়ি এই ফাঁদ থেকে মুক্তি পেতে হবে। হাতে আর সময় বেশি নেই, আপদটাকে দূর করা দরকার যেভাবেই হোক। 'আমাদের সাহায্য চাইছ কেন?' জানতে চাইল সে।

'কাজটা বড়, বেনন। এতবড় কাজ আগে ছুঁইনি আমি। তা ছাড়া রিচার্ড হাডসনের সঙ্গে টক্কর দিতে হবে। তোমার মত পিছলা কাউকে দরকার। আমার দলের ছেলেরা অনুগত, কিন্তু সবক'টার মাথায় গোবর। ওদের দিয়ে ভরসা করা যায় না। রাজি থাকলে বলো, সমান হিস্যা!'

'ল্যাটিগোর সেই রানশারের নাম কী?'

একগাল হাসল করডি। মৃদু মৃদু কেঁপে উঠল ভুঁড়ি। তারপর সে হাসি থামিয়ে বলল, 'নাম জানলে তুমি একাই মাঠে খেলতে চাইবে না তার বিশ্বাস কী! না, বন্ধু,

অত বোকা আমি নই। আমার প্রস্তাবে যদি রাজি থাকো সময় মত জানতে পারবে সে-লোকের নাম।'

ধীরেসুস্থে শার্ট গায়ে চাপাল বেনন। বোতামগুলো আটকে করডির চোখে চাইল। শান্ত গলায় বলল, 'আমি রাজি না। শয়তানের চায়ের পেয়ালা যতটা গরম ওই এক লাখ ডলার তারচেয়ে অনেক বেশি গরম হয়ে উঠবে। এসবে জড়িয়ে আবার আউট-ল হতে চাই না আমি। সময় থাকতে থাকতে তুমিও সরে পড়ো, নইলে স্রেফ মারা পড়বে।'

শুয়োরের মত কুঁত-কুঁতে চোখ দুটো থেকে হাসি বিদায় নিল, গম্ভীর হয়ে উঠল করডির দৃষ্টি। বেননের বুক বরাবর সিক্সগান উঠিয়ে বলল, 'তোমার ওপর খুব ভরসা করেছিলাম।' ট্রিগারে আঙুলের চাপ বাড়ছে তার। 'এত কিছু জানাবার পর তোমাকে আমি এখন আর ছেড়ে দিতে পারি না।' ধমকে উঠল সে। 'দরজার দিকে চেয়ে লাভ হবে না, লবি আর হোটেলের সামনে পেছনে আমার লোক পাহারা দিচ্ছে। দেখামাত্র ওদের গুলি করতে নির্দেশ দিয়েছি। তোমার দিন শেষ, বেনন, আমি দুঃখিত!'

আবার বাজল ট্রেনের হুইস্‌ল্‌। এবার অনেক কাছে। পর পর দু'দফা সিটি দিল। জুবিলীর রোড ক্রসিঙের কাছে এসে পড়েছে ট্রেন। এক ঝটকায় সাবান পানি ভরা বেসিনটা দু'হাতে তুলে নিল বেনন, ফেণ্ট করডির মুখ সই করে ছুঁড়ে মারল।

তিন

যে এঞ্জিনটা জুবিলীতে আসে সেটা বহু পুরানো। লেজটা তার খুবই ছোট—একটা ব্যাগেজ কার এবং ডে কোচ। তবু কষ্টেসৃষ্টে চলে ফিরে বেড়ায়। পাগলামি ভরা রাগ বোধহয় আছে এঞ্জিনের যন্ত্রপাতির গভীরে। বাড়তি নানারকম শব্দ তুলে ধোঁয়ায় আকাশ কালো করে খুব জোরেই ছোটে। তবে কোনও স্টেশনেই দেরি না করে পৌঁছানো তার স্বভাবে নেই। খুবই অসন্তুষ্ট একটা এঞ্জিন। দশ বছর আগেই ওটাকে অবসর দেয়ার কথা ছিল, কিন্তু বাদ সেধেছে রেল অফিসের রাজনীতি। লোকেরা বলে সেকারণেই নাকি ওদের ভুগিয়ে বদলা নিচ্ছে বুড়ো এঞ্জিন।

কসরত করে ঝামেলাবাজ এঞ্জিনকে থামানো হলো জুবিলীর স্টেশনে। বাধ্য পশু বনে গেল ওটা। স্টেশনে ঢুকলেই মেজাজ ঠাণ্ডা। চাকা গড়ালেই আবার শুরু হয়ে যাবে শয়তানি। মেইল আর ব্যাগেজ নামানো-ওঠানো হলো। এই ফাঁকে কণ্ডাক্টর উঁকি দিল। বাড়তি খাতির পাবার মত কোনও যাত্রী ডিপোতে নেই।

আবার রওনা হতে গিয়ে বাধল বিপত্তি। একচুল নড়ে না এঞ্জিন! ফুঁকফুঁক করে আকাশে ধোঁয়া ছুঁড়ে উপহাস করছে, কিন্তু চলার নাম নেই। ক্রুদের গালাগাল আর তোয়াজ সব ব্যর্থ হলো। শূন্যে হাত ছুঁড়ে ক্ষোভ প্রকাশ করল রোগা পটকা এঞ্জিনিয়ার। কোন্ দোষে তার ঘাড়ে এই আপদ চেপেছে জানতে চাইল। তার প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছে বোধহয় পৌঁছল না। এঞ্জিন এখনও অচল।

অধৈর্য হয়ে ডে কোচ থেকে নামল দু'জন যাত্রী। তাদের একজনের বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ। অত্যন্ত সুদর্শন। সুট পরে আছে। রেলরোডের কর্মকর্তা। নাম ম্যাকমিলান। ল্যাটিগোতে যাচ্ছে অফিসের একটা গোপন কাজে। এঞ্জিনিয়ারের দিকে এগোল সে। আগেও এই এঞ্জিনের ব্যাপারে অভিযোগ এসেছে। ঘুরে ফিরে দেখল এঞ্জিনটা। তারপর কয়েকটা পরামর্শ দিল এঞ্জিনিয়ারকে। সে চলে যাওয়ার পর নতুন উদ্যমে কাজে নামল সবাই।

দ্বিতীয় লোকটা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে। জুবিলী আর ল্যাটিগোর মাঝখানে মাথা উঁচু করা পাহাড় শ্রেণী দেখছে। চোখে পড়ার মত একটা লোক। লম্বা পেশীবহুল দেহ, ব্যাকব্রাশ চুল, নির্লিপ্ত চেহারা, অত্যন্ত দামী সুট—সবকিছু মিলিয়ে একটা অদ্ভুত রহস্যময়তা আছে লোকটার প্রবল ব্যক্তিত্বে।

ট্রেন থেমে আছে। এদিকে হোটেলে প্রচণ্ড রকমের ব্যস্ত রক বেনন আর ব্যাগলে। ঘরময় তাণ্ডব চলছে।

সাবান-পানি চোখে যেতেই পাগলের মত চোখ কচলাতে লাগল ফেন্ট করডি। মেঝেতে পড়ে ভাঙল বেসিন। বাঘের মত তার ঘাড়ে ঝাঁপ দিল বেনন। থাবড়া মেরে করডির হাত থেকে সিক্সগান ফেলে দিল। তারপর ঘুসি মারল চোয়াল সই করে। গালের ওপর থলথলে মাংসে থপ্ করে আওয়াজ হলো। ওজন সইতে না পেরে দু'জনকে নিয়ে মড়মড় করে ভেঙে পড়ল খাট। হলওয়েতে বুটের শব্দ হচ্ছে। ঘরে গোলমাল চলছে বুঝে ছুটে আসছে দানব ডবসন।

সে ঘরে ঢুকে পড়ার আগেই দরজায় তালা লাগিয়ে দিল ব্যাগলে। কী হোল থেকে চাবিটা বের করল না। ওপাশ থেকে চাবি ঢুকালেও তালা খুলবে না এখন। বেননকে বোকা বানাতে গিয়ে নিজেই ঠকে বসেছে করডি। বেনন ঘরে ঢোকার পর যাতে সহজে বেরুতে না পারে, সেজন্যে চাবিটা দরজার ভেতর দিকের কী হোলে গুঁজে রেখেছিল সে। 'কী হচ্ছে, করডি!' বাইরে থেকে হুঙ্কার ছাড়ল ডবসন।

'ওর কাঁধের ধাক্কা খেলে অর্ধেকটা বিল্ডিঙ ধসে যাবে!' নিচু গলায় বলল ব্যাগলে। কিন্তু ওর কথা শোনার চেয়ে অনেক জরুরী কাজে বেনন ব্যস্ত। করডির সঙ্গে কুস্তি লড়ছে সে। ছ'ইঞ্চি দূরে মেঝেতে সিক্সগান। একজন চেষ্টা করছে অপরজনের আগে ওটার নাগাল পেতে। একই সঙ্গে দু'জন দু'জনকে এগোতে বাধা দিচ্ছে ওরা। কেউ সিক্সগান ছুঁতে পারছে না। লাথি দিয়ে ওটা দূরে সরিয়ে

দিল ব্যাগলে। নিজের অস্ত্রটা ঘরের কোণ থেকে সংগ্রহ করে এক ঝটকায় ফেন্ট করডির মাথায় বাঁট নামিয়ে আনল। মুহূর্তে নিথর হয়ে গেল করডির শরীর।

'স্পঞ্জের চোয়াল,' উঠে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল বেনন, 'তুলোর চোয়াল শালা মাতালের!'

ডবসন এত জোরে দরজার নব ধরে ঝাঁকি দিচ্ছে যে দেয়ালে ঝোলানো প্রাচীন ময়লা ক্যালেণ্ডারটা বড় ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত দুলতে লাগল। 'অ্যাই, ষাঁড়ের মত গুঁতিয়ো না!' গলার কাঁপুনি লুকিয়ে কর্তৃত্বের সুরে নির্দেশ ঝাড়ল বেনন। 'দৌড় দাও! ছেলেদের লবি থেকে ডেকে আনো। বেচারা করডি হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেছে!' দম আটকে ফেলল সে। কে জানে দানবের প্রতিক্রিয়া কেমন হবে। ব্যাটা হকচকিয়ে গিয়ে আদেশ পালন করতে না ছুটলে সাড়ে সর্বনাশ। বাইরে শব্দ থেমে গেল। চোখ বুজে বেনন কল্পনা করতে চাইল ডবসনের খুলি-অভ্যন্তরের আখরোটটা কী ভাবছে। এক মুহূর্তের নীরবতা। তারপর দৌড়ানোর শব্দ হলো। দূরে চলে যাচ্ছে, সিঁড়ির দিকে ছুটছে দানব।

'তোমার কী মাথা খারাপ হলো!' সশব্দে শ্বাস ফেলে অভিযোগ করল ব্যাগলে। 'করডির লোকদের ডাকলে কেন?'

দ্রুত গানবেল্ট পরে নিল বেনন। ওয়ারস্যাকে হাত ঢুকিয়ে বলল, 'এখানে বাড়তি ল্যারিয়েট থাকার কথা!' দড়িটা খুঁজে পেয়ে ডোর নবের সঙ্গে গিঁঠ বাঁধল সে। অন্যপ্রান্ত গলিয়ে দিল জানালা দিয়ে। হাতের ইশারা করল। 'তুমি আগে, ব্যাগলে।'

ব্যাগলে নামার পর ছুঁড়ে ওর কাছে ওয়ারস্যাকটা দিল বেনন। প্যাসেজে কয়েকজনের দৌড়ে আসার আওয়াজ শুনে জানালার চৌকাঠ থেকে দড়ি ধরে ঝুলে পড়ল সে। করডির লোকরা দরজার নব ঝাঁকাচ্ছে। দু'জন প্রায় একই সঙ্গে করডির নাম ধরে ডাকল। তৃতীয়জন চেঁচাল, 'দরজা ভাঙো, ডবসন! তাড়াতাড়ি!'

দ্রুত নামছে বেনন। ওর মনে হলো দড়ির ঘসায় তালুতে আগুন জ্বলে উঠেছে। বেনন মাঝপথে এমন সময় ঢিল হয়ে গেল দড়ি। ভেঙে গেছে দরজা। চার হাত-পায়ে মাটিতে পড়ল বেনন, ব্যাগলেকে নিয়ে ছুটল হোটেলের পেছনদিক লক্ষ্য করে। দু'জনের মাঝখানে ঝুলছে ওয়ারস্যাক।

'ঘরটার ভাড়া দেবে কে?' দৌড়ানোর ফাঁকে বলল ব্যাগলে।

হাসল বেনন। 'কেন, আমার পুরানো বন্ধু ফেন্ট করডি আছে না! ওর থেকেই ভাড়া আদায় করবে ভয়ানক চেহারার ক্লার্ক।'

ঘাড় ফেরাল বেনন। দেখল ওদের ঘরের জানালায় এসে দাঁড়িয়েছে দু'জন। সূর্যের আলোয় তাদের অস্ত্রের ব্যারেল ঝিলিক দিচ্ছে। বাঁক ঘুরে বাড়ির অন্যপাশে চলে এল বেনন আর ব্যাগলে। প্রায় একই সঙ্গে গর্জন করল .৪৫ বুলেট। ওদের বদলে কাঠের দেয়ালে বিঁধল সীসের টুকরো। ব্যাগলে আর বেননের বিপদ তাতে

কমল না। অস্বাভাবিক চিকন একজন দাড়িওয়ালা লোক সিক্সগানের বাঁটে হাত দিয়ে এদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

করডির লোক। হোটেলের পেছনটা পাহারা দিচ্ছে।

দু'দল পরস্পরকে একই সঙ্গে চিনল। বিস্ময় ফুটে উঠল লম্বুর চেহারায়। সুযোগটা নিল ব্যাগলে। দৌড়ের গতি না কমিয়ে মাথা নিচু করে খেপা ষাঁড়ের মত লোকটার পেটে ঢুঁ দিল সে। মুখ দিয়ে আওয়াজ বেরুল না, হাঁ করে চিতপাৎ হয়ে মাটিতে পড়ল পাহারাদার। সংবিৎ ফেরার আগেই তাকে পাশ কাটিয়ে হোটেলের আরেকটা কোনা ঘুরল ওরা। ছুটল রাস্তার দিকে।

বুদ্ধিটা বেননের। করডির লোকরা ওদের গলিতে খুঁজে মরুক। বড় রাস্তা ধরে ডিপোর দিকে এগোল ওরা। ছুটছে দু'জনেই। ম্যাকমিলানের পরামর্শ এঞ্জিনিয়ার মেনে নেয়ায় ট্রেনের এঞ্জিনের শব্দ বদলে গেছে। রওনা হবে এক্ষুণি। কোনমতে হয়তো ওটায় উঠতে পারবে ওরা দু'জন। প্ল্যাটফর্মের শেষ মাথায় এসে দাঁড়িয়েছে ট্রেন। সময় নষ্টের ঝুঁকি নিয়ে একবার ঘাড় ফেরাল বেনন। গুঙিয়ে উঠল। হোটেলের সামনে দিয়ে বেরিয়ে রাস্তায় উঠেছে করডির সঙ্গীরা। দূর থেকেও পরিষ্কার চেনা যায় ন্যাড়ামাথা ডবসনকে। অন্যদের চেয়ে দুই মাথা ওপর থেকে ওদের পালাতে দেখছে লোকটা।

খোলা রাস্তায় দাঁড়িয়ে পেছন থেকে গুলি ছুঁড়ল তারা। পাগলা হাতির তাড়া খাওয়া হরিণের মত গতি বাড়াল বেনন আর ব্যাগলে। বাড়ি-ঘরের আড়ালে গিয়ে রুখে দাঁড়াতে পারে এখন ওরা। কিন্তু তা হলে ফসকে যাবে ট্রেন। কম সময়ে প্ল্যাটফর্মে যেতে হলে যেতে হবে এই রাস্তা ধরেই। সেক্ষেত্রে হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে দুই গুলিতে দুই ধেড়ে পাখি মারার সুযোগ পাবে করডির চ্যালারা। অস্ত্র উঠে এল বেননের হাতে। গুলি করতে হলো না, অবাক বিস্ময়ে দেখল হুড়মুড় করে হোটেলের পাশের গলিতে ঢুকে পড়েছে লোকগুলো।

একমুহূর্ত পর বুঝল আরেকজন খেলোয়াড় ওদের এই খেলায় অংশ নিয়েছে। হোটেল ছাড়িয়ে আরও খানিকটা দূরে, জেলের সামনে দু'পা ফাঁক করে ধূমায়িত সিক্সগান হাতে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। দু'দিক থেকে আক্রান্ত হতে হবে বুঝে ভেগেছে শয়তানের দল।

'রিচার্ড হাডসন!' বলল বেনন।

তার পাশে দৌড়াতে দৌড়াতে ব্যাগলে জানাল জীবনে এই প্রথম কোন ল-ম্যানের গালে চুমু খেতে ইচ্ছে হচ্ছে ওর।

ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। গতি বাড়ছে দ্রুত। হাঁসফাঁস করতে করতে ডিপোতে ঢুকল ওরা। দেখল ডে কোচের কণ্ডাক্টর পেছনের দরজাটা বন্ধ করতে গিয়েও করল না। ওদের দেখতে পেয়েছে লোকটা। ওয়ারস্যাকটা কণ্ডাক্টরের মাথার ওপর দিয়ে কোচের ভেতর ছুঁড়ে দিল বেনন। মস্ত এক লাফে নিজেও উঠে পড়ল। হাত

বাড়িয়ে টেনে তুলল ব্যাগলেকে।

'পেছনে ওরা কারা—লিঞ্চ মব?' জানতে চাইল সন্ত্রস্ত কণ্ডাক্টর।

'না, না, কী যে বলো! একটা বাজিতে জিতলাম!' পকেট থেকে ভাড়া বের করে লোকটাকে দিল বেনন। লোকটা অস্বস্তি নিয়ে চেয়ে আছে দেখে বলল, 'আমরা বলেছিলাম ট্রেন চলতে শুরু করলেও যেকোনও জায়গা...শহরের যেকোনও দিক থেকে দৌড়ে এসে উঠতে পারব।'

'কিন্তু মনে হলো যেন গুলির আওয়াজ শুনলাম!' এখনও কণ্ডাক্টর সন্দিহান।

'আমাদের পক্ষে যারা বাজি ধরেছে তারা ফুর্তি করছিল,' বলল ব্যাগলে। 'ওরা জানত আমরা জিতব।'

লোকটা নিশ্চিন্ত হওয়ার পর ওরা ভেতরে পা বাড়াল। কোচটা বড়, কিন্তু ওরা ছাড়া আছে মাত্র পাঁচজন যাত্রী। রেলরোড কর্মকর্তা ম্যাকমিলান বসেছে পেছন দিকের একটা সীটে। তারই কাছাকাছি মুখের সামনে পর্দা দেয়া হ্যাট পরা বিধবা মাকে নিয়ে বসেছে এক তন্বী স্বর্ণকেশী। এক পেটমোটা ড্রামার আস্ত সীট দখল করতে পেরেছে প্রকাণ্ড পাছার কল্যাণে। আর আছে সেই উদাস, অথচ ব্যক্তিত্ববান ভদ্রলোক।

বিধবা আর তার মেয়ে যে সীটে বসেছে সেটার পেছনেরটায় বসল বেনন। ওর অনিচ্ছার তোয়াক্কা না করে পাশে জায়গা করে নিল ব্যাগলে। ট্রেনের গতির সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে দুলুনি। পেছনে পড়ে গেছে বিপদ আর জুবিলী শহর। 'আর বেশি হলে দশ বছর,' খানিক পর বলল ব্যাগলে। 'তারপর থিতু হয়ে সংসার পাতব। এত দৌড়াদৌড়ি বুড়ো হাড়ে আর সহ্য হবে না।'

কথা শোনায় মন নেই বেননের। দেখছে সে গভীর মনোযোগে। দেখছে সামনে বসা তরুণীর ঘাড়। আলাপ করতে ইচ্ছে করছে, তবে মনে পড়ে গেছে ওর রিচার্ড হাডসনের সতর্কবাণী। 'মনে রেখো, ট্রেনে কারও সঙ্গে কথা বলবে না। যাত্রীরা ল্যাটিগোতেই নামবে। ওদের কাছে মুখ ফস্কে কিছু বলে ফেললে মুশকিল হতে পারে।'

মুখ বাঁকাল বেনন। মার্শালের ভাবনাগুলো বড় নীরস, বেচারার মগজে কাজ ছাড়া আর কিছু নেই। কোন্ পাগল অত সুন্দরী একটা মেয়েকে নিজের বিপদের কেচ্ছা শোনাবে? যত্তসব! কোথাকার কোন্ নরম্যান ফক্সের রানশে চিনে-মাটির ঘোড়া পৌঁছে দেয়া, এটা মেয়েটাকে বলার মতন একটা কথা হলো? যাত্রাটা একঘেয়ে লাগছে, আলাপ জমাতে কাঁধে হালকা টোকা দিয়ে মেয়েটার দৃষ্টি আকর্ষণ করল সে। 'সিগার ধরালে তোমার মায়ের অসুবিধে হবে, মিস?'

ঘাড় ফেরাল মেয়েটা। যেকারও মাথা ঘুরিয়ে দেয়ার মত চেহারা। তবে কণ্ঠস্বর বরফের চেয়েও শীতল। 'তোমার ইচ্ছে। মা'র আপত্তির কী আছে।' বলল সে, 'সিগার ধরাও, তবে দয়া করে আমাদের বিরক্ত কোরো না। মা অসুস্থ,

কয়েকদিন আগে বিধবা হয়েছে দেখতেই পাচ্ছ।'

'দুঃখিত, মিস।' দাবড়ি খেয়ে পকেটে সিগার রেখে দিল বেনন। জানালা দিয়ে বাইরে চাইল। বোকা বোকা লাগছে ওর। বুঝতে পারছে না অপমানিত বোধ করা উচিত কি না। মিনিট পাঁচেক পরে, আবার নজর ফেরাল কামরার ভেতরে, খেয়াল করে দেখল যাত্রীরা কে কী করছে।

রেলরোডের ম্যাকমিলান পকেট থেকে কীসের একটা ম্যানুয়ল বের করে পড়ার ভান করছে। বেননের চোখে ধরা পড়ে গেল, আসলে ছোকরা কাগজের আড়াল নিয়ে বারবার দেখছে মেয়েটাকে। কথা বলতে যাও না, বাপ, মনে মনে হাসল বেনন, একেবারে কান মুচড়ে ছেড়ে দেবে। লাল টুকটুকে পাকা মরিচ, ঝাল সাংঘাতিক!

মাইলের পর মাইল শুধু এগিয়ে যাওয়া। দুলছে যাত্রীরা। ঝাঁকি খেয়ে দৃষ্টির আড়ালে চলে যাচ্ছে লাইনের দু'পাশের নিঃসঙ্গ গাছ। পাহাড়গুলো দেখে মনে হচ্ছে একই জায়গায় থম মেরে আছে। দু'ঘণ্টা হলো ওরা রওনা হয়েছে। ব্রেকফাস্টের কথা ভাবল বেনন। মনে হচ্ছে কতকাল আগের কথা।

একটা বাঁক ঘুরল ট্রেন। চারপাশের দৃশ্য তিল পরিমাণ বদল হলো না। এখনও পাহাড়শ্রেণী একই দূরত্বে।

'আরে!' হঠাৎ বলল ব্যাগলে, 'এতক্ষণ দক্ষিণে যাচ্ছিলাম না! এখন আবার ট্রেন উত্তরে যাচ্ছে কেন, জুবিলীতেই ফিরবে?'

'স্টেবলে হসলার বলেছিল না লাইন একটা রিজ ঘুরে তারপর যায়? ল্যাটিগোতেই যাচ্ছে, তবে ঘুরপথে।'

'যত্তসব!' গজগজ করল ব্যাগলে।

সীটে গা এলিয়ে নাকের ওপর রুমাল রেখে ঘুমানোর চেষ্টা করল বেনন। ঘুম আসছে না খিদের জ্বালায়। তারপর কখন যেন দু'চোখ বুজে এল। কড়া ব্রেক করে ট্রেন যখন ঝাঁকি খেয়ে থামল, এক মিনিটও ঘুমায়নি মনে হলো ওর। জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে নতুন কিছুই দেখল না। ব্যাগলে বলল, 'পানির ট্যাঙ্ক, লোহার ঘোড়া পানি খেতে থেমেছে।'

সামনের সীটে মায়ের হ্যাট আর মুখের ঢাকনি ঠিকঠাক করছে মেয়েটা। ট্রেন থামার ঝাঁকিতে হ্যাট সরে গিয়েছিল বোধহয়। আয়েস করে আড়মোড়া ভাঙল বেনন। তারপর হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে গেল ওর শরীর। জানালার পাশে অস্বাভাবিক নড়াচড়া! জানালার পাশ দিয়ে উবু হয়ে একটা লোক দৌড়ে গেছে, যাতে যাত্রীদের চোখ এড়াতে পারে। বেনন লোকটাকে চেনে। হাতুড়ি মাথা ডবসন!

কী ঘটেছে চট করে বুঝে ফেলল ও। স্টেবল মালিক বলেছিল প্রথম দু'ঘণ্টা ট্রেনের চেয়ে বেশি এগোনো যায় ঘোড়ায় করে। ঠিক তাই করেছে করডির দল। হোলস্টারের দিকে হাত বাড়িয়েও থেমে গেল বেনন। কোচের ভেতর ঢুকে

পড়েছে মুখে রুমাল বাঁধা একটা লোক। তার সিক্সগান যাত্রীদের ওপর তাক করা। গোলাগুলি হলে নিরীহ মানুষ মরবে।

'ভয় কোরো না, ডাকাতি করতে আসিনি আমরা।' লোকটা বলল, 'কারও কোনও ক্ষতি করব না। একটা জিনিস নিতে এসেছি, নিয়েই চলে যাব।'

মুখে রুমাল থাকলেও ফেল্ট করডিকে পেট দেখে চিনে ফেলতে অসুবিধে হলো না বেননের। করডি এগিয়ে এল। পেছন পেছন কোচে ঢুকল আরও তিনজন রুমালধারী। সবার হাতে অস্ত্র। ভীত সন্ত্রস্ত যাত্রীদের পাত্তা না দিয়ে বেননের সামনে থামল করডি। হ্যামার ওঠাল সে, 'ওটা বের করো, বেনন,' অস্ত্র নাচিয়ে বলল।

'কোন্‌টা বের করব্… কী বলছ তুমি!' আকাশ থেকে পড়ল বেনন। চোখ মিট মিট করে তাকাচ্ছে, যেন জেগে থেকে দুঃস্বপ্ন দেখায় মাথা গুলিয়ে গেছে।

'একবার চালাকি করে পার পেয়েছ বলে বারবার!' ভুঁড়ি কাঁপিয়ে অট্টহাসি দিল ফেল্ট। 'রিচার্ড হাডসনকে সার্চ করেছি। নেই ওর কাছে। সে এমনকী বলেনি পর্যন্ত ওটা কোথায়। তাই বলে কিচ্ছু বুঝতে পারব না? ভেবেছ কী, আমি দুয়ে দুয়ে চার মেলাতে জানি না? তোমাদের সঙ্গে হাডসন জেলে দেখা করেছে, শহর ছেড়ে পালাতেও সাহায্য করেছে, এরপরও বুঝতে বাকি থাকে?' গম্ভীর হলো সে। হাত বাড়িয়ে বলল, 'কোথায়, ঝামেলা না করে দিয়ে দাও ওটা।'

'কী করে ভাবলে হাডসন আমাকে বিশ্বাস করবে?' হতাশ চেহারায় মাথা নাড়ল রক বেনন।

চার

করডির এক সঙ্গী ব্যাগলে আর বেননের অস্ত্র নিয়ে নিল। কোচের ভেতর পিন পতন নীরবতা। ঝড়ের বেগে মগজ খেলাচ্ছে বেনন। ব্যাগলে বসে আছে শুকনো চেহারায়। অন্যরা চুপ করে দেখছে। শুধু সদ্য বিধবা মহিলা বসে আছে মাথা নিচু করে।

'পার পাবে না তোমরা,' খেপে লাল হয়ে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল ম্যাকমিলান। 'ভেবেছ রেল কর্তৃপক্ষ এসব সহ্য করবে! এক্ষুণি নামো, নেমে যাও তোমরা!'

করডির লোক ম্যাকমিলানের বুকে তালু ঠেকিয়ে ধাক্কা দিল। সীটের ওপর পড়ে গেল যুবক। 'সীটে বসে থাকো,' বলল লোকটা, 'লেকচার যা ঝাড়বে ওখান থেকে।'

মুখ-চোখ দেখে বেনন বুঝল যুবকের অহমিকায় খুব লেগেছে, পছন্দের

যুবতীর সামনে এখন ত্রাণকর্তা নায়ক না হয়ে পারবে না। বাড়াবাড়ি করতে গেলে মরবে বেচারা। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল বেনন। করডির দিকে চেয়ে চওড়া হাসি উপহার দিল। 'তুমিই জিতলে,' বলল সে। 'শেষ পর্যন্ত আপস করতেই হচ্ছে। খিদেয় মরার দশা আমার। অন্য কোথাও চলো, খাওয়ার সময় বলব চায়না ঘোড়া কোথায় গেলে পাবে।'

'আপস...খাওয়া!' চোখ বড় বড় করে চাইল করডি, দেখে মনে হলো বিস্ময়ে দম আটকেছে। 'দরকার হলে তোমার লাশ থেকে খুঁজে নেব আমি আমার ঘোড়া,' ঘেউ করে উঠল সে।

'সার্চ করে দেখো আমার কাছে পাও কি না।' ক্লান্ত মুখ ভঙ্গি করল বেনন। 'এখন দেখছি হাডসনের সঙ্গে কথা বলাও আমার উচিত হয়নি!'

হুইস্‌ল্ দিল ট্রেন। বগি নড়ে ওঠায় বোঝা গেল এখুনি ছাড়বে। এরপরে থামবে গিয়ে ল্যাটিগোয়। কথাটা ভাবতেই রফা করা সহজ হয়ে গেল করডির পক্ষে। 'নামো তোমরা,' নির্দেশ দিল সে। 'ওয়ারস্যাকটা নামাও। দাঁড়াও·এখুনি দেখছি কার কাছে চায়না স্ট্যালিয়ন আছে!'

শ্রাগ করল বেনন। ব্যাগলের পেছনে সরু আইল ধরে এগোল দু'সারি সীটের মাঝখান দিয়ে। যুবতীকে পাশ কাটানোর সময় থামল সে। হ্যাট খুলে দ্রুত বো করল একবার, তারপর পা বাড়িয়ে বলল, 'দুঃখিত, মিস! আশা করি আমাদের জন্যে ভয় পেতে হয়নি।'

'অত ভদ্র সাজতে হবে না, তাড়াতাড়ি নামো! ট্রেন নড়ছে!' পিঠে নলের খোঁচা দিল ফেণ্ট করডি।

নামল ওরা। কোচের ভেতরে বসে আছে হতভম্ব অসহায় যাত্রীরা। নামার আগে বেনন চোখ টিপে ভয়ে আধমরা কণ্ডাক্টরকে বলে এসেছে: 'আমাদের ভুলো না। পরের বার কিন্তু তিন ভাগের একভাগ ভাড়া দেব।'

ট্রেনের গতি বাড়তে শুরু করল। এক পলকের জন্যে ম্যাকমিলানকে দেখতে পেয়ে হাসল বেনন। বেচারার আর নায়ক সাজা হলো না! দলে সাতজন, কিন্তু গাছের আড়াল থেকে নটা ঘোড়া নিয়ে এল করডির দুই চেলা। বেনন আর ব্যাগলেকে নিয়ে মোট ন'জন। তারমানে করডির বুদ্ধি খেলে ভাল। কাপুরুষ নইলে নামকরা আউট-ল হত।

রওনা হলো ওরা। ওদের ঘিরে একটা গেম ট্রেইল ধরে এগোল করডির দলবল। সরু পথটা বেশ খানিকক্ষণ রেল রোডের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে গেছে, তারপর ধীরে ধীরে বাঁক নিয়ে গাছপালার ফাঁক দিয়ে উপর দিকে উঠেছে। অনেকটা ওঠার পর গাছের ভিড় পাতলা হয়ে এল। পাহাড়ের ওপরে একটা মাঠ মত জায়গায় পৌঁছে থামল ওরা। 'ওদের সার্চ করো,' ঘোড়া থেকে নেমে নির্দেশ দিল করডি।

সার্চ করা হলো ওদের। ওয়ারস্যাকের সব কিছু একটা একটা করে পরীক্ষা করল তিনজন মিলে। ডবসন ছাড়া সবক'জনের চেহারায় আক্রোশ ফুটে উঠল। 'ঘোড়াটা কোথায়, বেনন?' হিমশীতল কণ্ঠে জানতে চাইল ফেন্ট।

'আগে লাঞ্চ,' মনে করিয়ে দিল ব্যাগলে। সায় দিল বেনন।

রাগে বেগুনি হয়ে গেল করডির মাংসল চেহারা। 'আগুন যদি জ্বালি, তোমাদের পাছায় সেঁক দিয়ে মুখ খোলাবার জন্যেই জ্বালব!'

'পেছনে সেঁক দিলে কোনও লাভ হবে না,' ভ্রূকুটি করে বলল বেনন। ঘন ঘন মাথা ঝাঁকিয়ে তাকে সমর্থন করল ব্যাগলে।

'আগুন জ্বালাও,' হতাশ হয়ে বলল ফেন্ট। 'দেখা যাক বেশি খাইয়ে ওদের পেট ফাটিয়ে কথা বের করা যায় কি না।'

চেহারা দেখে মনে হলো করডির সঙ্গীদের মাথায় ভিন্ন চিন্তা ভাবনা ঘুরছে। হোটেলের পেছনে যার পেটে ব্যাগলে গুঁতো দিয়েছে সেই লোকটা ট্রেন থেকে ওরা নামার পর থেকেই ভ্রূ কুঁচকে রেখেছিল, এখন কটমট করে তাকাচ্ছে। তবে করডির আদেশ অমান্য করল না কেউ। কিছুক্ষণ পর আগুনের মাথায় চেপে বসা কেতলির কফি ফুটতে লাগল। স্টেক আর বীন স্তূপ করে দেয়া হলো টিনের প্লেটে। 'কোথায়?' ওরা ভরপেট খেয়ে ঢেকুর তোলায় জানতে চাইল করডি।

'টাউন মার্শালকে দিয়ে পোস্ট করিয়েছে, ল্যাটিগোতে গিয়ে হাডসন নিজে ছাড়াবে।' কফিতে চুমুক দিল বেনন। 'বাহ্, খুব ভাল বানিয়েছে তো!' করডির মুখ বেগুনি হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল সে। তারপর বলল, 'আমরা হলাম ডিকয়। মেইল ব্যাগটা ট্রেনেই ছিল। আজকেরই মেইলে যাচ্ছে ঘোড়াটা।'

বেনন কথা শেষ করায় ওদের মাঝে এত নৈঃশব্দ্য নামল যে মনে হলো কানে সইবে না। একটা ঘোড়া অধৈর্য ভঙ্গিতে পা ঠুকল। আগুনের ভেতরে ফেটে গেল এক টুকরো জ্বলন্ত কয়লা। শিরশির আওয়াজ তুলে তিনকোনা পাইন গাছগুলোকে জড়িয়ে নিয়ে বইছে বাতাস। মানুষগুলো ছাড়া আর সবকিছুতেই যেন প্রাণ আছে।

'এই নিয়ে দ্বিতীয়বার ঠকালে,' চমক সামলে উঠে রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলল ফেন্ট। সিক্সগান বের করল। 'তোমার মুখে নল ঢুকিয়ে গুলি করব আমি!'

'তোমার ভালর জন্যেই বলিনি ঘোড়াটা কোথায় আছে,' শান্ত স্বরে বলল বেনন। 'বাঁচিয়ে দিয়েছি। মেইল ডাকাতি করা ফেডারাল অফেন্স, সবগুলো রাজ্যে তোমাকে খোঁজা হত।'

'ওঠো সবাই, আমরা ল্যাটিগো যাব।' অস্ত্র খাপে ভরে দাঁতে দাঁত পিষল করডি। 'এখনও সময় ফুরায়নি!'

'এত তাড়া কীসের, আরেক কাপ কফি অন্তত খেয়ে যাই,' বলল ব্যাগলে।

করডির এক লাথিতে শূন্যে গা ভাসাল কফি পট। 'আজকাল পাহাড়ে আর

আতিথেয়তা নেই।' মজা পেয়ে বেননের দিকে চাইল ব্যাগলে। 'চলো, তা হলে অসভ্যটার সঙ্গে যাওয়া যাক।'

'কাজে না লাগলে এতক্ষণে তোমাদের চামড়া তুলে নিতাম।' ঘোড়ায় উঠে সবাইকে একবার করে দেখল করডি। তার ভাব দেখে মনে হলো সমান দোষ সবক'জনের।

এগোল ওরা। তবে বেশিক্ষণ ঘোড়ায় চড়ার সুখ কপালে সইল না কারও। ল্যাটিগো পাসের খাড়া ট্রেইল শুরু হলো। এখান থেকে হেঁটেই যেতে হবে। বেননের মনে হলো জুবিলীর হসলার ভুল বলেছে। আসলে পাহাড়ী ছাগল না, ঘোড়ার পূর্ব পুরুষের গায়ে ঈগলের রক্ত থাকা উচিত ছিল। গাছের শেষ সারি ছাড়িয়ে একটা খাড়া দেয়াল ধরে উঠে গেছে ট্রেইল। দেয়ালটা ক্রমেই সরু হয়েছে। কোনও কোনও জায়গায় দেয়ালটা চওড়ায় দেড় ফুটেরও কম। প্রায়ই বাঁক নিচ্ছে ট্রেইল। একপাশে পাথুরে পাহাড়, অন্য পাশে নিঃসীম শূন্যতা। অনেক নীচে মাঝে মধ্যে দেখা যায় রেল লাইনের গায়ে সূর্যের ঝিলিক। তারপর তা-ও আর দেখা গেল না। ওদের ঢেকে নিল ঘন থোকা থোকা কুয়াশার আস্তরণ। তাপমাত্রা একলাফে দশ ডিগ্রি পড়ে গেল।

সবাই অতি সাবধানে পা ফেলছে, কথা বলছে না ডবসন ছাড়া আর কেউ। কোন্ এক অর্থহীন আলাপের মাঝখান থেকে যেন মুখস্থ বলে যাচ্ছে দানবটা তার একঘেয়ে ক্লান্তিকর সুরে।

একসময় চুড়োয় পৌঁছুল ওরা। দম নেয়ার জন্যে থামল। সূর্যকে ডুবিয়ে দিয়ে সন্ধে নামছে। আকাশে লাল রঙের ছিটেফোঁটাও নেই। ধূসর বিষণ্ন প্রকৃতি। পরিবেশটা আরও বিষাদময় করতেই বোধহয় নামল টিপ টিপ বৃষ্টি। কে যেন আগুন জ্বালানোর কথা বলল, কিন্তু পাত্তা দিল না ফেন্ট করডি। অস্থির হয়ে আছে সে, সামনে বাড়তে সবাইকে তাগাদা দিল।

নামার পাহাড়ী ট্রেইলও একই রকম বিপজ্জনক। উপরে পাহাড়, হাজার হাজার ফুট নীচে সমতল জমিন। তবে পথ চলার পরিশ্রম এবার কম। একঘণ্টা পায়ে হেঁটে এগোনোর পর ঘোড়ায় চড়তে সাহস পেল ওরা। আরও ঘণ্টাখানেক পর অপেক্ষাকৃত কম খাড়া ঢালে পৌঁছুল। একটা ওয়্যাগন রোড গেছে এখান দিয়ে। পরিষ্কার দিনে এই উচ্চতা থেকে ল্যাটিগো বেসিন দেখা যায়। আজ একশ' ফুট দূরেও কিছু দেখা যাচ্ছে না। বৃষ্টির বেগ বেড়েছে, আর খানিক পরেই নামবে রাত।

'দেখো!' অবাক হয়ে বলল একজন। তার আঙুল অনুসরণ করে চাইল সবাই। গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটা কাঠের দোতলা বাড়ি। আলো জ্বলছে না কোনও জানালায়। নির্জন, কিন্তু পোড়ো কি না বোঝা গেল না। বেননের গায়ের কাছে সরে এল ব্যাগলে। ওর সাংঘাতিক ভূতের ভয়।

বাড়িটা পেরিয়ে মাইল দুয়েক এল ওরা। এদিকের পাহাড়ে কয়েকটা থাক, মাঝখানে ঢালু জমি। বেসিনের দিকে নামল ওরা। ঘন জঙ্গল নেই, এখানে ছাড়া ছাড়া ভাবে জন্মেছে বড় বড় গাছ। দু'তিন মাইল দূরে অনেকটা নীচে দেখল ওরা ল্যাটিগো শহরের টিমটিমে আলো। আরও খানিক দূর যেতেই স্কুল হাউজটা দেখতে পেল ওরা। একটা বড় বিল্ডিঙ। পাশেই ছোট আরেকটা। বড় বিল্ডিঙটার সামনের উঠানে কাঠের চৌকাঠে একটা পিতলের চ্যাপ্টা ঘন্টি ঝুলছে।

'বাচ্চাদের ছুটি হয়ে গেছে,' বলল একজন।

'বিশ্রাম নেয়া যাবে,' করডির পাশের জন উৎসাহী হয়ে উঠল। 'ওখানে নিশ্চয়ই স্টোভ আছে, রাতের খাবারটাও রেঁধে নেব।' চাইল সে করডির দিকে।

ভ্রূ কুঁচকে বেসিনের দিকে চাইল করডি। 'বেশ,' খানিক পরে বলল সে। 'আজকের রাতটা আমরা স্কুল হাউজেই থাকব।'

স্কুলের উঠানে, হিচরেইলে ঘোড়া বাঁধল সবাই। পরস্পর চোখাচোখি হলো বেনন আর ব্যাগলের। ওরা দু'জনেই জানে প্রথম সুযোগেই পালাতে হবে। নিরস্ত্র ওরা, তবে হতাশ হয়ে বসে থাকলে চলবে না, মাথা খাটাতে হবে এদের হাত ফস্কে উড়ে যাওয়ার জন্যে। ইঙ্গিতে ব্যাগলেকে শান্ত থাকতে বলল বেনন। জীবনে এই প্রথম করডি এতখানি ঝুঁকি নিয়েছে, প্রয়োজনে খুন করতেও নিশ্চয়ই দ্বিধা করবে না লোকটা।

স্কুলের দরজা বন্ধ। করডির নির্দেশে কাঁধের এক ধাক্কায় তালা ভেঙে ফেলল ডবসন। ভেতরে ঢুকল ওরা। বড় একটা ঘর। মাঝখানে হাঁটার জায়গা রেখে দু'পাশে বেঞ্চের সারি। ঘরের এক পাশের দেয়ালে একটা ব্ল্যাকবোর্ড আর বড় একটা ডেস্ক। শীতের দিনে ঘর গরম রাখার স্টোভটা খুঁজে বের করল একজন পাশের ছোট ঘরটা থেকে। আগুন জ্বালানো হলো। কফি আর বেকন একই সঙ্গে দুটো আলাদা পাত্রে চাপানো হয়েছে স্টোভের ওপর। কফি পটের চেহারা প্রায় ডবসনের মতই তোবড়ানো, করডির লাথি খেয়ে চেহারা বদলে গেছে।

'তোমাদের সঙ্গে ঘুরলে পেট ভরে খাওয়া যায়।' প্লেট খালি করে আধ শোওয়া হলো ব্যাগলে। বেনন বসে আছে বড় ডেস্কটার ওপর।

চিন্তিত চেহারায় খাওয়া শেষ করল করডি। কফিতে চুমুক দিয়ে কাপটা মেঝেতে রাখল। 'বেনন, আজকেই আমি ল্যাটিগোয় যাব। যদি পোস্ট অফিস থেকে খালি হাতে ফেরত আসি, তুমি খুন হয়ে যাবে আমার হাতে।'

'ব্যাংক ডাকাতির চেয়ে পোস্ট অফিস লুঠ করায় সাজা বেশি,' মনে করিয়ে দিল ব্যাগলে।

'সেজন্যেই আমি না, তুমি যাবে পোস্ট অফিসে,' ব্যাগলেকে শুয়োরের কুঁতকুঁতে চোখ দিয়ে দেখল করডি। 'তুমি যখন পোস্ট অফিসে গিয়ে পার্সেলটা চাইবে তখন আমি ধারেকাছেও থাকব না। ল্যাটিগো শহরের বাইরে অপেক্ষা করব

আমি।'

'দেখো করডি তোমাকে কত বিশ্বাস করে,' শুকনো কণ্ঠে ব্যাগলেকে বলল বেনন।

'বিশ্বাস করি না,' মাথা নাড়ল ফেন্ট। 'তুমি এখানে থাকবে। আমার ছেলেরা তোমাকে পাহারা দেবে। ব্যাগলে যদি ফাঁকি দিয়ে পালায় একা ফিরব আমি। সেক্ষেত্রে তোমাকে খুন করা হবে।' ব্যাগলের দিকে চাইল সে। 'তোমার বন্ধুর জীবন তোমার একার হাতে, কথাটা ভুলে যেয়ো না।'

'ভুলো না ব্যাগলে,' মনে মনে বলল বেনন।

'কফি শেষ হয়েছে? চলো!' উঠে দাঁড়াল করডি।

চোখে প্রশ্ন নিয়ে চাইল ব্যাগলে। জবাবে বেনন মৃদু হাসল। করডির সঙ্গে বেরিয়ে গেল প্রৌঢ়। মাথা নিচু করে রেখেছে সে।

একে একে সবার ওপর চোখ বোলাল বেনন। নিষ্ঠুর চেহারাগুলো ভাবলেশহীন। ডবসন শুধু নিষ্পলক চোখে চেয়ে আছে ছাদের দিকে।

পাঁচ

ল্যাটিগো টাউন আর জুবিলী দেখতে একেবারে একই রকম। কোর্টহাউসের উঠানে সাজানো ব্র্যাস কামানটা বাদ দিলে শহর দুটো অদল বদল করা হলেও কেউ ঠাহর করতে পারবে না। অন্য শহর সেটা টের পেতে হলে যেতে হবে শেরিফের কাছে।

লোকটা এতই চিকন যে লোকে হাসে। বলে, অভাবে পড়লে শেরিফ নাকি দোনলা বন্দুক পরতে পারবে প্যান্টের বদলে। নাম তার জোনাথন ডিকেন্স, তবে লোকে ডাকে স্লিম ডিকেন্স বলে।

দুটো ব্যাপার সবসময় মেনে চলে স্লিম ডিকেন্স। প্রথমত পুব থেকে ট্রেন এলে স্টেশনে সবার আগে হাজির হয় সে। সবার চিঠিপত্র সংগ্রহ করে পোস্ট অফিসে দেয়। দ্বিতীয়ত কখনও একই চেহারা নিয়ে সে শহরে টহল মারতে বের হয় না। ছদ্মবেশ নেয় সে। স্লিম ডিকেন্সের এটা নতুন শখ। ছয় মাস ধরে অ্যাকমে স্কুল অভ ডিটেকটিঙ অ্যাণ্ড ক্রিমিনোলজির ছাত্র সে। প্রতিজ্ঞা করেছে পৃথিবী থেকে তাবৎ অপরাধ দূর করে ছাড়বে।

কে জানে, বুদ্ধি থাকলে হয়তো সে প্রতিজ্ঞা পূরণ করতে পারত। কিন্তু মগজটা তার ঠিক সময়ে সাড়া দেয় না। অপরাধী-মনোবিজ্ঞান, অনুসরণ বিদ্যা, বারটিলনের পরিচয়-উদঘাটন-তত্ত্ব আর ছদ্মবেশ নেবার ছলাকলা শিখেই বেচারা

হয়রান। নিত্য নতুন কল্পনায় বিভোর হয়ে থাকে, কিন্তু এখনও সেগুলো বাস্তবে প্রয়োগ ঘটাতে পারেনি।

বিকেলে, বেনন যখন করডির সঙ্গীদের হাতে বন্দী, স্লিম ডিকেন্স গেল রেল স্টেশনে। নকল দাড়ি আর পুরানো ঝাঁটার মত গোঁফ তার চেহারা পাল্টে দিয়েছে। স্টেটসন হ্যাটের নীচে পরচুলা পরেছে, লম্বা চুল কাঁধের ওপর লুটাচ্ছে। ল্যাটিগোর মানুষরা শেরিফের পাগলামি জানে, কাজেই তারাও ভান করে যেন চিনতে পারছে না ডিকেন্সকে। আজকেও অচেনা থাকার তৃপ্তি নিয়ে প্ল্যাটফর্মে ঢুকল সে। আরেকজন আজ তার আগেই এসে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে। ট্রেন লেট।

নরম্যান ফক্স, ল্যাটিগোর ব্যাঙ্কার-রানশার, ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করছে। মানুষটা লম্বা-চওড়া। মুখটা লাল, তবে মানচিত্র জুতসই না। বাঁকা নাকের গোড়ায় ঘন জোড়া ভ্রূ মোটেই মানায়নি। পরনে বিজনেস সুট। কিন্তু প্যান্টের শেষ প্রান্ত বুটের ভেতর গুঁজে নিয়েছে। মাথার সমব্রেরো বয়সের ভারে ধুঁকছে। সবমিলিয়ে চোখে পড়ার মত নয়, তবে নরম্যান নিঃসন্দেহে খুবই ভাল লোক। অসহায় মানুষকে সাহায্য করতে পিছ-পা হয় না কখনও।

ঘাড় ফিরিয়ে শেরিফকে আসতে দেখল ফক্স। মৃদু হেসে বলল, 'হাওডি, স্লিম।'

'চিনে ফেলেছ?' এতদিনের আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরায় বিস্ময়ে বোকা হয়ে গেল ডিকেন্স।

'চিনব না কেন, তোমার শার্টের বুক পকেট থেকে শেরিফের স্টার ঝুলছে!'

চট্ করে কুচত্রী স্টারটাকে খুলে বুক পকেটে চালান দিল ডিকেন্স। 'ট্রেন আরও দেরি করবে, বৃষ্টি আসছে,' ল্যাটিগো পাসের চূড়ায় মেঘ দেখে মন্তব্য করল নরম্যান।

'শুনেছ?' চোখ বন্ধ করল শেরিফ। 'হুইস্‌ল্ দিয়েছে। আর এক মাইল দূরে আছে।'

'ব্রুস হোয়াইটম্যান থাকবে ওই ট্রেনে।' চোখের ইশারা করল ব্যাংকার। 'ওই যে ওকে ঈগল্‌স্ আইরীতে নিয়ে যেতে এসেছে গিলিয়ান পেনরোজ। লোকটা নাকি ফোরম্যান! আচ্ছা স্লিম, বলতে পারো যার গরু বা কাউহ্যাণ্ড নেই সে ফোরম্যান রাখবে কেন?'

ডিপোর সামনে দুই ঘোড়ায় টানা একটা কালো রঙের সারে থামল। ওটার ওপর মোষের মত মুষকো চেহারার একটা লোক বসে আছে। গিলিয়ানের গায়ে মোটা কাপড়ের রেঞ্জের পোশাক। মাথায় সমব্রেরো। হিচরেইলে ঘোড়া দুটো বাঁধল সে।

ভ্রূ কুঁচকে ওদিক থেকে মুখ ফেরাল শেরিফ। 'শুধু তাই না, হোয়াইটম্যান

কেন বেসিন ছেড়ে পাহাড়ে নির্জন বাড়িতে থাকে সেটাও জানতে ইচ্ছে করে। বেসিনের চারভাগের তিনভাগই তো বলতে গেলে তার। আর কিছুদিন পর মালিকানাও পেয়ে যাবে হয়তো। লোকটা অদ্ভুত!'

ধোঁয়াটে কুয়াশা ফুঁড়ে ছুটে বেরুল পাগলা এঞ্জিন। ডিপোর দিকে তেড়ে এলো। ভয়ে দড়ি ছিঁড়ে পালাতে চাইল হিচর‍্যাকের দিশেহারা ঘোড়াগুলো। নিষ্ঠুর গিলিয়ানের হাতে সাপের মত কিলবিল করে উঠল চাবুক। বোবা প্রাণীদুটো ব্যথা পেয়ে থেমে গেল। ট্রেন দাঁড়াবার পর ডে কার থেকে নামতে লাগল যাত্রীরা। ড্রামার নামল প্রথমে। তারপর ম্যাকমিলান। হাত বাড়িয়ে বিধবা আর তার মেয়েকে নামতে সাহায্য করল সে। নবাগতদের দিকে মনোযোগ নেই, নরম্যান ফক্স চেয়ে আছে ডে কারের দরজার দিকে। অবশেষে প্ল্যাটফর্মে পা দিল ব্রুস হোয়াইটম্যান। সে নামতেই প্রবল ব্যক্তিত্বের ছটায় ম্লান হয়ে গেল অন্যরা।

শেরিফ দৌড়াল মেইল সংগ্রহ করতে। গিলিয়ানের পাশে হেঁটে ব্রুসের সামনে গিয়ে দাঁড়াল নরম্যান।

'হাওডি, বস্,' বলল ফোরম্যান। 'পথে অসুবিধে হয়নি তো?'

মৃদু হেসে মাথা নাড়ল হোয়াইটম্যান, গিলিয়ানকে উপেক্ষা করে নরম্যানের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল।

হ্যাণ্ডশেক করে নরম্যান বলল, 'কোথায় গেছ জানতে চেয়েছিলাম, তোমার ফোরম্যান বলল সে জানে না। অনেক কষ্টে তার পেট থেকে আদায় করেছি এই ট্রেনে তুমি আসতে পারো।'

'তুমি তো জানো আমাকে এবছর ল্যাটিগো কাউন্টির মেলায় চেয়ারম্যান করা হয়েছে,' সংযত, ধীরস্থির ভঙ্গিতে বলল হোয়াইটম্যান। 'মেলার কাজে পুবে গিয়েছিলাম। এবারের মেলাটা ল্যাটিগোর ইতিহাসে সেরা মেলা হবে। কার্নিভাল আসছে, বেলুনে মানুষ ওড়ার খেলাও থাকবে। মণ্ট্যানার অর্ধেক লোক ছুটে আসবে আমাদের মেলা দেখতে। দরকারী যন্ত্রপাতি কালকের ফ্রেইট ট্রেনে আসছে।'

'এবারের মওশুম যতটা খারাপ গেছে তাতে আমার মনে হয় না মেলায় ফুর্তি করার মত মনমেজাজ থাকবে রানশারদের। যাই হোক, অন্য একটা কাজে এসেছি আমি। প্রস্তাবটা ভেবে দেখেছ?'

'এটা ব্যবসায়িক চুক্তি করার জায়গা না, নরম্যান।'

'আমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছি, প্রতিদিন পাহাড়ে উঠতে কষ্ট হয়। বন্ধকী রানশগুলো তুমি আমার কাছে বেচবে কী বেচবে না বললে আমার পরিশ্রম বাঁচে।'

'নগদ টাকায় কিনবে?'

'রানশারদের রানশ বেচার মেয়াদী চুক্তিপত্রের বদলে আমার ব্যাংকের শেয়ার দেব। কাগজের বদলে কাগজ। তোমার ক্ষতি নেই, ব্যাংকের মুনাফা থেকে যাতে

মোটা অঙ্কের লাভ পাও সে-ব্যবস্থা থাকবে।'

দশ বছর আগে পুব থেকে প্রচুর টাকা নিয়ে ল্যাটিগোতে এসে হাজির হয়েছে ব্রুস হোয়াইটম্যান। পাহাড়ের গায়ে সে ঈগল্স্ আইরী কেনায় শহরের লোকজন তাকে বড়লোক এক খেয়ালী বোকা বলে মনে করেছিল, কিন্তু তাদের ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। সুদে টাকা ধার দেয়ার ব্যবসা করে উন্নতি করেছে হোয়াইটম্যান। ডাকোটা ব্যাংকের একলাখ ডলার ডাকাতি করায় নরম্যানের আর্থিক অবস্থা তখন ছিল খুবই খারাপ। এখনও পুরোপুরি সামলে উঠতে পারেনি। একের পর এক রানশার হোয়াইটম্যানের জালে গিয়ে ধরা পড়েছে।

কথাগুলো মনে পড়তেই গম্ভীর হয়ে গেল নরম্যান। হোয়াইটম্যান বলল, 'নগদ টাকা হলে কথা বোলো।'

'মানবিক দিকগুলো বিবেচনা করবে না তুমি?'

'যেমন?'

'নির্দিষ্ট তারিখে ঋণ শোধ দিতে না পারলে রানশারদের উৎখাত করবে?'

'তুমি করতে না?'

মাথা নাড়ল নরম্যান। 'না। কখনও না।'

'আফসোস! তবু ওরা বলাবলি করে তোমার ব্যাংকে হিসেবে কারচুপি করা হয়!'

'ওরা বলাবলি করে থাকলে তুমিই ওদের মাথায় নোংরামি ঢুকিয়েছ!' অসহ্য রাগে থরথর করে কাঁপছে নরম্যান। কথা আরেকটু আগে বাড়লে কাণ্ডজ্ঞান শূন্য উন্মাদের মত ঝাঁপিয়ে পড়বে সুদ খোরটার ওপর।

'বস্ ক্লান্ত, পরে আলাপ করবে,' মাঝখান থেকে বলে উঠল গিলিয়ান।

বুঝতে পারছে এখানে থাকলে হাতাহাতি হবে, এক ঝটকায় ঘুরে দাঁড়িয়ে গটগট করে হাঁটতে শুরু করল নরম্যান। চোখ পড়ল মেয়েটার দিকে। মেয়েটা চেয়ে আছে এদিকে। একগাদা লাগেজের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে অসহায়ের মত।

থেমে মাথা থেকে হ্যাট নামাল নরম্যান। 'তোমরা এখানে নতুন, তাই না? সাহায্য করতে পারি?'

'একটা হোটেলে পৌছে দিতে পারবেন? আমরা অনেক দূর থেকে এসেছি।'

নরম্যান কিছু বলার আগেই কণ্ডাক্টরের সঙ্গে কথা সেরে এসে হাজির হলো ম্যাকমিলান। মা-মেয়ের ব্যাগেজ তুলে নিয়ে বলল, 'আমার সঙ্গে আসুন, কণ্ডাক্টরের কাছে ঠিকানা জেনে নিয়েছি। শহরে একটাই হোটেল—ইমপেরিয়াল ফোর্ট।'

অনুমতি প্রার্থনার দৃষ্টিতে নরম্যানের দিকে চাইল যুবক। নিজের যৌবনের কথা মনে পড়তেই মৃদু হেসে চোখ টিপল রাশভারী ব্যাংকার। সারেতে উঠছে ব্রুস হোয়াইটম্যান, সেদিকে একবার চেয়ে নিজের কাজে চলে গেল সে গম্ভীর

চেহারায়।

মেয়েটা একা দাঁড়িয়ে, তার মা গেছে স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে কথা বলতে। মিনিট দুয়েক মায়াবী নীল চোখের মায়া দেখে বিভোর হয়ে থাকল ম্যাকমিলান। তারপর মৃদু কেশে গলা পরিষ্কার করে জানতে চাইল, 'দেরি হবে?'

'এই তো মা এখুনি এসে পড়বে,' বলল মেয়েটা। 'থ্যান আশার নামে আমাদের এক পারিবারিক বন্ধু এদিকেই থাকে। তার খোঁজ পাওয়া যায় কি না দেখতে গেছে।'

'আমিও এখানে নতুন,' নীল চোখে চোখ রাখল দায়িত্বশীল রেল কর্মকর্তা। 'কিন্তু তুমি চাইলে আমি খুঁজে দেখব থ্যান আশারকে।'

'তোমার অনেক দয়া। ট্রেনে বারবার আমাকে দেখছিলে আমি দেখেছি। মনোযোগ দিতে পারিনি, কিছু মনে কোরো না। বাবার অনুপস্থিতি মা আর আমি এখনও ঠিক সামলে উঠিনি।'

'না, না, তা তো ঠিকই মিস...'

'জোন্স।'

'তুমি খুব সুন্দর, মিস জোন্স!'

লজ্জায় রাঙা হলো মেয়েটার গাল। তড়িঘড়ি প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, 'আমি ট্রেন থেকে নামিয়ে নেয়া লোক দু'জনের কথা ভাবছিলাম। পাসি গেলে হয়তো শয়তানদের হাত থেকে ছুটিয়ে আনতে পারবে।'

এই ব্যাপারেই কণ্ডাক্টরের সঙ্গে কথা বলছিল ম্যাকমিলান। ভাবছিল শেরিফের সঙ্গে কথা বলে নিজেই একটা ব্যবস্থা নেবে। কিন্তু এই মুহূর্তে যুবতীর সঙ্গে থাকাই বেশি জরুরী বলে মনে হলো তার কাছে। কপাল চাপড়াল মনে মনে। আগে জানলে মুখে রুমাল বাঁধা লোকগুলোর সঙ্গে একটা লড়াই দেয়া যেত। লোকগুলোর হাতে একটা ঘুসি খেলেই চলত, তারপর মিস জোন্সের যত্নআত্তি ঠেকাত! ভুল, ভীষণ ভুল হয়ে গেছে, ভাবল ম্যাকমিলান। সে আহত হয়ে বিছানায় পড়ে থাকলে আজ ওই উটকো লোকদু'জনের কথা ভাবনাতেও ঠাঁই দিত না মিস জোন্স।

ছয়

করডির পাশে ঘোড়া ছোটাল ব্যাগলে। যাচ্ছে শহরের দিকে। এই মুহূর্তে কোনমতেই ওকে দুনিয়ার সবচেয়ে সুখী লোক বলা যাবে না। চিন্তায় মাথা নুয়ে আছে। এখনও টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। রাস্তায় কাদা জমে আছে। গর্ত কোথায়

বোঝার উপায় নেই। উপায় খুঁজছে না ব্যাগলে, ভাবছে কী করে বেননকে উদ্ধার করা যায়। মেঘের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারা চাঁদটাকে ভুতুড়ে লাগছে। ঝাপসা আলোয় পথের্র ওপর জমে থাকা পানি চিকচিক করছে।

ভেজা কাপড়ে ছুটে চলেছে ওরা। দেখে মনে হচ্ছে শহরের টিমটিমে আলোগুলো একটুও কাছে আসেনি। ও জানে, পোস্ট মাস্টারের কাছে চিনেমাটির ঘোড়া নেই। অসহায় লাগছে ব্যাগলের। বুঝতে পারছে না বেনন কোথায় লুকিয়েছে ওটা। চালিয়াতি মেরে ফুটন্ত তেল থেকে জ্বলন্ত চুলায় এবার পড়েছে বেনন! দু'বার ঠকে খেপে আছে করডি, আবার ঠকলে বলা যায় না কী করবে। কী একটা যেন মনে এসেও আসছে না, ভ্রূ কুঁচকে ভাবতে চেষ্টা করল ব্যাগলে।

এক লাখ ডলার অনেক অনেক টাকা। মিনিট দশেক পরে কথাটা মনে পড়ল ব্যাগলের।

বহুবার পথ হারিয়ে মাঝরাতে শহরের সীমানায় পৌঁছল ওরা। এরই মধ্যে সেলুনগুলো বন্ধ হতে শুরু করেছে। দু'জন তিনজন করে কাউহ্যাণ্ড ঘোড়ায় চেপে রানশে ফিরছে। একটা বড় কটনউড গাছের নীচে থামল করডি। ঘণ্টাখানেকের নীরবতা ভেঙে বলল, 'এখান থেকেই একা যাবে তুমি। বন্ধুকে যদি বাঁচাতে চাও শেরিফের কাছে যেয়ো না বা চালাকির চেষ্টা কোরো না। দলের সবাইকে বলেছি তুমিও শুনেছ, আমাকে একা ফিরতে দেখলেই বেননকে খুন করবে ওরা। লোক বেশি দেখলেও বেননের পায়ে গুলি করে জিম্মি রাখবে। এখানে আমি একঘণ্টা অপেক্ষা করব। এরমধ্যে যেভাবে পারো পোস্টমাস্টারকে ভজিয়ে মালসহ ফিরবে তুমি। যদি দেরি করো, আমি ফিরে যাব, খুন হয়ে যাবে তোমার দোস্ত বেনন।'

মাথা বোঝাই দুশ্চিন্তা নিয়ে শহরের দিকে ঘোড়া বাড়াল ব্যাগলে। বড় রাস্তা দিয়ে ঢুকল। পোস্ট অফিস পার হয়ে গেল একবারও না চেয়ে। আলোকিত ডিপোর সামনে থামল সে। ভেতরে গিয়ে দেখল ছোট একটা খাঁচার মত ঘরে টেলিগ্রাফ যন্ত্রের ওপর ঝুঁকে বসে আছে সরু চেহারার একজন যুবক। 'হাওডি, বয়!' দাঁত বের করে হাসল ব্যাগলে। 'আজকে বিকালের ট্রেন এসেছে?'

'একটাই আসে। হ্যাঁ, এসেছিল।' যন্ত্র থেকে মুখ তুলল যুবক।

'যাত্রী কারা ছিল দেখেছ?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে সুন্দরী এক তরুণী আর এক বিধবা মহিলাকে দেখেছ নিশ্চয়ই? আমি ওদের খুঁজছি। এখানেই নেমেছে?'

'হ্যাঁ।' ব্যাগলের ময়লা কাপড় দেখে কৌতূহলী হয়ে উঠল যুবক। 'ওরা তোমার পরিচিত?'

'বিধবা আমার প্রথম প্রেম,' অম্লানবদনে মিথ্যে বলল ব্যাগলে। 'স্বামীকে যখন পুঁতে এসেছে এবার বোধহয় আমার দিকে ফিরে চাইবে। বলতে পারো

কোথায় উঠেছে ওরা?'

'শহরে থাকলে ইমপেরিয়াল ফোর্টেই থাকবে। আমাদের এখানে একটাই হোটেল।'

'ধন্যবাদ।' বড় বড় দাঁতের শো-কেস যুবকের সামনে আরেকবার মেলে ধরল ব্যাগলে। 'যাই, আর দেরি করব না। জীবনে আর তো ক'টা দিন বাকি!'

ঘোড়ায় উঠে ফেলে আসা রাস্তা ধরে ফিরে চলল ব্যাগলে। এবার হোটেলটা খুঁজে নিতে অসুবিধা হলো না। লবিটা একদম জুবিলীর মাউন্টিন ভিউ হোটেলের মত। ডেস্ক ক্লার্কের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। লোকটা তাকানোয় বলল, 'বিকেলের ট্রেনে বিধবা মহিলা আর তার মেয়ে এসেছে, একটু দেখো এখানে উঠেছে কি না।'

রেজিস্টার খাতার পাতা উল্টে এক জায়গায় আঙুল ঠুকল ক্লার্ক, 'এই যে। দোতলা। চার নম্বর রুম।'

পায়ের পাতায় ভর দিয়ে লেখাগুলো পড়ে নিল ব্যাগলে। মিসেস এস.এম. জোন্স এবং মেয়ে। কোত্থেকে এসেছে ঠিকানা নেই। 'ঘরেই আছে?' জানতে চাইল সে।

'হ্যাঁ। ঘণ্টাখানেক আগে ঘরেই সাপার দেয়া হয়েছে।' চোখে সন্দেহ নিয়ে কাকভেজা ব্যাগলেকে আপাদমস্তক দেখল ক্লার্ক। 'তোমার সঙ্গে দেখা করবে ওরা?'

'আমি ওদের পারিবারিক উকিল,' গম্ভীর হয়ে গেল ব্যাগলের চেহারা। 'আমার জন্যেই অপেক্ষা করছে।' কথা না বাড়িয়ে ঘুরে দাঁড়াল সে, দৃঢ় পায়ে সিঁড়ির দিকে এগোল। দোতলার হলওয়েতে হাঁটতে হাঁটতে খুশি হয়ে উঠল ভাগ্যের সহায়তায়। কিন্তু চার নম্বর ঘরের সামনে এসে খুশি উবে গেল ওর। দরজাটা হাট করে খোলা। মিসেস জোন্সের কাছে ওর আগেই পৌঁছে গেছে কেউ একজন। নেই মা-মেয়ে। ড্রেসিং টেবিল উল্টে পড়ে আছে। ঘরময় জিনিসপত্র ছড়ানো ছিটানো। ধস্তাধস্তির চিহ্ন সারা ঘরে!

থম মেরে দাঁড়িয়ে থাকল ব্যাগলে। ওর মনে হচ্ছে পথের শেষে বক্স ক্যানিয়নে আটকা পড়েছে! হাডসনের কাছ থেকে ঘোড়াটা নিয়ে সমব্রেরোর ক্রাউনে রেখেছিল বেনন। সেজন্যেই মাউন্টিন ভিউতে দাড়ি কাটার সময় করডির সামনে হ্যাট খোলেনি সে। পরে মাত্র একবারই খুলেছিল, যখন ট্রেন থেকে নামার সময় মেয়েটাকে বো করে সে।

এই কথাগুলো ভাবতে ভাবতেই স্কুলহাউজ থেকে শহর পর্যন্ত লম্বা ট্রেইল প্যাড়ি দিয়েছে ব্যাগলে। ট্রেন থেকে নামাবার পর করডি ওদের ভালভাবে সার্চ করিয়েছে! ঘোড়াটা যখন বেননের কাছে পাওয়া গেল না সাঙ্ঘাতিক অবাক লেগেছিল ওর। তারপরে জবাবটা নিজেই খুঁজে বের করেছে। বো করার সময়

হ্যাট থেকে মেয়েটার কোলে ঘোড়াটা ফেলে দিয়েছে বেনন। মেয়েটাও পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে চুপ করে থেকেছে। ব্যাগলে ভেবেছিল তরুণীর কাছ থেকে ঘোড়াটা নিয়ে করডিকে দেবে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে তরুণীকে তার মা সহ তুলে নিয়ে গেছে কে যেন!

পায়ের শব্দে সচেতন হলো ব্যাগলে। সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত উঠে আসছে পদশব্দ। শেরিফ ডিকেন্সকে সঙ্গে নিয়ে ওর পাশে এসে দাঁড়াল ম্যাকমিলান। হাঁপাচ্ছে দু'জনই। 'এই যে ওদের একটা!' অস্ত্র বের করে খ্যাপাটে গলায় বলল স্লিম ডিকেন্স। 'অপরাধের জায়গায় ফিরে এসেছে। ওরা সবসময় তা-ই করে।'

'দাঁড়াও, আমি একে চিনি!' বড় করে দম নিল ম্যাকমিলান। 'বিকেলে বলেছিলাম না ট্রেন থেকে দু'জনকে নামিয়ে নিয়ে গেছে! এ তাদের একজন।'

'তোমরা কে, হঠাৎ কোত্থেকে হাজির হলে?' জানতে চাইল ব্যাগলে।

'আমি ম্যাকমিলান, রেলরোড কোম্পানীর সঙ্গে আছি।' হাত তুলে শেরিফকে দেখাল যুবক। 'এ হচ্ছে জোনাথন ডিকেন্স—ল্যাটিগোর শেরিফ। পনেরো মিনিট আগে দেখা করতে এসে দেখি মিস জোন্স আর মিসেসকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে কারা যেন। তারপর শেরিফকে খুঁজে নিয়ে এলাম।' এক মুহূর্ত থেমে জানতে চাইল সে, 'তুমি কে?'

'নাম হিরাম ব্যাগলে। সাধারণ মানুষ, ভয়ানক কোন জীব নই। শেরিফকে কামানটা সরাতে বলো। আমার বন্ধু গোপনে কাঁচের একটা ঘোড়া মিস জোন্সের কাছে দিয়েছে, ওটা নিতে এসেছি।'

ট্রেনে ডাকাতরা ঘোড়া ঘোড়া করছিল, মনে পড়তেই শেরিফের দিকে চাইল যুবক। 'এ-লোক মিথ্যে বলছে না, মিস্টার ডিকেন্স।'

'মহিলারা নেই দেখে আমাকে ডাকার আগে ক্লার্কের সঙ্গে বোধহয় কথা বলোনি তুমি,' অস্ত্র হোলস্টারে রেখে বলল স্লিম। 'এমন হতে পারে ক্লার্ক ওদের যেতে দেখেছে।'

'কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করেছি,' মাঝখান থেকে বলল ব্যাগলে। 'লোকটার ধারণা ওরা এখনও ঘরেই আছে।'

'তা হলে পেছন দিক দিয়ে নিয়ে গেছে ওদের।' ঘরের ভেতর পা বাড়াল শেরিফ। 'ক্লু খোঁজো সবাই!'

অপরাধীদের কোনও চিহ্ন নেই ঘরে। বেরিয়ে এল ওরা। হলওয়ের কার্পেটের যতটা সম্ভব কাছে নাক নিয়ে এল শেরিফ। গভীর মনোযোগ। পায়ে পায়ে এগোল। যুবক আর ব্যাগলে পেছনে। হঠাৎ থিকথিকে কী একটা মুঠোয় পুরে লাফ দিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়াল স্লিম। খুশিতে জ্বলজ্বল করে উঠল তার চেহারা। 'কাদা!' উত্তেজিত ভঙ্গিতে বলল সে, 'শয়তানগুলো গলি থেকে পেছনের সিঁড়ি বেয়ে এসেছে। বাহ্, এই তো তদন্ত এগোচ্ছে!'

পেছনের কাদাময় সরু গলিতে শেরিফের সঙ্গে এল ওরা। ম্যাচের একটা কাঠি জ্বালল ডিকেন্স। কাঠিটা নেভার সঙ্গে সঙ্গে চেহারাতেও আঁধার ঘনাল তার। 'এক শ' একটা ট্র্যাক,' হতাশ হয়ে বলল।

'তারমানে অনুসরণ করতে পারবে না?' উদগ্রীব ম্যাকমিলান জানতে চাইল।

'চেষ্টা করে দেখতে পারি। তবে বৃষ্টিতে কী আর ট্র্যাক থাকবে!'

অ্যাকমে ডিটেকটিঙ অ্যাণ্ড ক্রিমিনোলজির বিদ্যা কাজে লাগল না। সুন্দরী তরুণী তার মা সহ নিরুদ্দেশ। এদিকে বেনন বন্দী হয়ে আছে, ঘোড়াটা না পেলে করডি কী করে বসবে কে জানে!

তিনজনই নিজেদের চিন্তায় মশগুল হয়ে একসঙ্গে ছুটল। বৃষ্টি মাথায় করে খুঁজতে যাবে ওরা।

সাত

করডি শূন্য হাতে ফিরবে। তারপর কী হবে ভাবতে গিয়ে ঘাম জমল বেননের কপালে। পালানোর সুযোগ কোথায়? ডবসন ছাড়া সবাই শকুনের মত নজর রাখছে। অথচ করডি ফেরার আগেই সরে পড়তে হবে ওকে ।

চেয়ারে বসা অবস্থায় ডেস্কের ওপর দু'পা তুলে দিল বেনন। ঘরের ভেতরে একবার চোখ বোলাল। ডেস্কের ড্রয়ার হাতড়ে আরব্য রজনীর একটা বই খুঁজে পেয়েছে ডবসন। ভ্রূ কুঁচকে মনোযোগ দিয়ে পড়ছে দানব। 'যা বলছে সব সত্যি?' আধঘণ্টা পর রূপকথা থেকে চোখ তুলল সে।

'একেবারে বাইবেলের মত। একফোঁটা মিথ্যে নেই।' খুব গম্ভীর বেননের চেহারা। 'একবার সাগরের পাড়ে গিয়েছিলাম,' বলল সে। 'সিয়াট্‌লের রাস্তায় প্রথম যার সঙ্গে কথা হয় সেই লোকটা ছিল নাবিক সিন্দাবাদ!'

বইটা কোলে রেখে দু'হাতে লণ্ঠনে ঘসা দিল ডবসন। কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে হতাশ হয়ে বলল, 'ধুর!'

'সব লণ্ঠনে জিন থাকে না,' সান্ত্বনা দিল বেনন।

আবার বইয়ে মন দিল দানব। ছাদে বৃষ্টি পড়ার টুপটাপ শব্দ। বিদ্যুতের ঝিলিক চমকে উঠছে বার বার। মাঝে মাঝে নিচু গলায় নিজেদের মধ্যে দু'একটা কথা বলছে লোকগুলো। নড়েচড়ে বসছে। কড়াৎ করে বাজ পড়ল কাছেই কোথাও। জানালার কাঁচে বাড়ি খেয়ে হুতাশ তুলে ফিরে যাচ্ছে দমকা ভেজা বাতাস।

জানালা দিয়ে অন্ধকারে চেয়ে আছে বেনন। ভাবছে ও। ভাবছে অতীতের

কথা। তারপর বর্তমানে চলে এল। ওর চারপাশের এই লোকগুলো নীচ। শয়তান। বুদ্ধিতে মগজ ঠাসা। কাপুরুষ একেকটা। করডি আর এরা শত চেষ্টা করলেও ছিঁচকে চোরই থাকবে, কোনওদিন নামকরা আউট-ল হতে পারবে না। সন্দেহ আর ভয় এদের মনের মধ্যে আসন গেড়ে বসে গেছে। বিদ্যুৎ চমকে উঠতে দেখল বেনন। ঠিক তখনই বুদ্ধিটা দোলা দিল ওর মাথায়।

মৃদু মৃদু হাসতে শুরু করল বেনন, যেন কৌতুকটা খুব উপভোগ করছে, কিন্তু কাউকে মজার ভাগ দিতে নারাজ। 'কী ব্যাপার?' মিনিট দুয়েক এরকম চলার পর অধৈর্য হয়ে জানতে চাইল একজন। 'হাসছ কেন?'

জবাব নেই কোনও। সবজান্তা হাসিতে ঠোঁট আরেকটু প্রসারিত হলো বেননের।'

'জানতে চাইছি কানে যাচ্ছে না?' রেগে গেল লোকটা।

'ভাবছি কত সহজেই ঠকাতে পারল,' অবশেষে মুখ খুলল বেনন। 'অথচ এতদিন মনে করতাম করডি লোকটা বোকা।'

'কী বলবে পরিষ্কার করে বলো।'

'চায়না স্ট্যালিয়ন দেখালে যে-লোকটা এক লাখ ডলার দেবে তার নাম করডি তোমাদের বলেছে?'

পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করল লোকগুলো। এ-ব্যাপারটা ওরা ভেবে দেখেনি আগে। তারপর একজন বলল, 'বলেনি তো কী হয়েছে, করডি জানে চাইলেই আমরা ডবসনের কাছ থেকে জেনে নিতে পারব।' চাইল সে দানবের দিকে। 'সেই রানশারের নাম কি, ডবসন?'

আরব্য রজনীতে ডবসনের খুবই আগ্রহ, তন্ময় হয়ে পড়ছে। ফালতু নষ্ট করার সময় নেই ওর। 'আহ্, জ্বালাতন করে!' বিরক্ত হয়ে বিড়বিড় করল সে।

'রানশারের নাম জেনে কী করবে।' খুক-খুক করে কাশল বেনন। 'লোকটাকে ঘোড়া না দেখালে সে টাকা দেবে? দেবে না। আমি বলছি শুনে রাখো, সব্বার আগে ঘোড়াটা দখল করে টাকা বাগাবে চতুর করডি।'

'তাতে ক্ষতি কী, আমরাও তা-ই চাই!'

'তাই নাকি!' সশব্দে হেসে উঠল বেনন। 'তাই চাও? বাহ্! তোমরা দেখছি একেবারেই গর্দভ। বুঝতে পারছ না আমাকে পাহারা দিতে সে সবাইকে রেখেছে কেন, যখন একজনই যথেষ্ট?'

বীজ বোনা হয়ে গেছে। অপেক্ষা করল বেনন। ল্যাটিগোর আবহাওয়া চমৎকার। এখানে চারা গাছও ফলবন্ত হতে বেশি সময় নেয় না। মিনিট দুয়েক একজন আরেকজনের দিকে চেয়ে চুপ করে থাকল লোকগুলো। পড়া না শিখে জাঁদরেল স্যারের হাতে ধরা পড়লে ওরকম চেহারা হয় স্কুল ছাত্রদের। তারপর বেঁটেখাটো একজন লাফ দিয়ে উঠে দরজার দিকে পা বাড়াল।

'আমি যাচ্ছি করডির কাছে,' বলল সে।

'ফিরে এসে বসে পড়ো চুপচাপ,' নির্দেশ দিল ব্যাগলের মাথার টুঁ খাওয়া লোকটা। বাঁটকু তাকানোয় বলল, 'খামোকা নাচছ কেন, মাথা খারাপ হয়েছে, শর্টি? লোকটা চায় আমরা সবাই করডির পেছনে ছুটি! ওর কথায় কান দিয়ো না।'

'ঠিক কথা। বসে বসে বিশ্রাম করো, শর্টি!' টিটকারির হাসি বেননের ঠোঁটে। 'আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘোড়াটা করডির হাতে পড়বে, রানশারের কাছ থেকে টাকা উদ্ধার করে তোমাদের দিতে আসবে সে। করডি একটু বেশি চালাক, তবে চিন্তার কী আছে! দেখবে এক লাখ ডলার সাত ভাগে ভাগ করছে সে, সবার অংশ বুঝিয়ে দিচ্ছে।' একমুহূর্ত থামল বেনন, নিরীহ চেহারায় জানতে চাইল, 'ওর বদলে তোমরা হলেও একই রকম সৎ থাকতে, তাই না?'

আবার নীরবতা নামল ঘরে। শর্টি দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে। ডবসন জ্ঞান আহরণে ব্যস্ত। বাকি সবার চেহারায় গভীর চিন্তার ছাপ। করডির জায়গায় নিজে হলে কী করত ভাবছে প্রত্যেকে। অষুধে ধরেছে, মনে মনে হাসল বেনন। থুতু দিয়ে তর্জনী ভিজিয়ে খস খস শব্দে বইয়ের পাতা ওল্টাল ডবসন।

গালি দিয়ে দরজার কাছ থেকে সরে এল শর্টি। বেননকে পাশ কাটাল। ডেস্কের বাঁদিকের দেয়ালে পাশের ঘরে যাবার দরজা। নবে মোচড় দিল সে। খুলে গেল দরজা। তিন মিনিটের মাথায় অন্ধকার ঘরটা তল্লাশি করে ফিরে এল সে। সঙ্গীরা জিজ্ঞাসা নিয়ে তাকানোয় বলল, 'ছোট একটা ঘর। ছাত্ররা হ্যাট-কোট রাখে। এই একটাই মাত্র দরজা। চাবি আছে, তালাটাও মজবুত। আমি বলি কি বেননকে ওখানে আটকে চলো করডির খোঁজ নিই। ডবসন ওকে একাই পাহারা দিতে পারবে।'

'আমি ভেবে দেখলাম যাওয়াই উচিত,' উঠে দাঁড়াল একজন। 'শহরে করডির বিপদ হতে পারে। আমাদের পাশে দেখলে নিশ্চয়ই খুশি হবে।'

ডবসন ছাড়া সায় দিল প্রত্যেকে। দানবের কাঁধ ধরে জোর ঝাঁকুনি দিল শর্টি। পাত্তা দিচ্ছে না দেখে কানের কাছে মুখ এনে চেঁচাল। 'আমরা করডির সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি! বেননকে পাহারা দেবে, বুঝেছ! বই পড়ো, কিন্তু যেখানে ভরব ফিরে এসে যেন সেখানেই ওকে পাই। বেনন যদি পালায় তোমার ছাল ছাড়াব আমরা।'

কয়েক ধাক্কায় বেননকে অন্ধকার ঘরে ঠেলে দেয়া হলো। ক্লিক শব্দে বন্ধ হলো দরজার তালা। দেয়ালের ওপাশে বুটের শব্দ শুনল বেনন। দড়াম করে বন্ধ হলো স্কুলহাউজের দরজা। কাদায় ঘোড়ার খুরের থ্যাপ থ্যাপ আওয়াজ উঠল। মিনিট দুয়েক পরে আর কোনও সাড়াও পাওয়া গেল না। মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হলো বেননের। ক্লোক রুমের আঁধারে বন্দী থাকার চেয়ে আগেই সে ভাল ছিল। বৃষ্টিতে ভিজে ঠক খাওয়া লোকগুলো যখন ফিরবে, কাঁচা ছিঁড়ে খেতে চাইবে

ওকে। মুক্ত হয়ে সরে পড়তে না পারলে কপালে খুব দুঃখ আছে।

নিজের বানানো চাবিটার কথা মনে পড়ল ওর। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল সে। খুঁজে দেখেছে নেই ওটা, হারিয়ে গেছে। দেয়াল ধরে ধরে পুরো ঘর ঘুরে দেখল বেনন। শর্টি ঠিকই বলেছে, ঘরে দ্বিতীয় কোনও দরজা নেই। একটা জানালা আছে, তবে এতই ছোট যে পাঁচ বছরের কোনও বাচ্চাও ওটা দিয়ে বেরুতে পারবে না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল বেনন। শুনতে পাচ্ছে পাশের ঘরে ফড়ফড় শব্দে আরবী কেচ্ছার পাতা ওল্টাচ্ছে ডবসন।

একটা সিগার ধরিয়ে মেঝেতে বসতে গিয়ে চমকে উঠল বেনন। পেছনে ঠেকেছে বেখাপ্পা রকমের উঁচু, শক্ত কিছু একটা। সিগারে টান দিয়ে জিনিসটা চোখের সামনে নিয়ে এল সে। আগুনের ঝাপসা আভায় দেখল ওটা বিয়ারের একটা কর্ক লাগানো বোতল। ঝাঁকিয়ে বুঝল খালি। বিরক্ত হয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে গিয়েও থমকে গেল। ওর উর্বর মাথায় একটা বুদ্ধি গজিয়েছে।

সিগারে জোরেসোরে দম দিল সে। কর্ক খুলে বোতলের মুখ লক্ষ্য করে ধোঁয়া ফুঁকল। আবার টান দিল সিগারে। বুড়ো আঙুলে বোতলের মুখ চেপে রেখেছে। বেশ কয়েকবার এরকম করল সে। জানালা দিয়ে চাঁদের মরাটে আলো ঢুকেছে ঘরে। সেই আলোয় ধরে বোতলটা দেখল। নাহ্, হয়নি এখনও। পুরোপুরি সন্তুষ্ট হওয়ার আগে আরও দুটো সিগার শেষ করল বেনন। তারপর দরজার নব ধরে গায়ের জোরে ঝাঁকি দিতে দিতে চিৎকার করে উঠল। 'ডবসন! বাঁচাও! আমাকে এ-ঘর থেকে বের করো!'

'আহ্, দেখছ না আমি পড়ছি!'

'ডবসন!' গলা আরেক পর্দা চড়িয়ে ভয়ের মিশেল দিল বেনন। 'এখানে একটা শয়তান জিন...বোতলের ভেতরে!'

পাশের ঘরে জমাট বাঁধা নৈঃশব্দ্য। শ্মশানের নীরবতা। তারপর কাঠের বেঞ্চ ককিয়ে উঠল। মস্ত শরীরটা নড়েছে তা হলে! 'তাড়াতাড়ি!' চেঁচাল বেনন, 'এই রে, কর্ক খুলে বুঝি বেরিয়ে এল!'

দানব দৌড়ে আসায় কাঠের মেঝে ক্যাঁচকোঁচ শব্দে প্রতিবাদ জানাল। তাড়াহুড়ো করে তালা খুলে ঘরে ঢুকল ডবসন। ধোঁয়া ভর্তি বিয়ারের বোতল তার শঙ্কায় বিস্ফারিত চোখের সামনে তুলে ধরল বেনন। নাড়া পড়ায় বোতলের গলার কাছে পাক খাচ্ছে ধোঁয়া।

'জিন!' এক পা পিছাল ডবসন। 'তুমি জানো এটা শয়তান জিন?'

'খয়েরী বোতলেরগুলো সবসময় শয়তান হয়।' জিন বিশেষজ্ঞ বেননের চেহারা সাঙ্ঘাতিক গম্ভীর। 'তাড়াতাড়ি অস্ত্রটা দাও,' হাত বাড়িয়ে দিল সে। 'বোতল থেকে বেরিয়ে একবার বড় হলে আর কিন্তু ঠেকাতে পারব না!'

মোহগ্রস্ত মানুষের মত ওর হাতে সিক্সগান দিল ডবসন। আতঙ্কভরা বড়বড়

চোখে বোতলটা দেখছে। বেরুনোর জন্যে কীরকম মোচড় মারছে জিন!

'ডবসন, পিছিয়ে যাও,' নির্দেশ দিল বেনন। 'জিন আঁচড়ে-কামড়ে দিতে পারে।'

নাট-বল্টু আকৃতির হলেও ডবসনের খুলির গভীরে কোথাও মগজ একটা আছে। হয়তো বুদ্ধি বেশি নেই, ভাবনা-চিন্তাও করতে চায় না, তবে নির্ঘাত নিজস্ব স্বকীয় পথে সত্যি-মিথ্যা অনুধাবন করে ওটা। হঠাৎ আতঙ্কের বদলে সন্দেহ ঘনাল ডবসনের চোখে। বোতলের দিকে আঙুল তুলল সে। 'ওটা ধোঁয়া! তুমি আমাকে বোকা বানাতে চাইছ। আমি বুঝেছি, বোকা বানাতে চাইছ আমাকে!'

দু'হাত প্রসারিত করে বেননের দিকে এগোল দানব। আর কোনও উপায় না দেখে তার মাথায় সিক্সগান নামিয়ে আনল বেনন। হাতে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি অনুভব করে ভাবল নলটা বেঁকেই গেছে। দু'চোখের মণি উল্টে গেল ডবসনের। হাঁটু ভেঙে হুড়মুড় করে মেঝেতে পড়ে গেল। অজ্ঞান।

ধুকপুক ধুকপুক চলছে জিন্দা-লাশের হৃৎপিণ্ড, বুকে হাত রেখে নিশ্চিন্ত হলো বেনন। অচেতন ডবসনকে টেনে নিয়ে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসিয়ে দিল সে। হাত দুটো তুলে কোলের ওপর রাখল। টীচারের ডেস্কে পাওয়া পুরানো একটা বিচ্ছিরি ক্যাপ পরিয়ে দিল নেড়া মাথায়। তারপর সন্তুষ্ট চেহারায় একবার আরব্য রজনীর নিষ্ঠাবান পাঠককে দেখে নিয়ে দরজায় তালা দিয়ে বেরিয়ে এল বেনন।

হিচরেইলে মাত্র দুটো ঘোড়া আছে। ভালটা বেছে নিয়ে চড়ে বসল সে। বেল্টে ডবসনের অস্ত্রটা গুঁজে ল্যাটিগোর দিকে ঘোড়া দাবড়াল। ওয়্যাগন রোড ধরে এগোচ্ছে সে।

এখন প্রায় মধ্য রাত, আন্দাজ করল বেনন। সময় আর দূরত্ব সম্বন্ধে ওর ধারণা যদি ভুল না হয়ে থাকে ব্যাগলেকে নিয়ে শহরের কাছে পৌঁছে গেছে ফেণ্ট করডি। মাঝপথে আছে এখন করডির সঙ্গীরা। ব্যাগলের জন্যে দুশ্চিন্তা হলো ওর। ইচ্ছে থাকলেও ঘোড়ার গতি বাড়াতে সাহস পেল না। অজস্র গর্ত আর খানা-খন্দ আছে রাস্তাটায়। বৃষ্টির পানিতে সব ডুবে গেছে। একটু ঝুঁকিও ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে। বেনন মনে মনে প্রার্থনা করল যাতে চাঁদের আলো বাড়ে। জবাবেই হয়তো আরেকটু নিষ্প্রভ হলো ঘোলাটে চাঁদটা। ঘুরে ঘুরে এঁকেবেঁকে বেসিনের দিকে পথটা নেমেছে। পানি জমে থাকায় ফাঁকা সমতল জমিতে রুপোলী ফিতের মত লাগছে। কখনও কখনও ট্রেইল ঝোপঝাড় আর বড় গাছের পাশ ঘেঁষে গেছে, সামনে কী আছে দেখা যায় না।

ঘোড়া আর অস্ত্র হাতে এসেছে, এখন প্রথম কাজ করডির কবল থেকে ব্যাগলেকে মুক্ত করা, সিদ্ধান্ত নিল বেনন। কীভাবে কী করবে এখনও জানে না, বুঝে উঠতে পারেনি, তবে ল্যাটিগোতে পৌঁছতে পারলে উপায় একটা হবেই।

ট্রেইল ধরে একঝাড় গাছের ভেতর দিয়ে এগোল ও। দু'এক চিলতে চাঁদের

আলো আসছে পাতার ফাঁকফোকর দিয়ে। আরেকটু হলেই ঘোড়াসহ মুখ থুবড়ে পড়ত বেনন। দুই ঘোড়ায় টানা একটা নতুন সারে পুরোটা রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। কাদায় আটকা পড়েছে। একটা লোক কাদা থেকে চাকা ওঠাতে ব্যস্ত। রাস্তার ধারে, শুকনোয় দাঁড়িয়ে কোমরে হাত দিয়ে দেখছে অন্য লোকটা। চারধারে পাথরের টুকরো ফেলে পেছনের চাকায় গাছের মোটা একটা ডাল দিয়ে চাড় দিচ্ছে মুশকো লোকটা। পরিশ্রমে ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ছে।

এক পলকে রাস্তার ধারে দাঁড়ানো দর্শককে চিনে ফেলল বেনন। আজকে ওদের সঙ্গে ট্রেনে ছিল লোকটা। খুব দামী একটা সুট পরেছিল। কিন্তু এব্যাপারে ভাবার সময় পেল না, অদ্ভুত একটা দৃশ্য বেননের মনোযোগ কেড়ে নিল। সারের পেছনের সীটে মুখে কাপড় গুঁজে দু'জনকে হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছে, দেখল সে। এরাও ওর পরিচিত।

একজন হচ্ছে ট্রেনের সেই সুন্দরী যুবতী। অন্যজনকে মেয়েটার মা মনে করেছিল, কিন্তু এখন আর নেকাব-টুপিতে চাঁদ মুখ ঢেকে নেই। বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে গেল বেননের চোখ। বিধবার পোশাক পরে আছে আসলে গাঁট্টাগোট্টা এক বয়স্ক লোক। গালে তার ঘন চাপদাড়ি। ঠোঁটের ওপরে পুরুষ্টু গোঁফ!

আবছা আলোতেও মেয়েটার চোখের মিনতি দৃষ্টি এড়াল না হতচকিত বেননের। 'এসব কী হচ্ছে এখানে!' ধমকে উঠল সে। লাফ দিয়ে অস্ত্র হাতে ঘোড়া থেকে নামল।

ওকে দেখেই কাদায় দাঁড়ানো লোকটা লাঠি ফেলে হোলস্টারের দিকে হাত বাড়াল। তার দিকে সিক্সগান তাক করে দ্রুত কয়েক পা এগোল বেনন। বিরাট ভুল করে ফেলল। অজান্তেই চলে এসেছে সে ব্রুস হোয়াইটম্যানের নাগালের মধ্যে। চোখের কোণে অস্ত্রের নলে চাঁদের আলোর ঝিলিক দেখল বেনন। লাফ দিয়ে সরে যেতে চাইল; কিন্তু পারল না। পাশ থেকে ওর মাথায় আঘাত করল ব্রুস হোয়াইটম্যানের পিস্তল। একসঙ্গে কোটি কোটি নক্ষত্র জ্বলে উঠল ওর চোখের সামনে। তারপর চারপাশ অন্ধকার হয়ে গেল। জ্ঞান হারিয়ে কাদা-পানিতে মুখ থুবড়ে পড়ল বেনন।

আট

জ্ঞান ফেরার পর মরে গেছে কি না ভাবল বেনন। সিদ্ধান্তে এল এতদিন ধর্মযাজকদের মুখে যা শুনেছে সব মিথ্যে। পাপী মানুষকে মৃত্যুর পর দাউ দাউ আগুনের কুণ্ডে ফেলে দেয়ার কথা, কিন্তু নিজেকে ভেজা ভেজা লাগছে ওর। শীত

করছে। যাজকদের ওপর বিশ্বাস আরও কমে গেল। কে একজন ওর মুখে ভেজা, ঠাণ্ডা ব্যাণ্ডানা বুলিয়ে দিচ্ছে। সিউদের যুদ্ধ দামামার মত শব্দ হচ্ছে ওর দু'কানে, মাথায় ভীষণ ব্যথা, তবুও ভাবতে চেষ্টা করল বেনন। খানিক পরে ওর মনে হলো এইবার ঠিক ঠিক ধরতে পেরেছে শুশ্রূষা পাবার কারণটা। গর্ভর্নরের পার্ডন লেটার!! ওই পার্ডন লেটার পড়েই ওকে ক্ষমা করে দিয়েছে বুড়ো সেইন্ট পিটার! তারমানে অজান্তেই মুক্তোখচিত ফটক পেরিয়ে বেহেশ্তে ঢুকে পড়েছে ও!

চোখ খুলে বেনন দেখল একটা লোক ওর মাথা কোলে নিয়ে বসে আছে। মুহূর্তেই ও বুঝে ফেলল মরেনি এখনও। বইতে পরীদের ছবি দেখেছে বেনন, তাদের চেহারা হিরাম ব্যাগলের মত এত বদখত ছিল না। ব্যাগলের পাশে ঝুঁকে দাঁড়ানো ম্যাকমিলানকেও চিনতে পারল সে। ব্যাগলের সামনে আরেকটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। বুকে তার শেরিফের চকচকে টিনের তারা। কিন্তু বেননের মনে হলো মানুষ না, আসলে কাদার ভেতর সরু একটা খুঁটি পোঁতা রয়েছে।

'জ্ঞান ফিরেছে,' খুশি খুশি গলায় বলল ব্যাগলে। 'এখন কেমন লাগছে, বুড়ো খোকা?'

'ভাল।' উঠে বসল বেনন। ডবসনের অস্ত্রটা কুড়িয়ে নিয়ে বেল্টে গুঁজল। সারেটা নেই, তবে কাদায় চাকার গভীর দাগ আছে। স্মৃতি ফিরে এলো ওর। 'ঘোড়াটা পেয়েছ?' জানতে চাইল সে।

'হ্যাঁ, কাছেই চরছিল।'

'তুমি হঠাৎ এখানে এলে কী করে, করডি কোথায়?'

'করডি আমাকে ঘোড়া আনতে পাঠাল। পোস্ট অফিসে না গিয়ে ট্রেনে যে মেয়েটাকে তুমি বো করে ঘোড়া গছিয়েছিলে তার খোঁজে হোটেলে গেলাম। গিয়ে দেখি তাদের ঘর লণ্ডভণ্ড। মা-মেয়েকে কারা যেন ধরে নিয়ে গেছে। সেখানেই ম্যাকমিলান আর শেরিফের সঙ্গে দেখা হলো। তারপর সূত্র খুঁজে না পেয়ে শেরিফ ভাবল ওয়্যাগন রোডে ট্র্যাক পাওয়া যায় কি না একবার দেখবে। খুব সূত্রবাজ মানুষ এই শেরিফ! যাই হোক, তারপর এখানে এসে তোমাকে পেলাম। ব্যাপার কী, বলো তো, রকি, কাদায় শুয়ে ঘুমাচ্ছিলে কী ভেবে?'

'এর কথাই বলছিলে?' ব্যাগলের বাহুতে টোকা দিল ডিকেন্স। 'এই লোকই তোমার সঙ্গী?'

ক্ষমা প্রার্থনার দৃষ্টিতে বেননের দিকে চাইল ব্যাগলে। 'মিস জোন্সের কিডন্যাপারকে ধরতে শেরিফ খুবই ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। তার ধারণা হয়েছিল আমিই সেই দুষ্কৃতীকারী। বাধ্য হয়েই বলতে হয়েছে আমরা এখানে রিচার্ড হাডসনের একটা কাজ করে দিতে এসেছি। শুনে শেরিফের গরম মগজটা একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।' বেনন দাঁড়ানোর পরে সে বলল, 'হ্যাণ্ডশেক করো রকি, এ হচ্ছে শেরিফ স্লিম ডিকেন্স।'

'তুমিই তা হলে রক বেনন!' চোখ সরু করে ওকে ভালমত দেখল স্লিম। 'কোথায়, রিয়োয়ার্ড পোস্টারের ছবির সঙ্গে কোনও মিল তো নেই চেহারায়!'

'অসংখ্য ধন্যবাদ,' হ্যাণ্ডশেক করতে হাত বাড়িয়ে দিল বেনন। শেরিফের হাতটা ঝাঁকিয়ে ছেড়ে দিয়ে বলল, 'আমি বোধহয় তোমার তদন্তে সাহায্য করতে পারব। এখানে সারে চালায় কে? আজকের ট্রেনেই লোকটা ল্যাটিগো এসেছে।'

'কেন, ব্রুস হোয়াইটম্যান।' জবাব দেয়ার আগে এক সেকেণ্ডও ভাবতে হলো না ডিকেন্সের। 'পাহাড়ের কাঁধে বিরাট একটা বাড়ি বানিয়েছে। নিজেই জায়গাটার নাম দিয়েছে ঈগল্স্ আইরী। খুব প্রভাবশালী লোক।'

'এই হোয়াইটম্যানই জোন্স লেডিদের কিডন্যাপ করেছে।' শেরিফের চোখে স্পষ্ট অবিশ্বাস দেখল বেনন। 'আমি নিজের চোখে দেখেছি। বিশ্বাস না হলে চলো ঈগল্স্ আইরীতে গেলেই দেখতে পাবে।'

'এসব কী বলছ! হোয়াইটম্যান ল্যাটিগোর সেরা বড়লোক, টাকার কোনও অভাব নেই, সে কেন কিডন্যাপ করতে যাবে!'

'অতসব বুঝি না, কিডন্যাপ করেছে–ব্যস! আমার মাথায় বাড়িও সে-ই দিয়েছে।'

'কী দিয়ে?'

'পিস্তল!'

'এখানে সময় নষ্ট হচ্ছে।' অধৈর্য হয়ে শেরিফের মুখোমুখি হলো ম্যাকমিলান। যুবতীর চিন্তায় তার মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড় হয়েছে। বলল, 'দেরি না করে ঈগল্স্ আইরীতে চলো। বেনন নিশ্চয়ই ভুল দেখেনি। সত্যি যদি মিস জোন্সকে বন্দী করে থাকে, লোকটাকে ছিঁড়ে ফেলব আমি।'

অ্যাকমে ডিটেকটিঙের জ্ঞান মনে পড়তেই হঠাৎ তৎপর হয়ে উঠল শেরিফ। 'অনেকদিন থেকে ভাবছিলাম ওকে চোখে চোখে রাখা দরকার। যতই ভদ্রলোক সাজুক সবাইকে বোকা বানাতে পারলেও স্লিম ডিকেন্সকে পারেনি।' বুকে টোকা দিল সে। 'তোমাদেরকে ডেপুটি করলাম আমি। চলো, দেখি কী হচ্ছে ওখানে।'

ঘোড়াগুলো কাছেই চরছে। তাড়াহুড়ো করে রওনা হলো ওরা। আকাশ ফিকে হয়ে আসতে দেখে বেনন বুঝল ভোর হতে আর দেরি নেই। অন্তত তিন-চার ঘণ্টা অজ্ঞান ছিল। ব্যাগলের দিকে ঘাড় ফেরাল সে। 'ফেরার পথে করডি আর তার দলবলের সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

'হ্যাঁ...না! করডি বোধহয় এখনও শহরেই আছে। এদিকে আসার পথে ঝড়ের বেগে একদল লোক আমাদের পাশ কাটিয়েছে। মনে হলো যেন করডির সঙ্গীরা। থামেনি ওরা, আমাদেরকে শহর থেকে ফেরা কাউহ্যাণ্ড ভেবেছে মনে হয়। আচ্ছা, তুমি স্কুলহাউজ থেকে ছুটলে কী করে?'

খুলে বলল বেনন। আর দু'জনের চেয়ে একটু পেছনে যাচ্ছে ওরা পাশাপাশি

ঘোড়ায়। 'ডেপুটি শেরিফ রক বেনন!' ঠাট্টার সুরে বলল ব্যাগলে। হাসছে। 'জীবনে আর কিছুই দেখা বাদ রইল না।' চুপ করে গেল ও। মিনিটখানেক পর একটা কথা মনে হতেই বলল, 'ঘোড়াটা ওই মেয়ের কাছে বলেই যাচ্ছ, নাকি ব্যক্তিগত কোনও কারণে যেতে হচ্ছে?'

'ব্যক্তিগত কারণে। শেরিফকে সবটা বলিনি। মিসেস জোন্সের গোঁফ কাঠবিড়ালীর লেজের চেয়েও মোটা, এবার বলো কী বুঝলে!'

'তারমানে মহিলা আসলে পুরুষ?' ডিপোয় টেলিগ্রাফার ছোকরাকে কী বলেছিল মনে করে দাঁত দিয়ে জিভ কাটল ব্যাগলে।

'হ্যাঁ, পুরুষ। আমি আগেও তাকে দেখেছি কোথাও, চেহারাটা খুব চেনা চেনা।'

ওরা যখন স্কুলহাউজ পাশ কাটাচ্ছে, পুবদিকে ভোরের আভাস তখন দেখা দিল। হিচরেইলে মাত্র একটা ঘোড়া দেখে দু'জন দু'জনের দিকে চাইল বেনন আর ব্যাগলে। ওরা জানে শহরে ব্যাগলেকে না পেয়ে পাগলা কুকুরের মত অবস্থা হবে করডির। হয়রান হয়ে ফিরে আসবে বেননের বারোটা বাজাতে। স্কুলহাউজটা পেছনে পড়ে যাওয়ায় স্বস্তির শ্বাস ফেলল বেনন। ট্রেইলটা ওপরে উঠে পাহাড়ের দিকে বাঁক নেয়ায় আর দেখা যাবে না ওদের, শহরের পথ চোখের আড়ালে পড়ে গেছে।

স্যাডলে বসে ঝিমাতে লাগল বেনন। ওর মনে পড়ে না শেষ কবে শান্তিতে রাতে ঘুমিয়েছে। স্লিম ডিকেন্স যখন ট্রেইল থেকে সরে গেল অবাকই হলো সে। তারপর জোর করে চোখ খুলে দেখল পৌঁছে গেছে গন্তব্যে। সামনে একসার গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে হোয়াইটম্যানের বাড়ি। দিনের আলোয় এখন আর ভূতুড়ে মনে হচ্ছে না।

ঘোড়া থামাল ডিকেন্স।

'আমি আর বেনন যাব,' বলল সে। 'তোমরা এখানেই লুকিয়ে থাকবে। আমরা যদি আধঘণ্টার মধ্যে না ফিরি শহরে গিয়ে পাসি নিয়ে আসবে।'

ম্যাকমিলানের ইচ্ছা অস্ত্র হাতে শত্রুর দুর্গ যারা তছনছ করে, নায়িকাকে বের করে আনে, তাদের একজন হওয়া, কিন্তু পিমের কথায় যুক্তি আছে বলে প্রতিবাদ করতে পারল না সে। তবে বেননের অভিজ্ঞ মতামত পাবার আশায় চাইল। বেনন বলল, 'শেরিফের বুদ্ধিটা ভাল। খুঁটির জোর না থাকলে মাকড়সার জালে পা দেয়া ঠিক না।'

'তা হলে শুধু ব্যাগলে থাকুক,' বলল ম্যাকমিলান।

আপত্তি করল না কেউ।

গাছের আড়ালে ব্যাগলেকে রেখে শেরিফকে নিয়ে এগোল বেনন আর ম্যাকমিলান। গাছের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। হোয়াইটম্যানের দোতলা বাড়িটা

যথেষ্ট বড়। কাঠের তৈরি ধূসর-সবুজেটে রঙের বলে গাছপালার সঙ্গে মিশে আছে। দু'ধারে ছোট ছোট আরও কয়েকটা ঘর। বার্ন আর করালও আছে একধারে। কাল রাতের মত আজকেও পরিবেশটা বেননের ভাল লাগল না। কিন্তু ঘোড়া থেকে নেমে শেরিফ যখন পাঁচ ধাপ সিঁড়ি বেয়ে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল, পাশেই থাকল সে। একটুও শব্দ নেই, থমথম করছে চারপাশ। একটা পাখিও ডাকছে না। দিনের সবে শুরু, এখনও ঘুম থেকে ওঠেনি রানশের কেউ। লোহার নকার দরজায় ঠুকল ডিকেন্স। প্রচণ্ড শব্দ। কাঁপা কাঁপা প্রতিধ্বনি ফিরে এল বাড়ির ভেতর থেকে।

পরপর কয়েকবার দরজায় নকার ঠোকায় খুলল দরজাটা। ঘুমে জড়ানো চোখে ওদের দেখল গিলিয়ান পেনরোজ। পুরোদস্তুর বাইরে যাবার পোশাক পরে আছে লোকটা। দেখেই তাকে চিনল বেনন, এই ব্যাটাই কাদা থেকে সারে তুলতে জানপ্রাণ দিয়ে খাটছিল গত রাতে।

'হোয়াইটম্যান আছে, গিলিয়ান?' জানতে চাইল শেরিফ ডিকেন্স।

'আছে বোধহয়। এসো।' ফোরম্যান দরজা ছেড়ে দাঁড়াল।

অন্ধকার গুহার মত একটা হলওয়েতে ওদের অপেক্ষা করতে বলে পেনরোজ লোকটা চলে গেল। পাঁচ মিনিট পর ফিরে এসে হাতের ইশারায় পথ দেখাল। ছাদ-উঁচু বড় একটা ঘরে নিয়ে আসা হলো ওদের। গদি মোড়া চেয়ারে বসে আছে হোয়াইটম্যান। এখনও তার পরনে কমপ্লিট সুট। টেবিলে রাখা অ্যাশট্রেতে সিগারেটের ছাই ঝেড়ে আয়েশী ভঙ্গিতে ওদের দেখল সে। 'গুড মর্নিঙ শেরিফ! এত সকালে এখানে?'

জবাবে হাত ঝাঁকি খেলো শেরিফের। সিক্সগান তাক করল সে ব্রুস হোয়াইটম্যানের বুকে। ব্যাপারটা এতই আচমকা ঘটল যে দরজায় দাঁড়ানো গিলিয়ান অস্ত্রের দিকে হাত বাড়াতেও ভুলে গেল। তাকে চোখে চোখে রাখল বেনন। 'তোমাকে গ্রেফতার করা হচ্ছে, ব্রুস,' বলল শেরিফ। 'আশা করি বাধা না দিয়ে সহযোগিতা করবে তুমি।'

'মাথার ঠিক আছে তো, কী বলছ এসব তুমি?'

'ঠিকই বলছি! তোমার বিরুদ্ধে কিডন্যাপিঙের চার্জ আছে। জানা গেছে জনৈকা মিস জোন্সকে তুমি তার মা সহ হোটেল ইমপেরিয়াল ফোর্ট থেকে উঠিয়ে এনেছ। এক্ষুণি ওদের হদিশ জানাও!'

হতভম্ব চেহারায় ধীরে ধীরে হাসি ফুটল ব্রুস হোয়াইটম্যানের। ফোরম্যানের দিকে চাইল সে। 'গিলিয়ান, যাও তো দেখো গিয়ে মিস জোন্সের ঘুম ভেঙেছে নাকি। জেগে গিয়ে থাকলে একটু আসতে বলো।'

দরজা ভিড়িয়ে চলে গেল পেনরোজ। ব্যাপারটা বেননের পছন্দ হলো না। কখন কোন্‌দিক থেকে লোকটা আবার উদয় হয় কে জানে। তবুও ভরসার কথা

যে ব্যাগলে বাইরে আছে।

মিনিট দুয়েক পরে হাঁ হয়ে গেল বেননের মুখ। ঘরে ঢুকেছে গিলিয়ান পেনরোজ। ঠিক তার পেছনেই দাঁড়িয়ে আছে মিস জোন্স। চেহারার ফোলা ফোলা ভাব, বোঝা যায় মাত্র ঘুম থেকে উঠেছে। একটা রোব জড়িয়ে রেখেছে নাইটগাউনের ওপর। ভারি মিষ্টি দেখাচ্ছে। চোখে হঠাৎ বিস্ময় দেখে বেনন বুঝতে পারল মেয়েটা ওকে চিনেছে। হোয়াইটম্যান বলল, 'এসো, মিরা, এসো। এই লোকগুলো আমাকে ভুল বুঝে এসেছে। ওদের সন্দেহ আমি ভয়ানক এক অপরাধী। ওদের একটু বুঝিয়ে বলো তুমি আর তোমার মা আমার অতিথি।'

'অতিথি!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল ডিকেন্স।

'হ্যাঁ, অতিথি,' শান্ত স্বরে বলল র‍্যানশার। 'ভদ্রতা বলেও একটা কথা আছে। একই ট্রেনে এসেছি আমরা। স্টেশন থেকে বেরিয়ে মনে পড়ল ফক্সের পাল্লায় পড়ে সামান্য ভদ্রতাটুকুও দেখানো হয়নি। সঙ্গে সঙ্গে হোটেলে গিয়ে আমার আতিথেয়তা গ্রহণ করতে বললাম। রাজি হলো মিস জোন্সের মা। এতে আমার অপরাধটা কোথায়?'

'তা হলে হোটেলে ওদের ঘর তছনছ করেছে কে?'

'তার আমি কী জানি! ওদের নিতে যখন গেলাম হোটেল ক্লার্ক ডেস্কে ছিল না। বেরুনোর সময়ও ওকে দেখিনি। নিশ্চয়ই আমরা হোটেল ছাড়ার পর ঘরে ঢুকেছিল কেউ!'

মিস জোন্সের দিকে চাইল বেনন। 'তোমাকে এখানে জোর করে বেঁধে আনা হয়নি?' জানতে চাইল সে।

চুপ করে থাকল মিস জোন্স। হোয়াইটম্যান বলল, 'তুমি কালকের ট্রেনে ছিলে, চিনতে পেরেছি! তুমি রক বেনন! রাতেও তোমাকে দেখেছি। আমার ফোরম্যান যখন কাদায় আটকা পড়া সারে তুলতে ব্যস্ত, অস্ত্র বাগিয়ে হামলা করেছিলে তুমি।'

'তুমিই আগে আমার মাথায় পিস্তল দিয়ে বাড়ি দিয়েছ।'

'আমি তোমাকে ডাকাত মনে করেছিলাম।'

'তারমানে তুমি স্বীকার করছ কালকে রাতে আমাকে তুমি দেখেছ?'

'নিশ্চয়ই! তবে জোন্সদের বেঁধে আনার কেচ্ছা বোধহয় তুমি স্বপ্নে দেখে শেরিফের কাছে গল্প ফেঁদেছ। ওরা স্বেচ্ছায় খুশি মনে আমার অতিথি হয়েছে।'

'মিস জোন্স এই তদন্তের সুরাহা করতে পারবে,' এতক্ষণে মন্তব্য করল স্লিম ডিকেন্স। ম্যাকমিলান চকচকে চোখে যুবতীর দিকে চাইল। একবার শুধু ও বলুক জোর খাটানো হয়েছে, জোন্সদের চোদ্দগুষ্টির সবক'জন শত্রুকে খতম করে ছাড়বে সে।

'তদন্তের কী আছে, শেরিফ,' শান্ত স্বরে বলল মিরা। 'আমরা মিস্টার

হোয়াইটম্যানের অতিথি এই জন্যে যদি তাকে সন্দেহ করা হয়, তা হলে বলতেই হয় ব্যাপারটা খুব দুঃখজনক! কে আমাদের ঘরে ঢুকেছিল তা আমি জানি না, তবে আমি চাই তার বিচার হোক।'

মুচকি হাসল বেনন। 'তোমার মাকে একটু আসতে বলবে, মিস? উনি হয়তো অন্য কথা বলবেন!'

'মা ঘুমাচ্ছে,' ফ্যাকাসে মুখে বলল মিরা, 'ডাকলে ভীষণ রাগ করবে। আমি ডাকতে পারব না। অনর্থক বিরক্ত কোরো না, তোমরা এখন দয়া করে যাও।'

'ট্রেনে তোমাকে আমি একটা চিনেমাটির ঘোড়া দিয়েছিলাম।'

'এই যে,' রোবের পকেট থেকে ঘোড়াটা বের করে বেননের হাতে দিল মিরা। 'এবার আমাদের শান্তিতে থাকতে দাও।'

'কোথাও একটা ভুল হয়ে গেছে,' বিড়বিড় করল ডিকেন্স। হোয়াইটম্যানের দিকে চেয়ে বলল, 'তা হলে এবার আসি। বিরক্ত করায় আমরা খুবই দুঃখিত। রাগ পুষে রেখো না, ভোটটা আমাকেই দিয়ো।'

একবারও পেছনে না চেয়ে হতবুদ্ধি বেননের হাত ধরে টানতে টানতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো সে। মাথা নিচু করে পাশে হাঁটছে ম্যাকমিলান।

নয়

নিজের ওপর সন্দেহ হলো বেননের। বারবার মাথায় আঘাত পেয়ে মগজটা বিগড়ে যায়নি তো ওর! ভীষণ চিন্তায় পড়ে মাথা চুলকাল বেনন। তা হলে কী উন্মাদ হয়ে যাচ্ছে, জেগে থেকে দুঃস্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে ও? মেয়েটা যেভাবে বলল বিশ্বাস না করে উপায় কী! কোনও মানুষ পারে এত নির্বিকার ভাবে মিথ্যে বলতে?

ফিরতি পথ ধরল ওরা। এবারও আগে যাচ্ছে শেরিফ আর হতাশ ম্যাকমিলান। পেছনে সরু ট্রেইল পুরোটা জুড়ে ছুটছে বেনন আর ব্যাগলে। স্কুলহাউজ পেরুনোর সময় ওরা দেখল সেই একটা ঘোড়াও এখন আর হিচরেইলে নেই। স্কুল বোধহয় বন্ধ, বাচ্চাদের কোলাহল কানে আসছে না। আজকে ছুটির দিন কি না চেঁচিয়ে শেরিফের কাছে জানতে চাইল বেনন।

'হ্যাঁ।' পাল্টা চেঁচাল শেরিফ। 'বাচ্চারা সবাই শহরে। মেলার স্টল সাজাচ্ছে।'

ভাবার মত একটা ব্যাপার! ছুটি পেলে, স্কুল বন্ধ থাকলে বাচ্চারা এখনও খুশি হয়, বইয়ের কাছ ঘেঁষে না। পুবদিকে এখনও সূর্য ওঠে, পশ্চিমে অস্ত যায়। শীতের পরে আসে বসন্ত। সবই ঠিক আছে, ওর মাথা ছাড়া আর কিছুই দেখা

যাচ্ছে বিগড়ায়নি—মন কিছুটা ভাল লাগল বেননের।

সমতল জমিতে পৌঁছে ব্যাগলের দিকে চাইল সে। 'মিস জোন্সের ব্যাপারটা কী মনে হলো তোমার?'

'হাত-পা বাঁধা ছিল ঠিক ঠিক দেখেছ তো?'

'ভুল দেখে থাকলে আমার পেছন দিকে পাগলা ঘোড়া লাথি মারুক।'

গোঁফের প্রান্তে মোচড় দিয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করল ব্যাগলে। 'প্রথমে ভেবেছিলাম ঘোড়াটার জন্যেই ওদের কেউ অপহরণ করেছে,' খানিক পরে বলল সে। 'এখন মাথাটা গুলিয়ে গেছে। ওই ঘোড়াটা হোয়াইটম্যান যদি চাইত, মিস জোন্সের কাছ থেকে কেড়ে নিত, ওটা তোমাকে ফেরত দিতে দিত না। ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না।'

'ঘোড়াটার দাম কত সেটা হোয়াইটম্যান জানে না।'

'না জানুক। এটুকু জানে যে পুঁচকে ওই ঘোড়ার জন্যে ট্রেনে ডাকাত পড়েছিল।'

চুপ হয়ে গেল বেনন। জাহান্নামে যাক হোয়াইটম্যান, ঘোড়া এখন ওর পকেটে এটাই যথেষ্ট। পরবর্তী কাজটা খুবই সোজা, রানশারকে খুঁজে বের করতে হবে। রাস্তা দু'ভাগ হয়ে দু'দিকে চলে যাওয়ায় ডিকেন্সের পাশে চলে এল সে।

'আমি নরম্যান ফক্সকে খুঁজছি। ওকে কোথায় পাওয়া যাবে এখন?'

'ফক্স? সকাল বেলায় রানশেই থাকে।' পশ্চিম দিকে কাঠির মত হাতটা ওঠাল শেরিফ, 'রানশটা ওদিকে।'

'আমিও জরুরী কাজে তাকে খুঁজছি।' ঈগল্‌স্ আইরী থেকে বেরিয়ে এই প্রথম মুখ খুলল ম্যাকেনলি। 'একসঙ্গে গেলে আপত্তি আছে?'

'না, আপত্তি কীসের!'

শেরিফকে বিদায় জানাল ওরা। ল্যাটিগোর ট্রেইল থেকে সরে মাঠের ওপর দিয়ে ঘোড়া ছোটাল। সূর্য মাঝ আকাশে উঠতে এখনও ঘণ্টা দুয়েক। দিনের আলোয় ভালমত চারপাশ দেখল বেনন। উর্বর জমি। বড় বড় ঘাসে ছাওয়া। ডায়েট করে পেট কমাতে না চাইলে খুব সুখেই থাকবে যে কোনও গরু। অনেক টিলাটক্কর আছে যেগুলোর আড়ালে তুষার ঝড়ের সময় আশ্রয় নেয়া যাবে। কোনও সন্দেহ নেই মরলে পরে ভাল গরু এমন কোনও স্বর্গেই যেতে চায়।

তৃতীয়বারের মত বেল্ট টাইট দিল বেনন। মানুষ ঘাস খেয়ে বাঁচতে পারে কি না যখন ভাবছে তখনই নরম্যান ফক্সের রানশহাউজ চোখে পড়ল ওর। অনেকগুলো বিল্ডিঙ। রানশহাউজ, বাংকহাউজ, কিচেন। বার্ন আর করাল পাশাপাশি। সবকিছুতে যত্নের ছাপ।

রানশইয়ার্ডের গেটের সামনে ঘোড়া থেকে নামল ওরা। ভেতরে ঢুকল। রানশহাউজের দরজায় টোকা দেয়ার একমিনিট পর খুলল দরজাটা। বেননকে

সতর্ক চোখে দেখল রানশার। 'রক বেনন, তাই না?' হাত বাড়িয়ে বলল সে, 'পোস্টারের ছবির সঙ্গে তোমার চেহারা মেলে না।' বেননের পেছনে দাঁড়ানো ম্যাকমিলান আর ব্যাগলের ওপর চোখ পড়ল তার। দরজা থেকে সরে বলল, 'ভেতরে এসো তোমরা। নাস্তা টেবিলে। অনেক দূর থেকে এসেছ, খিদে লেগেছে নিশ্চয়ই।'

দৌড়ে যেতে ইচ্ছে করলেও হেঁটেই টেবিলে গিয়ে বসল বেনন। ভদ্রতা দেখিয়ে সবার শেষে প্লেটে খাবার তুলল। কিন্তু তারপর ভদ্রতার সুইচ অফ করে দিল। গোগ্রাসে খাওয়া শেষ করে আয়েসী ভঙ্গিতে একটা সিগার ধরাল সে, ছাদের দিকে একমুখ ধোঁয়া ছুঁড়ে রানশারের দিকে চাইল।

'আমাকে রিচার্ড হাডসন পাঠিয়েছে,' বলল সে। 'এক সপ্তাহের মধ্যে সে না এলে তোমাকে একটা জিনিস দিয়ে চলে যাওয়ার কথা।'

'টাকাগুলোর কোনও হদিস পেয়েছে?'

'এখনও পায়নি, তবে পাবে।'

খাওয়া শেষে প্লেট সরিয়ে রাখল ম্যাকেনলি। 'আমি ম্যাকমিলান রেলরোডের এজেন্ট, মিস্টার ফক্স।' পরিচয় দিল সে। 'রেলরোড ল্যাটিগোয় লাইন বাড়াচ্ছে। অফিস থেকে আমাকে বলা হয়েছে কোনও সমস্যা হলে তুমি সাহায্য করতে পারবে।'

'গোপনীয় কিছু হলে আমরা বরং যাই,' অ্যাপল পাই থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল ব্যাগলে।

'গোপনীয় না,' তাকে আশ্বস্ত করে হাসল ম্যাকমিলান। 'সবাই জানে উত্তরে মেইন লাইনের সঙ্গে আরেকটা লাইন জোড়া দেয়া হবে। কিন্তু আসল চমকটা হলো সেই লাইন আমরা ল্যাটিগো বেসিনের ওপর দিয়ে নিতে চাই। রানশাররা রাজি হলে উপযুক্ত দামে কোম্পানী জমি নেবে। তোমার কাছে দুটো ব্যাপারে এসেছি। প্রথম কারণ, কোম্পানী জানে তুমি রানশারদের সঙ্গে লেনদেন করো।'

প্রথমে বিস্ময় তারপরে আশা এবং সবশেষে রাগ ঘনাল রানশারের বিস্ফারিত চোখে। 'ল্যাটিগোর ওপর দিয়ে তা হলে রেললাইন যাবে!' বলল সে, 'এতদিনে আমার প্রশ্নের জবাব খুঁজে পেলাম। এজন্যেই তা হলে রানশারদের মুঠোয় ভরছে হোয়াইটম্যান! বেশি দামে রেল কোম্পানীর কাছে জমি বেচে লাভ তুলে নেবে!'

'কয়েক মাস আগে লোকটা আমাদের ডিভিশন হেডকোয়ার্টারে গিয়েছিল।' হোয়াইটম্যানকে পরিচিত ঠেকছিল, কোথায় দেখেছে হঠাৎ মনে পড়ে গেল ম্যাকমিলানের। 'অফিসে তখন লাইন পাতার ব্যাপারে আলোচনা হচ্ছিল। হোয়াইটম্যান জানে আমরা ল্যাটিগো বেসিনে আসতে চাই।'

অস্থির ভঙ্গিতে পায়চারি শুরু করল নরম্যান ফক্স। চেয়ে থাকল বেনন। বুঝতে ওর অসুবিধে হলো না যে রানশার লোকটার উদ্বেগ সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ। সৎ

একজন মানুষ হঠাৎ বুঝতে পেরেছে কেন তার প্রতিবেশীদের সর্বনাশ ঘটাতে যাচ্ছে ব্রুস হোয়াইটম্যান। পরিস্থিতি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা না থাকলেও বেনন অনুভব করল কী কারণে রিচার্ড হাডসন এই লোকটাকে সাহায্য করতে জানের ঝুঁকি নিয়েছে। চিনেমাটির স্ট্যালিয়ন খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বহন করে। টাকাগুলো উদ্ধার করা না গেলে হোয়াইটম্যানকে ঠেকাতে পারবে না ফক্স, পথে বসবে বেশিরভাগ রানশার। এই প্রতিযোগিতার হারজিত নির্ভর করে টাকার ওপর। ব্রুস হোয়াইটম্যান আর নরম্যান ফক্সের মধ্যে আসলে টাকার লড়াই হবে।

'আরেকটা ব্যাপার তো বলোনি?' হঠাৎ পায়চারি থামিয়ে ম্যাকমিলানের সামনে দাঁড়াল রানশার।

'সপ্তাহখানেকের মধ্যেই শ্রমিকদের জড় করা হবে ল্যাটিগো বেসিনে। ওদের জন্যে মাংস দরকার। কম খরচায় আমরা চাই স্থানীয় রানশারদের কাছ থেকে গরু কিনতে। এক হাজার গরু নগদে কিনব। দু'তিনদিনের মধ্যে রানশারদের পক্ষে জোগাড় করা সম্ভব?'

'খুশিতে নাচবে ওরা!' জ্বলজ্বল করে উঠল রানশারের চোখ। গত বছর খরা হওয়ায় সবারই অর্থনৈতিক অবস্থা সঙ্গীন। অনেকেই ঋণ নিয়েছে হোয়াইটম্যানের কাছ থেকে। ছয় মাসের মধ্যে শোধ দিতে না পারলে চুক্তির শর্ত অনুযায়ী রানশগুলোর মালিকানা চলে যাবে হোয়াইটম্যানের হাতে। সময় শেষ হতে আর মাত্র আট দিন। রেলরোড জমি কেনার প্রস্তাব দেবার আগেই লোকটা বেসিনের চার ভাগের তিন ভাগ জমির মালিক হয়ে যাবে। বাজারে গরুর দাম পড়ে গেছে, তা ছাড়া শিকাগো বা ওমাহায় ওগুলো চালান দিলে লোকসানে বেচতে হবে বলে অনেকেই এবছর রাউণ্ডআপ পর্যন্ত করেনি। ব্যাংকে টাকা নেই বলে রানশারদের কোনও সাহায্য করতে পারেনি নরম্যান। 'আজকেই আমি সবাইকে জানাচ্ছি। দু'দিনের মধ্যে একহাজার গরু পেয়ে যাবে তুমি।' আন্তরিক হাসিতে শিশুর মত সরল হয়ে গেল রানশারের চেহারা। ম্যাকমিলানের কথায় মনে আশা জাগছে, হয়তো পারবে সে অসহায় বোকা রানশারদের হোয়াইটম্যানের থাবা থেকে মুক্ত করতে। এবার হয়তো দরিদ্র লোকগুলোকে রক্ষা করা যাবে!

'তা হলে আমি আসি।' উঠে দাঁড়াল ম্যাকমিলান, হাত বাড়িয়ে বলল, 'আবার দেখা হবে।'

'অবশ্যই দেখা হবে!' তার হাতটা ধরে সজোরে ঝাঁকি দিল রানশার। দেখে মনে হচ্ছে বয়স বছর দশেক কমে গেছে তার। 'গরু বিক্রির টাকা দিয়ে রানশ ছোটাতে পারবে সবাই,' বলল সে। 'তোমরা যখন কিনবে, কিনবে জমির সত্যিকার মালিকদের কাছ থেকে। ওরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বেসিনটা বাসযোগ্য করেছে। পুরস্কারটাও ওদেরই ঘরে যাওয়া উচিত।'

'দেখা হবে।' ব্যাগলে আর বেননের দিকে ফিরে নড করল ম্যাকমিলান। গট

গট করে হেঁটে চলে গেল দরজাটা ভিড়িয়ে দিয়ে।

ম্যাকমিলান যাওয়ার পর নরম্যান ফক্স চাইল ওদের দিকে। ব্যাগলে খাওয়া শেষ করেছে দেখে বলল, 'বাংকহাউজে বিশ্রাম নাও। আমার ক্রুরা বেড়া মেরামত করতে গেছে, আমি যাচ্ছি—ওদের নিয়ে সবাইকে খবরটা দিতে যাব।'

বাংকহাউজে এসে দু'জন দুটো বাংকে গা এলিয়ে দিল ওরা। ব্যাগলে জানতে চাইল, 'এখন আমাদের কাজ কী হবে?'

'হাডসনের হাতে ঘোড়াটা দেয়া।'

'মেয়েটার কথা ভাবছি। ওকে ঈগল্স্ আইরী থেকে বের করে আনা দরকার না? যাবে আরেকবার?'

জবাব দিল না কেউ। ঘুমিয়ে পড়েছে বেনন। ব্যাগলে চোখ বন্ধ করল। একটু পরই বাঘের গর্জনের মত নাক ডাকতে লাগল তার।

সন্ধের বেশ পরে বেননের ঘুম ভাঙল। বাংকহাউজ খালি, ক্রুরা রানশারদের খবর দিয়ে এখনও আসেনি। জুতো পরে ঘুমন্ত ব্যাগলেকে ঠেলা দিল সে। 'ওঠো! ওঠো, বুড়ো ভালুক, সাপারের সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। রাতে না খেয়ে থাকতে চাও নাকি!'

খাবারের কথা কানে যেতেই চোখ মেলল ব্যাগলে। পাঁচমিনিট পর ওরা বেরিয়ে এল বাংকহাউজ থেকে। রানশহাউজের দিকে দশ-বারো পা এগিয়ে চমকে থেমে গেল দু'জনেই।

মাটিতে হাত-পা ছড়িয়ে উপুড় হয়ে পড়ে আছে একজন লোক। জীবিত কী মৃত বোঝার উপায় নেই।

'দেখো তো কে!'

ম্যাচের কাঠি জ্বেলে ঝুঁকে দেখল বেনন। 'রিচার্ড হাডসন!' গম্ভীর হয়ে গেল ওর চেহারা। মার্শালের মুখ রক্তে মাখামাখি। নাকের কাছে হাত নিয়ে দেখল খুব হালকা ভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে। প্রথমটা নিভে যেতে আরেকটা কাঠি জ্বালল বেনন।

'পায়ের দিকটা ধরো, ব্যাগলে! ওকে রানশহাউজে নিতে হবে।'

হঠাৎ চোখ খুলল হাডসন। শূন্য দৃষ্টিতে চাইল। বোঝা যায় ওদের চিনতে পারছে না। 'ডাকোটা…ডাকোটা…' কয়েকবার জড়ানো কণ্ঠে বলল সে জ্ঞান হারাবার আগে।

দশ

হাডসনকে ধরাধরি করে রানশহাউজের বারান্দায় উঠল ওরা। দরজায় লাথি মারল বেনন। মিনিটখানেক পরে দরজা খুলল রানশার। এক পলক ওদের দেখেই সরে দাঁড়াল, বেডরুমে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল ওদের। বিছানায় শুইয়ে দেয়া হলো হাডসনকে। লণ্ঠন জ্বালল নরম্যান, উত্তেজিত ব্যাগলের বর্ণনা শুনতে শুনতে ক্ষত পরীক্ষা করল। খুলির হাড় চেঁছে বেরিয়ে গেছে বুলেট। এছাড়া আর কোনও ক্ষত নেই। হাডসন প্রচুর রক্ত হারিয়েছে। মুখটা ফ্যাকাসে। তবে পাল্‌স্‌ নিয়মিত।

'আমি আর ব্যাগলে ডাক্তার ডাকতে শহরে যাচ্ছি, তুমি পারলে ক্ষতটা পরিষ্কার কোরো।' ব্যাগলেকে নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল বেনন।

বার্ন থেকে সবচেয়ে দ্রুতগামী দুটো ঘোড়া বেছে নিল ওরা। স্যাডল চাপিয়ে ছুটল শহরের দিকে। মাঝপথে একবার থামল জন্তুগুলোকে বিশ্রাম দিতে। ব্যাগলে জিজ্ঞেস করল, 'হাডসনের কথার কোনও মানে বুঝলে? ডাকোটার নাম উচ্চারণ করেছে কেন? ডাকোটা এখন ডীয়ার লজ জেলে, সে নিশ্চয়ই গুলি করেনি!'

'তা হয়তো করেনি,' গম্ভীর হয়ে গেল বেননের চেহারা। 'হাডসন ডাকোটার নাম নেয়ার পর অনেক চিন্তা করেছি। কিছুই বুঝিনি বলতে পারো। তবে একটা কথা ঠিক, ডাকোটা জোন্স এখন জেলে নেই। বিধবার পোশাক পরা যে লোকটাকে ব্রুস হোয়াইটম্যান হাত-পা বেঁধে সারেতে করে নিয়ে গেছে, সে-ই আসলে ডাকোটা জোন্স!'

'জোন্স জেল ভেঙে পালিয়েছে?' ঘোড়া থেকে পড়ে যেতে গিয়ে সামলে নিল ব্যাগলে।

'যাবজ্জীবনের আসামী—দু'গালে চুমু দিয়ে ওকে ছেড়ে তো আর দেয়নি।'

'তোমার ভুলও হতে পারে, হয়তো লোকটা ডাকোটা নয়। চেহারা চিনবে কী করে, তুমি যখন দশ-বারো বছরের ছিলে এক শ' বিশ বছরের জন্যে তাকে জেলে ভরেছে জাজ।'

'আমি ওকে চিনি,' অন্যমনস্ক হয়ে গেল বেনন। খানিক পর বলল, 'অনেকদিন আগের কথা, আমি তখন চার বছরে পা দিয়েছি। রকির কাছেই ছোট একটা রানশে আমরা থাকতাম। বাবা-মা আর আমি। সেসময় একদিন ডাকোটা জোন্স আমাদের বাড়িতে এসেছিল ঘোড়া বদলাবার জন্যে। পাসি তাড়া করছিল তাকে।

'বাবা জোন্সকে চিনত, খুশি মনে সাহায্য করতে রাজি হলো। একবারও বলল

না মা ভীষণ অসুস্থ। ডাক্তার ডাকতে শহরে যেতেও তখন ভরসা পাচ্ছে না বাবা। কিন্তু ডাকোটা কী করে যেন বুঝে ফেলল বাবার অসুবিধা। বিছানায় মরার মত পড়ে আছে মা। বাসায় আর কোনও পুরুষমানুষ নেই, আমি ছোট বাচ্চা, মাকে একা রেখে যাওয়া অনুচিত। বাবাকে সে বলল ঘোড়া দরকার নেই, শহরে গিয়ে ডাক্তার আনতে। প্রায় জোর করেই বাবাকে শহরে পাঠাল ডাকোটা। নিজে তিনঘণ্টা মা'র সেবা শুশ্রূষা করল পাসির হাতে ধরা পড়ার তোয়াক্কা না করে। গরীবদের সাহায্য করত ডাকোটা। শুধু টাকা দিয়ে সহায়তা নয়, বিপদে সবার পাশে দাঁড়াত মানুষটা। সেই রাতে আমাদের জন্যে যা করেছিল সেটা টাকা দিয়ে মাপা যায় না। পাসির হাতে ধরা পড়লে ফাঁসিতে ঝুলতে হবে জেনেও সেদিন দু'পয়সার এক রানশারের জন্যে প্রাণের ঝুঁকি নিয়েছিল ডাকোটা।'

'তুমি এজন্যেই ওর নাম শুনে হাডসনের কথায় রাজি হয়েছ? তারপর?'

'তারপর বাবা ডাক্তার নিয়ে এলে চলে গেল ডাকোটা। আধঘণ্টা পরেই পাসি এল। একজন ডাকাতকে আশ্রয় দেয়ার অপরাধে বিচার করে বাবাকে জেলে দিল ওরা। জেলেই মৃত্যু হয়েছে বাবার। ভালবাসার মানুষের এই অপমানে একেবারে ভেঙে গেল আমার মা'র মন। পনেরো দিন পরেই মারা গেল বেচারী।

'সমাজে আসামীর ছেলের বেড়ে ওঠা সহজ নয়, প্রতি পদে পদে সমাজ মনে করিয়ে দেবে তোমার বাবা একজন ঘৃণ্য অপরাধী। যতই সৎ থাকো না কেন লোকজন তোমাকে খোঁচাবেই। আমাকেও অপমান করতে করতে একসময় আউট-ল বানিয়ে ছাড়ল ওরা।'

'অত ছোটবেলায় দেখেছ তবুও ডাকোটার চেহারা মনে আছে?'

'সমাজ মনে রাখতে বাধ্য করেছে।' গম্ভীর হয়ে গেল বেননের চেহারা। 'অনেক ছেলেই বড় হয়ে ল-ম্যান হতে চায়। আমার স্বপ্ন ছিল বড় হয়ে ডাকোটার দলে যোগ দেব, সমাজের যাঁতাকলে নিষ্পেশিতদের সাহায্য করব।' ব্যাগলের দিকে চাইল সে। 'এবার আমার ঋণ শোধ করার পালা।'

'আচ্ছা, মেয়েটা কে?'

'মিরা। ডাকোটার মেয়ে। পেপারে ওর নাম উঠেছিল ডাকোটার ট্রায়ালের সময়, পরে মনে পড়েছে আমার।'

পাশাপাশি যাচ্ছে ওরা। মাইলের পর মাইল পেছনে ফেলে এল। কথা হলো না ওদের মাঝে। দু'জনেই যার যার চিন্তায় মগ্ন। রাত নটায় শহরে ঢুকল ওরা। মেলার প্রস্তুতি চলছে। মাঠের মধ্যে বিশাল একটা তাঁবু খাটানো হয়েছে। গোটা শহর সরগরম। রাস্তায় ব্যস্ত মানুষের দল ছোটাছুটি করছে চিনির খোঁজ পাওয়া পিঁপড়ের মতন।

'ওটা কী!' মাঠে মস্ত একটা বেলুন দেখে অবাক হয়ে গেল ব্যাগলে।

বেনন বলল, 'ওটা বেলুন। মানুষকে নিয়ে আকাশে উঠে খেলা দেখায়।

মেলার জন্যে কোনও দড়াবাজকে নিয়ে এসেছে।'

'লোকো কী, মানুষকে নিয়ে উড়বে?' গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়ল ব্যাগলে। 'না, এটা মোটেই ভাল কথা নয়। কী হচ্ছে দুনিয়ার, ক'দিন পর পাখিরা আকাশে উঠতে ভয় পাবে!'

'ডাক্তারকে খুঁজতে হবে,' হতাশ ব্যাগলেকে মনে করিয়ে দিল বেনন।

ডিপোতে থেমে ডাক্তারের ঠিকানা জানল ওরা। ডাক্তারের নাম ম্যাসন, কিন্তু লোকে ডাকে ম্যাসাকার-ম্যান বলে। থাকে শহরের এক প্রান্তে একটা কাঠের তৈরি ছোট কেবিনে। বড় রাস্তা ছেড়ে গলিতে ঢুকল বেনন। ওর মনে পড়ে গেছে ফেন্ট কর্ডি সঙ্গীসহ এখনও শহরেই আছে। ঘুরপথে ডাক্তারের কেবিনের সামনে থামল ওরা। দরজা ভাঙার উপক্রম করল ব্যাগলে।

দরজা খুলে উঁকি দিল বিরক্ত চেহারার ছোটখাট একজন মানুষ। বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিল, তাড়াহুড়ো করে উঠে এসেছে। নাইটগাউনের ওপরে একটা প্যান্ট পরেছে সে।

'দরজা ভাঙার তাল হচ্ছে?' ব্যাগলের দিকে কড়া চোখে চেয়ে বাঘা গলায় ধমক দিল।

'গুলির কেস, ডক, রোগী নরম্যান ফক্সের রানশে আছে।' এক পা পিছাল ব্যাগলে। 'ব্যাগ নিয়ে এসো।'

'গুলির কেস! সব সময় গুলির কেস! মাঝ রাতেই কেন, দিনে গুলি খেতে পারে না কেউ? ভাবে কী সবাই, ডাক্তারের ঘুম লাগে না? যত্তসব!' গজগজ করতে করতে ভেতরে গিয়ে ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে এল ডাক্তার। রাগী হলেও মানুষটা ভাল, সময় নষ্ট হবে বলে পোশাকও পাল্টায়নি, গায়ে একটা কোট চাপিয়ে বেরিয়ে এসেছে। বেড়ায় বাঁধা দড়ি খুলে ব্যাগ হাতে লাফ দিয়ে ঘোড়ায় উঠল সে। এক নাগাড়ে মুখ চলছে। 'কেন, ঠিক খাওয়ার সময় কেন সবাই আধমরা হয় বুঝি না! ডাক্তারদের খেতে নেই? ঘুমাতে নেই? আর বিশ্রাম? ডাক্তারকে বিশ্রাম নিতে হবে না? সব ব্যাটাই শয়তানী করে অসময়ে আহত হয়!'

ক্ষিপ্ত ডাক্তারকে মাঝখানে রেখে এগোল ওরা। এবার নরম্যান ফক্সের ব্যাংকটা লক্ষ করল বেনন। পাথরের একতলা বিল্ডিঙটা ছোট হলেও দুর্ভেদ্য মনে হলো ওর কাছে। কোর্টহাউজের ঠিক উল্টো দিকেই ব্যাংক, নিরাপত্তা বেড়েছে তাতে।

মেলার মাঠ পেরিয়ে ঝগড়াটে ডাক্তারকে তাড়া দিল বেনন। 'সময় কম, ডক, গতি বাড়াও!'

ডাক্তার কথা শুনল, তবে রোগীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের মাত্রা তিনগুণ বাড়িয়ে দিল।

নরম্যানের রানশ দূর থেকেই দেখতে পেল ওরা। রানশহাউজ আর

বাংকহাউজে উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। ইয়ার্ডে ঢোকার পর কয়েকজন কাউহ্যাণ্ডকে দেখল। এখনও পরিশ্রান্ত, রানশারদের খবর দিয়ে মাত্র ফিরেছে। রানশহাউজের সামনে ঘোড়া রেখে ঢুকল ওরা। লিভিংরুমে অস্থির চেহারায় পায়চারি করছিল রানশার, ডাক্তারকে দেখে কপালের ভাঁজ দূর হলো।

শেরিফ স্লিম ডিকেন্স এসে হাজির হয়েছে, চেয়ারে আধশোয়া হয়ে ওদের ঢুকতে দেখল সে।

'হাডসনের জ্ঞান ফিরেছে,' বলল রানশার। 'সাধ্যমত করেছি, তবে আমার মনে হয় ওর মাথার চামড়া সেলাই করতে হবে।' ডাক্তারের দিকে চাইল সে। 'বেডরুমে আছে।' ডাক্তার কালো ব্যাগ হাতে শোবার ঘরের দিকে হাঁটা দেয়ায় বেননের দিকে ফিরল নরম্যান। শেরিফকে উদ্দেশ করে বলল, 'স্লিম কিছুক্ষণ আগে এসেছে। তুমি বোধহয় ওকে চেনো না।'

ব্যাগলের দিকে চাইল বেনন। ব্যাগলে বলল, 'আমরা শেরিফকে চিনি।' এক মুহূর্ত থামল সে। 'হাডসনের সঙ্গে কথা বলা যাবে?' জানতে চাইল।

'ডাক্তার অনুমতি দিলে,' চিন্তিত চেহারায় বলল রানশার।

কিছুক্ষণ পর শার্টের হাতা গুটিয়ে ঘরে ঢুকল ডাক্তার ম্যাসন। হাতের কোট সোফায় ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'বিচ্ছিরি ক্ষত। তবে সপ্তাহখানেক বিশ্রাম নিলে সুস্থ হয়ে উঠবে। তোমাদের মধ্যে বেনন কোন্ জন, রোগী তাকে ডাকছে।'

'দশ ডলার,' বেনন যাওয়ার পর রানশারের সামনে এসে দাঁড়াল ডাক্তার।

ডাক্তারের পাওনা মেটানোর পর নরম্যানের কাঁধে টোকা দিল ব্যাগলে। 'চলো, হাডসন কী বলে আমরাও গিয়ে শুনি,' বলল সে।

বালিশে হেলান দিয়ে খাটে আধশোয়া হয়ে বসে আছে হাডসন। চুল এলোমেলো, মুখটাও রক্তশূন্য, তবে ওদের দেখে আন্তরিক হাসল মার্শাল।

'তোমার কী হয়েছিল জানার আগে এদের পেটের খাওয়া হজম হচ্ছে না,' নিজের কৌতূহল আছে সেটা চেপে গিয়ে বলল ব্যাগলে।

'জোন্স পালিয়েছে, শুনেছ?' পাল্টা জানতে চাইল হাডসন।

'শুনেছি,' বেননকে একবার দেখল ব্যাগলে জবাব দেবার আগে।

বেনন বলল, 'আহত অবস্থায় তোমার মুখে ডাকোটা জোন্সের নাম শুনেছি। ব্যাপার কি, সে-ই তোমাকে গুলি করেছে?'

'ওই কথায় পরে আসছি,' বলল হাডসন। 'তোমরা রওনা হওয়ার পর জুবিলীর স্টেবলে করডি আমাকে সার্চ করল। হতাশ হয়ে সে আমাকে ছেড়ে দেয়ার ঘণ্টা পাঁচেক পর ল্যাটিগো পাস হয়ে বেসিনে ঢুকলাম আমি। পাহাড় থেকে নামার সময় একটা ভুতুড়ে রানশহাউজ চোখে পড়ল। জানালাগুলোয় আলো জ্বলছে দেখে ভাবলাম রাতের আশ্রয় মিলবে। এগোলাম ওদিকে। বাড়ির উঠানে পৌঁছে খেয়াল করলাম এই মাত্র একটা সারে এসে থেমেছে বাড়ির সামনে। দু'জন

লোক উঠানে নেমেছে সারে থেকে। একজনের এক হাতে একটা লণ্ঠন। দু'জন হাত-পা বাঁধা বন্দীকে নামাচ্ছে ওরা ধরাধরি করে। বন্দীদের চিনতে পারলাম। ডাকোটা জোন্স আর তার মেয়ে মিরা। বিদঘুটে পোশাক পরলেও ডাকোটাকে চিনতে আমার ভুল হয়নি। চোখের আড়ালে সরে চলে আসব এই সময় আমাকে দেখে ফেলল সুট পরা ভারিক্কি চেহারার শয়তানটা।'

'মিসেস জোন্স আর তার মেয়ে ব্রুস হোয়াইটম্যানের অতিথি!' হতবাক শেরিফকে চোখ টিপল বেনন।

'ওবাড়িতে এক তিথির বেশিই ওদের থাকতে হবে, ওরা অতিথি নয়—বন্দী,' শুয়ে পড়ল হাডসন। বড় করে কয়েকবার দম নিল, তারপর আবার মুখ খুলল, 'সেই সুট পরা হোয়াইটম্যান আমাকে দেখেই আচম্বিতে গুলি করে বসল। জ্ঞান হারালাম আমি। যখন জ্ঞান ফিরল দেখি দোতলার একটা ঘরে আমাকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। দরজা বন্ধ, কিন্তু ভুলে ওরা বিছানার চাদর সরিয়ে নেয়নি।

'খাটের স্ট্যাণ্ডে চাদর বেঁধে খানিক দূর নামলাম আমি। তারপর হাত ছেড়ে মাটিতে পড়লাম। জঙ্গলে বসে কিছুক্ষণ ঘোড়া যোগাড় করা যায় কি না দেখলাম। যখন বুঝলাম সুবিধা হবে না, হাঁটা দিলাম। সারাদিন হাঁটলাম। বার বার মনে হলো ধেয়ে আসছে ওরা, এক্ষুণি ধরা পড়ে যাব। একসময় রক্তক্ষরণে দুর্বল হয়ে চেতনা হারালাম। মনে পড়ে তারপরও জ্ঞান ফিরে পেয়ে কয়েকবার হাঁটতে চেষ্টা করেছি।'

'তারমানে আমরা যখন গেলাম হাডসন তখন দোতলায় বন্দী,' শেরিফকে বলল বেনন। আবার চাইল হাডসনের দিকে। 'ডাকোটাকে মেয়ে সহ আটকে রেখে হোয়াইটম্যানের লাভটা কী?'

'এক লাখ ডলার,' মাঝখান থেকে বলল ব্যাগলে। 'কাঁচের ঘোড়া আর ডাকোটার দাম এখন সমান। হোয়াইটম্যান জেনে গেছে ডাকাতির কথা। এখন ডাকোটাকে দিয়ে টাকাটা উদ্ধার করিয়ে নেবে সে।'

'আমি ভাবছি এখনই ঈগল্‌স্ আইরীতে আরেকবার যাব,' বলল ডিকেন্স। 'এবার দেখব হোয়াইটম্যান কী করে গা বাঁচায়! হয় সে কিডন্যাপার, নইলে সে জেল ভাঙা কয়েদিকে জায়গা দিয়েছে। দুটোই মারাত্মক অপরাধ। এবার যাবে কোথায়! একবার শুধু ডাকোটা জোন্সকে ধরে নিই, তারপর যতদিন বাঁচব আমি হব ল্যাটিগোর শেরিফ।'

'এই যে তোমার ঘোড়া,' পকেট থেকে চিনেমাটির স্ট্যালিয়নটা বের করে হাডসনকে দিল বেনন।

হাত বাড়িয়ে খেলনা ঘোড়াটা নিল মার্শাল। তালুতে রেখে কিছুক্ষণ দেখে বেননের দিকে চাইল। বলল, 'তোমাকে বিশ্বাস করিনি বলে আমার লজ্জা লাগছে।' মুহূর্ত খানেক চিন্তা করে তারপরে আবার মুখ খুলল, 'জুবিলীতে

ঘোড়াটার গুরুত্ব তোমাকে বলিনি, কিন্তু ব্যাগলের মুখে এইমাত্র এক লাখ ডলারের কথা শুনে…তুমি জানো, তাই না?'

'করডি বলেছে। ছুঁচোটা আমাকে দলে টানতে চেয়েছিল। সবই জানি, শুধু জানি না সেই রানশারের নাম, যার কাছে ঘোড়া দিলে সে টাকা দেবে।'

'জানতে চাও?'

'জানা না জানায় তেমন কিছু আসে যায় না। জানলেও আমি ওই টাকার পেছনে দৌড়াব না। আবার আউট-ল হওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই।'

রানশারের দিকে চেয়ে হাসল ফেডারাল মার্শাল। 'টাকা যদি ফেরত পাও— আমার বিশ্বাস খুব শিগ্‌গির পাবে—তোমার কৃতজ্ঞ থাকতে হবে এমন তিনজন মানুষের কাছে যারা আইনকে বুড়ো আঙুল দেখাতে অভ্যস্ত।' বেনন আর ব্যাগলেকে আড়ষ্ট হয়ে যেতে দেখে সে বলল, 'তবে চিন্তা কোরো না, ওরা অন্তত তোমাকে বুড়ো আঙুল দেখাবে না।'

'কিন্তু ডাকোটা? সে হঠাৎ জেল ভেঙে পালাল কেন, সিদ্ধান্ত বদলে ফেলেছে? টাকাগুলো নিজেই সংগ্রহ করতে চায়?' ভ্রূ কুঁচকে সীলিঙের দিকে চেয়ে প্রশ্ন ছুঁড়ল নরম্যান ফক্স। শেরিফ স্লিম ডিকেন্স মুগ্ধ শ্রোতার মত আনমনে রানশারের কথায় মাথা নাড়ল।

'তুমি ওকে চেনো না তাই একথা বলছ,' বলল হাডসন। 'ডাকোটা জানে তুমি নিজের পরিশ্রমে কাউকে না ঠকিয়ে বড় হয়েছ। সেকারণেই অনুশোচনা হয়েছে, টাকাগুলো সে ফেরত দিতে চায়। জেল থেকে কেন পালাল জানি না, তবে কাজটা ভুল করেছে। গভর্নরের সঙ্গে আমার আলাপ আছে। ভেবেছিলাম লুটের টাকা পেয়েই সব তাকে জানাব। যতটুকু চিনি, গভর্নর মানুষ ভাল, ডাকোটাকে বোধহয় ক্ষমা মঞ্জুর করত।'

'রেল রোড থেকে লোক এসেছিল গরু কিনতে। হয়তো হোয়াইটম্যানের কব্জা থেকে এবারের মত ছাড়া পাবে রানশাররা। তবে বেশিদিনের জন্যে নয়। আমার ব্যাংকের অবস্থা ভাল নয় বলে আবার ঈগল্‌স্ আইরীতে গিয়ে হাত পাতবে ওরা। শুধু যদি ওই একলাখ ডলার আমার ভল্টে থাকত!'

'থাকবে, থাকবে,' হাসল হাডসন। 'বলো দেখি বেসিনের কোনদিকে থ্যান আশারের রানশ?'

'থ্যান আশার…?'

'থ্যান আশার। তার কাছেই লুটের টাকা রেখেছে ডাকোটা।'

থমথমে নীরবতা নামল ঘরে। নরম্যান ফক্সের দিকে চেয়ে আছে সবাই। মুখ ঝুলে পড়েছে রানশারের, দেখে মনে হলো হঠাৎ বুড়ো হয়ে গেছে লোকটা। 'বছর দশেক আগে রানশ ফেলে চলে গেছে থ্যান আশার,' কথা বলতে গিয়ে গলা ভেঙে গেল নরম্যানের। 'কোথায় কেউ জানে না।'

'ডাকোটা গ্রেফতার হওয়ার কয়েকদিন পরই আশারও উধাও হয়েছে,' তথ্য জোগাল শেরিফ। 'পুবের লোক, পুবেই যাবে।'

'ওহাইয়ো থেকে এসেছিল,' নির্জীব কণ্ঠে বলল রানশার। 'আমার ব্যাংকে লোন নিয়েছিল লোকটা!'

'ওহাইয়ো? ক্লিভল্যাণ্ডের কাছে? বোধহয় লোকটার খোঁজ পাওয়া যাবে! আমি ক্লিভল্যাণ্ডের অ্যাকমে ডিটেকটিভের কোর্স করছি, বললে ওরা চেষ্টা করে দেখবে।'

'তা হলে টেলিগ্রাম করো, ওহাইয়োর অ্যাশল্যাণ্ডে থাকত থ্যান আশার। ওর মত লোক এক লাখ ডলার পেলে সবাইকে দেখাতে চাইবে পশ্চিমে সে কত ভাল করেছে।' পায়চারি শুরু করল নরম্যান ফক্স। 'চেহারার বর্ণনা দিয়ো। মনে আছে? নেই? আমি বলছি লিখে নাও।' শেরিফ ডায়েরি বের করার পর বলল, 'ছ'ফুট মত লম্বা। চিকন। চোখ কালো। আর…আর… চেহারা তো দেখা যেত না! আচ্ছা, লেখো, বড় বড় চুল-দাড়ি। কালো রঙের।'

'আজকে রাতেই টেলিগ্রাম করব,' ডায়েরি বন্ধ করে বলল স্লিম ডিকেন্স।

'গেল আমাদের এক হাজার ডলার,' সবাইকে শুনিয়ে ব্যাগলেকে বলল বেনন। 'চলো, বাইরে যাই। এ ঘরে মাথা ব্যথা করছে আমার।' বেরিয়ে এল ওরা। রানশহাউজের উঠানে বেরুতেই বেননের চেহারা থেকে হতাশার মুখোশ খসে গেল। 'জলদি বার্ন থেকে দুটো ঘোড়া নিয়ে এসো,' বলল সে। 'আমরা ঈগল্‌স্ আইরীতে যাব। শেরিফ পাসি নিয়ে ওখানে যাওয়ার আগেই ডাকোটাকে নিয়ে বেরিয়ে আসতে হবে। গভর্নর যদি আমার ক্ষমা বাতিল করে তো করবে, কিন্তু ডাকোটার জন্যে আমি যেকোনও ঝুঁকি নেব।'

এগারো

ব্যাগলেকে পোস্ট অফিসে পাঠিয়ে শহরের বাইরে অপেক্ষা করল করডি। অপেক্ষা করায় সে অভ্যস্ত নয়। অস্থির লাগছে। অনেকক্ষণ হলো ব্যাগলে গেছে, ফেরার নাম নেই। এক মিনিটে ষাট সেকেণ্ড, ঘণ্টায় তিন হাজার ছয় শ' সেকেণ্ড, গুনছে করডি। এক শ' হাজার ডলারকে তিন হাজার ছয় শ' সেকেণ্ড দিয়ে ভাগ দিতে চাইল প্রতি সেকেণ্ডের রোজগার বোঝার জন্যে। তারপর মাথা গুলিয়ে যাওয়ায় হিসেব কষা বাদ দিল। একঘণ্টা পার হয়ে গেল ব্যাগলে এল না। ঘামতে শুরু করল করডি। শহরে গিয়ে লোকটাকে খুঁজবে কি না ভাবল একবার। একা যেতে সাহস হলো না। জুবিলীতে হাডসনকে স্টেবলে একা পেয়ে সার্চ করেছে, ট্রেনে উঠেছে ডাকাতের মত—যদি কেউ চিনে ফেলে! যদি হাডসন হঠাৎ ধরে বসে!

পেছনে অনেকগুলো ঘোড়ার ছুটে আসার শব্দ। ট্রেইল থেকে সরে একটা বড় গাছের পাশে চলে এল করডি। অশ্বারোহীরা পাশ কাটানোর সময় চিনে ফেলল কারা ওরা। 'তোমরা এখানে কী করছ!' বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল সে।

গলার আওয়াজটা কানে যেতেই প্রায় জায়গায় ঘোড়া দাঁড় করিয়ে ফেলল সবক'জন। করডি ওদের সামনে এসে থামল। মাথা নিচু করে আছে লোকগুলো, কেউ জবাব দিল না। 'কী হলো, কথা বলছ না কেন!' ধমক দিল করডি। 'ডবসন কোথায়? বেনন···বেননের কী হলো? পালিয়েছে?'

খুক-খুক করে একজন কাশল। 'না। ডবসন ওকে পাহারা দিচ্ছে।'

'তোমরা এখানে কেন?'

শর্টি বলল, 'ভাবলাম তোমার সাহায্য লাগবে। তা ছাড়া ডাকোটা জোন্সের সেই রানশারের নাম আমরা জানি না। তুমি একা টাকা মেরে দিয়ে চলে যাবে না তার ঠিক কী!'

'ডবসনের কাছে জেনে নিতে পারোনি, গাধা কোথাকার!' রাগে থরথর করে কাঁপছে করডি। 'জানতে চাইলে সে-ই থ্যান আশারের নাম-ঠিকানা তোমাদের বলে দিত।'

'ব্যাগলে কোথায়?'

'অনেকক্ষণ আগে শহরে গেছে। এখন বুঝতে পারছি সে আর আসবে না।'

'অথচ তুমি নিশ্চিত ছিলে বেননের জান বাঁচাতে ঘোড়াটা ব্যাগলে তোমার হাতে এনে দেবে,' বলল শর্টি। 'ব্যাগলে যদি এক লাখ ডলার একাই হজম করতে চায়? আমার তো ধারণা এখন আশারের রানশের দিকে ছুটছে লোকটা।'

'আমরা এতদিন ভুল করেছি,' বলল আরেকজন। 'কবে ঘোড়া হাতে পাব সেজন্যে বসে থাকার দরকার কী, থ্যান আশারকে গিয়ে চেপে ধরলেই হয়! মেরে ফেলার ভয় দেখালে সুড়সুড় করে টাকা বের করবে।'

একথা করডিও বারবার ভেবেছে, কিন্তু ওর হিসেবী মন সায় দেয়নি। বিপদ এড়িয়ে লাভবান হতে সে অভ্যস্ত। স্ট্যালিয়নটা দেখিয়ে টাকা আদায় করাই তার কাছে ভাল বলে মনে হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত ঘোড়াটা পাবার আশা ছিল ঝুঁকি নেয়ার কথা সে চিন্তাও করেনি। কিন্তু এখন ঘোড়া পক্ষীরাজ হয়ে ব্যাগলেকে নিয়ে উড়ে গেছে। কিছুক্ষণ চুপ করে করডি পরিস্থিতি বিচার করল, তারপর সিদ্ধান্তে পৌঁছে বলল, 'তোমরা ঠিকই বলেছ। শহরে গিয়ে থ্যান আশারের ঠিকানা জেনেই ওর রানশে চলে যাব।'

মুখ ঢাকতে কপালের ওপর সমব্রেরো টেনে নামাল সে। হাতের ইশারায় সবাইকে আসতে বলে শহরের দিকে চলল। শহরে ঢুকতে তার হাঁটু কাঁপছে, কিন্তু না গিয়েও এখন উপায় নেই। দলের নেতা হিসেবে তাকে দৃঢ়তার পরিচয় দিতে হবে।

ওদের কপাল ভাল। হোটেলের সামনে থামল ওরা। পেয়ে গেল সমস্ত খবরের খনি, শহরের সবচেয়ে বুড়ো লোকটাকে। একটা বেঞ্চে বসে পাইপ টানছে বুড়ো। আজকাল গল্প করার সঙ্গী মেলে না, কথা বলার সুযোগ এলে তাই লুফে নেয় সে।

'হাওডি, ড্যাড,' ঘোড়ায় বসেই হাত নাড়ল করডি।

মুখ থেকে পাইপ নামাল বুড়ো। 'হাওডি, সান। ল্যাটিগোয় নতুন এসেছ?'

'হ্যাঁ। বলতে পারো থ্যান আশারের রানশটা কোনদিকে?'

'ল্যাটিগোয় কে কোথায় থাকে সবই বলতে পারি, বুঝলে? আমরা আজকালকার ছোকরাদের মত অসামাজিক ছিলাম না।' পাইপ ঠুকে তামাক ফেলল বুড়ো। 'কার কথা যেন বললে?'

'থ্যান আশার।'

'ওয়্যাগন রোড ধরে উত্তরে। তারপর ল্যাটিগো পাসের দিকে না গিয়ে বাম দিকের ট্রেইল। আটমাইল যাওয়ার পর পথের ওপরেই আশারের রানশ।'

'মানুষ কেমন থ্যান আশার?'

'জানি না। দেখে বোঝে কার বাপের সাধ্য। ঘাসে ছাওয়া জমিনের মত দাড়ি ভরা মুখ। গোসল কয় বছর করেনি কে জানে।' বুড়ো পাইপে তামাক ভরে করডির দিকে চাইল। 'তোমার বন্ধু?'

'থ্যাংক্স্, ড্যাড,' প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল করডি। 'রানশটা খুঁজে বের করতে পারব এখন।'

'তাতে কোনও লাভ হবে না।'

'কেন?'

'বছর দশেক আগে কোথায় যেন চলে গেছে থ্যান আশার।'

'অ্যাঁ!' চমকে উঠল করডি। কড়া চোখে চাইল। 'সে-কথা এতক্ষণ বলোনি কেন?'

'তুমি তো জানতে চাওনি। তুমি জানতে চাইলে তার রানশটা কোথায়। আমি বললাম ওয়্যাগন রোড ধরে উত্তরে যাও, তারপর ল্যাটিগোর ট্রেইল ছেড়ে বামদিকের ট্রেইল ধরে আটমাইল গেলে…'

ঘোড়া ঘুরিয়ে করডি ছুটেছে দেখে থেমে গেল বুড়ো। মাথা নেড়ে বিড়বিড় করল, 'অভদ্র! অভদ্র! অসভ্য বেয়াদব!!'

করডির পেছনে গম্ভীর মুখে শহর থেকে বেরুল তার সঙ্গীরা। সবার কাছেই মনে হচ্ছে রাতটা দুঃস্বপ্ন দেখে কাটাচ্ছে ওরা। কারও মাথা থেকে এক লাখ ডলারের চিন্তা নড়তে চাইছে না। প্রাণ খুলে ভাগ্যকে গালাগাল দিল ওরা।

'তবুও একটা তৃপ্তি পাওয়া এখনও বাকি,' সবাই চুপ হয়ে যাওয়ার পর ধীরে ধীরে বলল করডি। 'যখন বলব পাখি উড়ে গেছে, চিনেমাটির ওই ঘোড়ার দাম

এখন এক কানাকড়িও না, তখন বেননের চেহারা দেখার মত হবে।'

একঘণ্টা পর আড়াআড়ি ভাবে মাঠ পেরিয়ে স্কুলহাউজে পৌঁছাল করডি। তার দুর্ভাগ্য—বেননের চেহারা দেখা হলো না। ওয়্যাগন রোড ধরে এগোলে পথেই অচেতন বেননকে সে পেয়ে যেত, কিন্তু চমকটা দেয়ার তর সয়নি তার। স্কুলহাউজের উঠানে ঢুকে করডি দেখল দুটোর বদলে হিচর‍্যাকে একটা ঘোড়া বাঁধা।

ক্লাস রুমে ঢুকল ওরা। দেখল ডেস্কে হেলান দিয়ে একমনে আলিফ লায়লা পড়ছে ডবসন। কিছুক্ষণ আগে জ্ঞান ফিরেছে তার। দরজা ভেঙে ক্লোক রুম থেকে বেরিয়ে এখন জ্ঞান বাড়াচ্ছে রূপকথা পড়ে।

'বেনন কোথায়?' জানতে চাইল করডি।

বই থেকে মুখ তুলল দানব। 'চলে গেছে।'

'চলে গেছে! কোথায়? গেল কী করে!'

'আমি পড়ছি,' আবার বইয়ে নাক ডোবাল ডবসন।

'বেনন বলেছিল ডাকোটা বন্দী হতেই রানশার টাকা নিয়ে হাওয়া হয়ে যাবে।' অস্থির ভঙ্গিতে পায়চারি করছে করডি। 'কথাটা যদি সে সত্যিই বিশ্বাস করত, ঘোড়াটা পাবার জন্যে এত ছুটোছুটি তার করার কথা না।'

'এখান থেকে আমাদের চলে যাওয়া উচিত,' একজন বলল। 'কালকে সকালে বাচ্চারা স্কুল করতে আসবে।'

'আমি যাব আশারের রানশে টাকাগুলো খুঁজতে,' ঘোষণা করল শর্টি। 'পাব সেই আশা করছি না, তবে রানশারের চলে যাওয়ার কথাটা শহরের বুড়ো ঠিক বলেছে কি না সেটা জানা যাবে।'

'আমিও যাব,' ডবসন ছাড়া সবাই প্রায় একসঙ্গে বলে উঠল। হতাশার কালো আঁধারে এক চিলতে আশার আলো জ্বলে উঠেছে ওদের হৃদয়ে। কেউ সুযোগ ছাড়তে রাজি না। যদি রানশহাউজ খুঁজে টাকাগুলো হঠাৎ পাওয়া যায়?

ডবসনকে ডাকল না করডি। বইটা পকেটে গুঁজে দানব নিজেই ওদের পিছু পিছু এল।

ওয়্যাগন রোড ধরে উত্তরে এগোল ওরা। ল্যাটিগো পাসের কাছে রাস্তার দু'মাথায় এসে বামদিকের ট্রেইল বেছে নিল। থ্যান আশারের পরিত্যক্ত রানশে ওরা যখন পৌঁছল, পাহাড়ের মাথায় সকালের সূর্য দেখা দিয়েছে।

থ্যান আশার ছোট একটা কেবিনে থাকত। এখন আগাছা জন্মেছে চারপাশে। জংলা গাছ ঘিরে ধরেছে কেবিনটাকে। এক ধারে একটা ভাঙা বার্ন। দেখেই বোঝা যায় অযত্নের সঙ্গে বানানো হয়েছিল। দু'দিকের দেয়াল ধসে পড়েছে।

কেবিনে ঢুকল ওরা। খুঁজে দেখল একটা মরচে ধরা কেতলি আর তোবড়ানো একটা টিনের থালা ছাড়া কেবিনে আর কিছু নেই। ওগুলোতে লাথি মেরে মনের

খেদ দূর করার চেষ্টা করল করডি। কাঠের মেঝেতে পা বেধে হোঁচট খেল। সরে গেল একটা তক্তা। গোড়ালির ব্যথায় কিছুক্ষণ লাফাল সে। সমানে মুখ চলছে। একটু পরে সুস্থির হয়ে চিন্তা করল জুবিলীর দিকে এখনই রওনা না হয়ে এখানেই বিশ্রাম নেবে। সবাইকে ডেকে জড় করে সে বলল, 'মেঝেতে ব্ল্যাংকেট পাতো। ঘুম থেকে উঠে জুবিলীতে ফিরে যাব।'

গলার কোনও উত্থানপতন নেই, একই সুরে অতীতের কথাবার্তা আউড়ে চলেছে ডবসন কেবিনের এক কোণে বসে। কেউ একটু খেয়াল দিলেই বুঝতে পারবে জিনের কথা বলে বেনন কীভাবে দানবকে ফাঁকি দিয়েছে এ হচ্ছে তারই ধারাবর্ণনা। কিন্তু কারও এখন এসব শোনার মন-মানসিকতা নেই। ঘুমিয়ে পড়ল ওরা। সন্ধের আগে দিয়ে ভাঙল ওদের ঘুম। স্যাডলব্যাগ হাতড়ে সব ক'জনের মাথায় বাজ পড়ল। মুখ চাওয়াচাওয়ি করল ওরা। দুর্ভাগ্য এখনও ওদের পিছু ছাড়েনি। খাবার যথেষ্টই ছিল, কিন্তু ব্যাগলে আর বেননের ভয়াবহ রাক্ষুসে খিদে মিটিয়ে এখন যা আছে তাতে চড়ুই পাখিরও একদিন যাবে না। দাঁতে দাঁত চেপে পড়ন্ত সূর্যটা দেখল করডি। রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'উটকো ঝামেলা দুটো আমাদের শেষ করে দিয়েছে। চলো, এখানে আর এক মুহূর্ত নয়, এক্ষুণি ল্যাটিগো পাস পেরিয়ে জুবিলীতে চলে যাব।'

থমথমে মুখে ঘোড়ায় চেপে রওনা হলো ওরা। আটমাইল এক নাগাড়ে চলে ল্যাটিগো পাসের খাড়া ট্রেইল ধরল। চূড়ার কাছাকাছি পৌঁছতেই রাত নটা বেজে গেল। এই সময়ে বিপজ্জনক পথে যেতে হবে ভেবে আরও গম্ভীর হয়ে গেল সবাই। এখন ল্যাটিগোতে ফিরে গেলেও সমান দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে। এগিয়ে যাওয়াই স্থির করল করডি। সরু ট্রেইল, একজনের পেছনে আরেকজন এগোল ওরা ভগ্নমনে। তারপর হঠাৎ জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে ওদের চোখে পড়ল ঈগল্‌স্ আইরীর আলো।

ঘোড়া দাঁড় করিয়ে ফেলল বিদ্রোহী শর্টি। করডির দিকে চেয়ে বলল, 'তোমার শখ থাকলে আঁধারে পাহাড় পেরোও, আমি নেই। আমি যাচ্ছি। সাপার চাইব গিয়ে।'

পেটে মোচড় মারতেই বুঝে গেল করডি তর্ক করা বা নেতৃত্ব দেখাবার সময় এটা নয়। মুহূর্তে রাজি হয়ে গেল সে। গাছের ফাঁকে পথ খুঁজে এগোল ওরা। বাড়ির উঠানে পৌঁছে সবার পক্ষ হয়ে আগে নামল করডি। সিঁড়ি বেয়ে উঠে দরজায় জোরে জোরে নকার ঠুকল। হোয়াইটম্যান দরজা খুলে বিরক্ত চেহারায় উঁকি দিতেই নকল হাসি উপহার দিয়ে বলল, 'আমরা খুবই দুঃখিত। পথ হারিয়ে অসময়ে বিরক্ত করছি। তোমার এখানে সাপার মিলবে?'

করডিকে একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ দেখল হোয়াইটম্যান, তারপর দু'চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল তার। 'তোমাকে চিনেছি!' করডি পিছিয়ে যাচ্ছে দেখে হাত তুলল

আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে। 'ট্রেনে দেখেছি তোমাকে। মুখে রুমাল ছিল, কিন্তু পেট লুকাবে কী করে।'

সিক্সগানের দিকে হাত বাড়িয়েও হোয়াইটম্যানকে হাসতে দেখে থেমে গেল করডি। ওদের ভেতরে আসতে ইশারা করল হোয়াইটম্যান। 'এসো, আলাপ আছে। তোমরা আমার কাজে আসবে।'

একঘণ্টা আগে হোয়াইটম্যানের ফোরম্যান একটা দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছে। রানশাররা বেসিনে গরু রাউণ্ডআপ করছে। রেল কোম্পানীর কাছে গরু বেচে ধার শোধ করে দেবে। কি করবে চিন্তায় ছিল হোয়াইটম্যান, করডিকে দলবল সহ পেয়ে মনে মনে ভীষণ খুশি হয়েছে। দারুণ একটা পরিকল্পনা এসেছে ওর মাথায়। এত সহজে এতদিনের স্বপ্ন মাটি হতে দেবে না সে কিছুতেই। ঋণ শোধ করার সুযোগ দেয়া যাবে না রানশারদের। রানশগুলো দখল করতেই হবে।

বারো

ঈগল্স্ আইরীর দিকে রাতের আঁধারে এগোল বেনন আর ব্যাগলে। বাংকহাউজে একটা সিক্সগান পেয়েছে ব্যাগলে। এখন ওর কোমরে ঝুলছে ওটা। দু'জনেই ওরা সশস্ত্র। মানসিকভাবে তৈরি হয়ে আছে—যেভাবেই হোক হোয়াইটম্যানের খপ্পর থেকে মেয়ে সহ ডাকোটা জোন্সকে ছুটিয়ে আনবে।

কোনও নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেই বেননের। দুধে চুবিয়ে মারতে হবে তেমন নয়, বিড়াল মারার একাধিক উপায় আছে। তবে সেজন্যে আগে বিড়ালকে হাতে পাওয়া জরুরী। ঈগল্স্ আইরীতে পৌঁছানো প্রথম কাজ। তারপরে কী করবে সেটা পরে, যখনকারটা তখন দেখবে ভেবে রেখেছে বেনন।

কয়েক ঘণ্টা একটানা এগোল ওরা দুর্গম পাহাড়ী ট্রেইল ধরে।

আকাশটা ধূসর হয়ে আসছিল, দূরের পাহাড়ের মাথায় হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে এল লাল টুকটুক সূর্যটা। পৌঁছল ওরা হোয়াইটম্যানের রানশে। জঙ্গলের ভেতর ঘোড়া দুটো বেঁধে রেখে সবুজ বাড়িটার দিকে চলল ওরা। এক ঝাড় ঝোপের আড়ালে বসে রানশহাউজ আর বার্নের দিকে চাইল। মিনিট দুয়েক পরে বার্নের দরজা খুলে একটা লোক বেরুল, কুক-শ্যাকে গিয়ে ঢুকল। 'ফেন্ট করডি!' বড় করে দম নিল ব্যাগলে। 'দুনিয়াটা তা হলে খুবই ছোট।'

বার্নের দরজা দিয়ে আরও কয়েকজন ইয়ার্ডে বেরিয়ে এল। তাদের মাথা ছাড়িয়ে দেড় ফুট উঁচুতে দেখা গেল ডবসনের নিস্পৃহ চেহারা। কুক-শ্যাকে ঢুকল সবাই। 'সবক'টা এসে জুটেছে দেখছি!' বিরক্ত চেহারায় বলল ব্যাগলে, 'তোমার

কি মনে হয়, ছ্যাচড়ামি বাদ দিয়ে রানশে কাজ নেবে করডি? তাও দলবল সহ?'

'থ্যান আশারের পাততাড়ি গোটানো টের পেয়েছে হয়তো,' চোখ বন্ধ করে চিন্তা করছে বেনন, 'তাই এসে হোয়াইটম্যানের সঙ্গে ভিড়েছে। লাভ না দেখলে কোথাও থাকার লোক না করডি। বুঝলাম না এখানে তার কী লাভ!'

'দেখো! ডাকোটার মেয়ে বাইরে বেরিয়েছে!'

বেনন চোখ খুলে দেখল সিঁড়ি বেয়ে নেমে উদ্দেশ্যহীন ভাবে মিরা হাঁটছে। বরাবরের মতই অপরূপ লাগছে মিরাকে দেখতে। কিন্তু বেনন লক্ষ করল মেয়েটার চোখে ভয়ের ছাপ, হাঁটা চলা ভীতা হরিণীর মত। দম বন্ধ করে ফেলল বেনন। হাঁটতে হাঁটতে ওদের ঝোপের কাছে এসে পড়েছে মিরা। মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিল বেনন। ব্যাগলেকে বিস্মিত করে মৃদু শিস বাজাল সে। মেয়েটা মাথা তুলে সতর্ক চোখে এদিকওদিক তাকানোয় চাপা স্বরে বলল, 'মিস জোন্স! এদিকে!'

'কে! কে ওখানে?' দৌড়াবার জন্যে তৈরি হয়ে গেল মিরা।

'আমি রক বেনন। ঝোপের মধ্যে। আসতে পারবে, নাকি রানশহাউজ থেকে কেউ দেখছে?'

'জানি না।' ধীরে ধীরে, আনমনে হাঁটার ভঙ্গিতে ঝোপের মধ্যে ঢুকল মেয়েটা। ওদের সামনে থেমে দাঁড়াল। মুখটা ভয়ে ফ্যাকাসে। বলল, 'কায়মনো-বাক্যে প্রার্থনা করছিলাম তুমি যাতে আসো।' হাঁপাচ্ছে মিরা। 'আমি...আমি তোমার অনেক প্রশংসা শুনেছি। তবে পোস্টারের ছবি দেখে তুমিই সে কি না নিশ্চিত হতে পারিনি। হোয়াইটম্যানের কথা শুনে সন্দেহ দূর হয়েছে।...এখানে কেন এসেছ, আমাদের সাহায্য করতে?'

'হ্যাঁ। কালকে মিথ্যে বললে কেন?'

'উপায় ছিল না। বাবাকে মেরে ফেলত ওরা। তা ছাড়া সত্যি কথা বললে হোয়াইটম্যানের সঙ্গে সঙ্গে বাবাকেও শেরিফ গ্রেফতার করত।'

'তোমাদের ধরে আনল যে, ডাকোটাকে হোয়াইটম্যান কী করে চিনল, মুখটা সর্বক্ষণ ঢাকা ছিল না?'

'ট্রেন যখন পানি নিতে থামল, ঝাঁকি খেয়ে বাবার হ্যাট আর ভেইল সরে গিয়েছিল। ওই এক মুহূর্তেই শয়তানটা বাবাকে দেখে ফেলেছে। তারপর আমরা হোটেলে উঠতেই ফোরম্যানকে নিয়ে লোকটা ঘরে এল। বিধবার কাপড় পরে ছিল বলে বাবা সময়মত অস্ত্র বের করতে পারেনি। বাবাকে বেঁধে ফেলল তারা দু'জন মিলে। আমরা আইনের ভয়ে সাহায্য চেয়ে চেঁচাতে পারলাম না! বাবা উীয়ার লজের দেয়াল টপকে বেরিয়ে এসেছে, জানো বোধহয়? দেখামাত্র গুলি করার অধিকার দেয়া হয়েছে ল-ম্যানদের।'

'তুমি ডাকোটাকে পালাতে সাহায্য করেছ?' কৌতূহলী ব্যাগলে জানতে

চাইল।

'হ্যাঁ। বাবা পালাতোই, সদ্যমুক্ত এক কয়েদির হাতে তারিখ জানিয়ে গোপনে চিঠি দিয়েছিল। আমি শুধু বিধবার কাপড় জোগাড় করে বাবা যাতে ধরা না পড়ে, সেটা নিশ্চিত করেছি।'

'তারপর পেপারে ছবি দেখে তাকে চিনে ফেলল হোয়াইটম্যান,' বলল বেনন। 'কিন্তু কী চায় সে, ডাকোটাকে বন্দী করেছে কেন?'

'জানি না। বলেনি। আমাদের নিয়ে কী করবে কে জানে, হোয়াইটম্যান খুব ভয়ঙ্কর লোক। যে-রাতে ধরে নিয়ে এল, উঠানে একজন লোককে গুলি করেছে সে। বাবা বলেছে লোকটা ফেডারাল মার্শাল রিচার্ড হাডসন।' চোখে আকুতি নিয়ে বেননকে দেখল মিরা। 'দয়া করে সাহায্য করো আমাদের, বের করে নিয়ে যাও এখান থেকে।'

মাথা ঝাঁকাল বেনন। গম্ভীর চেহারায় খানিক চিন্তা করল। তারপর চাইল ব্যাগলের দিকে। বলল, 'তুমি লেডি জোন্সকে নিয়ে এখানেই অপেক্ষা করবে। আমি যদি না ফিরি, নরম্যান ফক্সের রানশে চলে যাবে। যত দ্রুত সম্ভব। বুঝেছ?' ব্যাগলে সায় দেয়ায় ঝোপ থেকে বেরুল সে। দৃঢ়পায়ে রানশহাউজ লক্ষ করে হাঁটা দিল। উঠান পেরিয়ে এল বিনা বাধায়। সিঁড়ি বেয়ে দরজা খুলে ঢুকে পড়ল ভেতরে। হলওয়ে হয়ে কালকের সেই ঘরটায় ঢুকল। বলতে গেলে কিছুই বদলায়নি, আজও একই ভঙ্গিতে গদীমোড়া চেয়ারে বসেছে হোয়াইটম্যান। হাতে একটা সিগারেট। পাশেই নিচু একটা চেয়ারে মদের বোতল হাতে কথা বলছে গিলিয়ান পেনরোজ।

দু'জনেই বেননকে দেখে চমকে উঠে দাঁড়াল। থতমত খেয়ে রানশার বলল, 'তুমি! এখানে? কেন!'

'ডাকোটা জোন্সকে নিতে এসেছি।'

'ডাকোটা জোন্স? কী বলছ এসব! সে এখানে থাকতে যাবে কেন!'

'আছে আমি জানি। মিথ্যে বলে সময় নষ্ট কোরো না। আমি রিচার্ড হাডসনের মত ভুল করব না, একটু উল্টোপাল্টা দেখলেই অস্ত্র বের করব।'

ফোরম্যানকে ঊরুর দিকে হাত বাড়াতে দেখে মাথা নেড়ে মানা করল ব্রুস হোয়াইটম্যান। 'রিচার্ড হাডসন! কোন্ রিচার্ড হাডসন? ফেডারাল মার্শাল?' নিষ্পলক চোখে সে বেননকে দেখছে।

'ভান করে লাভ হবে না। হাডসন এখন নরম্যান ফক্সের রানশে। শেরিফও সব জানে। তোমাকে আর তোমার দুই মহিলা অতিথিকে নিতে যখন-তখন পাসি নিয়ে চলে আসবে সে।' দরজার চৌকাঠে হেলান দিল বেনন। 'ডাকোটাকে আটকেছ কেন?'

'রিয়োয়ার্ড মানির জন্যে,' নিঃশব্দে হাসল হোয়াইটম্যান। 'ভেবেছিলাম

পুরস্কার ঘোষণা করলেই লোকটাকে শেরিফের কাছে পৌছে দেব।'

'পেছনদিক না সামনে দিয়ে কথা বলো বুঝলাম না, তবে এটুকু বুঝলাম তোমার কাছ থেকে মিথ্যে ছাড়া সত্যি কথা শোনা যাবে না।' কঠোর হয়ে গেল বেননের মুখ। গিলিয়ানকে আঙুল তুলে দেখাল সে। 'ওকে পাঠাও, ডাকোটাকে এক্ষুণি নিয়ে আসতে বলো। কোনও চালাকি হলে খুন করে ফেলব তোমাকে।'

চিন্তিত চেহারায় ধপ করে চেয়ারে বসল হোয়াইটম্যান। বোঝা যাচ্ছে একফোঁটা ভয় পায়নি সে বেননের হুমকিতে। বেননকে দেখতে দেখতে টেবিলে আঙুল দিয়ে তাল ঠুকল খানিক। বেনন বুঝল জুয়া চলছে। কার্ডবিহীন পোকার। ঝুঁকি আর লাভের হিসাব মেলাচ্ছে হোয়াইটম্যান। বড়সড় ধূসর মগজটা খুবই ব্যস্ত, ঝামেলায় না জড়িয়ে বুদ্ধির খেলায় ওকে হারিয়ে দেবার পথ খুঁজছে।

অবশেষে আঙুলের ওপর থেকে মুখ তুলে সীলিঙের দিকে চাইল হোয়াইটম্যান। পকেট হাতড়ে একটা সিগারেট ধরাল। কষে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল। বেননকে দেখল ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে। তারপর বলল, 'তুমি একা দু'জনের সঙ্গে পারবে না।'

'দেখতে চাও?' দু'পা ফাঁক করে সিধে হয়ে দাঁড়াল বেনন।

জবাব দিল না রানশার। ভেবে দেখেছে সে, কেউ তার বিরুদ্ধে কিছু প্রমাণ করতে পারবে না। হাডসনের ব্যাপারটায় শেরিফকে বললেই হবে যে অস্ত্র বের করেছিল অচেনা লোকটা। গিলিয়ান তার হয়ে সাক্ষ্য দেবে। শেরিফ যদি ডাকোটার ব্যাপারে জানতে চায় তা হলেও তৈরি জবাব দেয়া যাবে। মহিলাদের ব্যাপারে গতকাল শেরিফের সামনে মোকাবেলা হওয়ায় সুবিধা হয়ে গেছে। ব্যাপারটা কোর্টে উঠলে বললেই হবে মহিলার পোশাকে ডাকোটা জোন্স থাকতে পারে স্বপ্নেও ভাবেনি সে। সরল মনে দাওয়াত দিয়েছে এমনকী মিসেস জোন্সের সঙ্গে কথাও হয়নি তার। মা'র গলা বসা ছিল বলে মিস জোন্স কথাবার্তা একাই চালিয়ে নিয়েছে। সে জানবে কী করে বিধবা মহিলা সেজে ভয়ানক এক ডাকাত তার বাড়িতে ঢুকে পড়েছে? আর বেনন কোনও সমস্যাই নয়। ইচ্ছে করলেই লোকটাকে খুন করে ফেলা যায়। কারও সাহায্য লাগবে না, সে একাই যথেষ্ট। রক বেনন সম্ভবত সিক্সগান ছোঁয়ারও সুযোগ পাবে না। শেরিফকে বলা যেতে পারে বেনন জোন্সের যোগসাজসে ডাকাতি করতে বাড়িতে ঢুকেছিল, টাকা-পয়সা নিয়ে পালাবার সময় গানফাইটে মারা গেছে। জোর গলায় বলা যাবে লোকটা ডাকোটার বন্ধু। এরকম অকাট্য যুক্তি দেখালে প্রতিবাদ করতে যাবে না কেউ। তবে নিশ্ছিদ্র নয় পরিকল্পনাটা। মস্ত বড় একটা ফাঁক আছে। ডাকোটাকে নিয়ে চিন্তা নেই, তবে মিরা জোন্স সাক্ষী হিসেবে কোর্টে গুরুত্ব পাবে।

'কী হলো, চুপ করে আছ কেন?'

'তুমিই জিতলে,' হতাশ ভঙ্গিতে শ্রাগ করে মনে মনে হাসল হোয়াইটম্যান।

ইচ্ছে মত খেলাতে পেরেছে সে বেননকে। লোকটা যখন বুঝবে, রাগে-দুঃখে মাথার চুল ছিঁড়ে ফেলবে। ফোরম্যানের দিকে চাইল সে, 'বুড়োটাকে এঘরে আনো।'

'দুটো ঘোড়া আর দু'দিনের খাবারও লাগবে,' গিলিয়ান বেরিয়ে যাওয়ার সময় জানাল বেনন। 'বাইরে পোর্চে বস্তাটা রেখে দিয়ো।'

চোখে চোখে রানশারের সম্মতি নিয়ে গেল গিলিয়ান। কিছুক্ষণ পর ঘরে ঢুকল একজন প্রৌঢ়কে নিয়ে। বেরিয়ে গেল আবার। বোধহয় রসদ জোগাড়ে গেছে। প্রৌঢ়কে একদৃষ্টিতে দেখল বেনন। বয়সের ছাপ পড়েছে ডাকোটার মুখে। দীর্ঘদিন জেল খাটায় চামড়া ফ্যাকাসে। মুটিয়ে গেছে একটু, কিন্তু চিনতে ওর ভুল হলো না। অভিজ্ঞ, পোড় খাওয়া যে কেউ দেখলেই বুঝে ফেলবে আপাত নিরীহ এই প্রৌঢ়ের ভেতর দুর্ধর্ষ একটা মানুষ লুকিয়ে আছে। গায়ের লোম দাঁড়িয়ে গেছে অনুভব করল বেনন। অতীত মনে পড়ল ওর। স্বপ্নপুরুষের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে খুব অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হলো। আধুনিক কালের এই রবিনহুড এখন জীবন্ত কিংবদন্তী।

'হঠাৎ আমাকে ছেড়ে দেয়ার কারণটা কী?' হোয়াইটম্যানের উদ্দেশ্যে জলদগম্ভীর স্বরে বলল ডাকোটা।

আঙুল তুলে বেননকে দেখাল হোয়াইটম্যান। বেনন বলল, 'পাসি নিয়ে শেরিফ আসছে। আমি রক বেনন।' হ্যাণ্ডশেক করল সে। 'তুমি আমাকে চিনবে না, তোমার কাছে পুরানো একটা ঋণ আছে আমার। পরে সব বলব। তাড়াতাড়ি করতে হবে, পাসি আসার আগেই এখন পাহাড়ে চলে যেতে হবে আমাদের। মিরা বাইরে অপেক্ষা করছে। তুমি তৈরি?'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত বেননের দিকে দ্বিধা ভরা চোখে চেয়ে থাকল ডাকোটা। তারপর ওপর-নীচে মাথা দোলাল।

রানশহাউজ থেকে ডাকোটাকে নিয়ে বেরিয়ে এল বেনন। ইয়ার্ড পেরুনোর পর ঝোপের আড়াল ছেড়ে ছুটে এল ব্যাগলে আর মিরা। 'সব নিয়ন্ত্রণে আছে,' ওদের উদ্দেশে বলল রক। পোর্চে দাঁড়ানো হোয়াইটম্যানের উদ্দেশে চেঁচাল, 'ঘোড়া আর খাবারের বস্তা আনতে বলো। ফেন্ট করডিকে বলবে ঘোড়াগুলোয় স্যাডল যেন সে চাপায়। যতক্ষণ আছি আমি চাই না করডি আমার চোখের আড়ালে থাকুক।'

'তুমি আমার ক্রুদের দেখেও ডাকোটাকে নিতে একা ঢুকেছ?' বেননের দুঃসাহস দেখে বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে গেল রানশারের চোখ। লোকটা মানুষ না শয়তান, ভয়ডর নেই! গিলিয়ান আর করডিকে ডেকে বেননের নির্দেশ পালন করতে বলল সে।

দশ মিনিট পর জঙ্গলের মাঝ দিয়ে ঈগল্‌স্ আইরী থেকে সরে এল বেনন

সবাইকে নিয়ে। ডাকোটা চড়েছে একটা অ্যাপালুসায়, তার মেয়ে চালাচ্ছে একটা ধূসর রঙের মেয়ার। যতক্ষণ ওদের নড়াচড়া দেখা গেল, চওড়া গ্যালারিতে দাঁড়িয়ে দেখল হোয়াইটম্যান। তারপর পাশে দাঁড়ানো গিলিয়ান পেনরোজের দিকে ফিরল।

'বছরে একটার বেশি ভুল আমি করি না,' বলল সে। 'এবছরের ভুলটা হয়েছিল যখন ডাকোটাকে আমরা হোটেল থেকে ধরে আনি। তবে আজকের ঘটনায় ভুলটা শোধ হয়ে গেছে। জেল পালানো আসামীকে সহায়তা এবং আশ্রয় দেয়ার কারণে এখন আইন বেননকে খুঁজবে, আমাকে নয়। তবে চিন্তার কথা ফেল্ট করডির উপস্থিতি বেনন জানে। শেরিফ আসার আগেই ওদের অন্য কোথাও সরিয়ে দাও। আমরাও এখানে থাকব না।'

'করডিদের লাইন ক্যাম্পে পাঠাই, বস্?'

সন্তুষ্টির সঙ্গে মাথা দোলাল হোয়াইটম্যান। 'হ্যাঁ, তাই করো। তারপর তুমি যাবে বেননের পেছনে, আর আমি যাব শহরে। আমি চাই না শেরিফ আমাদের নাগাল পাক। মুখ খোলার কোনও সুযোগ দেয়া যাবে না, ডাকোটাকে তার মেয়ে সহ খতম করে দিতে হবে। বেনন আর তার বন্ধুও যেন বাদ না পড়ে। কী বলেছি বুঝেছ, কাজে কোনও খুঁত যেন না থাকে।'

'বুঝেছি, বস্।' ভীষণ গম্ভীর গিলিয়ান পেনরোজের নিষ্ঠুর চেহারা। 'ধরে নাও ওরা মরে গেছে। দরকার হলে করডিকে সঙ্গে নেব?'

'যদি প্রয়োজন পড়ে।'

তেরো

ঈগল্স্ আইরী থেকে বেরুনোর ঘণ্টাখানেক পর থেকেই বেননের মনে হচ্ছে অনুসরণ করা হচ্ছে ওদের। একটা সময় এরকম অনুভূতি হলেই ও বুঝত পেছনে ল-ম্যান লেগেছে, কিন্তু এখন বিপদটা সেদিক থেকে আসবে সে সম্ভাবনা নেই। তারমানে হোয়াইটম্যানের লোক, ভাবল বেনন। এত সহজে হার মেনে ডাকোটাকে ছেড়ে দেয়ার লোক না হোয়াইটম্যান। অনেকক্ষণ থেকে অস্বস্তি লাগছে ওর। মনে কাঁটার মত খচখচ করে বিঁধছে, অনুভব করছে বুদ্ধির খেলায় কোথায় যেন ওকে হারিয়ে দিয়েছে লোকটা।

ল্যাটিগোর ট্রেইলে এসে থামল না বেনন। সবাইকে নিয়ে ট্রেইল পার হয়ে সামনের সবুজ গাছে ভরা জঙ্গলে ঢুকল। ঘন হয়ে জন্মেছে পাইনগাছ, ফলে ওদের গতি খুব ধীর। বেনন আর ব্যাগলের পেছনে আসছে জোন্সরা। নিচু স্বরে কথা

বলছে। বেননকে অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে যেতে দেখে আলাপ জমাতে সাহস পায়নি ব্যাগলে।

একের পর এক ঢেউ খেলানো পাহাড় আছে এদিকটায়। পাহাড়ে ওঠার পথ খুঁজছে বেনন অনেকক্ষণ হলো। গাছের গুঁড়ির মাঝ দিয়ে পথ করে মাইলখানেক যাওয়ার পর গেম ট্রেইল পেল সে। একঘণ্টা পর উঠে এল একটা পাহাড়ের কাঁধে। পাশেই ল্যাটিগো বেসিনের ভাটির দিকে ছুটে চলেছে খরস্রোতা অগভীর একটা ক্রীক। বেননের দেখাদেখি বরফশীতল পানিতে ঘোড়া নামিয়ে উজানে এগোল সবাই। আধমাইল এগিয়ে পাড়ে উঠল বেনন। ওর পাশে চলে এল ডাকোটা জোন্স। বেননের মতই বিপদের মাত্রা বুঝতে তারও ভুল হয়নি।

'তোমরা এগোতে থাকো,' বলল সে। 'আমি ট্র্যাক লুকিয়ে আসছি। লোকে একসময় বলত আমি নাকি ইণ্ডিয়ানদের মত ট্র্যাক লুকাতে পারি। দেখি আসলেই পারি কি না।'

আপত্তি করল না বেনন। ও নিজেও ট্র্যাক লুকাতে ওস্তাদ, তবে ডাকোটার কাছে শিশু। লোকটা নাকি হঠাৎ অদৃশ্য হওয়ার জাদুকর। এগিয়ে চলল ওরা ডাকোটাকে ক্রীকের তীরে রেখে।

আধঘণ্টা পর সামনের দিক থেকে ওদের কাছে ফিরে এল ডাকোটা জোন্স। তার দু'পায়ের গোড়ালিতে ক্রীকের কাদা লেগে আছে। হাসছে আউট-ল। বেনন বুঝে গেল ক্রীকের ধারেকাছে ঘোড়ার খুরের কোনও চিহ্ন আর নেই।

সতর্কতায় ঢিল দিল না বেনন। বড় একটা অদৃশ্য বৃত্ত ধরে ঘুরে ঘুরে এগোল। পাহাড়ে উঠছে আড়াআড়ি ভাবে। বারবার ব্যাক-ট্র্যাক করল। ডাকোটা চিহ্ন মুছতে ব্যর্থ হলেও বেননের ফাঁদে পড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় নষ্ট করতে বাধ্য হবে যেকেউ।

ধীরে ধীরে পাহাড়ের ওপর একটা সমতলে পৌঁছে গেল ওরা। গাছের ভীড় এখানে একদম পাতলা হয়ে গেছে। মাটিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে অসংখ্য নরম পাথরের বিপজ্জনক চ্যাপটা টুকরো। একটু এদিকওদিক পা ফেললেই খাঁজে পড়ে জন্মের তরে পঙ্গু হয়ে যাবে ঘোড়াগুলো। সাবধানে এগোল ওরা। এখন আর ট্র্যাক গোপনের জন্যে সময় নষ্ট করছে না। পাথরের ওপর এমনিতেই খুরের কোনও ছাপ থাকবে না।

পাথর ভরা জমিন পার হয়ে পাহাড়ের উঁচু একটা স্তরের দিকে অগ্রসর হলো ক্লান্ত ঘোড়াগুলো। এক পাশে খাড়া পাহাড়ী দেয়াল আর বড় বড় বোল্ডার রেখে সরু একটা গেম ট্রেইল ধরে যাচ্ছে ওরা। ঢালু পথটা চওড়ায় বড়জোর ফুট ছয়েক হবে। একদিকে পাহাড়, পথের আরেক পাশে আট ন শ' ফুট গভীর খাদ। দু'পাহাড়ের মাঝখানে সূর্যের আলো পড়েনি, খাদের তল দেখা যায় না। ঘোড়ার পা পিছলালে নিশ্চিত মৃত্যু। নীচের পাথুরে তলদেশে পড়ে হাড়গোড় চূর্ণ হবে।

গুহাটা ওরা ছাড়িয়ে চলে যেত, ভাগ্যক্রমে ব্যাগলে দেখতে পাওয়ায় থামল ওরা। পাহাড়ী দেয়ালে গুহাটা। প্রবেশ পথ প্রায় আড়াল করে রেখেছে প্রকাণ্ড কয়েকটা বোল্ডার। আউট-লদের লুকানোর জন্যে আদর্শ জায়গা। পাশ দিয়ে গেলেও সহজে কারও চোখে পড়বে না। ডাকোটা, বেনন আর ব্যাগলে চোখে প্রশংসা নিয়ে পরস্পরকে দেখল গুহাটা ওদের পছন্দ হয়েছে। পুরুষদের খুশি হয়ে উঠতে দেখে চাইল মিরা। গুহামুখ দেখেই ওর ভ্রূ কুঁচকে গেল। বেনন স্যাডল থেকে নামতেই জানতে চাইল, 'তুমি নিশ্চয়ই ওখানে থাকার কথা ভাবছ না?'

'খারাপ কোথায় দেখলে, বাড়ির কাজ দেবে,' বলল বেনন। 'ধরে নাও আগামী কয়েকদিনের জন্যে এটাই আমাদের বাড়ি। পাসির সদস্যরা হতাশ হয়ে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত এখানেই থাকতে হবে।'

'বেনন ঠিকই বলেছে, মিরা,' বলল ডাকোটা। 'পাসি তন্নতন্ন করে পাহাড়ে-জঙ্গলে আমাদের খুঁজবে। এখন দৌড়ের ওপর থাকা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। এখানে না থেকে এগিয়ে যাওয়া রীতিমত বোকামি হবে। তুমি কি চাও তোমার বুড়ো বাপকে ওরা ধরে নিয়ে জেলে পচিয়ে মারুক?'

বুঝল মিরা, চেহারা থেকে বিরক্তির ছাপ দূর হয়ে গেল। মাল খালাস করে বোল্ডারের আড়ালে ঘোড়া রাখল ওরা। স্যাডল, ব্ল্যাংকেট আর খাবার নিয়ে রাইফেল হাতে গুহায় ঢুকল বেনন। ব্যাগলে এবং ডাকোটা ওকে অনুসরণ করল। গুহার ছাদ যথেষ্ট উঁচু, কাউকে মাথা নোয়াতে হলো না। হোয়াইটম্যানের দেয়া খাবারের বস্তা খুলল মিরা। ঠাণ্ডা খাবারই খেলো ওরা। আগুন জ্বালানো এখন বিপজ্জনক, আলো না দেখলেও ধোঁয়া দেখে ফেলতে পারে যেকেউ। ওদের উপস্থিতি ফাঁস হয়ে গেলে এত পরিশ্রম পানিতে যাবে।

ধীর, অসম্ভব রকমের লম্বা একটা অলস দিন পার করল ওরা গুহার ভেতরে। প্রায় পুরোটা সময় স্যাডল-ব্ল্যাংকেটে শুয়ে কাটাল বেনন। ঘুমাল কয়েক কিস্তিতে অগভীর ঘুম। বারেবারে জেগে উঠল ভয়ঙ্কর সব দুঃস্বপ্ন দেখে। শেষের বার তরোয়াল হাতে ফেল্ট করডি কান কেটে নিতে আসায় ঘুম ভাঙল ওর। ধড়মড় করে উঠে বসে দু'হাতে চোখ কচলে গুহামুখের দিকে চেয়ে দেখল বেনন সত্যিই করডি এসেছে কি না। ফাঁক দিয়ে আসা আলো ফ্যাকাসে হয়ে গেছে দেখে বুঝতে পারল বাইরে সন্ধে নেমে আসছে। তবে স্বস্তির কথা করডি তরোয়াল নিয়ে হাজির হয়নি।

'বাইরেটা ঘুরেফিরে দেখে এসেছি,' ওকে বলল ডাকোটা। 'আমি নিশ্চিত কেউ পিছু নিয়ে থাকলে ঘণ্টা দুয়েক আগেই ট্র্যাক হারিয়েছে। তবুও ঝুঁকি নিলাম না, আসার সময় শুকনো কাঠ নিয়ে এসেছি। শুকিয়ে হাড্ডির মত হয়ে আছে, আগুন জ্বাললে ধোঁয়া হবে না।'

বেশ শীত পড়েছে পাহাড়ে। আগুন জ্বালানোর কথায় সবাই উৎসাহিত হয়ে উঠল। মিরা খুশি রাঁধতে পারবে বলে। তা ছাড়া আঁধার ওকে ভয় পাইয়ে দেয়। পুরুষদের মাঝে একমাত্র মেয়ে বলে ভয়ের কথাটা লজ্জায় কাউকে বলতে পারেনি—এমনকী বাবাকেও নয়।

শীতে জ্বলে ওঠা আগুন অচেনা মানুষকেও আপন করে দেয়, সত্যটা আরেকবার অনুভব করল ওরা কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে আগুনের কুণ্ড ঘিরে বসে। রান্নার ফাঁকে বেননের চোখে চোখ রেখে হাসল মিরা। বলল, 'তোমাকে ধন্যবাদ দেয়া হয়নি আমার। তুমি ঝুঁকি নিয়ে আমাদের উদ্ধার না করলে এতক্ষণ বেঁচে থাকতাম কি না সন্দেহ। অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'ট্রেনে তুমি মিরার কোলে একটা চিনেমাটির ঘোড়া ফেলে গিয়েছিলে।' বেননকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে কাজের কথায় এল ডাকোটা। 'ঘোড়াটা হাডসন তোমাকে দিয়েছে, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'আমাকে হোয়াইটম্যানের হাত থেকে ছাড়ালে কেন?'

'অনেক পুরানো একটা ঋণ ছিল তোমার কাছে; শোধ করার চেষ্টা করছি।' আউট-লকে সবকিছু খুলে বলল বেনন। তারপর জানতে চাইল, 'তুমি হঠাৎ ডীয়ার লজ থেকে পালালে কেন?'

'দশটা বছর ওখানে পার করেছি আমি। অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল, মনে হত জীবনের ক'টা দিন ওখানেই নিশ্চিন্তে কাটিয়ে দিতে পারব। কিন্তু তারপর হাডসন এল কথা বলতে। ওর সঙ্গে কথা বলে আমার মনে হলো বেরিয়ে আসা দরকার, মরার আগে অন্তত একটা ভুল আমাকে শোধরাতেই হবে।'

'ভুল?'

'হ্যাঁ, খুব বাজে ধরনের একটা ভুল করেছি আমি ধরা পড়ার কিছুদিন আগে। আমি ডাকাত ছিলাম। হ্যাঁ, ডাকাতি করেছি আমি। রেলরোড কোম্পানী, এক্সপ্রেস কোম্পানী আর বিভিন্ন ব্যাংকে। জীবনে অজস্র ডাকাতি করেছি, কিন্তু কেউ বলতে পারবে না কখনও ভালমানুষের ধন সম্পদ কেড়ে নিয়েছি। আমি অন্তত সেরকমই ভাবতাম। কিন্তু হাডসন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল আমার ধারণা কতটা ভুল ছিল। সে আমাকে বলল নরম্যান ফক্সের কথা। বলল কীভাবে সৎ পথে রোজগার করে তিলে তিলে ব্যাংক গড়েছে লোকটা। হাডসন বুঝিয়ে দিল শুধু নরম্যান ফক্সের ব্যাংক নয়, আসলে আমি দরিদ্র রানশারদের ভবিষ্যতের উন্নতি লুঠ করেছি। জানলাম আমারই দোষে জবরদখলকারী হোয়াইটম্যানের হাতে রানশ খোয়াবে ল্যাটিগোর রানশাররা—পথে বসবে। হাডসনকে লুটের টাকা ফেরত পাবার উপায় বলে দিলাম। তবুও মন থেকে অনুশোচনা গেল না।'

'তখনই তুমি ঠিক করলে জেল ভেঙে বেরুবে।'

‘আরও কয়েকটা কথা বলেছে হাডসন।’ নীরব হয়ে গেল আউট-ল। গম্ভীর হয়ে উঠেছে চেহারা। বেনন লক্ষ করল মুঠি শক্ত হয়ে গেছে ডাকোটার। রাগে কাঁপছে। খানিক পরে একদৃষ্টিতে আগুনের দিকে চেয়ে মৃত্যুশীতল কণ্ঠে ডাকোটা বলল, ‘আমাকে বেচে দেয়া হয়েছিল। হাডসন সরাসরি বলেনি, তবে দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে নিয়েছি আমি। যতই ভেবেছি নিশ্চিত হয়েছি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে আমার সঙ্গে। কে করেছে তাও বুঝতে পেরেছি।’

‘কে?’

‘থ্যান আশার। পালাবার সময় ওর কাছেই নরম্যান ফক্সের ব্যাংক থেকে লুঠ করা টাকা রেখেছিলাম। প্রায় অচেনা লোক, লোভ সামলাতে পারেনি, টাকাগুলো মেরে দিয়েছে। তারপর ভেবে বের করেছে কীভাবে আমাকে পথ থেকে সরানো যায়।’

‘তুমি বলতে চাইছ এসব তথ্য জানার পরও হাডসন ভেবেছে থ্যান আশার এখনও বেসিনে বসে আছে?’

‘তা ভাববে কেন, হাডসন বোকা নয়,’ বলল ডাকোটা, ‘তবে বলতে পারো হারাবার কিছু নেই বুঝে ফেডারাল মার্শাল ভাগ্যের সঙ্গে জুয়া খেলেছে। একটা ব্যাপারে আমি ওর সঙ্গে একমত, ওই টাকা থ্যান আশার ভুলেও ছোঁবে না। সে জানে আমি বেঁচে আছি। নোংরা ভূতটা টাকা ওড়াতে শুরু করলে কোনও না কোনও ভাবে খবর আমার কানে আসবেই। অত ঝুঁকি নেবে না লোকটা। অপেক্ষা করবে সে, আমি মরলে লুটের টাকা দিয়ে মৌজ করবে।’

‘তারমানে থ্যান আশারকে শাস্তি দিতে ডীয়ার লজ জেল থেকে বেরিয়েছ তুমি!’ ফিসফিস করে স্বগতোক্তি করল ব্যাগলে।

ডাকোটার চেহারা কঠিন হয়ে গেল। শান্তস্বরে বলল, ‘বাঁচতে চাইলে থ্যান আশার আমাকে টাকাগুলো ফেরত দেবে। আমি ফিরিয়ে দেব নরম্যান ফক্সকে। তারপর থ্যান আশারকে আমি খুঁজব খুন করার জন্যে।’

‘সে টাকা দেয়ার পরেও খুন করবে?’ জানতে চাইল ব্যাগলে।

‘হ্যাঁ। বিশ্বাসঘাতকতার কোনও ক্ষমা নেই। জেল হয়তো আমার প্রাপ্য ছিল, কিন্তু বন্দীত্ব থ্যান আশারের কারণে ভোগ করতে হবে কেন! ওকে খতম করব আমি। তারপর স্বেচ্ছায় ধরা দেব।’

‘এখনই ফিরে যাও না কেন,’ বলল বেনন। ‘হাডসন বলছিল গভর্নরকে বলে যাতে ক্ষমা পাও সেই ব্যবস্থা করতে পারবে। জেল-পালানোর পরে ক্ষমা করার সম্ভাবনা কমেছে বটে, তবে এখনও খুব দেরি হয়ে যায়নি। থ্যান আশারকে মেরে ফেললে ঝামেলা আরও বাড়বে।’

‘থ্যান আশারকে আমার পেতেই হবে।’

শ্রাগ করল বেনন। ‘ভেবেছিলাম বলব না, কিন্তু এখন দেখছি বলাই উচিত।

থ্যান আশার তোমার ট্রায়াল শুরুর পর পরই বেসিন ছেড়ে চলে গেছে। বোকাও বুঝবে লুটের টাকা সঙ্গে নিয়েছে সে।'

ঝট করে উঠে দাঁড়াল ডাকোটা জোন্স। এ মুহূর্তে ভয়ঙ্কর লাগছে তাকে দেখতে। শিকারের ওপর লাফিয়ে পড়ার আগে কুগারকে এরকম উত্তেজিত হতে দেখেছে বেনন। টানটান হয়ে গেছে ডাকোটার শরীর। চোয়াল দৃঢ়বদ্ধ। সরু হয়ে গেছে দু'চোখ। নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠছে। আশ্চর্য দ্রুততায় নিজেকে সামলে নিল ডাকাত। শান্ত স্বরে বলল, 'ওকে আমি খুঁজে বের করব। ভেবো না শুধু প্রতিশোধ নিতে চাই, ভুল শোধরাবার জন্যে ওকে আমি খুঁজে বের করব যেখানেই যাক না কেন। হাডসন আমাকে ভাল একটা কাজ করার সুযোগ দিয়েছিল, সুযোগটা আমি হাতছাড়া করব না।'

'যাই করো না কেন আমি…আমরা তোমার পাশে থাকব,' ব্যাগলেকে একবার দেখে নিয়ে বলল বেনন। ঘন ঘন মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল ব্যাগলে। 'আমরাও চাই হোয়াইটম্যানের শোষণ থেকে রানশাররা মুক্ত হোক।'

হাসল ডাকোটা। হাত বাড়িয়ে দিল। আগ্রহ নিয়ে জীবন্ত কিংবদন্তীর সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করল ব্যাগলে। বেনন করমর্দন করে বলল, 'আজকের মত যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে, খাওয়া সেরে ঘুম দাও সবাই। যেক'দিন এখানে আছি পরিপূর্ণ বিশ্রাম নিতে হবে। আইনের তাড়া খেলে দম ফেলারও ফুরসত মিলবে না কারও।'

পরবর্তী দুটো দিন গুহা থেকে তেমন একটা বেরুল না ওরা। অলস দিনগুলো শুয়ে-বসে কাটাল। শুধু বিশ্রাম নেয়ার জন্যে পরিশ্রম করছে না তা নয়, খাটাখাটনি করলে খিদে বেশি লাগবে এটাই মূল কারণ। দু'দিনের খাবার আনা হয়েছিল হোয়াইটম্যানের কাছ থেকে, কিন্তু গিলিয়ান পেনরোজ নির্ঘাত কিপটেমি করেছে। পেট ভরে খেলে ওই খাবারে দেড় দিনের বেশি যেত না। রেশন করছে ওরা। তবুও খাবার প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। এদিকে জ্বালানী কাঠও নেই বললেই চলে। পাহাড়ী উঁচু অঞ্চল, তার ওপর কয়েকদিন ধরে শীত পড়ছে বেশি। ঠাণ্ডায় হাত-পা জমে যেতে চায়। অথচ সর্বক্ষণ আগুন জ্বেলে রাখার উপায় নেই। সব মিলিয়ে বিচ্ছিরি অবস্থা।

তৃতীয় দিন বৃষ্টি শুরু হওয়ায় শীত আরও বাড়ল। খাবারও শেষ। বেসিনে কী ঘটছে জানার জন্যে অস্থির হয়ে উঠল বেনন। গত ক'দিনে ওরা পাসির কোনও চিহ্ন দেখেনি, তবে সেজন্যে নিশ্চিন্ত বোধ করার কোনও কারণ নেই। হয়তো পুরোটা পাহাড়ী অঞ্চল বেড় দিয়ে জাল গুটাচ্ছে পাসি, বা আপাতত ব্যস্ত আছে অন্য কোথাও খুঁজতে। বলা যায় না আজ বা কালকেই হয়তো হাজির হয়ে যাবে এখানে। খুঁজে বের করে ফেলবে ওদের।

বিকেলে খিদের জ্বালায় খেপে গেল ব্যাগলে। ব্ল্যাংকেট থেকে লাফ দিয়ে উঠে

দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি চললাম। এরকম উপোস করার কোনও মানেই হয় না। বেসিনে গিয়ে দেখব খাবার জোগাড় করা যায় কি না। এখানে শিকার বলতেই জ্যাক-র‍্যাবিট। গুলিও করা যাবে না পাসির ভয়ে। ফাঁদ পেতে যদি এক আধটা ধরাও যায় ওসব খাওয়া পেটে ঢুকলে ক'দিন পরে আমার কান লম্বা হয়ে যাবে, লেজ নেড়ে দৌড়ে বেড়াব তখন।'

'যাও,' মানা করল না বেনন। ব্যাগলে ঠিকই বলেছে, খাবার না নিয়ে এলে উপোসই থাকতে হবে। 'সাবধানে যেয়ো,' বলল সে। 'নরম্যান ফক্সের রানশটা তো চেনো, ওখান থেকে চুরি করা সহজ হবে। যদি ধরা পড়ে যাও, হাডসনকে সত্যি কথাই বোলো। ব্যাজ জমা দিয়েছে, তা ছাড়া যতদূর জানি লোকটা উপকারীর অপকার করে না—হয়তো চোখ বুজে সাহায্য করে বসবে।'

'চুরি করব? ল্যাটিগো থেকে কিনে আনলে হয় না?'

'পাগল নাকি! এতক্ষণে পাসির সবাইকে তোমার ময়লা কাপড় আর চেহারার বর্ণনা দেয়া হয়ে গেছে।'

'তাই বলে চুরি?'

'খারাপ লাগলে একটা হাত সিক্সগানের বাঁটে রেখে নিজেকে খাবার-ডাকাত মনে কোরো,' শোওয়া থেকে উঠে বসে গম্ভীর চেহারায় বলল ডাকোটা।

ব্যাগলের দ্বিধা দেখে হুমকি দিল বেনন, 'না ইচ্ছে করলে যেয়ো না, আমাদের সঙ্গে উপোস করো।'

'যাব,' মুহূর্তে রাজি হয়ে গেল ব্যাগলে। 'ওদের কিচেন সাফ করে আনব।'

ঝপ করে সন্ধের আঁধার নামল পাহাড়ে। আরও এক ঘণ্টা অপেক্ষা করে তারপর টিপ টিপ বৃষ্টির মধ্যে রওনা হলো ব্যাগলে। সবাই জানে পথ অনেক দীর্ঘ, ফিরতে ওর ভোর হয়ে যাবে। ব্ল্যাংকেটে শরীর মুড়ে স্যাডলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল ডাকোটা আর মিরা। বেনন একা পাহারা দিতে জেগে থাকল। আধোঘুমে বারবার ওর মনে হলো ব্যাগলের ঘোড়ার শব্দ শুনছে। এত তাড়াতাড়ি ফক্সের রানশ থেকে ব্যাগলে ফিরবে না, তবুও ঘুমে ঢুলু ঢুলু চোখে অনেক বার গুহা মুখের কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে। বাইরে মুষল ধারে বৃষ্টি পড়ছে। তারপর একসময় ফিরে এসে আগুনে কাঠ চাপিয়ে শুয়ে পড়ল। দুঃস্বপ্ন দেখল সে ব্যাগলে এসেছে, তাকে ধাওয়া করে আসছে পাসি। হঠাৎ ভূমিকম্প শুরু হলো পাহাড়ে।

চোখ মেলল বেনন। ভোর হয়নি এখনও। বৃষ্টির শব্দ নেই, নিঃশব্দ চারদিক। দুলছে ওর শরীর। প্রথমে মনে হলো সত্যি ভূমিকম্প। তারপর বুঝল কেউ ওকে ধাক্কা দিচ্ছে দু'হাতে, ঝাঁকাচ্ছে। নিভু নিভু আগুনের আলোয় উত্তেজিত ব্যাগলেকে দেখতে পেল সে। উঠে বসে ঘুম জড়ানো কণ্ঠে জানতে চাইল, 'এনেছ?'

'হ্যাঁ,' বলল ব্যাগলে। 'নরম্যান ফক্সের কুক লোকটার ঘুম খুব পাতলা। বালিশের নিচে একটা কামান রাখে ব্যাটা। জানালা গলে কিচেনে ঢুকতেই আমার

বুকে ঠেসে ধরল ওটা। নিয়ে গেল নরম্যান ফক্সের কাছে। কত কাকুতি মিনতি করলাম, শালা শুনল না। গিয়ে দেখি নরম্যান ফক্সের সঙ্গে হাডসনও জেগে আছে। তোমার কথা মত হাডসনকে সত্যি কথাই বললাম। আমাকে তাজা একটা ঘোড়া দিয়েছে সে, অবশ্য আমার কথা শোনার মত ধৈর্য ছিল না ওদের। বেসিনে নতুন এক গোলমাল শুরু হয়েছে। খবরটা শুনেই আর দেরি করিনি, হাওয়ার বেগে ছুটে এসেছি।'

চুপ করে থাকল বেনন। ও জানে, এখন কৌতূহল দেখালেই মস্ত কাহিনি ফেঁদে বসবে ব্যাগলে। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না ওকে, বেননের কৌতূহল জাগাতে ব্যর্থ হয়ে হতাশ চেহারায় ব্যাগলে বলল, 'জানতে চাও না বেসিনে কী ঘটেছে?'

'বলো।' ব্ল্যাংকেট গায়ে রেখেই এক সঙ্গে উঠে বসল বাপ-বেটি।

'সংক্ষেপে,' হাই তুলে দু'হাতে চোখ ডলল বেনন।

'রেলরোডের শ্রমিকদের জন্যে বেসিনের র‍্যানশাররা এক হাজার গরু রাউণ্ড আপ করেছিল। কারা যেন ওগুলোকে খেদিয়ে নিয়ে গেছে।'

'রাসলিঙ?' মেরুদণ্ড সোজা হয়ে গেল বেননের। চোখ থেকে উধাও হয়ে গেছে ঘুম।

গম্ভীর চেহারায় মাথা ঝাঁকাল ব্যাগলে। 'মাত্র তিন-চারজন কাউহ্যাণ্ড গরু পাহারায় ছিল। তারাও কালকে সন্ধেয় ভেবেছে একবার মেলা ঘুরেফিরে না দেখলে মরে যাওয়াও ভাল। একজনকে পাহারায় রেখে অন্যরা গেছে মেলায়, এদিকে সুযোগ বুঝে ঘুমন্ত পাহারাদারকে বেঁধে রেখে রাসলাররা কাজ সেরে নিয়েছে। দু'ঘণ্টা পর কাউহ্যাণ্ডরা ফিরে এসে দেখে হাত-পা বাঁধা পাহারাদারটা ছাড়া ধারে কাছে আর একটা গরুও নেই!'

'কেউ বলতে পেরেছে কাজটা কাদের?'

'বেসিনে রাসলাররা নতুন। গরুর সঙ্গে থাকা কাউহ্যাণ্ড কয়েকজনের চেহারার বর্ণনা দিয়েছে। ফেন্ট করডির দল, কোনও সন্দেহ নেই।'

'ওদের ধাওয়া করা হয়নি?'

'কাল রাতের বৃষ্টিতে সব ছাপ মুছে গেছে। খুঁজবে কোথায়, পাহাড়ে গরু লুকানোর অন্তত হাজারখানেক জায়গা আছে। সবাই হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে। ম্যাকমিলান ওদের সান্ত্বনা জানিয়েছে, তবে এটাও বলেছে যে দু'দিনের বেশি অপেক্ষা করতে পারবে না সে। কোম্পানী এক সপ্তাহের মধ্যে কাজ শুরু করবে, তার আগেই গরু জোগাড় করতে হবে তাকে। মনে হয় র‍্যানশগুলো হোয়াইটম্যানের হাতেই চলে যাচ্ছে!'

'বুঝলাম লোকটা কেন করডিদের কাজ দিয়েছে।' চিন্তিত চেহারায় খোঁচাখোঁচা দাড়িতে হাতের তালু ঘষল বেনন। 'শেরিফ ঈগল্স্ আইরীতে

গিয়েছিল?'

'হ্যাঁ। যাচ্ছিল।'

'যাচ্ছিল?'

'পথেই হোয়াইটম্যানের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। হোয়াইটম্যান বলেছে সে নিজেই শেরিফের অফিসে যাচ্ছিল।'

'শেরিফ কারণ জানতে চায়নি?'

'হোয়াইটম্যান নিজেই বলেছে। হঠাৎ নাকি সে দেখে তার মহিলা অতিথিদের একজন আসলে ছদ্মবেশী পুরুষ। ব্যাপারটা তার কাছে অস্বাভাবিক লেগেছে। শেরিফকে রিপোর্ট করতে শহরে যাবে সে এই সময় তুমি আর আমি অস্ত্র হাতে তার ওপর হামলা করেছি। তাকে বন্দী করে অতিথিদের কেড়ে নিয়ে গেছি। যাবার আগে নাকি বলেও গেছি যে মহিলাবেশী পুরুষের নাম ডাকোটা জোন্স!' হাসল ব্যাগলে। 'পরে বহু কষ্টে নিজেকে মুক্ত করে সে, সৎ নাগরিক হিসেবে আইনের নোংরা কানে কথাটা তুলতে ল্যাটিগো রওনা হয়।'

'এতসব মিথ্যে কথা শেরিফ বিশ্বাস করল?'

'বিশ্বাস না করলেই কী, তার হাতে কোনও প্রমাণ নেই যে হোয়াইটম্যান মিথ্যে বলছে।'

'কেন, সে যে হাডসনকে গুলি করেছে?'

'তোমার মতই ওকেও নাকি ডাকাত বলে মনে করেছিল, হোয়াইটম্যান বলেছে শেরিফকে। এদিকে হাডসন স্লিম ডিকেন্সকে জানিয়েছে সে-সময় তার হাতে অস্ত্র ছিল না, জোন্সকে সে সারেতে দেখেছে। বিনা উস্কানিতেই ওকে গুলি করে হোয়াইটম্যান। কিন্তু হোয়াইটম্যান হাডসনের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছে অস্ত্র হাতে দৌড়ে এসেছিল হাডসন। ফেডারাল মার্শালকে সে চিনত না। দুঃখ প্রকাশও করেছে। শেরিফের মগজ বিগড়ে গেছে দু'পক্ষের দু'রকম কথা শুনতে শুনতে।

'তবে, শুনলাম পরবর্তী কর্তব্য শেরিফ ডিকেন্স ঠিক করে ফেলেছে। পাসি নিয়ে ডাকোটা জোন্সকে পাহাড়ে খুঁজতে আসবে সে। সবাই জেনে গেছে তুমি আর আমি ডাকোটাকে নিয়ে পালিয়েছি। রকি, বুড়ো ঘোড়া, ধরে নাও আবার আমরা আউট-ল হয়ে গেলাম।'

'আমাদের জন্যেই তোমরা বিপদে পড়লে,' বলল মিরা।

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল বেনন, 'বিপদ আমার সঙ্গে ঘোরে, একদম প্রভুভক্ত কুকুরের মতন।'

বুট পরে ব্যাগলেকে নিয়ে গুহা থেকে বেরিয়ে এল সে। লাল একটা সূর্য উঠেছে পাহাড়ের আড়াল থেকে। বহুদূরে বেসিনের একাংশ চোখে পড়ে এখানে দাঁড়ালে। দাঁড়াল ওরা। মাঠ ভরা সবুজ ঘাস দেখা যায়। এত ওপর থেকে জমির

ঢেউগুলো বোঝার উপায় নেই, মনে হয় সমতল ভূমি। সেসব ছাড়িয়ে আরও দূরে পাহাড়শ্রেণী—সূর্যের নতুন আলোয় লাল রঙ গায়ে মেখে অপরূপ সাজে সেজেছে। মুক্ত বিশাল প্রকৃতি, তবু বেননের মনে হলো এই উদার পৃথিবী আর ওর জন্যে নয়। আঁধারের পথিক এখন সে আর ব্যাগলে। আবার শুরু হবে লুকোচুরি। আইনের তাড়া খেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালানো। কঠিন জীবন যাত্রা, স্বাভাবিকতার কোনও স্থান নেই সেখানে। ধরতে চাইবে শেরিফরা, রিয়োয়ার্ড পোস্টার ছাপা হলেই খুন করতে খুঁজবে বাউন্টি হান্টারের দল। আবার আউট-ল ঘোষিত হতে চলেছে ওরা, মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত জীবন বাঁচাতে লড়তে হবে ওদের। তারপর এক সময় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার মধ্যে দিয়ে শেষ হবে বেঁচে থাকার এই অর্থহীন লড়াই। ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল বেনন। হোয়াইটম্যান লোকটা ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক আর চতুর। ভবিষ্যতে কোনও না কোনও ভুল সে করবেই, সবাই করে, কিন্তু তখন রানশারদের ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার আর উপায় থাকবে না। যদি সময় থাকতে গরুগুলো খুঁজে পাওয়া যেত, তা হলেও ঠেকানো যেত লোকটাকে। রানশাররা পথে বসত না। কিন্তু খোঁজার কোনও পথ নেই, বেসিনে ওদের দেখা গেলেই আটক করা হবে। প্রয়োজনে গুলি করবে পাসি। মাথা ঝাঁকিয়ে এলোমেলো চিন্তাগুলো দূর করতে চাইল বেনন। আগুন জ্বালানোর জন্যে শুকনো ডাল খুঁজতে হবে, ডাকোটার আনা ডালপালা ফুরিয়ে এসেছে। পা বাড়াল সে জঙ্গল লক্ষ্য করে। পাশে হাঁটছে ব্যাগলে। ভেজা পাথরে পিছলে যেতে চাইছে ওদের বুট, ছোট ছোট গর্তে জমে থাকা পানিতে পা পড়লেই ছপছপ আওয়াজ উঠছে।

'শোনো!' হঠাৎ থমকে দাঁড়াল বেনন। 'শুনতে পাচ্ছ, ব্যাগলে?' এক মুহূর্ত থেমে বলল, 'আসছে ওরা!'

থমথমে মুখে কান পেতে শুনল ব্যাগলে। ছয়-সাত জন অশ্বারোহী। দ্রুত বেগে ছুটে আসছে জঙ্গলের দিক থেকে এদিকেই। 'হোয়াইটম্যানের রানশ পাশ কাটানোর সময় ট্রেইল থেকে ঈগল্স্ আইরীর আলো দেখেছিলাম,' বলল সে। 'ওরাও বোধহয় আমাকে দেখেছে। কেউ নিশ্চয়ই ট্রেইলের কাছে পাহারায় ছিল!'

'হয় হোয়াইটম্যান, নইলে পাসি।' ব্যাগলেকে দৌড়াতে ইশারা করে গুহার দিকে দ্রুত পায়ে এগোল বেনন। 'জোন্সদের বলো ঘোড়ায় স্যাডল চাপাতে। এক্ষুণি চলে যেতে হবে। যারাই আসুক আমাদের দেখে ফেললে বিপদ আছে কপালে।'

চোদ্দ

বেননের গলা শুনতে পেয়ে গুহা থেকে দু'হাতে স্যাডল আর ব্ল্যাংকেট নিয়ে বেরিয়ে এল ডাকোটা আর মিরা। দ্রুত অভ্যস্ত হাতে ঘোড়ায় গিয়ার পরাল ওরা চারজন। খাবারের স্যাক স্যাডলের সঙ্গে বেঁধে নিল বেনন। তারপর গেম ট্রেইল ধরে নীচের জঙ্গলের দিকে ছুটল ওরা। পাহাড় থেকে দ্রুত নেমে কাছে চলে আসছে ধাওয়াকারী অশ্বারোহীরা, খুরের শব্দ শুনে বোঝা যাচ্ছে। লোকগুলোর গলার আওয়াজও আবছাভাবে শুনতে পেল ওরা।

সময় থাকতে জঙ্গলে ঢুকে পড়তে হবে ওদের। গতি আরও বাড়াল বেনন। ঝড়ের বেগে ওরা নেমে এল সরু গেম ট্রেইল ধরে। গতি না কমিয়ে পাথর ছড়ানো বিপজ্জনক জঙ্গলে ঢুকল। পাঁচ শ' গজ দূর থেকে সম্মিলিত চিৎকার শোনা গেল। গেম ট্রেইল ছেড়ে সমতল ভূমিতে বেরিয়ে এসেছে লোকগুলো। ওদের দেখে ফেলেছে।

সবাইকে স্যাডলে নিচু হয়ে বসতে নির্দেশ দিল বেনন। ঘন জঙ্গলের দিকে ছুটছে ওরা, ঘোড়াগুলোর সহজাত সতর্কতাবোধের ওপর ছেড়ে দিয়েছে নিজেদের। যে কোনও সময় গাছের গায়ে বাড়ি খেতে পারে জন্তুগুলো। হোঁচট খেয়ে পাথরের ওপর এই গতিতে পড়লে নিশ্চিত মৃত্যু। ট্রেইল লুকাবার সময় এখন নয়, এখন পালাতে হবে, লোকগুলোর সঙ্গে দূরত্ব বাড়াতে না পারলেও যে করেই হোক সমান দূরে রাখতে হবে।

কারা ধাওয়া করছে এখনও জানে না ওরা। জানতে চেষ্টাও করেনি বেনন সময়ের অভাবে অন্তরাত্মা খাঁচা ছাড়া হয়ে গেছে ওর। জীবনে এই প্রথম ধাওয়া খেয়ে কোনদিকে যাবে বুঝতে পারছে না। পেছনদিকে বেশ অনেকখানি জায়গা জুড়ে ঘোড়ার খুরের শব্দ পাচ্ছে সে। ওদের ঘিরে ফেলতে চাইছে লোকগুলো! এগিয়ে আসছে অর্ধবৃত্তাকারে। বেসিনে নেমে যাওয়া ছাড়া আর কোনও পথ খোলা নেই এখন। অথচ ওখানে সবাই জানে ওরা ডাকোটাকে নিয়ে পালিয়েছে, ডাকাতটার বন্ধু—ধরাতে পারলেই জেলে পুরে দেবে। বলা যায় না ফাঁসিতেও ঝোলাতে পারে, হয়তো ভাববে ওরা রাসলিঙের সঙ্গে জড়িত। তবুও উপায় না দেখে দলকে বেসিনের দিকেই নিয়ে চলল বেনন।

একবার ভেবেছিল ল্যারিগো পাসের দিকে যাবে। পরক্ষণেই চিন্তাটা নাকচ করে দিয়েছে। শেরিফ নিশ্চয়ই লোক রেখেছে ওখানে। নরম্যান ফক্সের র‍্যানশের দিকে যাওয়ার কথাও ভেবেছে, কিন্তু নিরীহ র‍্যানশারকে আইনী ঝামেলায় জড়াতে

ওর মন সায় দেয়নি। ঘাড় ফিরিয়ে চাইল বেনন। পেছনেই আসছে গম্ভীর ডাকোটা আর মিরা। ব্যাগলে সবার শেষে। স্যাডলে প্রায় উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। এত দুঃখেও হাসল বেনন। করডি আর হোয়াইটম্যান ঘোড়া চেনে। দ্রুত দৌড়াতে পারে জন্তুগুলো।

গাছের একটা উঁচু ডাল বেননের সমব্রেরো বাড়ি মেরে প্রায় উড়িয়ে দিচ্ছিল, এক হাতে চেপে ধরে হ্যাট সামলাল সে। গতি কমাল। আরেকটা গেম ট্রেইল খুঁজছে ওর অভিজ্ঞ চোখ। যেভাবেই হোক বেসিনে তাড়াতাড়ি নামতে হবে। সমতল ভূমিতে হয়তো দৌড়ে পিছিয়ে পড়বে ধাওয়াকারীদের ক্লান্ত ঘোড়াগুলো। ওদেরগুলো পর্যাপ্ত বিশ্রাম পেয়েছে ব্যাগলেরটা ছাড়া। কাজেই আশা করা যায় একবার সমতলে পৌঁছতে পারলে দূরত্ব বাড়ানো যাবে।

ওয়্যাগন রোডে নামতে দক্ষিণে এগোল বেনন। গেম ট্রেইল না পেয়ে গাছের গুঁড়ির মাঝ দিয়ে পথ করে যাচ্ছে ওরা। পেছনে কোনও শব্দ নেই। জঙ্গলে ঢুকে পিছিয়ে গেছে অনুসরণরত দলটা। আধঘণ্টা এগোনোর পর গাছের ভীড় পাতলা হয়ে গেল। প্রায় আচম্বিতে গাছের সারি ছেড়ে বেরিয়ে এল ওরা। ওদের সামনেই ওয়্যাগন রোড। আড়াআড়ি আসায় হোয়াইটম্যানের ঈগল্‌স্ আইরী থেকে অনেকখানি নীচে পৌঁছে গেছে ওরা। আর মাইলখানেক সামনে স্কুলহাউজ। গতি বাড়াল সবাই। আড়াই মিনিটের মাথায় স্কুলহাউজটাকে তীরবেগে পাশ কাটাল। বেসিনের মোটামুটি সমতলে পৌঁছে ঘোড়াগুলোকে বিশ্রাম দিতে থামল ওরা।

ফিরে চাইল বেনন। পেছনে সবুজ গাছে ছাওয়া টিলাসারি। ওগুলোর মাথার ওপর বড় একখণ্ড কালো মেঘ ঝুলছে। সূর্যটা এমুহূর্তে মুখ লুকিয়েছে মেঘের আড়ালে। বেসিনে অস্থায়ী ছায়া নেমে এসেছে। একটু পরেই চারপাশ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে লাজভাঙা কিরণচ্ছটায়। অদ্ভুত শান্তিময় পরিবেশ, বিশ্বাসই হতে চায় না এই স্বর্গে আস্তানা গেড়েছে খারাপ, অশুভ মানুষজন। ভাবে বিভোর হয়ে চোখ বুজে বেনন ভাবল ভয়ের আর কিছু নেই, হতাশ হয়ে ওদের ধাওয়া করা ছেড়ে দিয়েছে লোকগুলো। পরক্ষণে চোখ খুলেই ওর ভ্রূ কুঁচকে গেল বাস্তবের গুঁতো খেয়ে। ট্রেইলে ছুটে আসছে একদল লোক। তাদের সামনের সারিতে ক্লোক পরা অশ্বারোহীকে প্রথম দেখাতেই চিনতে পারল সে। রাজকীয় ভঙ্গিতে আসছে ব্রুস হোয়াইটম্যান—ল্যাটিগো বেসিনের ভবিষ্যৎ মালিক। তার পাশে ফেল্ট করডি, ডবসন আর গিলিয়ান পেনরোজ। গুনে দেখল বেনন, হোয়াইটম্যানের দলে সবমিলিয়ে ছয়জন আছে। লোক কম হওয়ার কারণ বুঝতে ওর দেরি হলো না। করডির অন্তত দু'জন লোক এখন টিলাগুলোর মাঝখানের কোনও গোপন র‍্যাভিনে রাসলিঙ করা গরু পাহারা দিতে ব্যস্ত।

হোয়াইটম্যান কেন? প্রশ্নটা খেলে গেল রক বেননের মাথায়। মনের ভেতরটা হাতড়ে জবাব খোঁজার সুযোগ পেল না। গর্জে উঠেছে কয়েকটা সিক্সগান।

ডাকোটাকে খুন করতে চায় লোকটা। মুখ বন্ধ করে দিতে চায়! বেনন আর মিরাও সাক্ষি হিসেবে বিপজ্জনক। ওরা জানে ডাকোটাকে জেনেশুনে ধরে নিয়ে গিয়েছিল হোয়াইটম্যান। ওরা বেঁচে থাকলে হাডসনের কথা কোর্টে গুরুত্ব পাবে, প্রমাণ হয়ে যাবে হোয়াইটম্যান আইন অমান্যকারী। তাতে তেমন মারাত্মক কোনও ক্ষতি হয়তো হবে না নিষ্ঠুর লোকটার, তবে সেটুকু ঝুঁকি সে নেবে কেন! পলাতক আসামী আর তার সঙ্গীসাথীদের খুন করলেই ল্যাঠা চুকে যাবে, কোনও প্রশ্ন তোলা হবে না। মিরাকেও হয়তো বাঁচিয়ে রাখবে না। 'ছোটো সবাই,' চেঁচিয়ে নির্দেশ দিল রক। উন্মত্তের মত রাসে ঝাঁকি দিয়ে ছুটতে শুরু করে বলল, 'আমার পেছনে সবাই। গাছের আড়ালে যেতে হবে!'

প্রাণ ভরে সিক্সগানের কার্তুজ খরচ করছে করডির দল। দূরত্ব বড় বেশি, লক্ষ্যভেদ করতে হলে তাদের অন্তত একহাজার গজ এগিয়ে আসতে হবে। কাজেই ওব্যাপারে মাথা ঘামাল না বেনন। বাঁক নিয়ে ট্রেইল ছেড়ে বনের দিকে ছুটল ওরা। ধীরে ধীরে দু'দলের দূরত্ব বাড়ছে।

একমাইল পেছনে হোয়াইটম্যানের দলকে রেখে বনে ঢুকল ওরা। চারপাশে গাছের আড়াল পেয়েই ঘোড়া থামাল বেনন। 'আমার ঘোড়ায় ওঠো,' লাফ দিয়ে স্যাডল থেকে নেমে ডাকোটাকে বলল সে। 'তোমার জাম্পারটা খুলে দাও। তাড়াতাড়ি!' কারণ না বুঝলেও বিনা প্রশ্নে নির্দেশ পালন করল প্রৌঢ়। বেনন ডাকোটার অ্যাপালুসায় উঠে বসল। 'এখান থেকেই আমরা আলাদা হব। ডাকোটা, মিরা, ওরা চলে যাওয়া পর্যন্ত তোমরা বনের গভীরে ঢুকে চুপচাপ অপেক্ষা করবে। আমি আর ব্যাগলে যাচ্ছি ওদেরকে ধাওয়া করার সুযোগ দিতে।'

'তুমি চাও ওরা তোমাকে ডাকোটা মনে করুক!' বিস্ময় ফুটল ডাকোটার চোখে।

'ঠিকই ধরেছ। ওরা তোমাকে চায়। তোমাকে বন্দী করতে পারলে আমাদের মুখও বন্ধ করা যাবে। খেয়াল করোনি বেশিরভাগ গুলি তোমার ধারেকাছে ধুলো উড়িয়েছে। বুদ্ধি করে হোয়াইটম্যান তোমাকে অ্যাপালুসা গছিয়েছে যাতে সহজেই চেনা যায়। তোমাকে আসলে খুন করতে চায় সে, ডাকোটা, সম্ভবত আর কাউকে নয়। কেন জানি না, তবে তুমিই তার প্রথম পছন্দ।'

'এসব জেনেও তুমি বাবার জন্যে ঝুঁকি নেবে?'

'ঝুঁকি নিচ্ছি কোথায়! আমি ওদের নাগালের বাইরে থাকব। ওরা ভাববে ডাকোটা পালাচ্ছে। ধাওয়া করবে। যখন বুঝব তোমরা বনের গভীরে ঢুকে গেছ, ওদের বুঝিয়ে দেব আমি ডাকোটা নই। আমি আর ব্যাগলে এখন যাচ্ছি। যখন নিরাপদ বুঝবে স্কুলহাউজে চলে যাবে তোমরা। আমরা ওখানেই তোমাদের সঙ্গে দেখা করব।'

'ভায়া কন দিয়স, ঈশ্বর তোমার সঙ্গে থাকুন।' অ্যাপালুসার পাশে ঘোড়া

থামিয়ে দু'হাতে বেননের গলা জড়িয়ে ধরল মিরা। ওর দাড়িভরা গালে চুমু দিয়ে বাবার পেছনে এগোল।

লজ্জায় লাল হয়ে ব্যাগলেকে দেখল বেনন। হাসছে ব্যাগলে। সময় নষ্ট না করে ডাকোটার খাটো জাম্পার বহু কষ্টে গায়ে চাপাল বেনন। ব্যাগলেকে আসতে ইশারা করে প্রচণ্ড জোরে ঘোড়া তাড়িয়ে নিয়ে চলল। বেসিনের ফাঁকা জায়গা লক্ষ্য করে ছুটছে। গাছের শেষ সারির কাছে পৌঁছে দিক বদলে ফেলল ওরা। খোলা জায়গায় না বেরিয়ে দক্ষিণে কিছুদূর এগিয়ে বনের ভেতর থেকে উদয় হলো। হোয়াইটম্যান ডাকোটাকে খুঁজতে জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়েছে, ভয় হলো বেননের। পরক্ষণেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল উত্তরে ধুলোর মেঘ দেখে। ঘোড়সওয়ারদের দলটা ওদের যাতে চিনতে পারে সেজন্যে ইচ্ছে করে ঘোড়া থামাল ওরা। দু'মিনিট পর সিক্সগানের কাঙ্ক্ষিত আওয়াজ পেল বেনন। লোকগুলো ওদের দেখতে পেয়েছে।

আবার শুরু হলো দৌড় প্রতিযোগিতা। ডাকোটা ওর চেয়ে খাটো, কথাটা মনে রেখে স্যাডলে যতটা সম্ভব ঝুঁকে বসেছে রক। পশ্চিমে যাচ্ছে ওরা, পেছনে আবার অর্ধবৃত্তাকারে ছড়িয়ে গেছে হোয়াইটম্যানের দল। ওরা কী চায় বুঝে কপালে ভাঁজ পড়ল বেননের। লোকগুলো ন্যাটিগো টাউনের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওদের!

আধ ঘণ্টা পর ওয়্যাগন রোডে ধুলোর ঝড় তুলে মেলার মাঠে ঢুকল ওরা। গর্তে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল ব্যাগলের ঘোড়া, পা ভেঙে যাওয়ায় চারপায়ে উঠে দাঁড়াতে পারল না। রাসে হ্যাঁচকা টান দিয়ে থামল বেনন, ঘোড়ার দু'পা মাটিতে স্পর্শ করার আগেই ছুটন্ত ব্যাগলেকে হাত বাড়িয়ে পেছনে তুলে নিল। বাড়তি ওজনের কারণে গতি কমে গেল ওর ঘোড়ার। এগিয়ে আসছে ধাওয়াকারী দলটা। গুলি ছুঁড়ছে। ওদের কাছেই ধুলোতে নাক গুঁজল কয়েকটা বুলেট।

বেনন বুঝে গেল ফাঁদে পড়েছে। খানিকটা দূরে লম্বা চুল আর বড়সড় একটা নাক পরে এদিকেই চেয়ে আছে ছদ্মবেশী শেরিফ ডিকেন্স। মেলার মাঠ লোকের ভীড়ে গমগম করছে। এত লোকের মাঝ দিয়ে ঘোড়া দাবড়ানো যাবে না। তা ছাড়া দু'জনকে নিয়ে ছুটে পালাবার মত শক্তিও অ্যাপালুসার অবশিষ্ট নেই।

ব্যাগলেকে ইশারা করে লাফ দিয়ে স্যাডল ছাড়ল বেনন। ওর পাশেই ধপ করে পড়ল ব্যাগলে। পেছনে হৈহৈ করে উঠল ফেন্ট করডি আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা। লোকজনের গায়ে লাগার ভয়ে মাথার ওপর দিয়ে গুলি ছুঁড়ছে ওরা। দৌড় দিল বেনন আর ব্যাগলে। শুনতে পেল ওদের চিনতে পেরে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে কী যেন বলছে শেরিফ। চারপাশে অসংখ্য তাঁবু আর বুদের ফাঁক ফোকর আর গলিঘুঁচি। অন্ধের মত দৌড়াল ওরা, লুকাবার জায়গা খুঁজল। কোথাও নির্জনতা নেই, সবখানে শুধু মানুষ। কিছু লোক হুজুগে পড়ে ওদের পিছু ধাওয়া করছে।

তাঁবুর দড়িতে আছাড় খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ছে অনেকে। হুলস্থূল শুরু হয়ে গেছে সারা মেলার মাঠ জুড়ে। কেউ কিছু বুঝছে না, তবে সবাই জরুরী একটা ভাব নিয়ে কিছু একটা করে ফেলবে বলে যেন মনস্থির করেছে!

দু'সারি তাঁবুর মাঝ দিয়ে দৌড়ে গলির শেষে চলে এল ওরা। হাঁপাচ্ছে দু'জনেই। সামনের পথ বন্ধ। প্রথম দর্শনে মনে হয় পাঁচফুটী ইঁটের দেয়ালের ওপর লোহার পাইপ বসিয়ে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে রাজমিস্ত্রী। খেয়াল করে বেনন দেখল পাইপের চিমনি আকৃতির মুখের কাছে, দেয়ালের এক কোণে মাটিতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। এই পাইপে করেই বেলুনে গরম বাতাস ঢুকছে। আজকের মত পাইপের উপযোগিতা প্রায় শেষের পথে, কারণ বিশাল নীল রঙা বেলুনটা ফুলে উঠেছে। দড়ির দোলনা ভাসছে মাটি থেকে কয়েক ফুট ওপরে। বেলুন আকাশে উঠতে পারছে না, স্কুল ছাত্ররা ভলান্টিয়ার হয়ে মহা উৎসাহে ওটাকে টেনে রেখেছে পঁচিশটা দড়ি ধরে।

বেলুন সম্পর্কে রক বেননের জ্ঞান প্রায় দুগ্ধপোষ্য শিশুর কাছাকাছি, তবে পালাবার বুদ্ধিতে আশি বছরের বৃদ্ধও ওর কাছে শিশু। এই গরম বাতাস ভরা যৌবনবতী বন্দিনী বেলুনটাকে দেখেই বেননের মাথা এক্সপ্রেস ট্রেনের গতিতে কাজ শুরু করল। ব্যাগলের সঙ্গে চোখে চোখে কথা হলো ওর। দু'জনেই দেয়াল টপকে নেমে এল এপারে। শিকার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে দেখে চেঁচিয়ে উঠল পেছনের লোকগুলো।

স্কুলের ছেলেদের মাঝ দিয়ে দু'হাতে পথ করে দড়ির ঝুড়িটার কাছে চলে এল ব্যাগলে আর বেনন। লাফ দিয়ে দোলনায় উঠল ওরা। হুল্লোড় করে উঠল ছেলেরা। ওরা ভেবেছে খেলা দেখানোর লোক এসে গেছে, এক্ষুণি মজা দেখা যাবে।

বেলুন-ডাকাতদের দেখে ফেলল বেলুনের আসল মালিক। ফ্রেঞ্চ গালাগাল আর শপথের তুফান তুলে ছুটে এল। লোকটা ছেলেদের মাঝে ঢুকতেই এক ঝটকায় অস্ত্র বের করল বেনন। নলটা এদিকওদিক ঘুরিয়ে চোখ পাকিয়ে হুঙ্কার ছাড়ল, 'দড়ি ছেড়ে দাও সবাই! তাড়াতাড়ি! এই গুলি করলাম!'

ভীত গুঞ্জন তুলে ছেলেরা রশি ছেড়ে দিল। অলস ভঙ্গিতে উঠতে শুরু করল বেলুন। একটা দড়ি এখনও আটকে রেখেছে ওদের, দেখল বেনন। ব্রেক না থাকায় উইগুল্যাসের হ্যাণ্ডেল ঘুরছে। ঘুড়ির নাটাইয়ের মত ঘুরে ঘুরে একটু একটু করে দড়ি ছাড়ছে হুইলটা। দেখল তেড়ে আসছে লোকজন। সবার সামনে অস্ত্র হাতে হোয়াইটম্যান। তার পাশেই ফেল্ট করডি, চেঁচিয়ে নির্দেশ দিচ্ছে চ্যালাদের। বাচ্চাদের ঠেলাধাক্কা দিয়ে পথ করছে তারা।

দোলনা থেকে ঝুঁকে দড়িটা ধরল বেনন। উইগুল্যাসের কাছে এসে পড়েছে করডি। সময় বাঁচাতে নল ঠেকিয়ে গুলি করল বেনন মোটা দড়ির গায়ে। ছিঁড়ে

গেল রশি। অবিশ্বাস্য দ্রুততায় ওপরে লাফ দিল বেলুন, উল্কার বেগে দুলতে দুলতে উঠতে লাগল। কী করেছে এতক্ষণে বেননের হুঁশ হলো। নীচের দিকে চেয়ে মাথা চুলকাল সে। ভাবছে, হোয়াইটম্যানের হাতে ধরা দেয়াও এরচেয়ে অনেক ভাল ছিল। কিন্তু এখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে!

পনেরো

লোকে বলে আগুন জ্বেলে আকাশে উঠে যাওয়া ধোঁয়া দেখো, গরম বাতাস ভরা বেলুনের ব্যাপারে শিখতে আর কিছু বাকি থাকবে না। এ আর এমন কী রহস্য!

সেই হিসেবে বেনন আর ব্যাগলে রীতিমত নভোচারী। অনেক আগুন জ্বেলেছে ওরা এই জীবনে। কিন্তু কেউ ওদের বলে দেয়নি গরম বাতাস ঠাণ্ডা বাতাসের চেয়ে বেশি জায়গা দখল করে, ওজনেও হালকা বলে ওপরের দিকে উঠে যায়। বেলুনে ঢোকানো গরম বাতাস ওদের এভাবে নিয়ন্ত্রণহীন ভাসিয়ে নেবে তা জানত না বেনন। সে দেখেছে উইণ্ডল্যাসের দড়িটা ওদের আটকে রাখছে, দিয়েছে এক গুলিতে ছিঁড়ে। তারপর থেকেই শুরু হলো যত গণ্ডগোল। পাগলের মত এদিক ওদিক করছে বেলুনটা। বাতাস একেক স্তরে একেকদিকে বইছে, সঙ্গে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে ওদের। এ রকম ঘটবে ভাবেনি বেনন। মনে করেছিল লাগাম ধরে পছন্দ মত জায়গায় যেতে পারবে। কিন্তু কোথায় লাগাম, বেলুনের সঙ্গে দোলনা আটকে রাখার দড়িদড়া ছাড়া আর কিচ্ছু নেই!

নামবে কী করে, ভয়ে দম আঁকড়ে এল ওর। আবার নীচে চাইল। আকাশের দিকে হাঁ করে দেখছে মেলার মাঠভরা দর্শক। কাঁপতে শুরু করল বেনন। বেলুন নড়ছে বলেও ওর মনে হচ্ছে না, মাঝ আকাশে ওরা স্থির হয়ে আছে, অথচ তীরবেগে পালিয়ে যাচ্ছে ওর পরিচিত মাটির পৃথিবী! ল্যাটিগো টাউন আর মেলার মাঠ গা ঘেঁষাঘেঁষি করে আছে দেখতে পেল সে। দুটোই ক্ষণে ক্ষণে আকারে ছোট হচ্ছে। পিছিয়ে যাচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। এত ওপর থেকে রঙিন ম্যাপের মত লাগছে বেসিনটাকে। গাছগুলো যেন বামন হয়ে গেছে। ফিতের মত লাগছে আঁকাবাঁকা ওয়্যাগন রোড আর রূপোলী ক্রীক। বনবন করে ঘুরতে শুরু করল বেননের মাথা। ধপ করে বসে পড়ল দড়ির দোলনায়। অবাক বিস্ময়ে দেখল এই মহাবিপদেও শুয়ে থাকা ব্যাগলের নাক ডাকছে। তারপর বেলুনের ঊর্ধ্বগতি বেড়ে যাওয়ায় জ্ঞান হারিয়ে ব্যাগলের গায়ে ঢলে পড়ল বেনন।

পনেরো হাজার ফুট উচ্চতায় স্থির হলো বেলুন। প্রায় একই সঙ্গে জ্ঞান ফিরল দু'জনের। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল। বুকের খাঁচায় পাগলা

ঘোড়ার মত লাফাচ্ছে ওদের হৃৎপিণ্ড। মুখ শুকিয়ে কাঠ। কেউ উঠে বসতে সাহস পেল না। চেয়ে থাকল ওরা মস্ত বেলুনের আণ্ডারবেলির দিকে। ওখানে গরম বাতাস ঢোকানোর পাইপ ঝুলঝুল করছে।

'বাঁচলেই বিয়ে করব, আর যদি তোমার সঙ্গে ঘুরেছি, রকি!' চোখ বুজে গজগজ করে উঠল ব্যাগলে।

কিছুক্ষণ সাহস সঞ্চয় করে বেলুনের সাসপেনশন রোপ ধরে দাঁড়াল বেনন, ব্যাগলেকে উঠতে সাহায্য করল। দড়ির নরম বাস্কেটে দাঁড়ানো কঠিন, পায়ের তলায় ডেবে যাচ্ছে মেঝে। অনেক নীচে বিছিয়ে আছে ল্যাটিগো বেসিন। টাউন থেকে পশ্চিমে সরে যাচ্ছে ওরা। শিউরে উঠল বেনন, পশ্চিমের পর্বতশ্রেণী আর মাত্র কয়েকমাইল দূরে—দ্রুত কাছে চলে আসছে—কিছুক্ষণ পর আছড়ে পড়বে ওরা কঠিন শিলার ওপর। তারপরও যদি বেঁচে থাকে, হাজার হাজার ফুট নীচের পাথুরে সমতলে ওদের মাংসপিণ্ড পাওয়া যাবে। পাহাড় একেবারে দেয়ালের মত খাড়া, কোনও খাঁজ ভাঁজ নেই।

পাহাড়টা ব্যাগলেও দেখেছে। 'লাফ দিয়ে মাটিতে পড়লে বাঁচব?' জানতে চাইল সে। নিজেই বিড়বিড় করে জবাব দিল, 'মনে হয় না।'

'নামব কী করে?' আপন মনে বলল বেনন। চেয়ে আছে বাতাস ঢোকানোর পাইপটার দিকে। ও জানে না গরম বাতাস বের করে দিয়ে বেলুন নামানোর জন্যে পাইপের গায়ে একটা ভাল্‌ভ্‌ আছে। জানলেও সত্যিই কী ঘটে তা দেখার সাহস ওর হত না। বালিভরা অনেকগুলো ব্যালাস্ট ব্যাগ ঝুলছে দোলনার বাইরের অংশে। এবার সেদিকে নজর গেল ওর। বেলুন নামে কি না দেখার জন্যে দড়ি খুলে একটা ব্যাগ ফেলে দিল সে। আঁতকে উঠল পরক্ষণে। নামার বদলে উঠছে বেলুন। এগোচ্ছে পশ্চিমে।

হাল ছেড়ে ভাগ্যের হাতে নিজেদের সঁপে দিল ওরা। পাহাড়ের দিকে তাকাবে না মনস্থির করে বেসিনের সবুজ মানচিত্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল দু'জনে। মিনিট পাঁচেক পরে বাতাস পড়ে গেল, পশ্চিম-যাত্রা থামাল বেলুন। পাহাড়ের দিকে চাইল বেনন, একটা চূড়ার সঙ্গে নিজেদের তুলনা করে খানিক পরে বুঝল হয় চূড়াটা উঁচু হচ্ছে, অথবা দ্রুত নামছে ওদের আকাশযান। সুখবরটা দিতে যাবে, এই সময় উত্তেজিত কণ্ঠে ব্যাগলে বলে উঠল, 'বাদামী জায়গাটা দেখেছ! গরু ওগুলো! ওগুলো চোরাই ক্যাটল—এক হাজারের বেশিই হবে!' আঙুল তুলে বেননকে দেখাল সে। 'ওই যে দেখো।'

দেখল বেনন। গরু এক জায়গায় জড় করা হয়েছে দেখেই বোঝা যায় রাউণ্ডআপের ফল। এদিকে কয়েকদিন আগে পর্যন্ত রানশাররা রাউণ্ডআপ করেনি। যখন করেছে রাসলাররা নিয়ে গেছে। নিঃসন্দেহে ওগুলো রাসলিঙের মাল। একটা র‍্যাভিনে রাখা হয়েছে। র‍্যাভিনটা দুটো টিলার মাঝখানে। এমন অনেক জায়গা

আছে বেসিনের ধারে। এসব জায়গায় এসে পাসির পক্ষে গরু খুঁজে বের করা প্রায় অসম্ভব।

অশ্বারোহীরা ধাওয়া করে আসছে কি না চারপাশে নজর বুলিয়ে দেখল বেনন। নেই কেউ। সম্ভবত বেলুনের দ্রুতগতি দেখে ধাওয়া করার ইচ্ছে মরে গেছে লোকগুলোর। স্কুলহাউজটা খুঁজল বেনন। ওখানেই ডাকোটা জোন্সের সঙ্গে তাদের দেখা করার কথা। দেখতে পেল না। স্কুলটা বেসিনের পুব প্রান্তে। অনেক নীচে নেমে এসেছে ওরা। এখনও নামছে। মাটি আর বড়জোর পাঁচ শ' ফুট। বেশি দূরে দৃষ্টি চলে না। আবার র‍্যাভিনের দিকে খেয়াল দিল বেনন। র‍্যাভিনের পুবদিকে, কাছের প্রবেশ পথটা ভেতর দিকে এমন বাঁক নিয়েছে যে পাশ দিয়ে কোনও অশ্বারোহী গেলে সহসা টের পাবে না র‍্যাভিনের অস্তিত্ব। দু'দিকের প্রবেশ পথের কাছে মাত্র দু'জন অশ্বারোহীকে পাহারা দিতে দেখল ওরা। লোক দু'জন ওদের দেখতে পেয়েছে। হাঁ করে বেলুনটা দেখছে। নামছে বেলুন। নামছে গরুগুলোর মাঝখানে। ঘাস থেকে মুখ তুলে ফেলেছে গরুগুলো। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপদটাকে ধেয়ে আসতে দেখছে। যেকোনও সময় স্ট্যামপিড শুরু হতে পারে বুঝতে পেরে হঠাৎ মহাব্যস্ত হয়ে উঠল রাইডার দু'জন। স্ক্যাবার্ড থেকে রাইফেল বের করল।

'দেখেছ!' বেননের শার্টের হাতা ধরে চেঁচাল ব্যাগলে, 'ফেন্ট করডির লোক! আমাদের তাড়া করার সময় ওরা হোয়াইটম্যানের সঙ্গে ছিল না।'

'হুঁ।' সায় দিল ব্যস্ত বেনন। ব্যাগলের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আরেকটা ব্যালাস্ট ব্যাগ খুলছে সে। গিঁট খোলা হতেই মাটির দিকে রওনা হলো ভারী ব্যাগ। গরুগুলোকে আতঙ্কিত করে তুলল। একটা বোল্ডারে পড়ে সশব্দে ফেটে গিয়ে একগাদা ধুলো উড়াল ব্যাগটা। ভারমুক্ত হয়ে একলাফে কয়েক শ' ফুট উঠে গেল বেলুন। বাতাসের স্রোতে পড়ে মসৃণগতিতে ছুটতে শুরু করল। এবার ওরা অসহায়ের মত উত্তর-পুবে যাচ্ছে। সরে গেল র‍্যাভিন। বেনন ব্যস্ত হয়ে ল্যাণ্ডমার্ক মনে রাখতে শুরু করল। একবার জায়গা মতন নামতে পারলেই শেরিফকে গরুগুলোর সঠিক অবস্থান জানাতে হবে।

বিকেল অনেক আগেই পেরিয়েছে, সন্ধে ঘনাচ্ছে এখন। খিদেয় পেট মোচড় দিল বেননের। গম্ভীর চেহারায় সে ভেবে দেখল অন্ধকার নামার সঙ্গে বেলুন নামার কোনও যোগসাজস থাকতে পারে কি না। সূর্যের সঙ্গে প্রায় একই গতি বজায় রেখে নামছে বেলুন। অনেক দূরে, পুবদিকে ওদের চোখে পড়ল ওয়্যাগন রোড। একটা রানশহাউজের ওপর দিয়ে ভেসে গেল ওরা। কাউবয়রা বোকার মত দেখল বেলুনটা, তারপর তাড়াহুড়ো করে ঘোড়ায় উঠে উড়ন্ত দানবের পিছু নিল। বেলুনের গতির সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে ধীরে ধীরে পিছিয়ে গেল ঘোড়াগুলো। ওপর থেকে নরম্যান ফক্সের কাউহ্যাণ্ডদের চিনতে না পেরে বিজয়ীর হাসি হাসল

ব্যাগলে।

মাইলখানেক যাওয়ার পর বেসিনে নেমে এল বেলুন। ঝাঁকি খেয়ে চিতপটাং হয়ে পড়ে গেল ওরা দু'জন। দড়ির বাস্কেট ওদের জড়িয়ে নিল। গা ঢেকে দিল বেলুনের শিথিল কাপড়। গতির কারণে কয়েকবার গড়িয়ে স্থির হলো ওদের শরীর। এবার শুরু হলো কাপড় আর দড়ির ফাঁদ থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে ব্যর্থ হলো ওরা। হাত-পায়ে দড়ির প্যাঁচ পড়ে গিয়েছে। মিনিট পাঁচেক লড়াই করে ভূপাতিত বেলুনের হাত থেকে রেহাই পেল ওরা।

'পরের বার,' ছড়ে যাওয়া কনুইয়ে হাত বুলিয়ে ঘনঘন শ্বাসপ্রশ্বাসের ফাঁকে বলল ব্যাগলে, 'আমাকে যদি কেউ বুলেট আর বেলুনের একটাকে বেছে নিতে বলে, আমি পিঠে বুলেট খেয়ে মরতে চাইব।'

'পা চালাও, বুড়ো খরগোশ,' জবাবে পুব দিকে আঙুল তুলে দেখাল বেনন। 'স্কুলটা বোধহয় ওদিকে।'

মাত্র আধমাইল পেরুনোর পরই দক্ষিণ-পুবে ধুলোর মেঘ দেখল ওরা। ঘোড়সওয়ারদের হাত থেকে পালাতে পারবে না বুঝে জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল। ছুটে এসে ওদের ঘিরে দাঁড়াল লোকগুলো। বড় একটা স্ট্যালিয়ন থেকে বিস্মিত চেহারায় ওদের দেখল নরম্যান ফক্স। 'আমি ভেবেছিলাম ফ্রেঞ্চ লোকটা বেলুনের দড়ি খুলে যাওয়ায় বিপদে পড়েছে,' বলল সে। 'আমার ছেলেরা বলছিল বেলুনে দু'জনকে দেখেছে, তবে আমি বিশ্বাস করিনি। ভেবেছি ওদের চোখের ভুল। তোমরা বেলুনে উঠলে কী করে?'

দলে হাডসনও আছে। মাথায় সাদা ব্যাণ্ডেজ। ঘুম ঘুম চোখে সে নভোচারী দু'জনকে দেখে বলল, 'এখন আমার কী করা উচিত তোমরাই বলো! কালকে ব্যাগলে স্বীকার করেছে জোন্সদের তুমি লুকিয়ে রেখেছ। ব্যাজ জমা দিয়েছি বলে আমি বেআইনী সাহায্য করতে পারি না। যতটুকু করেছি সেটুকুর জন্যে শেরিফ আমাকে জেলে ভরতে পারে। শেরিফ আমাকে ধরার আগেই তোমাদের তার হাতে তুলে দেব কি না ভাবছি।'

'পারবে না,' হাসল বেনন, 'বরং যে খবর এনেছি, আদর করে দুটো ঘোড়াও দেবে মনে হয়। শেরিফ প্রশ্ন তুললে বলবে বুকে অস্ত্র ঠেকিয়ে কেড়ে নিয়েছি।'

'কী বলবে বলে ফেলো,' গোমড়া মুখে বলল হাডসন।

'আমরা রাসলিঙ করা গরুর খোঁজ পেয়ে গিয়েছি।' তাকে সামলে ওঠার কোনও সুযোগ দিল না বেনন, ইশারায় হাডসনকে মস্ত হাঁ-টা বুজতে বলল। 'দেখে নাও ওগুলো কোথায় আছে।' আঙুল দিয়ে ধুলোয় মানচিত্র আঁকল বেনন।

'তা হলে ওরা দক্ষিণে গেছে!' আঁকা শেষ হতে বলল রানশার। 'ওদিকে কেউ খোঁজেনি, সবাই ভেবেছে রাসলাররা উত্তর দিকে যাবে। জায়গাটা আমি চিনি।

বন্য জায়গা। গরু পাহারায় ক'জন আছে?'

'দু'জন।'

'মাত্র দু'জন? ভয় দেখিয়েই তাড়িয়ে দেয়া যাবে। বেলুনটা ওরা দেখেছে, তবে এত তাড়াতাড়ি গরু সরাতে পারবে না। দিনের আলোয় সাহসই পাবে না।' স্যাডলে সোজা হয়ে বসল রানশার। 'চলো সবাই, কালকে ভোরের আগেই ক্যাট্‌ল নিয়ে ল্যাটিগোয় পৌঁছে যাব আমরা।'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও,' হাত তুলে বাধা দিল বেনন। 'দুটো ঘোড়া দেবার কথা ছিল না? তা ছাড়া বেলুনটার কী হবে, ওটা শহরে পৌঁছে দেয়া উচিত।'

'ব্যবস্থা হয়ে যাবে, চিন্তা কোরো না,' বলল রানশার। তার ইশারায় ঘোড়া থেকে নামল দু'জন কাউহ্যাণ্ড, সঙ্গীদের পেছনে উঠে বসল। কাউহ্যাণ্ডদের পরিত্যক্ত ঘোড়ায় উঠল বেনন আর ব্যাগলে।

'ডাকোটার সঙ্গে দেখা হলে আমার একটা উপদেশ ওকে দিয়ো,' বলল হাডসন। 'গভর্নরের সঙ্গে আলাপ করলে এখনও ওকে ক্ষমা করা হতে পারে। কিন্তু যতই দিন যাবে সুযোগ কমবে ওর, পথের শেষে একবার পৌঁছে গেলে আর কিন্তু ফিরতে পারবে না।'

চোখ টিপল বেনন। 'যদি কখনও দেখা হয়, ওকে তোমার ভালবাসা জানাব।'

দু'দল আলাদা হয়ে গেল। বেনন আর ব্যাগলে যাচ্ছে পুবে—স্কুলহাউজ লক্ষ্য করে। কাউবয়দের নিয়ে রানশার আর হাডসন যাচ্ছে দক্ষিণ-পুবে, চোরাই গরু উদ্ধার করতে।

'খাবারের স্যাকটা জোন্সদের কাছে থাকলে এখন বাঁচি,' বলল ব্যাগলে। মনে প্রাণে সায় দিল বেনন।

সন্ধে নেমেছে। পাহাড়ী অঞ্চল বলে দ্রুত ঘনাচ্ছে আঁধার। এখনও চাঁদ ওঠেনি। পথঘাট ঠিক মত ঠাহর করা যায় না। গতি কমাল ওরা। আধঘণ্টা পরে অন্ধকারে গাঢ় ছায়ার মত স্কুলহাউজটা দেখতে পেল। সামনে থামল ওরা। হিচর‍্যাকে কোনও ঘোড়া নেই। গোটা বাড়িতে একটা আলোও জ্বলছে না। চাঁদ উঠল। রূপালী আলোয় বাড়িটা দেখে জনশূন্য মনে হলো। ঘুরে পেছনদিকে চলে এল বেনন। একটা জানালায় ক্ষীণ আলোর আভাস চোখে পড়ল ওর। ওকে স্যাডল থেকে নামতে দেখে ব্যাগলেও নামল। ঘোড়া বেঁধে নিঃশব্দে এগোল ওরা জানালা লক্ষ্য করে।

'ভেতরে কেউ আছে, বাজি ধরে বলতে পারি জোন্সরা,' ফিসফিস করে বলল বেনন। 'জানালায় ব্ল্যাংকেট ঝুলছে। চলো, উঁকি দিয়ে দেখি।'

ব্ল্যাংকেটের এক কোনা সামান্য সরিয়ে চোখ রাখল বেনন। পিছিয়ে এসে মাথায় সমব্রেরো চাপাল। নিচু, চাপা স্বরে বলল, 'দু'তিন জন আছে। সবার

চেহারা দেখতে পাইনি, মাত্র একজনকে দেখেছি।'

'কে সে, ডাকোটা জোন্স?'

'না,' মাথা নাড়ল বেনন। 'ডবসন, জিন্দালাশটা। বড় ধরনের কোনও গোলমাল হয়ে গেছে। ব্যাগলে, ফেন্ট করডিরা এখন এখানে। ডাকোটা আর মিরা কোথায়? এখানেই? করডির হাতে বন্দী?'

জবাব দিল না ব্যাগলে। ওরা দু'জনেই জানে এসব প্রশ্নের জবাব জানার একটাই সহজ পথ আছে। বাড়ির কোনা ঘুরে দরজায় চলে এল ওরা। সিক্সগান হাতে তৈরি হয়ে নবে মোচড় দিল বেনন। দরজা খুলেই লাফ দিয়ে ঢুকে পড়ল ক্লাসরুমে। এক ঝটকায় সরে গিয়ে অস্ত্র তাক করল। ওকে অনুসরণ করে সিক্সগান বাগিয়ে ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মত দৌড়ে ঘরে ঢুকল ব্যাগলে। তারপর বেননের মত সে-ও বোকা বোকা চেহারায় চেয়ে থাকল।

ক্লাসরুমে তিনজন মানুষ রয়েছে। তাদের একজন দানব ডবসন, কোনও সন্দেহ নেই তাতে। একটা ডেস্কে বসেছে দানব। হাতে বিয়ারের খয়েরী রঙের খালি বোতল। গভীর মনোযোগে চোখের সামনে বোতলটা তুলে দেখছে সে। চেহারায় একই সঙ্গে ভয় আর সন্দেহ। বোধহয় ভাবছে হঠাৎ করে জিনের আবির্ভাব হবে। ডাকোটা জোন্স আর মিরা মুখোমুখি দুটো বেঞ্চে বসেছে। ঘরে আর কেউ নেই।

দরজা খোলার শব্দে ঘুরে দাঁড়াল ডাকোটা। উত্তেজিত কেউটের মত উরুতে ছোবল মারল তার হাত। অস্ত্র নেই বুঝেই মুঠো পাকিয়ে গেল দু'হাত। তারপর সে বেননকে চিনতে পারল। হাসল আউট-ল। মিরাও চিনেছে, ওর দু'চোখ থেকে ভয় বিদায় নিল। ডবসনের চেহারায় কোনও পরিবর্তন এল না। বোঝা গেল না মাথায় বাড়ি দেয়ায় বেননের ওপর কোনও রাগ আছে কি না। ডবসনের বেল্টে আরেকটা অস্ত্র ঝুলছে, তবে হাত বাড়ায়নি সে।

'যাক, তোমরা তা হলে বেঁচে আছ,' বলল ডাকোটা। 'ডবসন উদ্ভট কথাবার্তা বলছিল। তোমরা নাকি বেলুনে চড়ে হোয়াইটম্যানের হাত থেকে পালিয়েছ!'

ব্যাগলেকে ঘোড়ার যত্ন নিতে বাইরে পাঠিয়ে নড করল বেনন। 'করডি আর সাঙ্গপাঙ্গরা কোথায়?'

'বোধহয় ল্যাটিগো টাউনে। ডবসন আধঘণ্টা আগে এখানে হেঁটে এসেছে। বলছে দলের সঙ্গে আর থাকবে না।' বেননের চোখে সন্দেহ দেখে ডাকোটা বলল, 'আমি ডবসনকে চিনি। ডীয়ার লজের হাসপাতালে আমরা পাশাপাশি বেডে ছিলাম।'

'বলতে চাইছ ডবসন করডিকে ছেড়ে তোমার সঙ্গে জুটেছে?'

'না। বেসিন ছেড়ে চলে যাচ্ছিল, বিশ্রাম নিতে এখানে ঢোকায় আমাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে। করডির কার্যকলাপে ওর ধারণা হয়েছে লোকটার সঙ্গে থাকলে

আবার ডীয়ার লজে ঢুকতে হবে। করডি আর হোয়াইটম্যানের চুক্তির কথা আমাদের বলেছে ও।'

'বলো, আমিও শুনে রাখি।'

ব্ল্যাংকেট আর স্যাডল হাতে ঘরে ঢুকল ব্যাগলে। 'শোনাশুনি পরে হবে, আগে খাবার আছে কি না বলো,' খিদে আর সহ্য করতে না পেরে মুখ খুলল সে।

ঘরের কোনায় স্টোভের পাশে রাখা আছে বস্তাটা। তাড়াহুড়ো করে ওদিকে পা বাড়াল মিরা। হোলস্টারে অস্ত্র গুঁজল বেনন। একটা হাই বেঞ্চে বসে ডাকোটাকে বলল ওদের আকাশ অভিযান আর রাসলিঙের গরু খুঁজে পাবার কথা। তারপর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইল।

'বলছি,' বলে দানবকে একবার দেখে নিল ডাকোটা। হতাশ হয়ে বিয়ারের বোতল রেখে আরব্য রজনী খুলে মনোযোগ দিয়েছে লোকটা, কে কী বলছে শুনছে না। 'ডবসন লোকটা বোকাসোকা। অদ্ভুত একটা গুণ আছে ওর। জেলে আমরা প্রথম প্রথম অবাক হয়ে যেতাম। একবার মানুষজনের আলাপ শুনলে হুবহু আউড়াতে পারে। আজকেও নিজের মুখে কিছু বলেনি, করডি আর হোয়াইটম্যানের আলাপ আউড়ে গেছে। যেসব অংশ বাদ দিয়েছে, আমি আন্দাজ করে নিয়েছি। বুঝলাম করডি জানে থ্যান আশার বেসিন ছেড়ে চলে গেছে। লুটের টাকা আর পাওয়া যাবে না বুঝে সে-ও চলে যাচ্ছিল। ল্যাটিগো পাস পার হতে গিয়ে হোয়াইটম্যানের বাড়ির আলো দেখে সে। খাবার চাইতে থামে।'

মিরা দুটো প্লেটে বেকন আর আলু ভাজা এগিয়ে দিল বেনন আর ব্যাগলেকে। চোখের ভাষায় কৃতজ্ঞতা জানিয়ে খাওয়ায় মনোযোগ দিল বেনন। খানিক পরে বলল, 'তারপর করডিকে দেখেই জাত চিনে ফেলল হোয়াইটম্যান। চাকরিতে নিয়ে নিল।'

'চাকরিতে নিয়েছে, তবে অত সহজ ভাবে পারেনি। করডি রাসলিঙের মত অত ঝুঁকির কাজ নিতে রাজি হয়নি। বাধ্য হয়ে হোয়াইটম্যানকে লোভ দেখাতে হয়েছে। জানোই তো, লোকটা টাকা লেনদেনের ব্যবসা করে। নরম্যান ফক্সের প্রতিযোগী। টাকা রাখার জন্যে ব্যাংক তার পছন্দ নয়। বিশেষ করে ব্যাংকটা যখন তার প্রতিযোগী ব্যবসায়ীর। সেলারে একটা ভল্টে টাকা রাখে সে। অস্ত্র জমা রেখে করডিকে দলবল সহ সেলারে নিয়ে ভল্ট খুলে দেখিয়েছে হোয়াইটম্যান। এক সঙ্গে অত টাকা দেখে করডির মাথা ঘুরে গেছে, লোভে পড়ে হোয়াইটম্যানের সঙ্গে থেকে গেছে। সুযোগ পেলেই ভল্ট সাফ করে হাওয়া হয়ে যাবে। হোয়াইটম্যানও সেটা জানে, সেয়ানে সেয়ানে বুদ্ধির লড়াইতে তারও কোনও আপত্তি নেই। লোক দরকার তার। ওদের দিয়ে রাসলিঙ করিয়েছে রানশারদের পকেটে যাতে টাকা না আসে। সেসময় ডবসনও ছিল করডির সঙ্গে। ব্যাপারটা ওর পছন্দ হয়নি।'

‘হোয়াইটম্যান কেন তোমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, কী চায়—ডবসন কিছু বলেছে?’

‘না। তবে ওর মুখে হোয়াইটম্যানের কথাবার্তা শুনে মনে হলো বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য আছে লোকটার।’

‘সেটা কী আন্দাজ করতে পারো?’

‘না। এখন কী করা উচিত বলে তোমার মনে হয়?’

দু’হাত দু’দিকে টান টান করে আড়মোড়া ভাঙল বেনন। বলল, ‘সারাদিন খুব খাটুনি গেছে। প্রথম কাজ ঘুমানো। বৃষ্টি আসবে। পাহাড়ের কাছে বিজলী চমকাচ্ছে, নইলে বিশ্রামের জন্যে অন্য কোথাও যাওয়া যেত। অবশ্য এজায়গাটাও যথেষ্ট নিরাপদ, আলো নিভিয়ে দিলে কেউ টের পাবে না আমরা এখানে আছি। তোমাদের খাওয়া হয়েছে? হয়ে গিয়ে থাকলে বাতি নিভিয়ে দাও।’

মেঝেতে ব্ল্যাংকেট বিছিয়ে চিত হয়ে শুলো বেনন। দশ মিনিট পর লণ্ঠন নিভে গেল। বই রেখে ওর পাশে শুয়ে পড়ল দানব ডবসন। ক্লান্তি সত্ত্বেও ঘুম এল না বেননের চোখে। হোয়াইটম্যানের কথা ভাবছে ও। জুবিলীর ট্রেনে প্রথমেই লোকটার ব্যক্তিত্ব ছাপ ফেলেছিল ওর মনে। প্রচণ্ড একটা চালিকা শক্তি আছে লোকটার ভেতরে। কেন যেন বেননের মনে হলো এখনও হোয়াইটম্যান হারেনি, লোকটার শার্টের গোটানো হাতায় এখনও অনেক চালাকি লুকিয়ে আছে।

গুড়গুড় করে ডাক ছাড়ল আকাশ। জানালায় বাতাস বাড়ি খাওয়ার শব্দ। টিপটিপ করে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ল ছাদে। একটা ঝিঁঝি ডাকছে থেমে থেমে। শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে গেল বেনন। মাথার পাশে রাখা সিক্সগানের ওপর পড়ে আছে ওর হাত।

ভোরের ধূসর আলো জানালা গলে ঢুকতেই ঘুম ভেঙে গেল ওর। শুনল একা একা বকবক করছে ডবসন। চেয়ে দেখল বেনন। আর সবাই ঘুমিয়ে আছে। নাক ডাকছে ব্যাগলের। ফরত ফোঁ! ফরত ফোঁ! মাঝেমধ্যে পাল্টা জবাব দিচ্ছে ডাকোটা। ঠিক কুলিয়ে উঠতে পারছে না।

মাথার তলে দু’হাত বেঁধে সীলিঙের দিকে চেয়ে কথা বলে চলেছে ডবসন। কান খাড়া হয়ে গেল বেননের। বুঝল এগুলো হোয়াইটম্যানের কথা। অবিশ্বাস্য মুখস্থ বিদ্যার বলে এমুহূর্তে হোয়াইটম্যান হয়ে গেছে বোকা ডবসন। ‘ম্যাপটা দেখো, করডি,’ উত্থানপতনহীন স্বরে বলছে দানব, ‘বেসিনের কোথায় কী আছে সব এঁকেছি। এই যে দেখো, এটা দক্ষিণ-পশ্চিম দিক। এখানে লুকাবার শত শত জায়গা আছে। গরুগুলো কোনও একটা র‍্যাভিনে লুকিয়ে রাখবে তুমি। এমন জায়গা বাছবে যাতে দু’জন লোকই পাহারা দিতে পারে।

‘আমরা বেচার জন্যে গরু সরাচ্ছি না, রাসলিঙ ভেবে খামোকা ভয় পেয়ো না। কেউ যদি দেখে ফেলে লড়ার দরকার নেই। পালাবে। চেষ্টা করবে যাতে চেহারা

চিনতে না পারে। রক বেনন আর ব্যাগলে ছাড়া আর কেউ জানে না তোমরা আমার হয়ে কাজ করছ। ডাকোটাকে ওদের ঘাড়ে গছিয়ে দিয়েছি, ওরা দু'জন জানলেও কিছু করতে পারবে না। প্রাণের ভয়ে এখন পাহাড়ে-জঙ্গলে পালিয়ে বেড়াচ্ছে ওরা। তোমরা বেসিনে নতুন, তাই সহজে কেউ চিনে রাখতে পারবে না।'

চোখের কোণে ব্যাগলেকে নড়তে দেখে বেনন বুঝল বুড়ো ভালুকের ঘুম ভেঙেছে, কান পেতে শুনছে এখন। লম্বা করে শ্বাস নিল ডাকোটা, দম ফেলার শব্দ হলো না।

'আমি আশা করছি রানশগুলো হাতে আসা পর্যন্ত গরুগুলো কেউ খুঁজে পাবে না,' বলল দানব। 'কিন্তু যদি ওগুলো কেউ খুঁজে পায়, হতাশ হবার কোনও কারণ নেই। আরেকটা তুরুপের তাস আছে আমাদের হাতে। রানশাররা যদি গরু বিক্রি করে, টাকা হাতে পাবে নরম্যান। যে করে হোক নিশ্চিত করতে হবে যাতে টাকাগুলো ওদের হাতে না দিতে পারে। এখন তোমরা রওনা হয়ে যাও। বেসিনে পৌঁছতে পৌঁছতে আঁধার হয়ে যাবে।'

দানব চুপ হয়ে যেতে বুট পরতে শুরু করল বেনন। 'কী বুঝলে?' কনুইয়ে ভর দিয়ে জানতে চাইল ডাকোটা।

'অনেক কিছু।' উঠে দাঁড়াল রক। 'মিরা, জেগে গিয়ে থাকলে তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা করো। ব্যাগলে, জুতো পরে নাও। আমাদের বেরুতে হবে।' ডাকোটার দিকে চাইল সে। 'তুমি আর মিরা এখানেই থাকবে। মেলার জন্যে স্কুল বন্ধ, কোনও অসুবিধা হবে না।'

'তোমরা কোথায় যাবে?'

'শহরে। গরু খুঁজে পাওয়া যেতে পারে মাথায় রেখে পরের চিন্তা আগেই করে বসে আছে হোয়াইটম্যান। নরম্যান ফক্সের সঙ্গে রানশারদের লেনদেন। ক্যাটল কিনে রেলকোম্পানী সবার টাকা তাকেই বুঝিয়ে দেবে। করডির পরবর্তী দায়িত্ব হচ্ছে ওই টাকা কেড়ে নেয়া।'

'ডবসনের কী হবে?' স্টোভ নিয়ে ব্যস্ত মিরা জানতে চাইল।

'ডবসনও এখানেই থাকুক। যদি কথা বলে মন দিয়ে শুনো। পরে আমাদের কাজে লাগবে।'

'তোমাদের শহরে যাওয়া ঠিক হবে না,' বলল ডাকোটা। 'আমাকে সাহায্য করেছ বলে আইন তোমাদের খুঁজছে।'

'আইনের সঙ্গেই দেখা করতে যাব।' গম্ভীর হয়ে গেল বেনন। 'স্লিম ডিকেন্সকে বলতে হবে হোয়াইটম্যানের পরিকল্পনার কথা। এরমধ্যেই দেরি হয়ে গেছে কি না কে জানে। করডি নরম্যানের কাছ থেকে গরু বিক্রির টাকা ছিনিয়ে নিয়ে থাকলে নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার শেষ সুযোগটাও হারিয়েছে ল্যাটিগোর রানশাররা।'

ষোলো

দ্রুত গতিতে মাইলের পর মাইল পেরিয়ে এল ওরা। বেননের মন দুশ্চিন্তায় ভারী হয়ে আছে। ল্যাটিগোয় কী পরিস্থিতি দেখবে ও জানে না। অনুভব করছে শেষ মোকাবেলার সময় খুব কাছেই।

শহরের বাইরে থামল ওরা। হ্যাটের কানা সামনে টেনে দিল যাতে চট করে কেউ চিনতে না পারে। একটা সিগার ধরাল বেনন। তারপর হাঁটার গতিতে বড় রাস্তা ধরে শহরে ঢুকল।

সকাল এগারোটা। শহর ব্যস্ত থাকার সময় এটা নয়। এই সময়টায় পশ্চিমের বেশির ভাগ শহর থাকে শান্ত। বোর্ডওয়াকে দু'একজন পথচারী, এক আধটা ঘুমন্ত মাতাল, দু'চারজন বাচ্চার ধুলোয় হুটোপুটি করে খেলা স্বাভাবিক দৃশ্য। সেলুনগুলো থাকবে প্রায় নির্জন, সন্ধের দিকে জমে উঠবে ব্যবসা। কিন্তু আজকে ল্যাটিগোর পরিবেশ সম্পূর্ণ অন্যরকম। দু'ধারের বোর্ডওয়াক ঘেঁষে পার্ক করা রয়েছে অনেকগুলো বাকবোর্ড। হিচরেইলে হরেক জাতের ঘোড়া। মেলা চলছে, কিন্তু বেনন পরিষ্কার বুঝল আজকে এত লোকের এক জায়গায় সমবেত হওয়া মেলার কারণে নয়। সেলুনগুলো বড় বেশি ব্যস্ত, কানে আসছে অসংখ্য লোকের সম্মিলিত চিৎকার চেঁচামেচি গুঞ্জন।

'আওয়াজের ধরনটা শুনেছ?' শিউরে উঠে বলল ব্যাগলে, 'আমি আগেও শুনেছি। একবার শুনলে ভোলা যায় না। ওরা ফুর্তি করতে মদ গিলছে না। গা গরম করছে ওরা। গা গরম করছে কাউকে ঝুলিয়ে দেয়ার জন্যে।'

চুপ করে থাকল বেনন। বুঝতে ওর দেরি হলো না লোকগুলো কেন উত্তেজিত। চৌকশ হোয়াইটম্যান খেপিয়ে তুলেছে ওদের। খোঁজ নিলে হয়তো দেখা যাবে নিজের পয়সায় মদ খাওয়াচ্ছে।

কোর্টহাউজের সামনে ঘোড়া থেকে নামল ওরা। লনে রাখা ব্র্যাস কামানটাকে পাশ কাটিয়ে এগোল বেনন। ঘুরে দেখল ব্যাগলে আসছে কি না। আসছে। চোখ পড়ল নরম্যান ফক্সের ব্যাংকের ওপর। মনে খটকা লাগল ওর। ব্যাংকের জানালার শেডগুলো নামানো। দরজাটা বন্ধ। হিচরেইলে দুটো ঘোড়া মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। দুটোতেই নরম্যান ফক্সের ব্র্যাণ্ডিং।

পা বাড়াল বেনন। দরজা ঠেলে ঢুকল কোর্টহাউজে। লম্বা একটা হলওয়ে। কেউ নেই। দু'ধারে অফিসগুলোর দরজা। ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের দরজা পেরিয়ে স্লিম ডিকেন্সের নাম লেখা দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল ওরা। 'অস্ত্রের দিকে হাত

বাড়িয়ো না, স্লিম।' ব্যাগলেকে দরজা বন্ধ করতে ইশারা করল বেনন। দরজা বন্ধ হবার শব্দ পেয়ে বলল, 'ভুল কোরো না, গুলি খাবে। আমরা তোমাকে সাহায্য করতে এসেছি। তোমার উচিত আমাদের বদলে করডিকে ধরা। ডাকাতি করবে সে।'

চামড়া ফাটা সুইভেল চেয়ারে বসে বড় বড় চোখে ফ্যাকাসে চেহারায় চেয়ে থাকল শেরিফ। একটা রোল টপ ডেস্কের পেছনে বসে আছে সে। ডেস্কটার ওপরের অংশ স্পারের ঘসা আর সিগারেটের পোড়া দাগে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে। ডেস্কের একধারে, দেয়ালের গা ঘেঁষে একটা রঙচটা ফাইলিঙ কেবিনেট। শেরিফের উল্টোদিকে বসার জন্যে দুটো চেয়ারও আছে। একটা স্টোভ জ্বলছে ফাইল কেবিনেটের পাশে। ঘরটা বেশ বড়। আসবাবপত্র এত কম যে ফাঁকা ফাঁকা লাগছে।

'তোমাদের সঙ্গে আমার শত্রুতা নেই,' জবান ফিরে পেয়ে বলল শেরিফ। ফোঁশ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে হতাশ চেহারায় বেননকে দেখল। 'আমি কারও শত্রু নই। তোমাদের পাল্লায় পড়ে গত কয়েকদিনে মাথাটা গেছে আমার।'

চোখে প্রশ্ন নিয়ে চাইল বেনন।

'হোয়াইটম্যান আর হাডসনের দু'রকম কথায় মাথা গুলিয়ে গেছে।' কাঁপা কাঁপা হাতে সিগারেট ধরাল স্লিম। 'অ্যাকমে ডিটেকটিঙের সমস্ত বই আরেকবার পড়ে ফেলেছি। তাতে আরও ক্ষতি হয়েছে, আমার মাথা দিয়ে ভাপ উঠছে। জাদুকর লাগবে না, যে কেউ মাথায় তাওয়া বসিয়ে ডিম ভাজতে পারবে। তুমি বলছ করডিকে ধরতে, ধরব যে প্রমাণ কোথায়? হাডসন বলেছে জুবিলীতে লোকটা তাকে সার্চ করে কিছু নেয়নি। বড় কোনও দোষ করেনি করডি। অন্তত আটকে রাখার মত কিছু না। তাও হাডসন ব্যাজ পরে থাকলে বলা যেত করডি লোকটা অফিসারের কাজে বাধা সৃষ্টি করেছে।'

'আমাদেরকে ওরা ট্রেন থেকে জোর করে নামিয়েছে, সেটার কী হবে?' জানতে চাইল ব্যাগলে।

'প্রমাণ কই? ম্যাকমিলান হয়তো সাক্ষী দিত, কিন্তু সে গেছে ডিভিশন হেডকোয়ার্টারে। এদিকে গতকালের পর থেকে করডিকে আর দেখিনি।'

শেরিফ বিপদের কারণ হবে না বুঝতে পেরে হোলস্টারে সিক্সগান পুরল বেনন। 'আচ্ছা, গতকাল নরম্যান ফক্স গরু নিয়ে ফেরত এসেছে?'

'হ্যাঁ। মাঝ রাতে। রেল কোম্পানী কিনেও নিয়েছে। ওগুলো এখন ডিপোর দক্ষিণে চরে বেড়াচ্ছে।'

'তারমানে টাকা এখন ফক্সের হাতে। আর বেলুন?'

মুখ কালো হয়ে গেল শেরিফের। 'টাকা নরম্যানের কাছে নেই। রাতের বেলা ডিপো থেকে একা ব্যাংকে ফিরছিল, মাথায় বাড়ি দিয়ে অজ্ঞান করে কে যেন সমস্ত

টাকা নিয়ে গেছে। কে মেরেছে দেখেনি নরম্যান ফক্স। তার ছেলেরা ওয়্যাগনে করে বেলুন নিয়ে এসেছে। ফ্রেঞ্চ লোকটা একটুও দেরি করেনি, গোছগাছ করে ট্রেনে চেপে পুবে চলে গেছে। অবস্থা কী বুঝলে?' চোখ বুজল শেরিফ।

দরজায় পিঠ ঠেকিয়ে হেলান দিল বেনন। পা দেহের ওজন রাখতে পারবে না বলে মনে হলো ওর। ইচ্ছে হলো মাথার চুল ছিঁড়ে ফেলে। শহরে আসতে বড় দেরি হয়ে গেছে। শুধু যদি দানবটা কালকে সন্ধেয় মুখ খুলত!

খানিক পরে নিজেকে সামলে নিল সে। বলল, 'নরম্যান ফক্সের টাকা এখন হোয়াইটম্যানের ভল্টে। বিশ্বাস না করলে নিজে গিয়ে দেখতে পারো। সে-ই করডিকে দিয়ে রাসলিঙ করিয়েছে, ডাকাতিও তারই কাজ।'

'এখন আমারও তাই বিশ্বাস। হাডসনের সঙ্গে আলাপ করেছি। আমি জানি সবকিছুর পেছনে হোয়াইটম্যানের হাত আছে। কিন্তু কী করব বলো? বুঝতে পারছি সবই, কিন্তু কিচ্ছু প্রমাণ করতে পারব না। সব নোটই দেখতে একরকম, ভল্ট খুলে দিলেও নরম্যানের টাকা আলাদা করি কী করে। তা ছাড়া এখন শহর ছাড়া সম্ভব নয়, আমাকে এখন এখানেই থাকতে হবে। নরম্যানকে বাঁচানো শেরিফ হিসেবে আমার দায়িত্ব।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ খুলে বেননকে দেখল ডিকেন্স। হাতের নেভা সিগারেটটা জ্বালিয়ে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল। তারপর বলল, 'মেলা দেখতে ল্যাটিগোর বেশিরভাগ রানশার এসেছে আজকে। কাউবয়রাও বাদ যায়নি। ওদের বিনে পয়সায় মদ গেলাচ্ছে হোয়াইটম্যান। খবর চাউর করে দিয়েছে। সবাই এখন জানে রানশারদের গরু বেচার টাকা খুইয়েছে ব্যাঙ্কার। নরম্যানের সঙ্গে কথা বললে রানশাররা বুঝে যাবে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হলে লাভটা কার। সেজন্যে সবাইকে উত্তেজিত করে তুলেছে হোয়াইটম্যান, যাতে কেউ নরম্যানের ধারে কাছে না ঘেঁষে। শুনলাম এরমধ্যেই কথা উঠেছে, ব্যাংক ভেঙে ভল্টের টাকা রানশাররা ভাগ করে নিতে চাইছে। পেটে আরও মদ পড়লে ব্যাংকে আগুন ধরিয়ে দিতে চাইবে ওরা।'

'ব্যাংকের হিচরেইলে দুটো ঘোড়া দেখলাম। ওগুলো কাদের?'

'নরম্যান আর হাডসনের। ওরা ভেতরে তৈরি হয়ে বসে আছে। মাতাল রানশাররা আক্রমণ করলে ঠেকাতে চেষ্টা করবে। এজন্যেই আমাকেও শহরে থাকতে হবে। ব্যাংকে হামলা হলে সেটা ঠেকানো আমার দায়িত্ব।' উঠে দাঁড়াল শেরিফ স্লিম ডিকেন্স। টেবিল থেকে একগাদা কাগজ তুলে জ্বলন্ত স্টোভে ঠেসে দিল। আগুন জ্বলে উঠল দাউদাউ করে।

'কীসের কাগজ ওগুলো?' জানতে চাইল কৌতূহলী ব্যাগলে।

'অ্যাকমে ডিটেকটিঙ অ্যাণ্ড ক্রিমিনোলজির করেসপণ্ডেন্স কোর্স। এখন বুঝতে পারছি যে লোক যত বেশি পড়ে, তত বিপদ চাপে তার ঘাড়ে। কিচ্ছু কাজে দেয় না, যত্তসব ফালতু কথাবার্তায় ভরা। এসব পড়ে সময় নষ্ট না করলে এতদিনে

আমি হোয়াইটম্যানের শয়তানী ধরে ফেলতে পারতাম।'

'তা হলে হুইস্কি গিলে নরম্যানের মত বিশ্বস্ত বন্ধুকে রানশাররা ভুল বুঝছে!' অবিশ্বাস ঝরে পড়ল ব্যাগলের কণ্ঠ থেকে। ব্যাপারটা তার মাথায় ঢুকছে না। কই সে-ও তো কম হুইস্কি খায়নি, কিন্তু কখনও কোনও বন্ধুকে···

'একদিনের উসকানিতে ওরা নরম্যানের শত্রু হয়নি। বছরের পর বছর ধরে হোয়াইটম্যান ওদের কান ভারী করেছে। এমনকী গত শীতে নরম্যানের কাছে টাকাও চায়নি, রানশাররা সোজা গিয়ে চুক্তি করেছে হোয়াইটম্যানের সঙ্গে। ওরা জানে ডাকোটা ডাকাতি করার পর থেকে আজও ব্যাঙ্কার সচ্ছলতার মুখ দেখেনি। তবুও রেল কোম্পানী গরু কিনবে শুনে তার কথায় সবাই রাউণ্ডআপ করেছিল। প্রথমে চুরি হলো সেই গরু, তারপর নরম্যানের কাছ থেকে ডাকাতি হলো গরু বিক্রির টাকা। ওরা আর বিশ্বাস করতে পারছে না নরম্যান ফক্সকে। ওদের দোষ দেয়া যায় না, কী বলো?'

চুপ করে থাকল ব্যাগলে। বেনন বলল, 'ওরা ওদের টাকা চায়, ব্যাংকের ভল্ট ভেঙে কত আর পাবে।'

'টাকা কত পাবে সেটা মাতাল রানশারদের কাছে বড় কথা নয়। শত্রুর ক্ষতি করতে পারাটাই আসল হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

'থ্যান আশারের খোঁজ জানতে চেয়ে ওহাইয়োর অ্যাশল্যাণ্ডে যে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছ তার জবাব এসেছে?' প্রসঙ্গ পাল্টাল বেনন।

'হ্যাঁ।' পকেট থেকে হলুদ রঙের পাতলা একটা কাগজ বের করে বেননের হাতে দিল শেরিফ।

কাগজের ভাঁজ খুলল বেনন। ওতে লেখা:

'অ্যাশল্যাণ্ডে কোনও থ্যান আশার নেই স্টপ তোমাদের বর্ণনা থ্যান এলমার নামের এক খুনির সঙ্গে মেলে স্টপ পনেরো বছর আগে লোকটা পালিয়েছে স্টপ তার নামে জীবিত বা মৃত ধরিয়ে দেবার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে স্টপ থ্যান আশারকে আটক করো স্টপ সম্ভবত থ্যান আশার আর থ্যান এলমার একই লোক স্টপ ইচ্ছে করলে অ্যাকমে ডিটেকটিভ অ্যাণ্ড ক্রিমিনোলজির অ্যাডভান্স কোর্স করতে পারো স্প প্রিলিমিনারি ট্রেনিংপ্রাপ্তদের জন্যে কমিশনের ব্যবস্থা আছে।'

'আশারই এলমার হয়ে থাকলে আর কখনও অ্যাশল্যাণ্ডে ফিরবে না,' বেনন পড়া শেষে মুখ তোলায় বলল শেরিফ। 'ধরে নেয়া যায় ওই টাকা নরম্যান আর ফেরত পাচ্ছে না।'

'কিন্তু টাকা নরম্যানের দরকার।' চিন্তিত চেহারায় ব্যাগলের দিকে চাইল বেনন। 'বুড়ো খোকা, তুমি শেরিফের সঙ্গে থাকো, ওর সাহায্য দরকার হবে। আমি একটু ঘুরতে যাচ্ছি, চেষ্টা করব রাত গভীর হওয়ার আগেই ফিরে আসতে।'

'সত্যি কথাটাই বলো,' বলল ব্যাগলে। 'যাচ্ছ কোথায়?'

'তোমার না জানাই ভাল। যাচ্ছি কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে।' দরজা খুলে বেরিয়ে এল বেনন।

সেলুনগুলোয় একবার করে ঢুঁ মারল সে। বুঝে গেল হোয়াইটম্যান আর গিলিয়ান পেনরোজ শহরে নেই। সৌখিন সারেটা নেই কোথাও। একজন বারম্যানের কাছ থেকে সে জানল রানশারদের মদ খাওয়াবার জন্যে যাবার আগে সবক'টা সেলুনে টাকা রেখে গেছে হোয়াইটম্যান। এখনও পুরোপুরি কাণ্ডজ্ঞান হারায়নি ল্যাটিগোর রানশাররা, প্রত্যেকের সামনে আধখালি হুইস্কির বোতল। কাউবয়রা বরং কিছুটা·বেশি বেসামাল। মুফতে পেয়ে মদকে পানি মনে করছে ওরা।

একটা রেস্তোরাঁয় পেট পুরে খেয়ে ডিপোয় গেল বেনন। খোঁজ নিয়ে জানল ওদের ঘোড়া দুটো জুবিলী থেকে এসেছে। ব্যাগলেরটা রেল কোম্পানীর জিম্মায় রেখে নিজের স্ট্যালিয়নটা ছাড়িয়ে নিল সে। ওয়্যাগন রোড ধরে এগোল দূরের পাহাড়ী ল্যাটিগো পাস লক্ষ্য করে। নিজের ঘোড়ায় চড়ে স্বস্তি লাগছে ওর। অভিজ্ঞতা থেকে জানে ছুটতে পারে ওর স্পীডি, বাতাস বিশ্বাসঘাতকতা না করলে এক মাইল দূর থেকে আইনরক্ষকদের নোংরা গায়ের গন্ধ পায়।

এখনও ওকে আউট-ল ঘোষণা করা হয়নি, ভাবল বেনন। তবে শিগগিরই ঘোষণা করা হবে সন্দেহ নেই কোনও। ডাকোটাকে সাহায্য করা যদি মাপও করে দেয়, এখন সে যা করতে যাচ্ছে তা মাপ করবে না গভর্নর। হাসল বেনন। অনাবিল হাসি। কোনও ভয় ভীতি নেই তার মনে। কোনও ক্ষোভ নেই। নিঃস্বার্থ ভাবে একটা কাজ করছে সে। করছে হোয়াইটম্যানকে ঠেকাতে। রানশারদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্যে। ডাকোটার ঋণ শোধ করতে হবে ওকে। ডাকোটা চেয়েছিল নরম্যানকে লুটের টাকা ফিরিয়ে দিয়ে পাপ মোচন করতে। তাই করবে সে। ডাকোটাকে সাহায্য করবে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হলেও নরম্যান ফক্সকে গরু বিক্রির টাকা ফেরত এনে দেবে।

নিঃশব্দ হাসিতে আরেকটু প্রসারিত হলো বেননের ঠোঁট। ভালই হয়েছে ওর রিয়োয়ার্ড পোস্টারের ছবিটা দেখে ঘোড়ার দল লজ্জা পায়!

গত চব্বিশ ঘণ্টা ধরেই আকাশ ভার হয়ে ছিল। দুপুরের আগেই আকাশ ভার খালাশ করতে মনস্থ করল। শুরু হলো অঝোর ধারায় বৃষ্টি। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস ধেয়ে এল উত্তরের পাহাড় থেকে। কেঁপে উঠল পৃথিবী মুহুর্মুহু বজ্রের শব্দে। ধূসর আকাশ চিরে সাপের মত কিলবিল করতে লাগল বিদ্যুতের আঁকাবাঁকা রেখা।

বৃষ্টি মাথায় নিয়ে স্কুলহাউজ পেরুল বেনন। দু'পাশে গাছ ঘেরা পাহাড়ী ট্রেইল ধরে এগিয়ে চলল। আকাশের কান্নাভেজা মাটিতে থপ থপ শব্দ করছে ওর স্পীডির খুর।

সন্ধের ঘণ্টাখানেক আগে মেঘঘন কালো আকাশের পটভূমিতে ঈগল্‌স্

আইরীর আলো দেখল ও। গতি কমাল স্পীডির। জঙ্গলের কিনারায় পৌঁছে বাঁধল ঘোড়াটা। বাড়িটার দিকে সাবধানে পা বাড়াল, যাতে কেউ ওকে দেখতে না পায়। এমুহূর্তে পূর্ণ সতর্ক বেনন। ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। দেখল বার্ন, কিচেন আর রানশহাউজটা। বার্নে আলো জ্বলছে, সামান্য আভাস আসছে কাঠের দেয়ালের ফাঁকফোকর দিয়ে। সম্ভবত জায়গার অভাবে আপাতত ওখানেই ঘাঁটি গেড়েছে করডির সঙ্গীরা।

বার্নকে যতটা সম্ভব দূরে রেখে রানশহাউজের সামনে চলে এল বেনন। উঁচু পোর্চে উঠে নবে মোচড় দিয়ে দেখল দরজায় তালা নেই। ঢুকল ভেতরে। দরজা ভিড়িয়ে দিল। অন্ধকার হলওয়ে শব্দহীন। কেউ নেই। বার্ন থেকে হট্টগোল ভেসে এল। পরক্ষণেই চাপা পড়ে গেল গুরুগম্ভীর বজ্রপাতের শব্দে। খুব কাছেই পড়েছে। থরথর করে কেঁপে উঠল হোয়াইটম্যানের কাঠের বাড়ি। নিঃশব্দ পায়ে শিকারী বাঘের মত অলস ভঙ্গিতে হোয়াইটম্যানের আলোকিত অফিস ঘরে ঢুকল বেনন। খোলা দরজা থেকে সরে দাঁড়াল। বিদ্যুতের চকিত ঝিলিকের দ্রুততায় ওর হাতে উঠে এল ডবসনের সিক্সগান।

গদি মোড়া চেয়ারে বসে টেবিলে দু'পা তুলে দিয়েছে হোয়াইটম্যান। মুখোমুখি বসা করডি আর পেনরোজের সঙ্গে হাসিমুখে জরুরী আলাপ করছে। তিনজনের হাতেই হুইস্কির গ্লাস। টেবিলের ওপর একটা ডিক্যান্টার। গ্লাস টেবিলে রাখতে গিয়ে বেননকে দেখল রানশার। মুখ থেকে হাসি অদৃশ্য হয়ে গেল। বসের ভাবান্তরে ঘাড় ফিরিয়ে চাইল পেনরোজ আর করডি। দরজায় অস্ত্রহাতে বেননকে দেখে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াতে চাইল।

'কষ্ট করে না উঠলেও চলে,' নিচু স্বরে বলল বেনন। 'হ্যাণ্ডশেক করব না, গল্প করতে আসিনি। এসেছি একটা কাজে।'

'যাই করো পার পাবে না।' গ্লাসটা ঠক করে টেবিলে নামিয়ে রাখল হোয়াইটম্যান। 'আইন তোমাকে খুঁজছে। তুমি এখন আউট-ল।'

'কথাটা তোমার মনে করিয়ে দেয়া উচিত হয়নি, তুমিই আমার পেছনে স্লিম ডিকেন্সকে লেলিয়ে দিয়েছ।' শুকনো কণ্ঠে বলল বেনন। একমুহূর্ত থেমে জানতে চাইল, 'সন্ধেবেলা হঠাৎ মদ কী জন্যে, জয়ের উৎসব পালন? ল্যাটিগোতে দেখলাম তোমার কেনা মদ গিলে ব্যাংক ডাকাতির মতলব আঁটছে রানশাররা, ব্যাপার কী? ভেবেছ কেউ কিছু টের পাবে না?'

চেয়ারে একটু ঝুঁকে বসল গিলিয়ান পেনরোজ। দাঁতে দাঁত চেপে রাখায় ফুলে ওঠা চোয়ালের হাড় বেঢপ দেখাচ্ছে। লোকটার ডানহাত নজরে রাখার জন্যে জায়গা পরিবর্তন করল রক। সতর্ক হয়ে উঠেছে, কারও নড়াচড়া ওর চোখ এড়াবে না। শুয়োরের মত কুঁতকুঁতে চোখে ভয় নিয়ে গা ছেড়ে বসে আছে ফেন্ট করডি, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে তার। পলকহীন চোখে বেননকে দেখছে

হোয়াইটম্যান। এই লোকটাই সবচেয়ে বিপজ্জনক, সিদ্ধান্তে এল বেনন।

ডিক্যান্টার থেকে গ্লাসে হুইস্কি ভরে ঠোঁটে তুলল হোয়াইটম্যান। চুমুক দিয়ে বলল, 'কতটুকু কী জানো আমি জানি না বেনন, তবে অনেক দেরি করে ফেলেছ তুমি। এখন আমাকে আর ঠেকাতে পারবে না। আর মাত্র কয়েকটা দিন, তারপর রানশগুলো আমার হবে। হবেই। শুনলাম নরম্যান ফক্স নাকি গরু বিক্রির টাকা মেরে দিয়েছে?' মাথা নাড়ল রানশার। 'পার পাবে না। রানশাররা ওকে ছাড়বে না।'

'টাকা নরম্যান ফক্স চুরি করেনি। তুমি করেছ। আমি সেই টাকাই নিয়ে যেতে এসেছি।' অস্ত্র হোয়াইটম্যানের বুকে তাক করল বেনন। 'তুমি আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছ আমি আউট-ল। খুন হতে না চাইলে টাকা দিতে হবে তোমাকে।'

'তুমি কি মনে করো এত টাকা আমি বাড়িতে রাখি?'

'আমি জানি নরম্যানের টাকা এখন তোমার ভল্টে। ভল্টটা রেখেছ সেলারে।'

হোয়াইটম্যানকে থরথর করে কেঁপে উঠতে দেখল বেনন। চেহারা থেকে নিশ্চিন্ত ভাবটা খসে পড়েছে। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল রানশার। গ্লাসটা নামিয়ে রাখল টেবিলে। শিরদাঁড়া সোজা হয়ে গেছে। ডানহাত এখন মুক্ত।

'দাঁড়াও সবাই, কোনও চালাকি নয়,' চাবুকের মত হিসিয়ে উঠল বেনন।

ইতস্তত করে দাঁড়াল রানশার। হাত ঝুলিয়ে দিল হোলস্টারের পাশে। পেনরোজের শরীরের আড়ালে সরে এল বেনন। লোকটার সিক্সগান বের করে নিল। পিছিয়ে গেল কয়েক পা। দু'হাতের অস্ত্র দুটো রানশার আর করডির বুকে তাক করল। 'দু'আঙুলে ধরে তোমাদের অস্ত্র বের করো,' নির্দেশ দিল। 'মেঝেতে ফেলো। হাতের চেটো বাঁটে লাগলেই গুলি করব।'

সিক্সগান মেঝেতে ফেলল রানশার আর করডি। 'এবার কোটের ভেতরেরটা ফেলে দাও,' হাসল বেনন। কোটের ভেতরদিক থেকে সাবধানে একটা নাকবোঁচা .৪৫ বের করল রানশার। হাত থেকে ছেড়ে দিল অস্ত্রটা।

'এবার লাইন করে দাঁড়াও,' নির্দেশ দিল বেনন। 'সবার সামনে থাকবে হোয়াইটম্যান। তোমরা তার পেছনে। যে যার সামনেরজনের কাঁধে দু'হাত রাখবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। এভাবেই। সবাই রেডি? তা হলে চলো সেলারে। জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি—মার্চ!'

হলওয়ের শেষ মাথায় একটা দরজা। দরজাটা খুলল হোয়াইটম্যান। ভেতরে অন্ধকার। বেননের অস্ত্রের নাচুনি দেখে একটা কেরোসিনের লণ্ঠন জ্বালল রানশার। লণ্ঠনটা নিয়ে নিল বেনন। মুচকি হেসে বলল, 'ভেব না আমি তোমাদের অবিশ্বাস করি।'

হলুদ আলোয় একটা সিঁড়ি দেখা গেল। সেলারে নেমে গেছে। সরু সিঁড়ি। সোজা নেমেছে, বাঁক নেই। বেনন সবার পেছনে নামতে শুরু করল।

ছোট একটা পাথুরে ঘরে নামল ওরা। কঠিন পাথর কেটে ঘরটা তৈরি করা হয়েছে। দেয়াল আর মেঝে এবড়োখেবড়ো। বাতাসে ভ্যাপসা গন্ধ। ঘরের মাঝখানে একটা টেবিল। তাতে একটা খালি চামড়ার ব্যাগ পড়ে আছে। সম্ভবত ব্যাগটা নরম্যান ফক্স চিনতে পারবে। একদিকের দেয়ালে স্টীলের চকচকে একটা দরজা। দরজার গায়ে গোলাপ ফুল আকৃতির একটা ডায়াল। যেকোনও ব্যাংক এরকম ভল্ট নিয়ে গর্ব করতে পারে, এক নজর দেখেই বুঝল রক বেনন।

'তোমরা দু'জন দেয়ালে বুক ঠেকিয়ে দাঁড়াও,' করডি আর পেনরোজকে নির্দেশ দিল সে। ওরা নির্দেশ পালন করল বিনা বাক্যব্যয়ে। 'এবার তুমি,' হোয়াইটম্যানের পিঠে নল ঠেকাল বেনন। 'ঘোরাও তোমার জাদুর ডায়াল।'

চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে ছোট্ট ঘরটার মধ্যে। শীতল রাগে জ্বলছে হোয়াইটম্যানের শরীর। লোকটা এখন কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে মারা পড়লে ক্ষতি হয়ে যাবে। নিজের জন্যে বেনন ভয় পায় না। আউট-ল তো হয়েই গেছে আবার। চিন্তার কিছু ছিল না। কিন্তু রানশার ডায়াল ঘুরিয়ে তালা না খুললে কাজটা ওকে করতে হবে। সময় লেগে যাবে অনেক। ওদিকে নরম্যান ফক্সের ওপর হামলা করে বসবে ল্যাটিগোর রানশাররা। এরইমধ্যে ব্যাংক পুড়িয়ে দিয়েছে কি না কে জানে।

'ভল্ট খুলো না, বস্,' ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলল করডি। 'ওকে আমি জানি। গুলি করবে না। বাধ্য না হলে খুন করে না ও!'

'ঠিকই বলছে করডি,' স্বাভাবিক স্বরে বলল বেনন। 'আমি প্রথমেই খুন করব না। তিন গুলিতে আমি তোমাদের তিনজনের ডান কান উড়িয়ে দেব। তারপর দরকার হলে খুন করব। এক কান নিয়ে বাঁচতে না চাইলে ভল্ট খোলো, হোয়াইটম্যান।'

ডায়াল ঘোরাতে লাগল রানশার। ডায়াল ঘোরাবার টিকটিক শব্দ ছাড়া ঘরে আর কোনও শব্দ নেই। একটু পর পর খট করে আওয়াজ উঠছে। নম্বর মিলে যাওয়ায় টাম্বলার পড়ছে। মিনিটখানেক সময় লাগিয়ে তালা খুলল হোয়াইটম্যান। টান দিয়ে স্টীলের দরজাটা খুলে ভেতরে হাত ঢোকাবে, এমন সময় বাধা দিল বেনন।

'থাক্ যথেষ্ট করেছ, আমিই বাকিটুকু করতে পারব।' হোয়াইটম্যানকে সরিয়ে ভল্টের ভেতর হাত পুরল বেনন। কচকচে বাণ্ডিল করা নতুন ডলারের স্পর্শ পেল। সন্তুষ্ট হলো না বেননের হাত, কোনায় খুঁজে পেল শীতল ধাতব অনুভূতি। চেহারায় তৃপ্তি নিয়ে ·৪৫ সিক্সগানটা বের করল। গুলি বের করে ছুঁড়ে দিল ঘরের কোণে। চাইল রানশারের দিকে। 'তুমি খুব সহজেই কথা শুনতে রাজি হয়ে গেছিলে,' বলল। 'এবার দেখা যাক ভল্টে কী আছে।' দশ হাজার ডলারের চারটা বাণ্ডিল বের করল বেনন। 'এক হাজার গরু মাথা পিছু চল্লিশ ডলার করে ধরলাম।'

রানশারের দিকে চেয়ে হাসল। 'বেশি হলে ফেরত দেব। ব্যাংকের সীল দেখে বুঝছি কম নেই, নইলে আবার এসে নিয়ে যেতাম।' টেবিল থেকে চামড়ার ব্যাগটা নিয়ে টাকা ভরল। অস্ত্রের নল দিয়ে রানশারকে দেয়ালে বুক ঠেকিয়ে দাঁড়াতে ইশারা করল। হোয়াইটম্যান নির্দেশ পালন করায় দ্রুত উঠে এল সিঁড়ি বেয়ে। দরজা ভিড়িয়ে দেবার আগে বলল, 'কিছুক্ষণ আমি বাইরে অপেক্ষা করব। অনুসরণ করার ইচ্ছে থাকলে ভুলে যাও। কেউ যদি বাইরে বেরুনোর চেষ্টা করো, আমার চোখে পড়ে গেলেই গুলি খাবে।'

দৌড়ে হলওয়ে পেরুল বেনন। দরজা খুলে বেরিয়ে এল বাইরে। যেখানে ঘোড়াটা বেঁধে রেখে এসেছে সেদিকে ছুটল। অপেক্ষা করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ওর নেই। সময় এখন অত্যন্ত মূল্যবান। রানশাররা উন্মাতাল হয়ে হামলা করার আগেই ল্যাটিগোয় পৌঁছতে হবে ওকে। নরম্যান ফক্সকে বাঁচাতে হবে। যদিও হাডসন ব্যাংকের ভেতরে আছে, তবুও ব্যাংকটা নিরাপদ নয়। প্রাণের ঝুঁকি দেখা না দিলে নিষ্ঠুরের মত সাধারণ দুর্ভাগা রানশারদের ওপর গুলি চালাতে পারবে না হাডসন। ডিকেন্সের ওপরও ভরসা করা যায় না। একা ব্যাগলে কী করবে!

ঝোপে ঢুকল বেনন। বিজলী চমকাল। উজ্জ্বল নীলচে-সাদা আলোয় একজন লোককে ঘোড়া থেকে নামতে দেখল সে। অবাক হয়ে গেল। একপলকের দেখাতেও চিনতে ভুল হয়নি প্রৌঢ়কে। ডাকোটা জোন্স এখানে কী করছে! বজ্রপাতের শব্দে থরথর করে কেঁপে উঠল চারপাশ। নিঃশব্দে ডাকোটার পেছনে চলে এল বেনন। 'কেন এসেছ?' ডাকোটার কাঁধে টোকা দিয়ে জানতে চাইল সে।

ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল ডাকোটা। অবিশ্বাস্য দ্রুততায় তার হাতে সিক্সগান উঠে এল। বেননকে চিনতে পেরে অস্ত্রটা আবার খাপে রাখল। হিমশীতল কণ্ঠে বলল, 'একজনকে খুন করতে এসেছি।'

'কাকে?'

'হোয়াইটম্যান নামের হারামিটাকে।'

'কেন? অস্ত্র কোথায় পেলে?'

'ডবসনের কাছ থেকে ধার করেছি,' বেননের প্রথম প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল ডাকোটা। গম্ভীর স্বরে বলল, 'চলে যাও, বেনন, এটা আমার লড়াই।'

'মিরা কোথায়?'

'আমাকে বোঝাতে না পেরে শহরে তোমাকে খুঁজতে গেছে। আমি যদি না ফিরি, বেনন, তুমি দেখো যাতে ওর কোনও ক্ষতি না হয়।'

'তোমাকে আমার দরকার,' ডাকোটার হাত চেপে ধরল বেনন। 'আমার সঙ্গে শহরে চলো। সময় নষ্ট কোরো না।'

'শহরে কী জন্যে?'

নরম্যান ফক্সের ব্যাপারটা সংক্ষেপে দ্রুত জানাল বেনন।

'আমি যাব, তবে হোয়াইটম্যানকে শেষ করার আগে নয়।' বিষণ্ণ শোনাল ডাকোটার কণ্ঠস্বর। 'বেনন, তুমি চলে যাও। ঈগল্‌স্‌ আইরীতে ঢুকতে হবে আমাকে।'

'কিন্তু কেন?' রেগে গেল বেনন।

'এটা দেখো,' পকেট থেকে ছোট একটা জিনিস বের করে বেননের হাতে দিল ডাকোটা। বিজলি চমকে ওঠা পর্যন্ত ওটা হাতের তালুতে রাখল বেনন। তারপর চকিত আলোয় দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। 'চায়না স্ট্যালিয়ন! কোথায় পেলে?'

'ডবসনের কাছে। জিজ্ঞেস করতে বলল হোয়াইটম্যানের কাজ নেবার পর পছন্দ হয়ে যাওয়ায় ঘোড়াটা পকেটে ভরেছে। হোয়াইটম্যানের অফিসঘরে ছিল জিনিসটা। এর মানে বুঝতে পারছ?'

ঠিক এই জিনিসই হাডসনের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছে বেনন কয়েকদিন আগে। রঙ, আকার-আকৃতি সবকিছু এক, দেখে মনে হয় যেন সেটাই।

হাত ছাড়িয়ে নিল ডাকোটা। দ্রুতপায়ে হেঁটে চলে গেল ঝোপের ওপাশে। সংবিৎ ফিরে পেয়ে তাকে খুঁজল হতচকিত বেনন। প্রৌঢ় আউট-লকে কোথাও দেখতে পেল না।

সতেরো

দ্বিধা ছেঁকে ধরল বেননকে। ডাকোটাকে সাহায্য করতে যাবে নাকি নরম্যান ফক্সকে? নরম্যানকে সাহায্য করতেই ল্যাটিগোতে এসেছে সে। তাই কী? আসল উদ্দেশ্য তো ছিল ডাকোটার ইচ্ছেপূরণের মাধ্যমে ঋণ শোধ করা! ওর মনে পড়ে গেল অনেকদিন আগের এক রাতের কথা। বিছানায় শুয়ে আছে ওর অসুস্থ মা। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। প্রলাপ বকছে, জ্ঞান হারাচ্ছে বারবার। অস্থির পায়ে পায়চারি করছে বাবা। একটু পর পর রুমাল ভিজিয়ে মা'র কপালে রাখছে। ছোট্ট কেবিনে টিমটিমে হলুদ আলো। দরজায় টোকার শব্দ হলো। ডাকোটা এল। বাবাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে ডাক্তার আনতে শহরে পাঠাল নিজে শুশ্রূষার দায়িত্ব নিয়ে। অনেকদিন আগের কথা, ভোলেনি বেনন ডাকোটার সেদিনের সেই নিঃস্বার্থ সেবা।

এখন সময় এসেছে, সেই ঋণ শোধ করতে হবে। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল বেনন। তিনজনের বিরুদ্ধে ডাকোটাকে একা লড়তে দেয়া যায় না। হাডসন আর ব্যাগলে মাতাল রানশারদের অন্তত কয়েক ঘণ্টা ঠেকিয়ে রাখতে পারবে। যদি

বেঁচে থাকে, ওদের গুলি ফুরাবার আগেই শহরে পৌঁছে যাবে সে, রানশারদের টাকা ফেরত দিয়ে নরম্যানকে বিপদমুক্ত করবে।

দৌড়াতে শুরু করল বেনন অন্ধকার বাড়িটা লক্ষ করে।

হলওয়েতে ঢুকে দরজা বন্ধ করল বেনন। টাকার থলে মেঝেতে নামিয়ে রাখল। ঘুটঘুটে অন্ধকার। লিভিঙ রূমের দরজা হয় বন্ধ, নয়তো ওঘরের লণ্ঠনটা নিভিয়ে দিয়েছে কেউ। অস্ত্র হাতে নিঃশব্দে পা বাড়াল বেনন। বাতাস ভারী হয়ে আছে পোড়া গানপাউডারের গন্ধে। ঘরের শেষমাথায় নড়াচড়ার শব্দ পেল বেনন। ডাকোটা হতে পারে ভেবে গুলি করল না।

দেয়াল স্পর্শ করে ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগোল। কীসে যেন পা বেধে গেল। কাঠের মেঝেতে সশব্দে ঘষটে সরে গেল হালকা জিনিসটা। শব্দ লক্ষ করে গুলি হলো হলঘরের ওমাথা থেকে। বেননের কানের পাশ দিয়ে শিস কেটে গেল বুলেট। দরজায় গিয়ে গাঁথল। গানফ্ল্যাশের আলোয় গিলিয়ান পেনরোজের ঘৃণায় বিকৃত মুখটা পলকের জন্যে দেখতে পেল বেনন। মনে মনে পরিস্থিতি বিচার করল। ও চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে হোয়াইটম্যানের ঘরে এসে অস্ত্র উদ্ধার করেছে লোকগুলো। তারমানে এবাড়ির সবাই এখন সশস্ত্র। কেউ কাউকে আঁধারে চিনতে পারবে না, কাজেই গুলি করে তারপর পরিচয় জানতে চাইবে। ব্যাপারটা ভাল লাগল না বেননের।

সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠল দ্রুত পদশব্দ। গিলিয়ান পেনরোজ, সন্দেহ নেই কোনও। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছল বেনন। পেনরোজকে অনুসরণ করল। মাথায় এখন ওর একটাই চিন্তা, ডাকোটাকে নিয়ে নিরাপদে এবাড়ি থেকে বেরুতে হবে। বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে হোয়াইটম্যান আর পেনরোজ। লড়তে হবে ওদের সঙ্গে। করডিকে নিয়ে চিন্তা নেই, পরিস্থিতি বিপজ্জনক বুঝলেই পালাবে লোকটা।

খুব কাছেই কোথাও প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল। ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল বেনন। ঈগল্স্ আইরীর পুরু দেয়াল আর প্রাকৃতিক দুর্যোগ মিলে গোলাগুলির শব্দ ঢেকে দেবে। বার্নে আছে করডির লোকরা। ওরা টের পেয়ে ছুটে এলে কোনওমতেই আর প্রাণ নিয়ে বেরুনো যাবে না।

দোতলার ল্যাণ্ডিঙে থামল বেনন। ওর সামনে আরেকটা লম্বা হলওয়ে। হলওয়ের দু'পাশে বেশ কয়েকটা দরজা। ওগুলো বেডরূম, বুঝল বেনন। ডাকোটা, মিরা আর হাডসনকে এখানেই বন্দী করে রেখেছিল হোয়াইটম্যান। পা টিপে টিপে এগোল বেনন। আঁধারে শিকার করতে সামনে কোথাও লুকিয়ে আছে পেনরোজ। কোন ঘরে ঢুকেছে? কোন্‌টায়?

নীচতলায় গুলির শব্দ হলো। পরপর দু'বার গর্জে জবাব দিল আরেকটা সিক্সগান। মুখোমুখি হয়েছে ডাকোটা আর হোয়াইটম্যান। আর কোনও শব্দ নেই,

বিশাল ঈগল্‌স্‌ আইরীতে পিনপতন নীরবতা। তারপর বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে লাগল বাড়ির ছাদে। নীচে ছুটে গিয়ে কী ঘটেছে দেখার ইচ্ছেটা জোর খাটিয়ে দমন করল বেনন। সশস্ত্র পেনরোজকে হিসেবের বাইরে রাখলে চলবে না। লোকটা প্রতিহিংসাপরায়ণ চেহারা দেখেই বোঝা যায়।

পিছিয়ে ল্যাণ্ডিঙ থেকে সিঁড়িতে নামল বেনন। হোঁচট খেয়েছে এমন ভঙ্গিতে বুটের শব্দ তুলে লাফ দিয়ে একপাশে সরে গেল। ডানদিকের তৃতীয় দরজাটা খুলে গেল। শব্দ লক্ষ্য করে গুলি করল ফোরম্যান। দেয়ালে সেঁধোল বুলেট। লাগাতে পারেনি বুঝেই আবার দরজা বন্ধ করে দিল পেনরোজ। আগুনের ঝিলিক দেখে ফেলেছে বেনন। শীতল হাসিতে ঠোঁট বেঁকে গেল বেননের, ও এখন জানে গিলিয়াম পেনরোজ কোথায় আছে।

তৃতীয় দরজার সামনে চলে এল বেনন। নব মুচড়ে ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলেই সরে গিয়ে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল। আগুন ঝরাল পেনরোজের অস্ত্র। বদ্ধ ঘরে প্রচণ্ড শব্দ হলো। বুলেট গাঁথল উল্টোদিকের ঘরের দরজায়। প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যাওয়ার পর নীরবতা নামল। দরজাটা এখনও খোলা। এগিয়ে এসে বন্ধ করার সাহস হয়নি পেনরোজের, অথবা ঝুঁকি নেয়াটা অপ্রয়োজনীয় মনে করছে।

'লাগাতে পারোনি, পেনরোজ,' শান্তস্বরে বলল বেনন, 'বাঁচতে চাইলে মাথার ওপর দু'হাত তুলে বেরিয়ে এসো।'

'সাহস থাকলে তুমি ভেতরে আসো,' জবাব দিল পেনরোজ।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত পেরুল অতি ধীরে। তারপর বেনন বলল, 'সুযোগটা নাও, পেনরোজ। তোমার সঙ্গে আমার কোনও শত্রুতা নেই। অস্ত্র ফেলে বেরিয়ে এসো, তোমাকে চলে যেতে দেব। আমার হাতে সময় কম।'

'ঠিক আছে, তোমাকে আমি বিশ্বাস করলাম।' ভারী কিছু একটা মেঝেতে পড়ার শব্দ হলো। 'আসছি আমি, গুলি কোরো না,' বলল গিলিয়াম পেনরোজ।

ডাইভ দিয়ে ঘরে ঢুকল বেনন। মাটিতে গড়ান দিয়ে উঠে দাঁড়াল। ওর কানের পাশ দিয়ে বাতাস কাটল বুলেট। গুলি করেছে পেনরোজ। বেনন জানত আর যাই ফেলুক অস্ত্র হাতছাড়া করেনি লোকটা। ঝুঁকিটা নিয়েছে ও সময় বাঁচাতে।

দ্বিতীয়বার গুলি করল পেনরোজ। শার্টের হাতায় হ্যাঁচকা টান অনুভব করল বেনন। গান ফ্ল্যাশ লক্ষ্য করে ট্রিগারে আঙুল ছোঁয়াল। ওর হাতে ঝাঁকি খেল সিক্সগান। আগুনের ঝলকে বেনন দেখল সামনের দিকে দু'ভাঁজ হয়ে গেল পেনরোজ। খট্‌ করে মেঝেতে পড়ল অস্ত্র। দু'হাতে বুক চেপে ধরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল লোকটা। গুঙিয়ে উঠল। ঘড়ঘড় আওয়াজ বের হলো গলা দিয়ে। খিঁচুনি দিয়ে সোজা হয়ে গেল আবছা কাঠামো।

কাছে গিয়ে পাল্‌স্‌ দেখল বেনন। নেই। মারা গেছে গিলিয়ান পেনরোজ। ঘর থেকে বেরিয়ে এল বেনন, শব্দ না করে দ্রুত নেমে এল সিঁড়ি বেয়ে। হোয়াইটম্যান আর করডি এখনও বাড়ির ভেতরে। হয়তো মরেনি, ডাকোটাকে শেষ করে ওঁৎ পেতে আছে ওর জন্যে। সাবধানে এগোল বেনন।

সেলারের দরজা খুলে সরে গেল একপাশে। লণ্ঠন জ্বলছে পাথুরে ঘরটায়, ফ্যাকাসে হলুদ আভা দেখে বোঝা গেল। 'ডাকোটা?' নিচু গলায় জানতে চাইল সে।

'কে, বেনন?' জবাব দিল ডাকোটা জোন্স।

সেলারে নামল বেনন। দেয়ালের আঙটা থেকে লণ্ঠন ঝুলছে। সেই আলোয় দেখল মেঝেতে হাত-পা ছড়িয়ে চিত হয়ে পড়ে আছে হোয়াইটম্যান। বুকে বুলেটের গর্ত। রক্ত জমতে শুরু করেছে, উঁচু নিচু অসমৃণ মেঝেতে তৈরি হচ্ছে ছোট একটা পুকুর। পাশেই দাঁড়িয়ে আছে ডাকোটা। রক্তাক্ত শার্ট খুলে ফেলেছে। পাঁজরে রুমালের তৈরি একটা প্যাড বাঁধছে সে। বেননকে উদ্বিগ্ন চোখে তাকাতে দেখে বলল, 'তেমন কিছু না, তবে রক্ত পড়া বন্ধ হচ্ছে না। প্যাড বাঁধলেই ঠিক হয়ে যাবে।'

হোয়াইটম্যানের শার্ট ছিঁড়ে ডাকোটাকে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে সাহায্য করল বেনন। কাজ সেরে কৌতূহলী চোখে চাইল।

'আমাকে দেখেই আবার সেলারে নামল।' হোয়াইটম্যানের লাশটা দেখাল ডাকোটা। 'আমি সিঁড়িতে পা রাখতেই গুলি করল। পাল্টা জবাব দিয়ে লাফিয়ে নীচে নামলাম। কোনও দরকার ছিল না, শুধু শুধু পায়ে ব্যথা পেয়েছি।' শ্রাগ করল ডাকোটা। 'আমি যখন ব্যস্ত ওপরে গুলির শব্দ শুনলাম। শয়তানের চ্যালাদের শেষ করতে পেরেছ?'

'একটাকে। করডি পালিয়েছে। খুঁজলে কোনও খাটের তলায় পাওয়া যেত। মনে হয় আর কখনও ওর দেখা পাব না।' সিঁড়ির ধাপে পা রাখল বেনন। 'চলো বেরিয়ে পড়ি, শহরে যেতে হবে।'

উঠে এল ওরা সেলার থেকে। দরজার কাছে গিয়ে বেননের কাঁধ ধরে দাঁড়াতে বলল ডাকোটা। আর হাঁটতে পারছে না সে। রক্তক্ষরণে দুর্বল হয়ে গেছে শরীর। ঘোড়ায় চড়ে শহরে যাওয়া আউট-লর পক্ষে অসম্ভব, বুঝল বেনন। বলল সে-কথা। মাথা নাড়ল ডাকোটা। 'যেতেই হবে,' বলল সে। 'আমি পারব।'

'তারচেয়ে হোয়াইটম্যানের সারেটা নিই।'

'না। বার্নে আলো জ্বলছিল। করডির লোক আছে ওখানে। সম্ভবত করডিও আছে। তুমি খেয়াল করোনি দরজা খোলা? তুমি খুলে রেখেছিলে?'

মাথা নাড়ল বেনন।

'তারমানে দলের সবাই মিলে এখন ঘোঁট পাকাচ্ছে। আমাদের ঠেকাতে

চাইবে!'

'চাইবে, কিন্তু পারবে না,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল ডাকোটা। 'ঠেকানো এত সোজা নয়।'

'ঠিক বলেছ,' একটা বুদ্ধি মাথায় আসায় হাসল বেনন। এক ঢিলে দুই পাখি মারা যাবে ওর বুদ্ধি কাজে লাগানো গেলে। 'আমরা ফেন্ট করডিকে জিম্মি করব,' বলল সে। 'ওকে নিয়ে সারেতে করে শহরে যাব, ঘোড়ায় চড়তে হবে না তোমাকে।' দরজার কাছ থেকে টাকার থলে খুঁজে নিল বেনন, ডাকোটাকে নিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে।

বজ্র-বৃষ্টি দূরে সরে গেছে। বিজলীর ঝাপসা ঝলক এখনও দেখা যাচ্ছে পশ্চিমের আকাশে। চাঁদ উঠেছে টুকরো টুকরো সাদা মেঘের ফাঁকে। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। বাড়ির কোনা ঘুরে সোজা বার্নের দিকে এগোল ওরা। বেননের বামহাতে টাকার থলে ডান হাতে সিক্সগান। ডাকোটা টলছে, তবুও অস্ত্র বাগিয়ে রেখেছে।

চাঁদের ঝাপসা আলোয় ওয়্যাগন শেডে সারেটা দেখতে পেল ওরা। ডাকোটা বলল, 'সারের চিন্তা বাদ দাও, ঘোড়াগুলো বোধহয় বার্নে। ওই দেখো বার্নে আলো জ্বলছে। করডির লোকরা ওখানেই আছে।'

মাথা নাড়ল বেনন। পা বাড়িয়ে বলল, 'যাচ্ছি আমি। বার্নের জানালা দিয়ে তুমি কাভার দেবে।'

বার্নের দরজা আধখোলা। উঁকি দিল বেনন। একতলায় কেউ নেই। ঘোড়াগুলো স্টলের ভেতরে। মেঝেতে রাখা কাঠের বাক্সের মাথায় জ্বলছে একটা লণ্ঠন। মই উঠে গেছে দোতলার খড় রাখার গুদাম ঘরে। শব্দ শুনে বেনন বুঝল ওখানেই আস্তানা গেড়েছে করডির দলবল।

ভেতরে ঢুকল বেনন। ফেন্ট করডির গলার আওয়াজ পেল। উত্তেজিত স্বরে কথা বলছে লোকটা। 'হোয়াইটম্যান আর পেনরোজ মরেছে বেনন আর ডাকোটার হাতে! সেলারের কাছে লুকিয়ে ছিলাম আমি। নিজের কানে ডাকোটা আর বেননকে বলতে শুনেছি।'

দলের কেউ কিছু একটা বলল, শুনতে পেল না বেনন। তবে উত্তেজিত করডির জবাবটা স্পষ্ট কানে এল। 'তবে বলছি কী! ভল্ট এখনও টাকায় ভর্তি। বেনন মাত্র চল্লিশ হাজার ডলার নিয়েছে। ব্লাস্টিং পাউডার আর দু'একটা যন্ত্রপাতি থাকলেই ভল্ট ভাঙা যাবে। ওসব কিনতে শহরে যখন যেতে পারছি না, পুরো ভল্টটাই নিয়ে যাব আমরা সঙ্গে করে।'

মই বেয়ে হুড়মুড় করে নেমে এল ওরা। প্রথমে ফেন্ট করডি, তারপর দলের অন্য সবাই। মাটিতে এতক্ষণে পা রেখেছে মোট ছয়জন, হাঁপ ছেড়ে গুনল বেনন।

করডির নেতৃত্বে লোকগুলো পা বাড়াবে এমন সময় ছায়া থেকে বলে উঠল সে, 'খবরদার, এক পা এগোবে না। মাথার ওপর হাত তোলো সবাই!'

মুখ খিস্তি করল একজন। নড়ে উঠল সবাই। শত্রুর অবস্থান আন্দাজ করে নিয়ে হোলস্টারের দিকে হাত বাড়াল কেউ কেউ। তারপর চমকে থেমে গেল। বার্নের পেছনদিকের জানালার কাঁচ ঝনঝন শব্দে ভেঙে গেছে। 'মাথার ওপর হাত তোলো সবাই,' বদ্ধ বার্নে গমগম করে উঠল ডাকোটার গলা।

দু'চোখে উপচে পড়া ঘৃণা নিয়ে নির্দেশ পালন করল লোকগুলো। ছায়া থেকে বেরিয়ে এল বেনন। শর্টির দিকে সিক্সগান তাক করে নির্দেশ দিল, 'করডিকে বাঁধো। এই যে দড়ি।' ঘোড়ার স্টল থেকে সংগ্রহ করা দড়িটা ছুঁড়ে দিল সে। 'কাজ ভাল হওয়া চাই। চালাকি করলে মারা পড়বে।'

দড়িটা কুড়িয়ে নিল শর্টি। বিনা প্রতিবাদে কষে বাঁধল ফেল্ট করডিকে।

'এবার ডানদিক থেকে একজন একজন করে দু'আঙুলে সিক্সগান বের করে আনো সবাই। খুব সাবধান, একজন অস্ত্র স্টলগুলোর ভেতর ছুঁড়ে ফেলার আগে হাত নাড়বে না পরের জন। যদি নাড়ো খুন হয়ে যাবে।'

সবাই একসঙ্গে হাত বাড়িয়েছিল। বেননের বক্তব্য শুনে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত হাত সরিয়ে নিল। একজন একজন করে নিরস্ত্র হলো লোকগুলো। স্টলের একটা ঘোড়া বিস্ময়ে গলা ফাটিয়ে হ্রেষাধ্বনি করল। ছুঁড়ে দেয়া সিক্সগানকে খাবার মনে করেছিল বেচারা।

একপা পেছনে সরল বেনন। 'শর্টি, এগিয়ে এসো। সারে টানার ঘোড়াগুলো স্টল থেকে বের করবে তুমি। হার্নেস পরাবে। কোনও চালাকি নয়, আমি ঠিক পেছনেই থাকব।'

বিনা প্রতিবাদে নির্দেশ মেনে নিল শর্টি। কালো মাসট্যাঙ দুটো স্টল থেকে হার্নেস পরিয়ে বের করে আনল। কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছে সবাই। করডিকে ইশারায় দরজা দেখাল বেনন। শর্টির পেছনে পা বাড়িয়ে বলল, 'তোমরা সবাই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে। ডাকোটা জানালায় আছে, নড়লেই গুলি খেয়ে মরবে। মরার পরে দোষ দিতে এসো না।'

বার্ন থেকে বেরিয়ে এল ওরা। করডির বেল্ট খুলে নিয়ে শর্টিকে বেঁধে ফেলল বেনন। ঘোড়া দুটো জুড়ে দিয়ে ওয়্যাগন শেড থেকে বের করে আনল হোয়াইটম্যানের শখের সারে। নিজের ঘোড়াটা গাছের আড়াল থেকে নিয়ে এসে বাঁধল সারের পেছনে। শর্টির পা বাঁধল এবার করডির শার্ট দিয়ে। তারপর করডিকে সারেতে উঠিয়ে ড্রাইভিঙ সীটে বসল বেনন।

দশ মিনিট পর এল ডাকোটা। জানাল ভয় দেখিয়ে একজনকে দিয়ে অন্য সবাইকে বাঁধিয়ে রেখে এসেছে সে। শেষ লোকটাকে নিজে বেঁধেছে।

সারে নিয়ে ওয়্যাগন রোড ধরে এগোল ওরা। ফেল্ট করডি কানের কাছে

সরবে প্রতিবাদ করছে দেখে তার মুখের মধ্যে রুমাল গুঁজে দিল বেনন। আঙুলে কামড় মারতে ব্যর্থ হয়ে রাগে দাঁত খিঁচাল করডি। ভেঙচি কাটল। কী যেন গালি দিল, রুমালে মুখ ভরে থাকায় বোঝা গেল না।

মেঘের আড়ালে মুখ লুকিয়েছে চাঁদ। থেমে গেছে বৃষ্টি। চারদিক নীরব। ঝিঁঝি ডাকছে না আজ। ঘোড়ার খুরের শব্দ ছাড়া চারপাশ নীরব। থেকে থেকে হালকা বাতাস বইছে। বাতাসে ভেজা ভেজা বুনো গন্ধ। ট্রেইলের দুধারের গাছগুলো পথিকদের আসা যাওয়ার সাক্ষি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দ্রুত ছুটছে সারে। মেঘ কেটে বেরিয়ে এল আধখানা চাঁদ। ঝাপসা আলো পড়ল পাহাড়ী ট্রেইলে।

আঠারো

দূর থেকে শহরের আলো দেখল ওরা। গতি কমিয়ে বড় রাস্তা ধরে এগোল সারে। রাস্তার দু'ধারে ভীড় করে ঝটলা পাকানো রানশারদের পাশ কাটাল। কোর্টহাউজের সামনে থামল বেনন।

ওকে দেখেই খুশির চিৎকার ছাড়ল কামানের পাশে দাঁড়ানো ব্যাগলে। ওর চিৎকার চাপা পড়ে গেল শখানেক লোকের জড়ানো প্রলাপে।

'দরজা খোলো, নরম্যান! আমাদের টাকা ফিরিয়ে দাও!'

'খুন করে ফেলব আমাদের টাকা না দিলে।'

'চোর কোথাকার! ব্যাংক ভেঙে ফেলব এক্ষুণি!'

মাতাল রানশাররা চেঁচাচ্ছে। হাত-পা ছুঁড়ে সম্মিলিত কণ্ঠে সমর্থন করছে কাউবয়রা। সবাই সমান উত্তেজিত। প্রত্যেকে খেপে আছে। গরু বিক্রির টাকাগুলো না পেলে হোয়াইটম্যানের কাছ থেকে রানশ ছোটানো যাবে না। পথে বসবে সবাই।

করডি আর ডাকোটাকে নিয়ে শেরিফের অফিসে ঢুকল বেনন ঝড়ের বেগে। বোকা বোকা চেহারায় ডেস্কের ওপাশ থেকে স্লিম ডিকেন্সকে তাকাতে দেখে করডিকে ধাক্কা দিয়ে সামনে ঠেলে দিল বেনন। 'এটাকে ভেতরে ভরো,' জরুরী সুরে বলল, 'তারপর ডাক্তার ম্যাসন…ম্যাসাকারম্যানকে ডেকে আনো, ডাকোটার চিকিৎসা দরকার।'

করডিকে নিয়ে বেরিয়ে গেল শেরিফ। ফিরল দু'মিনিট পরে। বেনন কটমট করে তাকানোয় আধহাত ভিজ কেটে আবার ছুটল ডাক্তারকে খবর দিতে। আহত ডাকোটাকে অফিস ঘরে বসিয়ে রেখে শেরিফের পিছুপিছু কোর্টহাউজ থেকে

বেরিয়ে এল বেনন। ব্যাগলের পাশে এসে দাঁড়াল।

'ঠিক সময় আমি হাজির,' বলল সে বিড়বিড় করে। চেয়ে আছে ব্যাংকের দিকে। ব্যাংকের দরজা জানালা এখনও বন্ধ। বোঝা যাচ্ছে মাতাল রানশারদের অন্যায় চাপের মুখে মাথা নত করবে না নরম্যান আর হাডসন।

'ওদের ঠেকানো যাবে না, রকি; দেরি হয়ে গেছে,' অস্ত্রের বাঁটে হাত রেখে বলল ব্যাগলে।

'গাছের একটা গুঁড়ি আনো, দরজা ভেঙে ঢুকব আমরা!' গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছে একজন। মুহূর্তের জন্যে চুপ হয়ে গেল জটলার সবাই, তারপরই সমস্বরে সমর্থন করল লোকটাকে। দরজা ভাঙার মত মোটা গুঁড়ি খুঁজতে এদিক-ওদিক ছুটে গেল দশ-বারোজন।

'মাতাল হয়ে গেছে সবাই,' বলল ব্যাগলে। আফসোসের সঙ্গে মাথা নাড়ল। নিজের সঙ্গে রানশারদের তুলনা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছে বলল, 'এখন কামান দাগলেও শুনবে না ওরা। এমনকী ওদের গায়ে গোলা ছুঁড়লেও কাজ হবে না।'

'কামান?' চমকে উঠল বেনন।

'হ্যাঁ, কামান। কামান দাগলেও কাজ হবে না।' মাথা নেড়ে বলল হতাশ ব্যাগলে।

'দাগতে পারবে? কীভাবে কামান চালাতে হয় জানো?'

'জানি। মানে চেষ্টা করলে বোধহয় পারব। ফোর্ট বেন্টনে দেখেছি। কিন্তু পাউডার আর সলতে পাব কই?' সম্ভাবনা দেখতে পেয়ে ব্যাগলের চোখ-মুখ চকচক করে উঠল।

'দৌড় দাও। দেখো মার্কেন্টাইল স্টোর খোলা কি না। ওখানে গানপাউডার থাকবেই। দোকান বন্ধ দেখলে তালা ভেঙে খুঁজে আনবে, তাড়াতাড়ি!'

ছুটে চলে গেল ব্যাগলে। ব্যাংকের সামনে ভীড় করে থাকা লোকগুলোর দিকে চেয়ে কামানে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল বেনন। আপাতত ওর কিছু করার নেই। ডাক্তারকে নিয়ে শেরিফকে আসতে দেখল সে। ডাক্তার চলে গেল কোর্টহাউজের ভেতর। ডিকেন্স দাঁড়াল ওর পাশে।

কোত্থেকে কাঠের একটা থাম জোগাড় করে ফিরে এল চার-পাঁচজন। হই হই করে তাদের উৎসাহ জোগাল রানশাররা। সরে জায়গা করে দিচ্ছে। মাতাল হলেও প্রাণে তাদের ভয় আছে, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থামের গুঁতো খেলে চ্যাপ্টা হয়ে যাবে সেটা ভালই বোঝে।

মিনিট খানেক পরে ছুটতে ছুটতে এল ব্যাগলে। তিরিশ গ্যালনের একটা ব্যারেল আর একটা লাঠি কামানের পাশে নামিয়ে রাখল সে। পকেট থেকে তেল মাখানো কাপড় বের করল। বেননের নাকের সামনে দুলিয়ে বলল, 'সলতে।

স্টোরকীপ দিয়েছে।' বেনন ঝুঁকে দেখল ব্যারেলটা গান পাউডারে অর্ধেক ভরা। হাসল ব্যাগলে। 'হাত লাগাও, রকি।'

তেল মাখানো কাপড়টা ফালাফালা করে ছিঁড়ল বেনন। ব্যারেল থেকে গানপাউডার নিয়ে কাপড়ে মাখিয়ে দড়ির মত পাকাল। এদিকে ওকে নির্দেশ দেয়ার ফাঁকে কামানের মুখ দিয়ে পাউডার ঢালল ব্যাগলে। দু'জনের কাজ প্রায় একই সঙ্গে শেষ হলো। কামানের ব্যারেলটা উঁচু করল ওরা, যাতে গানপাউডার ব্রীচে গিয়ে জমে। তারপর পাকানো দড়িটা ঠেলে দিল ব্যারেলের গভীরে। লাঠির খোঁচায় গানপাউডারে গেঁথে দিল দড়ি।

'এবার কানে আঙুল ঢোকাও, বুড়ো শেয়াল,' ম্যাচ জ্বেলে কাপড়ে আগুন দিল ব্যাগলে। ছ্যাঁত করে জ্বলে উঠল গানপাউডার আর তেলমাখানো কাপড়।

'বুম্‌ম্‌!'

আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে গর্জে উঠল ব্র্যাসের প্রাচীন কামান। সাদা-লাল-কমলা আগুনের ছটায় দিনের মত আলোকিত হয়ে গেল চারপাশ।

যারা থাম নিয়ে দরজা ভাঙার তাল করছিল চমকে গেল তারা। হাত ফস্কে পড়ে গেল ভারী থাম। পড়ল কয়েকজনের পায়ে। গলা ফাঁটিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে জঙলী নাচ নাচতে লাগল লোকগুলো। অন্য সবাই জায়গায় জমে গেল।

'এই যে তোমাদের টাকা,' থলে দেখিয়ে চিৎকার করে বলল বেনন। 'শান্ত হও সবাই। তোমাদের টাকা আমি ফিরিয়ে এনেছি। নরম্যান ফক্স তোমাদেরকে ভাগ করে দেবে।'

ব্যাংকের দরজা খুলে গেল। হাডসন আর নরম্যান ফক্স বেরিয়ে এল বিল্ডিঙ থেকে। নরম্যান ফক্স হাসছে।

শেরিফের দিকে চেয়ে ক্লান্ত ভঙ্গিতে শ্রাগ করল বেনন। টাকার থলেটা দিয়ে বলল, 'এবার বাকি কাজ তোমার। পাসির লোক জোগাড় করতে পারলে করডির লোকদের ধরতে পারবে।'

'চিন্তা কোরো না,' বলল স্লিম ডিকেন্স, 'ডাকোটা এদিকে এসেছে শুনেই আমি ল্যাটিগো পাসে ডেপুটি বসিয়েছি। ওরা পালাতে পারবে না।'

'আরেকটা কথা, ঈগল্‌স্ আইরীতে দুটো লাশ পাবে। হোয়াইটম্যান আর গিলিয়ান। ওদেরকে কবর দেয়ার ব্যবস্থা কোরো। শোডাউনে মারা গেছে ওরা।'

'কে মেরেছে?'

'আমি আর ডাকোটা। ব্যাপারটা আত্মরক্ষা ছিল। বিশ্বাস না হলে ডাকোটাকে জিজ্ঞেস করতে পারো। ওকে গুলি করেছে হোয়াইটম্যান।' একমুহূর্ত থামল বেনন। 'হোয়াইটম্যানকে খুন করায় একটা পুরস্কার পাওনা হয়েছে ডাকোটার। ওহাইয়োর অ্যাশল্যাণ্ডে হোয়াইটম্যানকে সবাই চিনত থ্যান এলমার নামে। খুনের অভিযোগে আইন তাকে জীবিত বা মৃত খুঁজছিল। রিয়োয়ার্ড পোস্টারও আছে।

ওরকম হাঁ করে চেয়ো না, স্লিম, তোমার মুখে মাছি ঢুকতে পারে।' হাসল বেনন। 'লম্বা কাহিনি। যদি শোনার ইচ্ছে থাকে কালকে কোন সেলুনে থাকবে এখনই বলে দাও।'

'যেটায় তোমার ইচ্ছে,' চমক কাটিয়ে বলল শেরিফ।

'তুমি দাওয়াত দিচ্ছ,' মনে করিয়ে দিল ব্যাগলে। 'হোটেল থেকে আমাদের ডেকে নিয়ো।'

পরদিন বিকালে হোটেল ইমপেরিয়াল ফোর্টে হাজির হলো শেরিফ আর হাডসন। ঘরেই আসর বসাল বেনন। সতর্ক নজর রাখল যাতে ব্যাগলে বেশি গিলতে না পারে।

গ্লাসে চুমুক দিয়ে হাডসন বলল, 'ডাকোটাকে নরম্যানের রানশে নিয়ে গেছে ডাক্তার। বলেছে দু'সপ্তাহ লাগবে সুস্থ হতে।'

'ডাকোটার মুখ থেকেই থ্যান আশারের ব্যাপারটা জেনে নিয়েছি কৌতূহল সামলাতে না পেরে,' লাজুক চেহারায় হাসল শেরিফ।

'আসল চমক আমার পকেটে।' একটা কাগজ বের করল হাডসন। বেননের দিকে চাইল। 'গভর্নরের চিঠি। লিখেছে ডাকোটা জোন্স ল্যাটিগো বেসিনের ত্রাণকর্তা! তোমার আর ব্যাগলের ভাল কাজগুলোও ডাকোটার বলে চালিয়ে দিয়েছিলাম টেলিগ্রামে। ওকে ক্ষমা না করে উপায় নেই গভর্নরের।'

'খুব ভাল কাজ করেছ,' হাসল ব্যাগলে।

বেনন জিজ্ঞেস করল, 'করডির ছেলেদের কী অবস্থা?'

'সবক'টা ধরা পড়েছে,' বলল শেরিফ। 'ডবসনের বিরুদ্ধে কোনও চার্জ আনিনি। ওকে নরম্যান সঙ্গে করে নিয়ে গেছে। কাউহ্যাণ্ডের চাকরি দেবে বলল।'

'নরম্যানের এক লাখ ডলার সম্ভবত থ্যান আশার মানে এলমারের ভল্টে আছে।'

'ডাকোটাও তাই বলল,' গ্লাস ঠোঁটে ছোঁয়াল শেরিফ। চুমুক দিয়ে বলল, 'ভল্ট খুলে আগে নরম্যানের প্রাপ্য বুঝিয়ে দেব।'

'একটা ব্যাপার আমার মাথায় ঢোকেনি,' বলল ব্যাগলে। 'হোয়াইটম্যানই যে থ্যান আশার সেটা বেসিনের কেউ টের পায়নি কেন?'

'কেউ টের পায়নি, পাবার কথাও না,' জ্ঞান ঝাড়ার সুযোগ পেয়ে চেয়ারে নড়েচড়ে বসল স্লিম ডিকেন্স। 'আমরা মানুষের কী দেখে মনে রাখি? চেহারা? তা কিন্তু নয়, আমরা দেখি ব্যক্তিত্ব। রাস্তার ধারে ন্যাংটা পাগল দেখলে তার চেহারা মনে থাকবে তোমার? থাকবে না। ঠিক তেমনিভাবে নোংরা থ্যান আশারকেও কেউ মনে রাখেনি। তা ছাড়া লোকটা মিশুক ছিল না। পুবে খুন করে এসে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে ছিল এখানে।

'ডাকোটাও আগে মাত্র দু'বার দেখেছে তাকে। একবার ঘোড়া বদলের সময়, পরেরবার লুটের টাকা রেখে যাবার সময়। নরম্যানের ব্যাংকে কোন্ শহর থেকে এসেছে বলে ফেলে একটা মাত্র ভুল করেছিল লোকটা। ওই একটা ভুলের কারণেই তার পরিচয় জানা সম্ভব হয়েছে।'

'ডাকোটার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল লোকটা,' আপত্তির সুরে বলল ব্যাগলে, 'তারপর আবার এখানেই থেকে গেল কেন?'

'এখন আর কারণটা জানার কোনও উপায় নেই,' বলল হাডসন। 'আমরা বড়জোর আন্দাজ করতে পারি। আমার ধারণা থ্যান এলমার টাকার পাগল ছিল। জানত বেসিনে টাকা খাটালে প্রচুর লাভের মুখ দেখবে। তা ছাড়া পরিস্থিতি জানত সে। জানত নরম্যান ফক্সের ব্যাংকে ডাকাতি হওয়ার পর কেউ প্রয়োজনীয় ঋণ পাবে না। সুযোগটা নিয়েছে। ভোল পাল্টে এসে টাকা ধার দেয়ার ব্যবসা খুলে বসেছে। ডাকোটা জেল ভেঙে বেরিয়ে এলেও বিপদের ভয় ছিল না। আশার চলে গেছে জানার পর সে ভুলেও ভাবত না নাম আর বেশভূষা আচার আচরণ বদলে বিশ্বাসঘাতকটা বেসিনেই থাকবে। ভাবেওনি ডাকোটা। কিন্তু ভয় পেয়ে ভুলভাল করতে শুরু করল থ্যান এলমার, হোটেল থেকে মেয়ে সুদ্ধ ওকে তুলে নিয়ে গেল।'

'ট্রেনে বিধবার পোশাক পরা ডাকোটাকে দেখেই বোধহয় ওর আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে গিয়েছিল।' ফিকফিক করে হাসল ব্যাগলে। বেননকে অন্যমনস্ক দেখে বোতল উপুড় করে দিল গলায়।

'একটা ব্যাপার আমার কাছে পরিষ্কার হয়নি,' বলল শেরিফ। 'আচ্ছা, দ্বিতীয় ঘোড়াটা এলমার নিজের কাছে রেখেছিল কেন। কেন সে ধরা পড়ার ঝুঁকি নেবে?'

'একটাই ব্যাখ্যা আছে,' বলল হাডসন। 'অতি চালাকি করতে চেয়েছিল থ্যান এলমার। ডাকোটা যদি কোনওদিন ফিরে এসে টাকা দাবি করত, দ্বিতীয় ঘোড়াটা দেখাত সে। বলত অচেনা একজন লোক এসে ওটা দেখিয়ে টাকা নিয়ে গেছে। ভাগ্যের সঙ্গে জুয়া খেলছিল লোকটা। ধরেই নিয়েছিল পালানোর তাড়াহুড়োয় দ্বিতীয় ঘোড়াটা লক্ষ করেনি ডাকোটা। আসলেও করেনি, কিন্তু এলমারের কপাল খারাপ যে ডবসন চিনেমাটির ঘোড়াটা নিয়ে গিয়ে তুলে দিল ডাকোটারই হাতে।'

'একমাত্র হোয়াইটম্যানই ঘোড়াটা নিয়ে কাড়াকাড়ি করেনি,' বলল বেনন। 'আমার তখনই সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল।'

'ঘোড়া দিয়ে কী করবে, টাকা তো আগেই ওর ভল্টে!' বোতল তুলে চুমুক দিতে গিয়ে থেমে গেল ব্যাগলে। কটমট করে চেয়ে আছে বেনন।

'যাই হোক, কেস ডিশমিশ,' বলল শেরিফ ডিকেন্স। গ্লাসে লম্বা চুমুক দিয়ে শার্টের হাতায় ঠোঁট মুছল। 'তোমার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই, রকি, ঈগল্‌স্

আইরীতে গিয়ে টাকা আনার জন্যে বরং একটা ধন্যবাদ পাওনা হয়েছে তোমার। গেন্ট করডি তোমার ডাকাতির কথাটা কোর্টে তুলবে বলছিল। আমি বলে দিয়েছি তাতে ওর সাজা বছরখানেক বেশি হবে। নরম্যানের মাথায় বাড়ি দিয়ে গরু বিক্রির টাকা চুরির কথা স্বীকার করেছে ব্যাটা।'

ধীরেসুস্থে উঠে দাঁড়াল বেনন, ব্যাগলের হাত ধরে টান দিয়ে দাঁড় করিয়ে বলল, 'এবার আমাদের যেতে হয়।'

হ্যাণ্ডশেক করল ওরা শেরিফ আর হাডসনের সঙ্গে। বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। হোটেলের বিল মিটিয়ে দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে হঠাৎ চমকে উঠল ব্যাগলে। 'হাডসন যে বলেছিল কাজ শেষে এক হাজার ডলার দেবে, দিয়েছে সেটা?'

'ভুলে গেছে।'

'চলো নিয়ে আসি।'

'দরকার নেই। আমি ভুলিনি, নরম্যানের থলে থেকে নিয়ে নিয়েছি।'

'শীত পার হয়ে যাবে, কী বলো,' খুশিতে চকচক করে উঠল ব্যাগলের চোখ জোড়া, 'আপাতত আর কাজ খুঁজতে হবে না।'

'ম্যাকমিলান কাজ দিতে চেয়েছিল।'

'চাইলেই কী, ছোটখাটো কাজ আমরা করি না,' হাসল ব্যাগলে। হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলাল। 'আচ্ছা, আমরা যে যাচ্ছি, মিরার কাছে বিদায় নিয়েছ?'

'বিদায়?' আকাশ থেকে পড়ল বেনন। 'বিদায় নেব কী, ও তো সাজ্ঘাতিক ব্যস্ত। তুমি জানো না কদিন পরই ওর বিয়ে হচ্ছে?'

'তুমি আমার বন্ধু হয়েও গোপনে না জানিয়ে লুকিয়ে চুরিয়ে...' আর কিছু বলতে পারল না ব্যাগলে। ক্ষোভে-দুঃখে ওর মুখটা সাদা হয়ে গেছে।

'আরে আমি না, বুড়ো গর্দভ,' হাসি চেপে সান্ত্বনা দিল বেনন।

'থাক আর মিথ্যে বলতে হবে না। বুঝতে আমার বাকি নেই কিছু। ট্রেনে পেছনে বসা, কাঁধে টোকা দিয়ে কথা বলা...এমনকী গালে চুমু পর্যন্ত খেয়েছে মিরা!'

'ম্যাকমিলানের প্রেমে পড়েছে মেয়েটা,' ব্যাগলে বন্ধুত্বের অবমাননায় কেঁদে ফেলতে পারে বুঝে কথাটা পাড়ল বেনন। 'প্রথম দেখায় প্রেম। বিয়ের কার্ড জুবিলীতে পাঠিয়ে দেবে বলেছে ওরা।'

'তা হলে সত্যিই...'

'কানের কাছে বকবক করলে কিন্তু যাকে পাই তাকেই বিয়ে করে ফেলব,' হুমকি দিল বেনন।

'একটা বোতল হলে ভাল হত,' বেননের পাশে পাশে ঘোড়া সামনে বাড়াল ব্যাগলে।

জবাব না দিয়ে হাসল বেনন। স্যাডল ব্যাগ থেকে একটা হুইস্কির বোতল বের করে ব্যাগলেকে. দিল। ছুটছে ওরা। শহর পেরিয়ে বেসিনে চলে এল। একসময় ল্যাটিগো পাস পেরিয়ে যাবে, চলে যাবে ল্যাটিগো বেসিন থেকে অনেক দূরে। তবে পেছনে রয়ে যাবে কয়েকজন বন্ধু, সব সময় মনে রাখবে ওদের।

***

খলনায়ক

প্রথম প্রকাশ: ২০০৫

এক

যাজক, এই শেষ সময়ে তুমি যদি আমার ভাল চেয়ে প্রার্থনা করবে ভেবে থাকো, তা হলে বড় বেশি দেরি হয়ে গেছে। আগেও কয়েকজনের স্বীকারোক্তি শুনেছি, ওসব ফালতু বোলচাল গুরুত্ব দেয়ার মত বোকা লোক আমি নই। স্বয়ং ঈশ্বরও ওসব পাত্তা দেন বলে মনে হয় না। তবে তোমার সঙ্গ পেয়ে আমি খুশি। মনে হচ্ছে ফাঁসির চৌকাঠ তৈরি করতে সারারাতই ঠকাঠক পেরেক ঠুকবে লোকগুলো, কাজেই এমনিতেই আমার ঘুমাবার উপায় নেই। শুধু ওদের ভালর জন্য এটুকু বলতে পারি, বিশ্রাম নিয়ে কাজটা দু'একদিন লাগিয়েও করতে পারত ওরা, ক্ষতি ছিল না।

যদি আমার জীবনের কাহিনি শুনতে চাও তো বলতে আপত্তি নেই। যা বলব তা এখন আর আমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করার উপায় নেই কারও। আমার ব্যাপারে ওরা কী বলে সেসব খবরের কাগজে অনেকবার পড়েছি। বেশিরভাগই মিথ্যে, বুঝলে? সাংবাদিকরা লোকের চাপাবাজি শুনে কাগজ-কলম আর সস্তা মদের বোতল বাগিয়ে ধরে ওসব লিখে ফেলেছে। কী? তাদের মতে আমি জো পেপার পশ্চিমের একজন বিরাট বড় কুখ্যাত গানফাইটার, নৃশংস আউট-ল; খুনে, ডাকাত, চোর, বদমায়েশ, গুণ্ডা; যাকে বলে খলনায়ক। জেনে রাখো, সাংবাদিকরা বেশিরভাগই মিথ্যুক। আর আসলে আমার নাম জন পেপারও নয়। আমার আসল নাম রবার্ট চেয।

বুঝতে পারছি তুমি কী আশা করছ, যাজক। তুমি শুনতে চাইছ আমার জীবনের সরল-সোজা কাহিনি, যাতে আমি মরার পর শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে গম্ভীর চেহারায় কিছু বলতে পারো। হয়তো ওসব শুনে আজকালকার ছেলেছোকরার দল আইন মেনে চলবে। হয়তো তা চলবে, কিন্তু আমি এ-কথা বলতে বাধ্য, যা করেছি সেজন্যে আমি কখনোই অপরাধ বোধ করিনি। দুঃখ শুধু এটুকুই, সময় থাকতে আরও কয়েকটা লোককে আমি গুলি করে মারতে পারিনি।

আশা কোরো না দিন-তারিখ ধরে তোমাকে আমি সব বলতে পারব। দু'একটা নামও এদিক ওদিক হয়ে যেতে পারে।

সবসময় আমি লোকজনকে গর্ব করে বলে এসেছি টেক্সাসে জন্ম আমার। কিন্তু তুমি যখন যাজক, তোমার কাছে মিথ্যে বলব না। এ-কথা দুঃখজনক হলেও সত্যি, যুদ্ধের কারণে আমি একটুর জন্যে দুর্ভাগ্যবশত টেক্সাসে জন্মাতে পারিনি, লুইযিয়ানার সীমান্তে জন্ম নিই।

ছোটবেলাটা খুব কষ্টে কেটেছে, মনে পড়ে। আমরা তখন টেক্সাসে ফিরে এসেছি। ছোট একটা ফার্ম করেছিল বাবা, খাবার জোগাড় করতে হিমশিম খেয়ে যেত। কম বয়সেই বুড়ো হয়ে গেল খাটতে খাটতে। তার ওপর শুরু হলো রাজ্যে-রাজ্যে লড়াই। তখন আমি কিশোর। ভাড়ায় লাঙ্গল চালানোর সামান্য একটা কাজ জুটিয়ে নিয়েছিলাম। বেতন এতো অল্প ছিল যে সে-পয়সায় বাড়িতে মাংস খাবার উপায় ছিল না। টেক্সাসের আর সবার মতই অস্ত্রে ভাল হাত ছিল আমার। তখন টেবিলে মাংস মানেই আমার মেরে আনা শিকার।

সে-সময় অনেকে খেত-খামারের ক্ষতি এড়াতে তাদের শুয়োরগুলোকে নদীর পাড়ে ঝোপ-জঙ্গলে ছেড়ে দিত। মাঝেমধ্যেই ওগুলো গুলি করে মেরে বাড়ি নিয়ে যেতাম আমি, বাবা-মাকে বলতাম, বুনো শুয়োর। মিথ্যে না বলে উপায় ছিল না, নইলে না-খেয়ে থাকত তারা। ধার্মিক মানুষ ছিল—তোমাকে নিশ্চয়ই পছন্দ করত। তবে আমি তা নই, অল্প বয়সেই আমি বুঝে গিয়েছিলাম, যে নিজেকে নিজে সাহায্য করে, ঈশ্বর তাকেই সাহায্য করেন। এ-কারণে ঈশ্বরের কৃপা লাভ করতে নিজেকে সাহায্য করতে কখনও দ্বিধা করিনি আমি।

তা যাই হোক, যুদ্ধে যোগ দিলাম আমি আর বাবা। দিলাম মানে, দিতে রওনা হলাম। বাড়িতে ফার্ম দেখাশোনার জন্যে রয়ে গেল ছোট দুটো ভাই আর মা। তিন সপ্তাহ পর কোনও ইয়াঙ্কি দেখার আগেই জ্বরে পড়ে বেঘোরে মরল বাবা। খাঁটি ক্রিস্টানের মত তাকে কবর দিলাম আমরা। বাড়ি থেকে তখন আমরা তিন শ' মাইল দূরে। সবসময় মনে হয়েছে, গিয়ে তার কবরে একটা পাথর দিয়ে চিহ্ন রেখে আসি, কিন্তু খুঁজে পাইনি কবরের জায়গাটা। ওটা বোধহয় এখন কোনও রানশারের গরু চরানোর বেড়া দিয়ে ঘেরা চারণভূমি।

যুদ্ধের ব্যাপারে তেমন কিছু বলতে চাই না। আর সব যোদ্ধার মতই আমার কাহিনিও এক। সারা যুদ্ধে তিনটে গুলি খেলাম, খুন করলাম কয়েকজন অপরিচিত লোককে। গুলি ছোঁড়া ছাড়া আর কিছু করেনি তারা আমার বিরুদ্ধে। ব্যাপারটা ব্যক্তিগত কিছু ছিল না। আমার গায়ে যে-ধূসর ইউনিফর্ম ছিল, সে-রকম পরলে তখন তাদের গুলি করাই দস্তুর। লোকটা আমি, না জেনারেল রবার্ট ই. লী, সেটা তাদের বিবেচ্য বিষয় ছিল না। আর এদিকে আমাদের কাজ ছিল, ওরা আমাদের যতোজনকে মারবে, তার চেয়ে বেশি তাদের খুন করা।

যুদ্ধের পুরোটা সময় আমি কতোজনকে গুলি করলাম তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি। পরবর্তীতে লোকগুলো কেমন যেন ভোল পাল্টে ভাল মানুষ সেজে গেল। কেউ কেউ তো ব্যক্তিগত বিরোধে আমি কাউকে খুন করলেই আমাকে ঝুলিয়ে দিতে চাইত। অথচ, যাজক, ব্যাপারটা শুধুই বেঁচে থাকা ছিল। হয় আমাকে মারতে হতো, নয়তো মরতে হতো। আমি আবার মরতে রাজি ছিলাম না। শেষে লোকে বলতে শুরু করল, আমি ভুলে গেছি যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। যুদ্ধ

আসলে আমার জন্যে কখনোই শেষ হয়নি। জীবনের প্রায় পুরোটা সময় একটা না একটা বিরোধ বা যুদ্ধে আমি জড়িয়ে থেকেছি।

আমরা তখন পেনিসিলভেনিয়াতে, এমন সময় যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। ফেরত যেতে বলা হলো আমাদের। ভাল একটা সোরেল ঘোড়া সংগ্রহ করলাম আমি মৃত এক ইয়াঙ্কি যোদ্ধার কাছ থেকে, আর সবার সঙ্গে ফিরতি পথ ধরলাম। কিন্তু মর্কট ক্যাপ্টেনটা অন্ধ ছাগলও বুঝতে পারত এমন একটা অ্যাম্বুশে নিয়ে ফেলল আমাদের। গুলি খেয়ে মরল আমার ঘোড়াটা। আসলে ভাল অফিসার যে-ক'জন ছিল তারা যুদ্ধের প্রথম বছরেই মরে সাফ হয়ে গিয়েছিল, বাকি ছিল গাধা-গরু-ছাগল-পাগলের দল। শেষে উপায় না দেখে আমি সে-রাতে ক্যাম্প থেকে ক্যাপ্টেনের ধূসর রঙের সুন্দর বিরাট ঘোড়াটাই বাগিয়ে নিলাম। চিন্তা করে দেখলাম, আমার সোরেলটা মারা যাওয়ায় তারটা নেবার অধিকার আছে আমার। তবে জানতাম, আমার মত একইরকম স্বচ্ছ নিষ্কলুষ দৃষ্টিতে ব্যাপারটা দেখবে না সে, কাজেই সকাল হওয়ার আগেই টেক্সাসের পথে তিরিশ মাইল এগিয়ে গেলাম।

ওই ঘোড়াটাই আমার ভাগ্যের চাকা ঘোরাতে প্রথম অবদান রাখল। চমৎকার একটা ঘোড়া ছিল। পুরো পনেরো হাত উঁচু। টেনেসির জিনিস। শেখানোর পর শক্তসমর্থ একটা ষাঁড়কেও দড়ি টেনে পিছিয়ে গিয়ে মাটিতে ফেলে দিতে পারত ওটা। সে-সব পরের কথা।

বাড়ি ফিরে দেখলাম মা মারা গেছে। ভাই দুটো কখন যেন বড় হয়ে গেছে। বিয়ে করেছে তারা, ফার্মটায় কাজ করে সুখেই আছে।

আমাকে সবাই বাড়তি ঝামেলা মনে করুক তা চাইলাম না। সে-সময় আরেকটা পেট মানে আরেকটা ঝামেলা। কাজেই আর্মির এক বন্ধুর সঙ্গে দক্ষিণে রওনা হলাম আমি। ওর নাম অ্যাঙ্গাস মুলার। স্যান অ্যাণ্টনিয়োর ছেলে। সে-সময় জায়গাটা খুব বুনো ছিল। মেক্সিকান ডাকাতরা সীমান্ত পেরিয়ে আসত যা কিছু পায় নিয়ে যেতে। ভিড় করেছিল আমেরিকান আউট-লরা। তাড়া খেলেই তারা সীমান্ত পেরিয়ে মেক্সিকোতে ঢুকত।

সৎ লোকদের তখন চরম দুর্দিন। তাদের নিজেদের ভেতরেও বিরোধের কমতি ছিল না। মেক্সিকানদের বিরুদ্ধে আমেরিকান, আমেরিকানদের বিরুদ্ধে মেক্সিকানদের লড়াই। একাট্টা হয়ে আউট-লদের মোকাবিলা করার বুদ্ধি তাদের কারোর মাথাতেই কখনও আসেনি।

রানশাররা তাদের বেশিরভাগ গরুই ছেড়ে রেখেছিল। ব্র্যাণ্ডিং করার মত যথেষ্ট লোক ছিল না যুদ্ধের সময়। তিন-চার বছর বয়সী ষাঁড় আর দুই-তিন বাচ্চাওয়ালী গাভীর কমতি ছিল না। যুদ্ধের পরপর গরুর দাম ছিল খুবই কম। এতোই কম যে সেগুলোর অধিকারের জন্যে লড়াই করা কোনও কাজের কথা ছিল না। তবু লোকে লড়াই করত। পেটে খাবার নেই, কিন্তু লড়াই চলত অবিরাম।

আমি আর মুলার ঠিক বুঝতে পারলাম, গরুর ব্যবসায় আবার সুদিন ফিরবে। আমরা যতো গরু পেলাম, নিজেদের ব্র্যাণ্ড বসাতে শুরু করলাম।

কাজটাকে সে-সময় আমরা ম্যাভরিকিং বলতাম। ম্যাভরিক খুবই বুদ্ধিমান লোক ছিল। জানো নিশ্চয়ই, সে প্রচার করেছিল, যে-রানশার যে-ব্র্যাণ্ড রেজিস্ট্রি করবে সে-ব্র্যাণ্ডের সব গরু অবশ্যই তার, কিন্তু আর যে-সব গরু ব্র্যাণ্ড করা নয় সেগুলো ম্যাভরিকের নিজের। এই নইলে কথা? বাপের ব্যাটা কোটিপতি হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা, কেউ কেউ আমাদের কাজটাকে ভাল চোখে দেখল না। জেসি অর্ডওয়ের নাম শুনেছ কখনও? ওদিকের নিচু এলাকায় সে ছিল বিরাট ক্ষমতাশালী। নিজে সে যুদ্ধে যায়নি, কাজেই অন্যরা যখন ইয়াঙ্কিদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত, তখন নিজের আখেরটা গুছিয়ে নিয়েছে। মেক্সিকানদের কাছ থেকে বিরাট জমি দখল করে নিতে অসুবিধে হয়নি। সামান্য পয়সা বা এক বস্তা ভুট্টার দানার বিনিময়ে তখন জমি বেচে দিতে বাধ্য হয়েছিল মৃত সৈন্যদের অসহায় বিধবারা। যতোদিন লোকে তার হয়ে তার ব্র্যাণ্ড মানুষের গরুতে বসাচ্ছিল, ততোদিন সে কোনও আপত্তি করেনি, কিন্তু অন্যদের কাজটা করতে দেখে তার পিত্তি জ্বলে উঠল। তার ভঙ্গি দেখে মনে হলো সব তার বাপের সম্পত্তি, আমরা সবাই দখলদার।

তো ভাল দখলদার ছিলাম আমরা, এক বছর পার হবার আগেই আমি আর মুলার বেশ বড়সড় এক পাল গরুর মালিক হয়ে গেলাম। এক একর জমিও ছিল না আমাদের, তাতে অসুবিধে হয়নি, দেশের অর্ধেক লোকেরই আইনত কোনও জমি ছিল না তখন। জেসি অর্ডওয়ে যা ভোগদখল করত তার এক ভাগও তার কেনা ছিল না। জোর যার মুলুক তার, কাজেই জমিতে নিজের দখল বজায় রাখতে অসুবিধে হয়নি তার।

তোমাকে তো মুলারের বোন মিলার কথা বলিনি, তাই না? মুলার দেখতে মোটেই ভাল ছিল না, লম্বা, চিকন আর খানিকটা কুঁজো। তার ওপর গালে ছিল একটা দাগ, একটা ইয়াঙ্কি বুলেট যাওয়ার সময় বিদায়-চুমু দিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মিলা—ওর কথাই আলাদা। বোধহয় ওর মায়ের মত হয়েছিল দেখতে। এই যে, আমার ঘড়ির পেছনে ওর একটা ছবি আছে। এই যে। দেখেছ, দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে না? কী, ঠিক না? ছবিটা অবশ্য খানিকটা ঝাপসা হয়ে গেছে, তবে আমার কথা মিছে নয়, সত্যিই দুনিয়ার সেরা মেয়ে ছিল ও। ছোটখাটো পুতুলের মত মানুষ, চুলগুলো ছিল রেশমের মত মিহি। আর চোখ? অমন নীল মায়াবী চোখ তুমি জীবনেও কখনও দেখোনি, সাতক।

ছোঁক-ছোঁক করা কুকুরকে খুঁজেপেতে একটা পাথর মারা যাবে এমন এক ছোট্ট ফার্মে বাবার সঙ্গে থাকত ও। কোনও রকমে দিন কেটে যাচ্ছিল। ওদের

বেশিরভাগ জমিই হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল যুদ্ধের পরপর। আমি আর মুলার যখন ওখানে গেলাম তখন ভদ্রলোক প্রায় অন্ধ হয়ে গেছে। ফার্মটা চালাচ্ছিল মিলা আর এক বিশ্বস্ত ভাড়াটে মেক্সিকান। জেসি অর্ডওয়ে ওদের বেশিরভাগ গরুতেই নিজের ব্র্যাণ্ড বসিয়ে নিয়েছিল। বুড়ো মুলার বা মেক্সিকান কাউবয়ের কিছু করার ছিল না। ঈশ্বরের কাছে খুব প্রার্থনা করত বুড়ো, বারবার করে বলত, অর্ডওয়ে জানে না সে কী করছে, কাজেই ঈশ্বর যাতে তাকে ক্ষমা করেন।

আমাকে তোমার ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে হবে, যাজক, কিন্তু এসব ধার্মিক লোকদের আমি কখনোই মেনে নিতে পারিনি। সব সময় তারা বেকুবের মত শত্রুর জন্যে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা-প্রার্থনা করে। অর্ডওয়ে জানত সে কী করছে, তা ছাড়া কারও ক্ষমার কোনও প্রয়োজনই ছিল না তার। আসলে যেটা দরকার তা ছিল তাকে এক গুলিতে খুন করে ফেলা।

মিলাকে যখন প্রথম দেখলাম, আমি বিশ্বাসই করতে পারিনি ও মুলারের বোন। কিন্তু মিল ছিল কোথাও খানিকটা। দু'জনেরই ছিল নিষ্পাপ নীল বড় বড় চোখ। মনে হতো, তুমি যদি বলো, আগামীকাল সূর্য পশ্চিমে উঠবে, তা হলে ওরা তা-ই বিশ্বাস করবে। শুরুতে মিলাকে অনেক মিথ্যে কথাই বললাম আমি। তারপর বিবেকটা কেমন যেন অপরাধবোধে ভরে গেল। বাধ্য হয়ে তখন সত্যি কথার আশ্রয় নিতে হলো। লোকে তোমাকে বলবে বিবেক বলতে আমার কিছু নেই। কিন্তু ওরা জানে না যে কথাটা ঠিক নয়। কোনও কাজ খারাপ মনে হলে করার পর সবসময় আমার বিবেকের দংশন হয়েছে। সারাজীবন আমি চেষ্টা করেছি বিবেকের দংশন হবে এমন কাজ না-করতে। লোকে বলতে পারে আমি খারাপ কাজ করেছি, কিন্তু ওদের কথা কানে তোলা কখনও মনেও স্থান দিইনি আমি। সবসময় নিজের বিবেক বুঝে চলেছি।

আমরা যাবার কয়েকদিন পরই বুড়ো মুলার মারা গেল। মনে হয় যেন অ্যাঙ্গাস ফিরে এসে মিলার দায়িত্ব নেবে সে-অপেক্ষাতেই কষ্টেসৃষ্টে বেঁচে ছিল সে। বুড়োরা কখনও সখনও অমন হয়, তুমি তো জানোই। যমের মুখে ছাই দিয়ে গ্যাঁট মেরে বসে থাকে তারা নিজেদের পছন্দ মত সময় আসার আগে পর্যন্ত, তারপর সময় হলে স্বেচ্ছায় বিদায় নেয়। আমি তো কয়েকজনকে দেখেছি যারা মৃত্যুকে সাদরে গ্রহণ করেছে!

সে যাক, এরপর এক সময় খবর এলো, পশ্চিমে ক্যানসাস পর্যন্ত রেইলওয়ে এসেছে। গরু জড়ো করে সেগুলোকে বিক্রির মাধ্যমে ইয়াঙ্কি ডলার করার জন্য দক্ষিণ-টেক্সাসে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। আমার আর অ্যাঙ্গাসের কমবেশি চার শ'র মত ম্যাভরিকিং করা বাছুর ছিল, ঠিক করলাম বিক্রি করব ওগুলো। গাভীগুলো বিক্রি না করে রেখে দেব স্থির করলাম। ওগুলো পরবর্তীতে বাছুরের পালের জন্ম দেবে।

ব্র্যাণ্ড বসানোর সময় অর্ধেক অর্ধেক ভাগ করে নিতাম আমরা। এক সঙ্গে কাজ করতাম, আমি আর অ্যাঙ্গাস। একটায় ওর ব্র্যাণ্ড বসালে পরেরটায় বসাতাম আমার ব্র্যাণ্ড। আমাদের সাহায্য করত মেক্সিকান এক কাউবয়, কিন্তু সে কাজ করত মজুরীর বিনিময়ে। সবাই মেক্সিকানদের নিজেদের ব্র্যাণ্ড বসানোর কাজে নেয়, কিন্তু কেউ কখনও তাদের গরুর মালিক হতে দেয়নি। তারা নিজেরা ম্যাভরিকিং করলে সেটাকে চুরি হিসেবে গণ্য করা হতো। ফলাফলঃ ফাঁসিতে লটকে দেয়া। শুনতে খারাপ লাগে, কিন্তু সে-সময় এটাই ছিল দস্তুর।

চার শ' গরু ভাল একটা ড্রাইভের জন্যে যথেষ্ট নয়, কাজেই আমরা ঠিক করলাম, অন্য কয়েকজন ছোট সংগ্রাহকের সঙ্গে মিলিত হয়ে মোট তেরো শ' গরু নিয়ে যাব।

জেসি অর্ডওয়ে আমাদের ড্রাইভে বাগড়া দিতে চেষ্টা করল. কয়েকজন রেঞ্জারকে ডেকে আনাল সে, দাবি করল আমাদের গরুর মধ্যে অনেক চোরাই গরু আছে, যেগুলো আসলে তার। নানারকম ভাবে পরোক্ষ হুমকিধামকি দিল সে, বোধহয় ভেবেছিল রেঞ্জাররা তার পকেটে আছে। কিন্তু আসলে তা ছিল না। খুব মনোযোগ দিয়ে অর্ডওয়ের কথা শুনল রেঞ্জাররা, তারপর প্রমাণ দেখাতে বলল। ওই একটা কাজ অর্ডওয়ের পক্ষে সম্ভব ছিল না, কাজেই রেঞ্জাররা খামোকা তাদের ডেকে এনে সময় নষ্ট করানোর জন্য অর্ডওয়েকে ধমকধামক দিয়ে বিদায় নিল।

এবার সরাসরি আমাদের হুমকি দিল অর্ডওয়ে, এক গানফাইটার নিয়ে এলো। মেক্সিকানদের খেদাতে লোকটাকে আগেও কাজে লাগিয়েছিল সে। লোকটার নাম ছিল থ্রেডগ্রিল। সে-সব তোমার জন্মের আগের কথা, যাজক। হয়তো তুমি তার নামও শোনোনি। সস্তা একটা পিস্তলবাজ ছাড়া আর কিছুই ছিল না সে। চাপাবাজি দিয়েই বেশিরভাগ কাজ সারত, পিস্তলের ব্যবহার ভাল জানত বলে মনে হয় না। তবে এ-কথা বলতেই হয়, লোকটার গায়ের ভয়াবহ রকমের বিটকেলে ঘামের পাশবিক দুর্গন্ধে যে-কেউ পালিয়ে যাওয়ার কথা চিন্তা করতে বাধ্য হত। আমি অন্তত সবাইকে ফেলে দ্রুত পালাবার কথা ভেবেছিলাম।

তো, যে-দিন আমরা ট্রেইলে গরু নিয়ে এগোব ঠিক করলাম, সে-দিন সকালে অর্ডওয়ে আর কয়েকজন আমাদের ঠেকাতে এলো। সামনে ছিল থ্রেডগ্রিল। বোধহয় ঠিক করা ছিল, আমাদের দু'একজনকে সে খুন করবে, আমরা অন্যরা তখন ভয় পেয়ে লেজ গুটিয়ে পালাব।

সেসময় আমি কোমরের বেল্টে সিক্সগান গুঁজে রাখতাম। কখনোই হোলস্টার নিয়ে আমার কোনও বাড়াবাড়ি ছিল না। থ্রেডগ্রিলের চেহারাটা খেয়াল করলাম। সে ব্যাটা পিস্তল বের করার আগেই তার চোখ দেখে টের পেয়ে গেলাম কী করতে যাচ্ছে। সিক্সগান বের করতে গিয়ে সময় নষ্ট করলাম না। ওতে বেশি সময় লেগে যেত। নলটা টেনে তুলে থ্রেডগ্রিলের দিকে তাক করে ট্রিগারটা টেনে দিলাম।

হৃৎপিণ্ডে গুলি খেল সে, ধড়াস করে মাটিতে পড়ল লাশটা। আরেক শক্ত চেহারার লোক ড্র করতে চেষ্টা করল। কিন্তু আমার পেছন থেকে গুলি করল মুলার। আমি সিক্সগান তাক করার আগেই ঘোড়ার পিঠ থেকে ছিটকে পড়ে গেল মৃত লোকটা।

তামাক চিবিয়ে থুতু ফেলতে যতোটুকু সময় লাগে তার আগেই ঘটে গেল এসব। অর্ডওয়ের পায়ের কাছে তখন পড়ে আছে টেক্সাসের কুখ্যাত থ্রেডগ্রিল। অন্য লোকটাও নিথর।

অর্ডওয়ের বাম চোখে সিক্সগান তাক করলাম আমি। ব্যাপারটাকে গুরুত্ব না দিয়ে আর কোনও উপায় রইল না তার। এমন কিছু করল না যাতে তখন তখনই তাকে ফাঁসিতে লটকে দিতে পারি আমরা। নিজের লোকদের নিয়ে বাড়ির দিকে ফিরে গেল। চেহারাটা দেখে মনে হলো বেত খাওয়া নেড়ি কুত্তা।

খবরটা ছড়িয়ে পড়ল। এলাকার আর কেউ আমাদের বাধা দিতে এলো না। অর্ডওয়ের শত্রুর অভাব ছিল না। তারা কেউ কেউ এসে আমাদের ড্রাইভে সাহায্যও করল।

জেসি অর্ডওয়েকে আমি আগেই খুন করতে পারতাম। পরে ভেবেছি কাজটা করাই উচিত ছিল। আমার এবং আরও অনেকের তা হলে প্রচুর ঝামেলা কমত। এ থেকে আমি একটা শিক্ষা গ্রহণ করলাম, কখনও তা ভুলিনি, পরে কেউ ঝামেলা করবে ভাবলে এক গুলিতে কুত্তাটাকে খতম করে দেয়াই উচিত।

গরুর ড্রাইভটা মোটামুটি সহজই হলো। অবশ্য রেডরিভারে তখন বান ছিল। ওখানে একজন কাউবয় হারালাম আমরা। বেশিরভাগ কাউবয়ই সাঁতার জানে না।

আরও সামনে ইণ্ডিয়ানদের তরফ থেকে ঝামেলা আশা করেছিলাম, তেমন কিছু ঘটল না। একটা দলের সঙ্গে দেখা হলো। তাদের জমির ওপর দিয়ে যাওয়ার কারণে কয়েকটা গরু দাবি করে বসল তারা। খুব হম্বিতম্বি করল। সরকার তাদের জমিটা না দিলে জমি তাদের হতো না। করদাতা নাগরিকদের কাছ থেকে টোল আদায়ের কোনও অধিকারই ছিল না তাদের। আমাদের দলের কয়েকজন ঝামেলা এড়াতে কয়েকটা গরু দিয়ে দিল। আমি আর মুলার কিছু দিলাম না।

ঝামেলা যতোটুকু যা হলো তা হলো আমাদেরই ভেতরে। আমাদের সঙ্গে ছিল মোটকু এক র‍্যানশার। তার ছিল চার শ' গরু। আমাদের যে-কারও চেয়ে বেশি। লোকটার নাম ছিল ল্যাথ্রপ নেটলটন। তার ধারণা হলো দলের সবচেয়ে বেশি গরু যেহেতু তার, কাজেই তাকেই সবার নেতা হিসেবে মানা উচিত। আমরা তাকে পাত্তা দিলাম না। ড্রাইভে যা করতে হবে সেসব আমরা নিজেদের ইচ্ছেতেই করলাম। বেশিরভাগ সময় নেটলটনের আদেশ-উপদেশ না শোনার ভান করলাম। একবার আমার সঙ্গে লেগে গেল। বড় বড় কথা বলছিল, কাজেই দুই ঘুসিতে তাকে চিত করে মাটিতে ফেলে দিলাম। আমন্ত্রণ জানালাম, ইচ্ছে করলে সে ড্র

করতে পারে, কিন্তু সেই সাহস তার হলো না। ক্যানসাসে যখন পৌঁছুলাম, ততোদিনে সবাই আমরা নেটলটনের ওপর মহাবিরক্ত হয়ে গেছি। গর্ব করে বলতে পারি, নেটলটনও আমার ওপর একই রকম বিরক্ত হয়ে গিয়েছিল।

অ্যাবিলেনে পৌঁছে গরু বিক্রি করে দিলাম আমরা। যার যতো গরু সে-হিসেবে টাকা ভাগ করে নিলাম। যাজক, কখনও যাত্রা শেষের উৎসব দেখেছ? দেখোনি? বেশ করেছ। সত্যি বলতে ধর্মের সঙ্গে যোগাযোগ আছে এমন কারও ওরকমের উৎসব না দেখাই ভাল। আমাদের সঙ্গে কয়েকটা কাউবয় দলও যোগ দিল। তিন মাসের ধুলো গলা থেকে নামিয়ে দিতে তুমি জীবনেও গেলোনি এমন সস্তা মদের দুর্গন্ধময় সাগরে ডুবে গেলাম আমরা সবাই। দুঃখিত, যাজক, তুমি তো মদ গেলো না। যাই হোক, উৎসবে আরও ছিল যুবতী মেয়েরা। সবাই পকেট বুঝে যে যার সঙ্গে পারল...

আমি অবশ্য ওসবের মধ্যে গেলাম না। ততোদিনে ঠিক করে ফেলেছি, যদি জোর করে তুলে নিয়েও যেতে হয়, তবুও মিলাকে আমি বিয়ে করবই করব। মিলার ভাই ছিল আমার সঙ্গে, আমি চাইনি মিলাকে সে ভুল করে খারাপ কিছু বলে বসুক। শুধু হুইস্কিতেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখলাম আমি, সেই সঙ্গে সামান্য জুয়া খেললাম।

রেইলরোডের কাছে ছোট একটা সেলুন ছিল। বেশ আরামদায়ক। ওটা চালাত প্রাক্তন এক ইউনিয়ন যোদ্ধা। যুদ্ধে একটা হাত হারিয়েছিল সে। লোকটাকে ভাল লেগে গেল। ওই প্রথম কোনও ইয়াঙ্কিকে পছন্দ হলো আমার। সেলুনে পুবের এক জুয়াড়ীও ছিল। ওই যে, যারা সবসময় সোয়ালো টেইলকোট আর সিল্কের হ্যাট পরে, ওই জাতের। বুঝতে পারলাম, ব্যাটা খেলায় চুরি করে। গ্রীষ্মে যারা কোট পরে আর যাদের হাত নরম তুলতুলে, এই দুই জাতের লোকদের আমি কখনও বিশ্বাস করতে পারিনি।

যাজক, আমার স্বীকার করতেই হবে, তাসে আমি সাধারণ কাউবয়দের মত ছিলাম না। যুদ্ধের সময় মিসিসিপির একদল ছেলের সঙ্গে তাস খেলতাম। তাসকে গান গাওয়ানো ছাড়া আর সবই পারত তারা। অনেক টাকা হেরে তাদের কাছ থেকে সমস্ত কৌশল শিখেছিলাম। তবুও সেলুনের ওই জুয়াড়ীর সঙ্গে খেলে পারব ভাবিনি। আমি সে-সব কাউবয়দের বুঝি না যারা পেশাদার জুয়াড়ীর সঙ্গে পারবে না জেনেও জুয়া খেলতে বসে। স্যাডল-ব্ল্যাঙ্কেটের ওপর ম্যাচের কাঠি দিয়ে তাস খেলা আর রক্ত পানি করা পরিশ্রমের টাকায় পেশাদার জুয়াড়ীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামা, দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার।

আমাদের ড্রাইভের কয়েকজন ওই জুয়াড়ীর সঙ্গে খেলতে চাইল। এমনিতে আমি ওদের বুঝিয়ে শুনিয়ে ফেরত আনতাম, কিন্তু ওদের সঙ্গে ল্যাথ্রপ নেটলটনও ছিল। ভাবলাম, দেখি ব্যাটা কীভাবে ফতুর হয়। একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লাম

খেলা দেখতে। জানতাম, শিকারী কুকুরকে কূন যেভাবে পানিতে চুবিয়ে মারে, সেভাবেই আগে হোক আর পরে হোক, কাউবয়দের দশা খারাপ করে ছাড়বে পুবের জুয়াড়ী।

খুব ধৈর্য ছিল লোকটার। অনেকখানি সময় পার করার পর চুরি শুরু করল। একবার নিজে জেতে, তো আরেকবার জিততে দেয় ছেলেদের কাউকে। প্রথম কিছুক্ষণ তো মনে হলো যতোটা জিতছে, হারছে তারচেয়ে বেশি। ব্যাপারটা লক্ষ করে অন্য কয়েকটা দল থেকেও কাউবয়রা জুয়ায় যোগ দিল। এবার আস্তে আস্তে জিততে শুরু করল জুয়াড়ী। মাঝরাতের দিকে প্রায় সবার চিপসই জিতে নিল সে। কয়েকটা ছেলে মাথায় যথেষ্ট বুদ্ধি রাখত। সব হেরে যাওয়ার আগেই সরে পড়ল তারা। কিন্তু জেদ ধরে বসে থাকল ল্যাথ্রপ নেটলটন। পুরো চার শ' গরু বিক্রির টাকাই তার কাছ থেকে চুষে বের করে নিল জুয়াড়ী। ওর কপাল ভাল যে একটা ঘোড়া থাকল বাড়ি ফেরার জন্যে। জুয়াড়ী ভদ্রতা করে তাকে বিশটা ডলার ফেরত দিয়ে দিল। 'ঘোড়ার খাবারের পয়সা,' মিষ্টি হেসে বলল সে। 'আশা করি আগামী বছর আবার এখানে আসবে তুমি।'

নেটলটনের জন্যে আমি দুঃখিত বোধ করতাম, যদি না সে ফোঁপাতে ফোঁপাতে অনুরোধ-উপরোধ কাকুতি-মিনতি শুরু করত। কোনও পুরুষ মানুষ ওরকম করলে আমার ভাল লাগে না। শেষ পর্যন্ত এক হাতওয়ালা বারটেণ্ডার তাকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য করল, জানিয়ে দিল, নেটলটনের যেহেতু টাকা নেই, কাজেই সে আর জুয়ার আড্ডার উপযুক্ত নয়।

আমি মাঝখানে নাক গলালাম না। ইচ্ছে করলে অবশ্য নেটলটনকে বলতে পারতাম, সারাক্ষণ জুয়াড়ীকে চুরি করতে দেখেছি আমি।

ছেলেদের অনেকেরই আর্থিক অবস্থা বিশেষ ভাল রইল না। ওয়্যাগনে ফেরার আগে বিদায়ী শুভেচ্ছা হিসেবে নিজের পয়সায় তাদের সবাইকে এক পেগ করে হুইস্কি খাওয়াল জুয়াড়ী। নেটলটন আগেই চলে গেছে। আমি তখনও টেবিলে বসে আছি, খুশিমনে ভাবছি, মুলার ভাগ্যিস জুয়া খেলেনি। ছেলেরা ড্রিঙ্ক শেষ করে ফেরার আগে আমাকে জিজ্ঞেস করল আমিও তাদের সঙ্গে ফিরব কি না। আমি জানিয়ে দিলাম, না, এখনও শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে না।

ওই জুয়াড়ী আন্দাজ করেছিল, আমার সঙ্গে টাকা আছে। সেলুনে যখন আমি, বারকীপ আর শুধু সে রইলাম, জুয়াড়ী আমাকে বলল, 'রাত এখনও অনেক বাকি। আমার সঙ্গে হয়ে যাবে না কী কয়েক হাত?'

জবাবে কোমর থেকে সিক্সগানটা বের করে তার কণ্ঠার হাড়ে তাক করলাম আমি। তার কণ্ঠা বারবার ওঠানামা করতে শুরু করল। 'ও, বুঝেছি,' বার কয়েক ঢোক গিলে বলল সে, 'তুমি ডাকাতি করতে এসেছ।'

আমি বললাম, 'না হে, ডাকাতি আগেই হয়ে গেছে। তুমি করেছ। তোমার

চুরির কথা যদি ছেলেদের বলতাম তা হলে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে তোমাকে কুকুর দিয়ে খাওয়াত ওরা। আমি এখানে অপেক্ষা করছিলাম ছেলেরা চলে যাবার পর তোমাকে বাঁচার একটা সুযোগ দিতে।'

শুরুতে সে চোর না তা প্রমাণ করার জন্য তর্ক করল লোকটা, রাগ রাগ ভাব দেখাল। তারপর আমি যখন বলে দিলাম কোন্ দানে কীভাবে সে চুরি করেছে, তখন পুতিয়ে গেল। তাকে বললাম, এখন তার একমাত্র উপযুক্ত কাজ হবে চুরি করা টাকাগুলো ছেলেদের ফেরত দিয়ে দেয়া। আরও বললাম, তারা যাতে রাগ না করে সেজন্য কিছু বাড়তি টাকাও সেই সঙ্গে দিয়ে দেয়া উচিত। কথাটা শুনে কেমন যেন ময়লা কাগজের মত রং হয়ে গেল ব্যাটার চেহারার, কিন্তু শেষ পর্যন্ত টেবিলের সমস্ত চিপস সে এগিয়ে দিল। বারকীপকে দিয়ে সেগুলো নগদ করালাম।

জুয়াড়ীকে জানিয়ে দিলাম, তার জায়গায় আমি থাকলে সকাল পর্যন্ত এখানে থাকতাম না। 'ছেলেদের টাকা ফেরত দেয়াটাই যথেষ্ট হবে না,' বললাম তাকে। 'ওরা তোমাকে খুঁজতে আসবেই। বুদ্ধিমানের কাজ হবে একটা ঘোড়া সংগ্রহ করে তার আগেই সরে পড়া। সূর্য ওঠার আগেই অনেক দূরে চলে যেতে পারবে তুমি। তোমার জায়গায় আমি হলে এখানে ফেরার আগে বেশ কয়েকদিন অপেক্ষা করতাম।'

এক হাতওয়ালা বারকীপও আমার সঙ্গে একমত হলো। আমার পরামর্শ সমর্থন করল সে। বলল, টেক্সাসের এই ছেলেগুলো মানুষ ভাল, কিন্তু ভাল শুধু তোমার পক্ষে থাকলে। কিন্তু যদি বিপক্ষে থাকে, তা হলে তারা ক্ষিপ্ত চিতাবাঘের চেয়েও বিপজ্জনক। জুয়াড়ী লোকটা ভিজে বিড়ালের মত বেরিয়ে গেল। তার কাছে তখন সিল্কের হ্যাট, চুরি করার তাস আর কোট-প্যান্ট-জুতো ছাড়া বিশেষ কিছু নেই। তার সব টাকাই তখন আমার পকেটে।

যাজক, তুমি বলতে পারবে না আমি মিথ্যে বলেছি। আমি কিন্তু জুয়াড়ীকে বলিনি টাকাগুলো আমি ছেলেদের ফেরত দেব। সে আর বারকীপ ধারণা করেছিল আমি তা-ই করব। আমি তাদের ধারণা পাল্টাবার জন্যে আপত্তি করিনি। কিন্তু আমি ব্যাপারটাকে এভাবে দেখলাম, যদি ওই ল্যাথ্রপ নেটলটনটাকে টাকা ফেরত না-ই দিই, তা হলে অন্য ছেলেদের টাকা ফেরত দেয়াটা ঠিক ন্যায্য হয় না। আমি তো আর অসৎ হতে পারি না, কাজেই সমস্ত টাকা আমার কাছেই রেখে দিলাম।

মুলারকে পুরো ব্যাপার খুলে বললাম না। জানালাম, ছেলেরা চলে যাবার পর জুয়াড়ীর সঙ্গে বসি আমি, ছেলেদের চেয়ে আমার কপাল ভাল ছিল। সামান্য পথখরচ বাদ দিয়ে গরু বিক্রির টাকা তো ছিলই, সেই সঙ্গে যোগ হয়েছিল পোকার টেবিলে পাওয়া টাকা। সেযুগে অনেক টাকা।

ভয় পাচ্ছিলাম পরেরদিন হয়তো ছেলেদের কেউ কেউ ওই সেলুনে গিয়ে

বারকীপের কাছে জেনে যাবে কী ঘটেছে। তা হলে পরিস্থিতিটা খানিকটা গোলমেলে হয়ে যেতে পারত। কিন্তু পরে অবস্থাদৃষ্টে বুঝলাম, ওই সেলুনের ধারেকাছে যাবার ইচ্ছে অবশিষ্ট ছিল না তাদের কারও। আসলে সেলুনে যাবার মত টাকা ছিল না তাদের বেশিরভাগেরই। যাদের ছিল তারাও বাকি টাকা খোয়ানোর ভয়ে গেল না।

বাড়ির দিকে ফেরার সময় দেখলাম অর্ডওয়েয়ের গরুর পাল উত্তরে শহরের দিকে যাচ্ছে। আমরা আগেই বেরিয়ে পড়ায় মৌশুমের শুরুতে গরু বিক্রি করতে পেরেছি, ফলে দামও পেয়েছি বেশি। যারা আগে যেতে পারে, মালাইটুকু তারাই পায়, অন্যরা পরে গিয়ে পায় শুধু ননীমুক্ত পাতলা দুধ। বুঝতে পারলাম, আমাদের দেখে অর্ডওয়ে বিশেষ খুশি নয়।

সে আমলে নিয়ম ছিল পাশ কাটানো আগন্তুকদের ওয়্যাগনে দাওয়াত দিয়ে খাওয়ানো, কিন্তু অর্ডওয়ে আমাদের দাওয়াত দিল না। তাতে বিশেষ মনঃক্ষুণ্ন হলাম না আমি। হাজার হলেও তারই বেশ কিছু গরু আমি ম্যাভরিকিং করেছি। মানুষের গরুতে নিজের ছাপ বসাতে অর্ডওয়ে এতো ব্যস্ত ছিল যে নিজের সব গরু ব্র্যাণ্ডিং করে সেরে উঠতে পারেনি। সে-সময় যে দ্রুত কাজ করত, সে-ই বাজি মাত করত। ধীরস্থিরতার কোনও মূল্য ছিল না।

স্বাভাবিক ভাগেই অর্ডওয়েয়ের কয়েক সপ্তাহ আগে বাড়ি ফিরলাম আমরা। সময় নষ্ট করলাম না, পুরোটা সময় অনেক ভেবেছি আমি মিলাকে নিয়ে। রাতে ঘুম আসত না, আকাশের তারার দিকে চেয়ে চেয়ে মনে হতো মিলা যেন আমার সঙ্গে কথা বলছে, হাসছে। ওর গলা ছিল ঝর্নার পানির মত কলকলে-ছলছলে। মনে হতো নূপুর বাজছে। ওই গলা শুনলে যুবকদের মনে যে হাজারো স্বপ্ন বাসা বাঁধবে তাতে আর সন্দেহ কী! আমি ওর জন্যে একটা বাড়ি তৈরি করতে চাইলাম, মনে হলো ওই বাড়িতে যদি ওর সঙ্গে কোটি বছর বাস করতে পারতাম!

বাড়ি ফিরে চোখ-কান খোলা রাখলাম আমি। কয়েকদিনের মধ্যেই ফিলিপ রিয়োসের কাছে জানতে পারলাম, তিন-চারটে মেক্সিকান পরিবার তাদের জমি বিক্রি করে চলে যেতে চায়। ফিলিপ তাদের বোঝাচ্ছিল তাদের উচিত থেকে গিয়ে লড়াই করে টিকে থাকা। ফিলিপ ছিল অবিবাহিত, কিন্তু মেক্সিকানরা ছিল বিবাহিত। জেসি অর্ডওয়ে তাদের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করছিল। তাদের গরু ভাগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, খড় পুড়িয়ে দিচ্ছিল, মহিলাদের ভয় দেখাচ্ছিল। নিজে সে এসব করছিল না, করাচ্ছিল ভাড়াটে লোক দিয়ে। মেক্সিকানরা জানত, অর্ডওয়ে ট্রেইল ড্রাইভ থেকে ফেরার পর পরিবেশটা স্রেফ নরক হয়ে উঠবে। আইনের সাহায্য নেয়ার উপায় ছিল না তাদের। মেক্সিকানদের পক্ষে পায়ের একটা আঙুলও নাড়াত না তখন আইনের রক্ষকরা।

খুব একটা উৎসাহ না দেখিয়ে জানতে চাইলাম অর্ডওয়ে তাদের কী প্রস্তাব

দিয়েছে। যখন বুঝতে পারলাম আমার টাকায় জায়গাগুলো কেনা যাবে, দেরি না করে কিনে ফেললাম। মেক্সিকানরা মনে করল আমি এক পাগলাটে গ্রিংগো। কিন্তু টাকাগুলো নিয়ে সরে পড়তে তাদের কোনও আপত্তি ছিল না। তাদের একজন বলে গেল, আগামী শীতের বাতাস বইতে শুরু করার আগেই জেসি অর্ডওয়ে আমার মুখে কবরের মাটি ফেলবে। বুঝলাম, সে নিজে কবরে না শুয়ে আমি শুলে তাতে তার বিশেষ কোনও আপত্তি নেই।

আমার খুব একটা বিস্মিত হওয়া উচিত ছিল না, কিন্তু হলাম, যখন জানলাম, আমারই মত মিলাও আমাকে বিয়ে করতে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। ভেবেছিলাম ওকে বোঝাতে হবে, পটিয়েপাটিয়ে রাজি করাতে হবে, দরকারে জোর করে নিয়ে ভাগতে হবে, কিন্তু তা করতে হলো না। এখন তুমি আমাকে যেমন দেখছ, যাজক, রুগ্ন এক থোতাভাঙা বয়স্ক লোক, তখন আমি তেমন ছিলাম না। সে-সময় অনেক মেয়েই বলত আমি সুদর্শন আকর্ষণীয় সুপুরুষ। দাড়ি কামানোর সময় আয়না দেখতাম, তাদের কথায় আপত্তি করার চিন্তা কখনও আমার মাথায় আসেনি।

কাছেই একটা চার্চ ছিল। সেখানে বিয়েটা সেরে ফেললাম। কী, যাজক, অবাক হচ্ছ? বুঝতে পারছি আমার সম্বন্ধে যা শুনেছ তাতে তোমার ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক যে আমি জীবনে কখনও চার্চে যাইনি। কিন্তু ধারণাটা ঠিক নয়। এর আগেও আমি দু'একবার চার্চে গিয়েছিলাম। পরেও একবার গিয়েছি, মনে করতে পারি। অনেকদিন আগে একবার একদল শয়তানের তাড়া খেয়ে আমাকে চার্চের ছাদে উঠতে হয়েছিল। তবে সেবার প্রার্থনাটা করে ওঠা হয়নি। অন্তত আমার মনে পড়ে না।

বিয়ের পর আমরা বেড়াতে গেলাম স্যান অ্যান্টনিয়োতে। মেংগার হোটেলের সেরা সুইটে উঠলাম। উল্টোদিকের একটা ঘরে ছিল ক্যাপ্টেন রিচার্ড কিং, কিং রানশের কিং, নাম তো শুনেইছ। তাকে দেখে আমার মনে হলো, আমি যদি ঠিকমত পরিশ্রম করতে পারি, আর হাতের তাস যদি ঠিকমত খেলতে পারি, তা হলে আমিও তার মতই গরুর ব্যবসায় বিরাট বড় মাপের কেউ হতে পারব।

যাজক, তুমি কি বিবাহিত? বিবাহিত হলে বুঝতে পারবে প্রথম কিছুদিন কী অপূর্ব চমৎকার সময়ই না কাটিয়েছি আমি আর মিলা। ওই যে একটু আগে তোমাকে ওর ছবিটা দেখালাম…স্যান অ্যান্টনিয়োতেই তোলা হয়েছিল ওটা। আবার দেখো। চোখ দুটো খেয়াল করেছ? কেমন নক্ষত্রের মত জ্বলছে না ওর চোখ দুটো? দারুণ সময় ছিল তখন।

অবশ্য মাথা থেকে জেসি অর্ডওয়েকে পুরোপুরি দূর করতে পারিনি আমি। খবর রাখতাম কখন সে কোথায় আছে। অর্ডওয়ে ফেরার আগেই যেন বাড়িটা তৈরি হয়ে যায়, সেজন্যে কয়েকজন ছুতোর লাগিয়ে দিলাম। ফিরে এসে আমি কী

করেছি জেনে স্বাভাবিক ভাবেই বৃথা ঈশ্বরের নাম নিল সে। যেসব জায়গা আমি কিনেছি সেগুলো সব নদীর ধারে। মেক্সিকানরা সামান্য চাষাবাদও করেছিল। অনেক ভাল জমি তারপরও পড়ে ছিল চাষাবাদের অপেক্ষায়। কেউ যদি শক্তসমর্থ হয় আর মনোবল থাকে, তা হলে তার পক্ষে সুন্দর একটা খামার করা কোনও ব্যাপারই ছিল না। অর্ডওয়ে ভেবেছিল ওই জমিগুলো সস্তায় কিনে ওখানে গরুর জন্য খড় চাষ করবে, যাতে আরও অনেক গরু চরাতে পারে। কিন্তু তার সোনালী পরিকল্পনায় একটা কুৎসিত বাধা হয়ে দাঁড়ালাম আমি।

বাড়ি ফিরে কয়েকদিন পর আমি যেখানে ছুতোরদের কাজে লাগিয়েছি সেখানে সে এলো। ভাব দেখে মনে হলো অসমাপ্ত বাড়িটা সে দেখতেও পায়নি। শুধু যেন আমাকে দেখছিল। তার চেহারাই বলে দিচ্ছিল যা দেখছে সেটা সে পছন্দ করতে পারছে না। আমাকে বলল, আমি নাকি আসলে তার কাছ থেকে জমিটা চুরি করেছি। তাকে জানিয়ে দিলাম, জমির আসল মালিকদের কাছ থেকেই কিনেছি। আমি যে এখন সত্যিকার মালিক সেটা প্রমাণ করার মত সমস্ত আইনী কাগজ-পত্রও আমার কাছে আছে। ব্যাপারটা তার পছন্দ না হলে শুয়োরের মত নোংরা কাদায় গড়াগড়ি করে সে শরীর-মন ঠাণ্ডা করতে পারে।

অর্ডওয়ে আমাকে বলল, 'তুমি ভাল করেই জানো আমি কী বলতে চেয়েছি, চেয। এখানে তোমার ভাগ্য ফিরবে না। অন্য কোথাও চলে গিয়ে নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখো, সেটাই ভাল হবে।' যে-দামে আমি জমি কিনেছি তার পঁচাত্তর ভাগ দামে জমিগুলো সে কিনে নিতে প্রস্তাব দিল। পঁচিশ ভাগ না কি আমার শিক্ষা লাভের সম্মানী বলে হিসেবের খাতায় লিখে রাখা উচিত।

ততোদিনে সে আরেকজন গানম্যান ভাড়া করেছে। সেই পিস্তলেরোর চোখ দুটো ছিল তরমুজের বিচির মত। নাম সোরেলস। যাজক, তুমি সম্ভবত কখনও তার নাম শোনোনি। স্থানীয়ভাবে চালুহাত বলে তার কুখ্যাতি ছিল। কিন্তু সে অনেকদিন আগের কথা। অর্ডওয়ের পাশে একটা ঘোড়ায় বসে ছিল সেই সোরেলস। যতোদূর মনে পড়ে তার ঘোড়াটা ছিল ডান জাতের। তখন আমার মনে হয়েছিল, কেউ যদি সোরেলসকে ফুটো করে কবরে শুইয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করে, তা হলে ওই ডান ঘোড়াটা আমি শেরিফের কাছ থেকে নিলামে কিনে নেব। এতোক্ষণ একটা কথাও বলেনি সোরেলস, চুপ করে বসে চোখের দৃষ্টিতে আমাকে ঝলসে দেয়ার চেষ্টা করছিল। আমি মেপে দেখলাম, থ্রেডগিলের মত একই দ্রুততার পিস্তলবাজ হবে সে।

আমি অর্ডওয়েকে পাল্টা প্রস্তাব দিলাম, ডলারে পঞ্চাশ সেন্ট করে দেব, সে আমার কাছে তার সব জমি বিক্রি করে দিয়ে চলে যাক। প্রস্তাবটা ভাল প্রস্তাব ছিল। অর্ডওয়ে যে পরিমাণ জমি ব্যবহার করত তার এক ভাগও অর্ডওয়ের কেনা ছিল না। যদি লোকটা আমার প্রস্তাবে রাজি হয়ে যেত, তা হলে কোনওখান থেকে

চুরি করে টাকাগুলো জোগাড় করতে হতো আমাকে। তবে আমি জানতাম, টাকাটা ঠিকই চুরি করে জোগাড় করতে পারব আমি। কথা শুনে অর্ডওয়ে আমার দিকে কড়া চোখে শুধু চেয়ে রইল। সোরেলস বারবার আমাকে আর অর্ডওয়েকে পালা করে দেখতে শুরু করল। অপেক্ষা করছিল কখন অর্ডওয়ে তাকে নির্দেশ দেবে আর কখন সে আমাকে খুন করবে। নিজের মজুরী হালাল রোজগার করতে খুব ব্যগ্র ছিল লোকটা। কিন্তু অর্ডওয়ের স্মৃতি অতো দুর্বল নয়, বোধহয় বুঝেছিল সোরেলসকে লেলিয়ে দিলে অজুহাত পেয়ে যাব আমি, তখন তাকেও গুলি করে মারব। হয়তো প্রথম গুলিটা তাকেই করব। ঠিকই বুঝেছিল সে। আমি তা-ই করতাম।

আমার পাশেই ছিল ফিলিপ রিয়োস, সে-ও হয়তো আমার পক্ষ নেবে।

পিছিয়ে গেল অর্ডওয়ে। ঘোড়াটা ফিরিয়ে চলে যাওয়ার আগে শাসিয়ে গেল, যতোটুকু আমি গিলতে পারি তার বেশি নাকি মুখে পুরে ফেলেছি। যাতে কপালের ওপর বেশি নির্ভর না করি। বুঝতে পারলাম, এভাবে ফিরতে হওয়ায় সোরেলস বেশ হতাশ হয়েছে।

মিলা আর আমি বাড়ি তৈরির আগে পর্যন্ত মেক্সিকানদের একটা কুটিরেই বাস করছিলাম। নতুন বিয়ে, কাজেই কোথায় আমরা ঘুমাচ্ছি তাতে তেমন বিশেষ কিছু আসছিল যাচ্ছিল না। দিনগুলো মনে হতো অনেক বেশি দীর্ঘ, আর রাতগুলো বড় বেশি ছোট।

তবে সে-রাতটা সত্যি বেশ দীর্ঘ হয়ে দেখা দিল। বাড়ি যেখানে তৈরি করছি সেখানে থেকে দু শ' গজ দূরে ছিল আমাদের কুটির। মাঝরাতে গুলির আওয়াজ পেলাম। বিছানা থেকে নেমে কাপড় পরে বেরোবার আগেই গুলি থেমে গেল। নতুন বাড়িটাকে জ্বলতে দেখলাম। ওখানে লোকজন দৌড়াদৌড়ি করছে। ঘোড়ার শব্দ পেলাম। ফিলিপ বা ছুতোরদের গায়ে লেগে যেতে পারে বলে গুলি করতে পারলাম না। ফিলিপও ছুতোরদের সঙ্গেই ক্যাম্প করেছিল। ঘোড়ার আওয়াজ দূরে সরে যেতে শুনলাম। মেক্সিকান ভাষায় চিৎকার করছিল আরোহীরা। অশুদ্ধ উচ্চারণে বুঝতে পারলাম আসলে তারা মেক্সিকান না।

বাড়িটা রক্ষা করার কোনও উপায় ছিল না। পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল প্রায়। সেই সঙ্গে পুড়ে মরেছিল একজন ছুতোর। লোকটা পেটে এতো গুলি খেয়েছিল যে দু'টুকরো হয়ে গিয়েছিল। বেশ ঝামেলা হয় তাকে কবর দিতে। ফিলিপ চাইল আততায়ীদের তাড়া করবে, কিন্তু আমাকে যেতে দিতে কিছুতেই রাজি হলো না মিলা। ভীষণ ভয় পেয়েছিল ও।

পরদিন আইনের সাহায্য চাইলাম আমি। তারা বলে দিল, লোকগুলো ছিল মেক্সিকান ডাকাত। আমি জানতাম, তারা আসল ব্যাপারটা ভাল করেই জানে। সবক'টাকে মুরগির কলজেওয়ালা কাপুরুষ বলে গাল দিয়ে ফিরে এলাম। আসলে

শেরিফ, মার্শাল, ডেপুটি—সবাই ছিল স্থানীয়। জেসি অর্ডওয়েকে তারা ভয় পেত।

একবার ভাবলাম অর্ডওয়ের ঋণ শোধ করে দেব। অর্ডওয়ে বিবাহিত ছিল। বিয়ের আগে স্যান অ্যান্টনিয়োর চার্চ-স্কুলে পড়াত তার স্ত্রী। সেখান থেকেই ওই থরথর করে গা কাঁপা মহিলাকে জোগাড় করেছিল সে। মহিলাকে দেখলেই আমার ভীতু খরগোশের কথা মনে পড়ে যেত। র‍্যাটলস্নেকের চেয়ে কম ভয় পেত না মহিলা তার স্বামীকে। তাদের একটা ছেলেও ছিল সাত-আট বছরের। ছেলেটা বাপের মত না হয়ে মায়ের মত হয়েছিল। মহিলা বা ছেলেটার মধ্যে দৃঢ়তা একদমই ছিল না বলে মনে হতো। অর্ডওয়ে কিছু বললে ছেলেটা বেত খাওয়া কুকুরের মত কুঁকড়ে যেত।

সে যাই হোক, অর্ডওয়ে বাড়ির ব্যাপারে খুব শৌখিন ছিল। ওর তৈরি করতে শুরু করা বাড়িটা ছিল আমার তৈরি করতে চাওয়া বাড়ির চেয়ে অনেক বড়। কয়েকবার মনে হয়েছিল, যাই, একরাতে গিয়ে লোকটার প্রায়-তৈরি বাড়িটা পুড়িয়ে দিয়ে আসি। কিন্তু তাতে আমার ক্ষতিটা পূরণ হতো না। তা ছাড়া আমি জানতাম, আমার বাড়ি পোড়ানোর পর নিজের বাড়িটাকে সে ব্যাঙ্কের ভল্টের মতই পাহারা দিয়ে রাখার ব্যবস্থা করবে। এরচেয়ে সহজে তাকে বাগে পাবার উপায় ছিল আরেকটা।

জানতে পারলাম, সেই স্যান অ্যান্টনিয়ো থেকে গাছের গুঁড়ি আনাচ্ছে সে। একদিন আমি আর ফিলিপ মাঝপথে গিয়ে হাজির হলাম। অস্ত্রের মুখে ফ্রেইটারদের বন্দি করে বেঁধে ফেলে রেখে পুরো এক চালান কাঠ আমার জমিতে নিয়ে এলাম। ভেবে দেখলাম, এটুকু আমি পাই অর্ডওয়ের কাছে। আরও চিন্তা করে দেখলাম, সে যদি গুঁড়ি ফেরত নিতে আসে তা হলে তাকে খুন করার ভাল একটা অজুহাত পেয়ে যাব আমি।

এলো না লোকটা। আসতে হলো না, কারণ, কাঠগুলো পেয়ে আমার কোনও লাভ হয়নি। ওই এলাকার একজন ছুতোরও আমি জোগাড় করতে পারলাম না যে সাহস করে আমার বাড়ি বানাতে আসবে। আমার সঙ্গে অর্ডওয়ের সম্পর্ক ভাল না সে-খবর ততোদিনে ছড়িয়ে পড়েছে। বাড়ি আমি নিজেই তৈরি করতাম, কিন্তু ওই হাতুড়ি আর করাতের কাজে আমার হাত কখনোই ভাল ছিল না। মিলাকে ওই পুরোনো মেক্সিকান কুটিরেই থাকতে হলো। যদিও একবারও কখনও সেজন্যে অভিযোগ করেনি ও। সুন্দর খামারবাড়ি তৈরি করাটা আমার বুদ্ধি ছিল, ওর নয়।

আগস্ট মাস পর্যন্ত পরিস্থিতি ঠাণ্ডাই থাকল। আমি ভাবতে শুরু করেছিলাম আমার ব্যাপারে অর্ডওয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু একদিন সে তিন-চারজন কাউবয় নিয়ে এসে হাজির হলো। তার পাশেই ছিল গানফাইটার সোরেলস। অর্ডওয়ে হারিয়ে যাওয়া গুঁড়িগুলো চোখ সরু করে দেখল, কিন্তু ও-ব্যাপারে একটা কথাও বলল না। আমার হাতে ধরা রাইফেলের দিকেই তার মনোযোগ ছিল

বেশি। ওটা আমি তার কণ্ঠায় তাক করে রেখেছিলাম। অর্ডওয়ে বলল, এভাবে অস্ত্রের মুখে অতিথি আপ্যায়নের বিধান আছে বলে তার জানা নেই। আমি জানিয়ে দিলাম, কখনোই তাকে আমি অতিথি মনে করিনি। এবার আমি জমির পিছনে যে পরিমাণ খরচ করেছি সে-দামে অর্ডওয়ে জমিজমা কিনে নিতে চাইল। প্রথম প্রস্তাবের চেয়ে পঁচিশ ভাগ ভাল ছিল তার ওই দ্বিতীয় প্রস্তাব। কিন্তু আমি জানিয়ে দিলাম, যে পরিমাণ সময় এবং পরিশ্রম আমি করেছি সেসবের খরচ ওই টাকায় উঠবে না।

টাকার অংক বাড়ানোর কোনও ইচ্ছে তার মধ্যে দেখলাম না। আগের বারের মতই সতর্ক করল, যাতে আমি কপালের ওপর বেশি নির্ভর না করি।

জানতাম মেক্সিকানদের তৈরি বাড়ি পোড়াতে তার জান বেরিয়ে যাবে। ওগুলো রোদে পোড়ানো অ্যাডোবির ইঁট দিয়ে তৈরি। ছাদও কাদা দিয়ে লেপা। প্রচুর পানি জোগাড় করতে পারলে সে হয়তো আমার বাড়ি গলিয়ে দিতে পারবে, কিন্তু পোড়াতে আর হচ্ছে না।

সে-রাতে আবার হামলা হলো। আমি যে অপ্রস্তুত ছিলাম তা বলব না। আমরা আশা করছিলাম আক্রমণ আসবে। পরে জেনেছিলাম পরবর্তীতে মুখ খুলতে পারে এ আশঙ্কায় অর্ডওয়ে তার নিয়মিত লোকদের দিয়ে এ-কাজ করায়নি। সীমান্তে গিয়েছিল সে, সেখান থেকে একদল তস্কর জোগাড় করে আনে। অর্ডওয়ে, সোরেলস আর সেই ডাকাতরা আক্রমণ করল।

আমার সঙ্গে ছিল ফিলিপ আর দু'জন কাউহ্যাণ্ড। তাদের কেউই লড়াইয়ে অভ্যস্ত নয়। স্বাভাবিক ভাবেই আমার কাউবয়রা প্রথম দফার লড়াইয়ে লেজ গুটিয়ে পালাল। পায়ে গুলি খেল ফিলিপ। বাইরে ঘুমিয়ে ছিল সে, সময় মত ঘরের ভেতর ঢুকতে পারেনি। পিস্তলের নলের বাড়িতে মাথাটা ফেটে যায় ওর। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারায়। রইলাম শুধু আমি আর মিলা।

প্রথমে তারা কুটিরে আগুন লাগাতে চেষ্টা করল। আগুন ধরার মত তেমন কিছু ছিল না। প্রতিবার জ্বলন্ত মশাল নিয়ে একজন করে ছুটে এলো। হয় তাদের আমি গুলি করে ফেলে দিলাম, নয়তো গুলি এতো কাছ দিয়ে গেল যে, মশাল ফেলে লোকটাকে পালাতে হলো। শেষে আগুন লাগানোর চেষ্টা বাদ দিয়ে কুটিরটা ঝাঁঝরা করায় মন দিল লোকগুলো। প্রথম কয়েক মিনিটের গুলির তোড়ে জানালাগুলোর কাঠের পাল্লা সব উড়ে গেল। তবে পুরু অ্যাডোবির দেয়াল বেশিরভাগ গুলিই ঠেকাল। দু'একটা ঢুকল ভেতরে, কিন্তু বেশিরভাগই হয় পিছলে অন্যদিকে গেল, অথবা কাদায় আটকে রইল।

কুটিরে দরজা ছিল মাত্র একটা। সেটা আমরা বন্ধ করে রেখেছিলাম। দুটো উপায়ে বদমাশগুলো ঢুকতে পারত, হয় ওই দরজা দিয়ে, অথবা সামনের কোনও জানালা দিয়ে। যদি সাহস করে একসঙ্গে সবাই মিলে ছুটে আসতে পারত, তা

হলে তাদের সফল হবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তারা জানত কাজটা করলে তাদের অনেকেই গুলি খেয়ে মরবে। বাইরের অন্ধকারে বসে বসে এখন তখন গুলি করতে শুরু করল তারা। আমি বুঝে গেলাম, সকালে তাদের সরে পড়া ছাড়া আর কোনও উপায় থাকবে না।

তারপরই ঘটনাটা ঘটল। একটা গুলি দেয়াল ফুটো করে ভেতরে ঢুকল। দেয়ালটা ছিল দু'প্রস্থ অ্যাডোবি ইঁট দিয়ে তৈরি, কিন্তু মাঝখানের কাদার গাঁথুনি ছিল নরম। ওখান দিয়েই হয়তো বুলেটটা এসেছিল।

মিলা হঠাৎ কাতরে উঠল। যাজক, তুমি জানো না ভালবাসার মানুষের আর্তচিৎকার শুনতে কেমন লাগে। ঠিক হৃৎপিণ্ডের নীচে গুলিটা লেগেছিল ওর। পড়ে যাওয়ার আগেই ওকে ধরে ফেললাম আমি। ওকে শুইয়ে দেয়া ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না আমার। আমার শার্টের কলার খামচে ধরে আরেকবার ফোঁপাল ও। নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হচ্ছিল। তারপর চলে গেল।

আমার মিলা...আমার স্বপ্ন...মিলা...আমাকে একা ফেলে চলে গেল!

গুলি বন্ধ হয়ে গেছে তখন। আর্তচিৎকার বাইরের সবাই শুনেছে। একটা গলার আওয়াজ পেলাম। চিনলাম, অর্ডওয়ের। নির্দেশ দিল সবাইকে তেড়ে আসতে। এলো না কেউ। পরে শুনেছি, আর্তচিৎকারটা কয়েকজনের রক্ত পানি করে দিয়েছিল। অন্যরা সরাসরি হামলা করতে সাহস পায়নি। অর্ডওয়ে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে মেক্সিকান আর ইংরেজি, দু'ভাষাতেই তাদের শাপশাপান্ত করছিল। তাদের কেউ কেউ ছিল মেক্সিকান আবার কেউ কেউ সাদা চামড়ার।

শেষ পর্যন্ত তাদের দু'জন কুটিরের দরজা লক্ষ্য করে দৌড়ে এলো। একজনকে কুটির থেকে ছয়ফুট দূরে ফেলে দিলাম আমি। অন্যজন ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটে পালাল। নিশ্চিত হবার পক্ষে বড় বেশি অন্ধকার ছিল, তবে মনে হলো যেন লোকটা সোরেলস।

এরপর লোকগুলোর চলে যাবার আওয়াজ পেলাম। অর্ডওয়ে বলছিল কাজটা শেষ না করলে কাউকে এক পয়সাও দেবে না, কিন্তু তারপরও অর্ডওয়ের কথা না শুনে চলে গেল তারা। বাইরে নীরবতা নামল। আমি চুপ করে মেঝেতে বসে মিলার হাতটা ধরে রাখলাম। এতোক্ষণ কখনও ওর হাত ধরে থাকিনি। যাজক, তোমাকে বলতে লজ্জা হচ্ছে না আমার, সে-রাতে আমি বাচ্চাদের মত কাঁদলাম। কান্না যখন থামল, ওর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলাম, যেন এখনও আমার কথা শুনছে। বললাম ওকে আমি কতো ভালবাসি, কতো পরিকল্পনা করেছি আমি আমাদের দু'জনের ভবিষ্যতের, কয়টা বাচ্চা হবে আমাদের।

অনেকক্ষণ পর একটা আওয়াজ পেলাম। মনে হলো লোকগুলো ফিরে এসেছে। রাইফেলটা হাতে নিয়ে আস্তে করে দরজা খুললাম। অপেক্ষায় থাকলাম। ভাবলাম আরেকবার তেড়ে আসুক ওরা, আমি দেখব মারা যাবার আগে

কতোগুলো শকুনকে খতম করতে পারি।

আওয়াজটা ফিলিপ রিয়োসের। ক্রল করে এগিয়ে আসছিল। একেকবারের চেষ্টায় একফুট-আধফুট।

ওকে ভেতরে নিয়ে এলাম। মিলাকে দেখে আর সব ক্যাথলিকদের মতই বুকে ক্রস আঁকল ও। অপরিচিত ভাষায় কীসব বলল, আমার মনে হলো যেন স্প্যানিশ। অন্ধকারে যতোটা পারলাম, ওর সেবা করলাম। আলো জ্বালানোটা অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যেত। এবার আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম কখন সকাল হবে। আমার জীবনে এমন দীর্ঘ রাত আর কখনও আসেনি, যাজক।

যে-দু'জন কাউহ্যাণ্ড পালিয়ে গিয়েছিল তারা একটা ভাল কাজ করেছিল, শহরে গিয়ে আইনের লোক নিয়ে ফিরেছিল ওরা। ভাবেনি আমাকে জীবিত দেখবে, নইলে কখনোই আসত না লজ্জায়। আমি ওদের বললাম, আবার যদি ওদের চেহারা আমার চোখে পড়ে, তা হলে পাগলা কুকুরকে মানুষ যেভাবে গুলি করে মারে, সেভাবে তাদের গুলি করে মারব। সে-সময় পরে ওদের দেখলে সত্যিই আমি তা-ই করতাম।

খবরটা কীভাবে যেন অ্যাঙ্গাস মুলারের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। দেরি না করে চলে এলো ও। মিলার মৃত্যু কিছুতেই মানতে পারছিল না।

আইন এবারও আমার সাহায্যে এলো না। আমাকে বলে দেয়া হলো, এসব নিশ্চয়ই মেক্সিকান ডাকাতদের কাজ। এতোক্ষণে তারা সীমান্ত পেরিয়ে নিজেদের এলাকায় চলে গেছে। আমি জানালাম কাজটা অর্ডওয়ের, তার গলার আওয়াজ পেয়েছি আমি। আমাকে বলা হলো, ভুল শুনেছি। জেসি অর্ডওয়ের সঙ্গে লাগতে যাবার সাহস আইনের লোকদের ছিল না। অর্ডওয়ে যদি একটা একটা করে কোর্টহাউসের সমস্ত তক্তাও চুরি করত তবুও তারা কিছু বলত না, বরং তক্তা নেবার জন্যে ওয়্যাগন এনে দিত।

কয়েকদিন লেগে গেল আমার ভেবে বের করতে, অর্ডওয়ের কী করব। ইচ্ছে ছিল গিয়ে গুলি করে মারি। কিন্তু বুঝলাম, ওকে আওতার মধ্যে পাবার আগেই খুন হয়ে যাব।

মিলাকে ওদের পুরোনো বাড়ির পাশে কবর দিলাম আমরা। মুলার বলল, ব্যাপারটা বোঝেনি। আমি কি চাই না মিলা মৃত্যুর পরও আমার পাশে থাকুক? আমি তাকে জানিয়ে দিলাম, আমার জমি আর রাখব না। তার চেয়ে নিজের বাড়ির কাছে থাকুক ও, হয়তো কখনও কখনও আত্মীয়স্বজন আসবে ওর কবরে ফুল দিতে।

অর্ডওয়ের কাছে খবর পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করলাম, সে যদি তার দ্বিতীয় প্রস্তাবে এখনও রাজি থাকে, তা হলে জমি তার কাছে বিক্রি করে দেব। এই এলাকা ছেড়ে চলে যাব ঠিক করেছি, কাজেই নগদ টাকা চাই; চেক, ড্রাফট বা

ব্যাঙ্ক অর্ডার দিলে চলবে না। অর্ডওয়ে পাল্টা খবর পাঠিয়ে দিন-তারিখ ঠিক করে দিল। ওই দিন দলিল নিয়ে যেতে হবে আমাকে। ব্যাঙ্কে তার সঙ্গে দেখা করতে হবে। সেখানে কেনা-বেচা সম্পন্ন হবে।

ফিলিপ রিয়োস তখনও বেশ দুর্বল, ক্রাচ লাগে হাঁটতে, ঘোড়ায় উঠতে সাহায্য করতে হয়। তবে একবার ঘোড়ায় উঠিয়ে দিলে নিজের দেখভাল বেশ ভালই করতে পারে। ওর কাছ থেকে এতো সাহায্য পেয়েছি যে ওকে নিঃস্ব অবস্থায় ফেলে যেতে খারাপ লাগল। মুলারের সঙ্গে কথা বলে ওর জন্যে একটা কাজের ব্যবস্থা করে দিলাম।

যে-সকালে শহরের পথে রওনা হবো, সেদিন ওকে বলে দিলাম, যাতে মুলারের ওখানে গিয়ে দেখা করে। ফিলিপ আমার সঙ্গে শহরে আসতে চাইল, মানা করে দিলাম। বললাম, ওখানে ওর কোনও কাজ নেই, ভাল করবে আমি যা করতে বলছি তা করলে। শহরের রাস্তায় এগোনোর সময় দেখলাম, মুলারের খামারের দিকে চলেছে ও।

শহরের রাস্তার ধারে ছয়-সাতটা ও-বারের ঘোড়া বাঁধা আছে দেখলাম। ব্যাঙ্কের সামনে দাঁড়িয়ে অর্ডওয়ের ব্র্যাণ্ড আঁকা একটা বাগি। অর্ডওয়ের ছোট্ট ছেলেটা ড্রাইভিং সিটে একা বসে আছে। বুঝলাম তাকে ব্যাঙ্কে ঢুকতে নিষেধ করা হয়েছে। কোনও সেলুন বা মেক্সিকান ক্যাণ্টিনায় ঢুকবে সে-তুলনায়ও ওর বয়স অনেক কম। ব্যাঙ্কের দরজার সবচেয়ে কাছের র‍্যাকে ঘোড়া বেঁধে নামলাম আমি। ঘাড় ফিরিয়ে ছেলেটাকে দেখলাম। মনে হলো ভয় পেল, কারণ সিটে আরও কুঁকড়ে বসল ও। আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'বাছা, কেমন কাউহ্যাণ্ড তুমি? ভাল?'

মুখে কিছু না বলে মাথা নাড়ল ছেলেটা। আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, দরকার পড়লে সময়ে মানুষ ভাল কাউবয় হতে শেখে। দরকার শুধু কঠোর পরিশ্রম।

এবার স্যাডলব্যাগটা নামিয়ে ব্যাঙ্কে ঢুকলাম আমি।

ভেতরে অপেক্ষা করছিল জেসি অর্ডওয়ে। তার পাশেই সোরেলস দাঁড়ানো। হয়তো ভেবেছিল গুলি করতে করতে ঢুকব আমি। তা না করায় সোরেলের তরমুজের বিচির মত খুদে চোখ দুটো তাচ্ছিল্যের হাসি হাসছিল আমার দিকে চেয়ে। আমাকে তারা হারিয়ে দিয়েছে, ব্যাপারটা খুব উপভোগ করছিল সে। হয়তো অর্ডওয়েও খুব আনন্দিত বোধ করছিল, কিন্তু ওর বেশিরভাগ মনোযোগ ছিল ব্যবসায়ীক লেনদেনের ব্যাপারে। তার কাছে ব্যাপারটার নীতিগত দিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, গুরুত্বপূর্ণ ছিল টাকার হিসেব। আমার সঙ্গে হাত মেলানোর চেষ্টা করল না সে। মেলাতে চাইলেও অবশ্য আমি হাত মেলাতাম না। আমাকে সে বলল, 'তোমার সই করার জন্যে সমস্ত কাগজ-পত্র আমরা তৈরি করে রেখেছি, চেয। টাকাও ব্যাঙ্ক থেকে গুনে তোলা হয়েছে। ও, আরেকটা কথা, আমি সত্যি

তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে দুঃখিত।'

তার কাছে আগে টাকা, তারপর আর সব।

ব্যাঙ্কের ভেতর চোখ বুলালাম আমি। একধারে দেখলাম অর্ডওয়েয়ের স্ত্রী বসে আছে ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্টের ডেস্কের পাশে, বরাবরের মতই ভীত লাগছিল মহিলাকে দেখতে। মাঝে মাঝে আমার মনে হয়েছে, কী করে মহিলা অর্ডওয়েয়ের মত লোককে বিয়ে করল। এটা পরিষ্কার বোঝা যেত, দু'জনের কেউ কাউকে ভালবাসে না। হয়তো অর্ডওয়েকে এতোই ভয় পায় যে মহিলা বিয়ের প্রস্তাব পেয়ে না বলার সাহস করে উঠতে পারেনি। বুঝলাম না মহিলা ব্যাঙ্কে কী করছে। তারপর মনে হলো, স্ত্রী হিসেবে তাকেও কাগজ-পত্রে সই করতে হবে হয়তো।

মহিলাকে ওখানে দেখে মনের মধ্যে স্রোতের মত দুঃসহ-স্মৃতির ঢেউ জেগে উঠল আমার ভেতরে। অর্ডওয়েয়ের বউ বেঁচে আছে, কিন্তু আমার মিলা মারা গেছে। মিলার মৃত্যুর জন্যে অর্ডওয়েই দায়ী।

হ্যাট খুলে ছোট্ট করে বাউ করলাম আমি মহিলাকে। সে-যুগে সেটাই ছিল প্রথা। বললাম, 'আমি দুঃখিত, আমার বউ তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারেনি।' মনের ভেতর চাপা রাগটা ছিল আমার। মহিলাও বোধহয় জানত তার স্বামী কী করেছে। মুখ নিচু করে কী যেন বলল মহিলা অস্ফুট স্বরে, আমি বুঝতে পারলাম না।

অর্ডওয়ে মন্তব্য করল, 'ওই মেক্সিকান ডাকাতদের ঠেকাতে কিছু একটা আমাদের করতেই হবে।'

আমি জানতাম ও একটা মিথ্যেবাদী শয়তান। আমি যে জানি সেটা সে-ও জানত। সোরেলসের চেহারায় টিটকারির হাসি দেখলাম।

অর্ডওয়ে আবার বলল, 'অনেক আগেই জমিটা বিক্রি করে দেয়া দরকার ছিল তোমার, তা হলে আজকে এরকম চরম দুর্ভাগ্যের শিকার হতে না।'

যাজক, জানো ঘৃণার স্বাদ কেমন? ঘৃণার নিজস্ব একটা গন্ধ আছে। সে-গন্ধ লবণ, মরিচ বা অন্যকিছুর মত নয়। সেই স্বাদ-গন্ধ এমন তীব্র ভাবে জীবনে আর কখনও আমি আগে বা পরে অনুভব করিনি।

আমি আমার কাগজ-পত্র সব বের করে দিলাম। উকিলের তৈরি আইনী কাগজ বের করল অর্ডওয়ে। জীবনে কখনও উকিলের কথা আমার মাথায় ঢোকেনি, সব সময় মনে হয়েছে এরা মানুষ ঠকাতে জটিল ভাষার ব্যবহার ভালমত রপ্ত করে। তাতে কিছু গেল এলো না। টেবিলের ওপর রাখা টাকার বাণ্ডিলই চুক্তি সম্পাদনের জন্যে যথেষ্ট ছিল। অর্ডওয়ে বলল, 'টাকা সব গুনে রাখা হয়েছে।'

আমি তাকে বললাম, তবু নিশ্চিত হতে আমি নিজে একবার গুনে দেখব। টাকাগুলো ছিল বড় নোটে, বিশ আর পঞ্চাশ ডলারের নোট। মনে হয় না ওই

ছোট গরু-শহরের ব্যাঙ্কে এতো টাকা ছিল, বোধহয় স্যান অ্যান্টনিয়ো থেকে আনাতে হয়েছিল। ক্যানসাস থেকে ফেরার সময় যে-পরিমাণ টাকা আমার কাছে ছিল, সে-পরিমাণ টাকা ছিল বাণ্ডিলে। আরও ছিল পনেরো ডলার করে দু শ' গরুর দাম। ওগুলো পরবর্তীতে ম্যাভরিকিং করেছিলাম আমি। গরু আরও বেশিই ছিল, কিন্তু গুনে দেয়া হয়নি, সবটাই আন্দাজ।

আমি বললাম, 'জায়গাটার উন্নতির জন্যে দেখছি কিছুই দেয়া হয়নি।' উন্নতি আসলে তেমন কিছু করতে পারিনি আমি তখনও, শুধু কয়েকটা বেড়া মেরামত আর খোঁয়াড় পরিষ্কার করা ছাড়া।

অর্ডওয়ে দেখলাম এ নিয়ে তর্ক করতে চাইল না, বলল, 'ঠিক আছে, চেয, ওসবের জন্যে আরও এক হাজার ধরে দিচ্ছি।'

বড় বেশি সহজে সব ঘটছিল। সবসময় আমি দেখেছি, কেউ যদি খুব অনায়াসে কাউকে কিছু দেয়, তা হলে সতর্ক হয়ে ওঠা উচিত। কারণ, সে এমন কোনও চাল মনের মধ্যে পুষে রেখেছে যেটা আমি হয়তো কল্পনাও করিনি। অর্ডওয়ের চোখের দিকে চেয়েই ব্যাপারটা বুঝে গেলাম আমি। আমাকে সে যতো টাকাই দিক না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না, এই এলাকা থেকে আমাকে জীবিত বের হতে দেবার কোনও ইচ্ছে তার নেই। চুক্তি হয়ে যাবার পর আমাকে মৃত বললেও তেমন একটা ভুল বলা হবে না। নিজের সব টাকাই সে ফেরত পাবে, অন্তত বেশিরভাগটা।

আমি চিন্তা করে দেখলাম, যা পাওয়া যায় নিয়ে নেয়াই ভাল। ভাবলাম দু'একটা মিথ্যে এখন কারও কোনও ক্ষতির কারণ হবে না। আমি অর্ডওয়েকে জানালাম, আরও বিশটা গরু আছে আমার, যেগুলো গোনার মধ্যে ধরা হয়নি। প্রতিটা পঞ্চাশ ডলার করে কিনতে পারে সে, নইলে ওগুলো নিয়ে গিয়ে স্যান অ্যান্টনিয়োতে বিক্রি করব আমি। অর্ডওয়ে ব্যাঙ্কারকে হাতের ইশারা করল। ব্যাঙ্কার আরও এক হাজার ডলার গুনে দিল আমাকে।

স্যাডলব্যাগে টাকাগুলো ভরে শক্ত করে ব্যাগের মুখ বাঁধলাম আমি। খেয়াল করলাম, ক্ষুধার্ত বিড়াল যেমন করে খাঁচারবন্দি পাখির দিকে তাকায়, সেই দৃষ্টিতে ব্যাগের দিকে চেয়ে আছে অর্ডওয়ে। ব্যাগ তুলে নিতে হাত বাড়ালাম আমি। ব্যাগের ওপর হাত রেখে অর্ডওয়ে বলল, 'আগে কাগজ-পত্র। আগে তোমার কাগজ-পত্রে সই করতে হবে।'

টেবিলের ওপর ছড়িয়ে রাখা ছিল কাগজগুলো। ব্যাঙ্কারের কথামত সব জায়গায় সই করে দিলাম আমি, ফুঁ দিয়ে কালি শুকালাম।

এবার ব্যাগের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিল অর্ডওয়ে। তার চেহারাটা দেখে মনে হলো এই মাত্র পাখিটাকে মুখে পাওয়া হাসিখুশি বিড়াল।

আমি বললাম, 'জেসি অর্ডওয়ে, তুমি খুব লোভী মানুষ। কেন এতো দরকার

তোমার এই বিপুল পরিমাণ জমি?'

স্ত্রীর দিকে চাইল অর্ডওয়ে, তারপর দরজা দিয়ে বাইরে। ওখানে বাগির সিটে এখনও বসে আছে তার ছেলে। অর্ডওয়ে বলল, 'আমার পরিবার আছে। আমি এমন কিছু তৈরি করতে চাই যেটা আমার ছেলেকে দিয়ে যেতে পারি।'

জমি-লোভী আগ্রাসী মানুষের কথা কখনও সামনাসামনি নিজের কানে শুনেছ, যাজক? এরা কখনও নিজের জন্যে কিছু করে না, সবসময় করে অন্য কারও জন্যে। মানবতার সেবায় এদের হৃদয় সব সময় পরিপূর্ণ থাকে, সহানুভূতি আর ভালবাসা উপচে পড়ে। অন্তরের অন্তস্তলে পর্যন্ত এদের ভেতর শুধু অন্যের চিন্তা। কিন্তু সেই চিন্তায় কেউ বাধা হয়ে দাঁড়ালে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে দ্বিধা করে না এরা।

চেয়ারটা পেছনে ঠেলে আমি উঠে দাঁড়ালাম, ঘুরে দাঁড়িয়ে বললাম, 'অর্ডওয়ে, আশা করি তুমি তৈরি?'

'কীসের জন্যে তৈরি?' জিজ্ঞেস করল অর্ডওয়ে।

আমি বললাম, 'সবকিছু তোমার ছেলের জন্যে রেখে যেতে তৈরি।' বেল্ট থেকে সিক্সগানটা বের করে প্রায় তার কপালে ঠেসে ধরলাম আমি। জীবনে কখনও কারও চেহারায় এতো বিস্ময় তুমি দেখোনি, যাজক। ওকে যদি দেখতে! নীচের চোয়াল ঝুলে পড়ল ওর, বিরাট একটা হাঁ করল। চোখগুলো একেকটা মুরগির ডিমের সমান বড় হয়ে গেল। অস্ত্রের দিকে হাত বাড়াবার চেষ্টা করল সে, কিন্তু ছুঁতে আর পারল না। ট্রিগার টেনে দিলাম আমি। প্রচণ্ড ধাক্কায় ছিটকে চিত হয়ে পড়ে গেল অর্ডওয়ের লাশ।

সবাইকে বিস্মিত করে দিয়েছি আমি, তবে লক্ষ করলাম সোরেলস অস্ত্রের দিকে হাত বাড়াচ্ছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকে গুলি করলাম। তখন মাত্র পিস্তল বের করেছে সে। হৃৎপিণ্ডে গুলি খেয়ে ঘরের মাঝখানে উপুড় হয়ে পড়ল লোকটা।

গানপাউডারের ধোঁয়ায় ঘরের ভেতরটা ভরে উঠেছে, বেশিদূর নজর চলে না। তবে কেউ আমার জন্যে ঝুঁকি হয়ে দাঁড়াল না। ব্যাঙ্কার মাথার ওপর দু'হাত তুলে দাঁড়িয়ে, তার ধারণা আমি ব্যাঙ্ক ডাকাতি করব। মিসেস অর্ডওয়েও তার স্বামীর মতই মস্ত একটা হাঁ করে আছে, কিন্তু চিৎকার আর বের হলো না।

আমি তাকে বললাম, 'আর তোমাকে ভয়ে ভয়ে থাকতে হবে না, ম্যাম। অর্ডওয়েকে ঘাড়ের ওপর থেকে ঝেড়ে ফেলতে পেরেছ তুমি। তার ওপর, ম্যাম, এখন তুমি বিরাট বড়লোক।'

স্যাডলব্যাগটা এবার তুলে নিলাম আমি, কাঁধের ওপর ফেলে ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে এলাম।

রাস্তার উল্টোদিক থেকে জেসি অর্ডওয়ের চারজন ভাড়াটে লোককে পাশাপাশি হেঁটে আসতে দেখলাম, যেন আগেই ঠিক করা ছিল। গোলাগুলির পর

আমি বের হবো সেটা তাদের কারও কল্পনাতেও আসেনি। পরে ভেবে দেখেছি, সোরেলস আর অর্ডওয়ে আমাকে খুন করার পর ওরা আসছিল অর্ডওয়ের পক্ষে ঘটনাস্থলে উপস্থিত সাক্ষী হিসেবে।

অস্ত্র বের করে পরস্পরের কাছ থেকে সরে দাঁড়াল লোকগুলো। আমি গুলি করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার আগেই কে যেন কাজটা সেরে দিল। অর্ডওয়ের লোকদের একজনকে পড়ে যেতে দেখলাম। পা চেপে ধরে লোকটা এমন চিৎকার জুড়ল যে মনে হলো সে আগুনের ভেতর পড়ে গেছে। অন্যরা থমকে গিয়ে অস্ত্র ফেলে মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াল।

ফিরে চেয়ে দেখি পেছনে ঘোড়ার পিঠে বসে আছে ফিলিপ রিয়োস, ওর অস্ত্র থেকে গলগল করে ধোঁয়া বের হচ্ছে। অর্ডওয়ের ছেলের দিকে চাইলাম, সে তখন বাগির ঘোড়া সামলানোর চেষ্টা করছে। তাকে বললাম, 'বাছা, তুমি বরং ভেতরে যাও। তোমার মা'র এখন তোমাকে দরকার।' ঘোড়ায় উঠে পড়লাম আমি, কোলের ওপর স্যাডলব্যাগ রেখে চলে গেলাম ফিলিপের কাছে। বুঝতে পারলাম না ওর ওপর রাগ করা উচিত না ধন্যবাদ দেয়া উচিত। বললাম, 'ভেবেছিলাম তুমি মুলারের ওখানে যাচ্ছ।'

ও বলল, 'পরে ভাবলাম তোমার হয়তো সাহায্য দরকার হবে।'

'এখন তো আর তুমি মুলারের ওখানে যেতে পারবে না,' ফিলিপের জন্যে চিন্তা হলো আমার। 'এইমাত্র আমি অর্ডওয়ে আর সোরেলসকে খুন করে এসেছি। সবাই ভাববে তুমিও আমার সঙ্গে খুনোখুনিতে জড়িত।'

ফিলিপ এমন ভাবে মাথা দোলাল যেন এটা ওর কাছে নতুন কোনও খবর না। মৃদু হেসে বলল, 'তুমি কী করবে সেটা তোমার চেহারায় লেখা ছিল।'

'এবার সরে পড়তে হবে,' ওকে বললাম, 'তুমি আমার সঙ্গে আসার মত সুস্থ?'

'এ ছাড়া আর কোনও উপায় আছে?' ভ্রূ নাচাল ফিলিপ। 'থাকলে এরা আমাকে ধরে ফাঁসিতে লটকে দেবে।'

যাজক, সে-সময় লোকে ঝামেলায় পড়লে দক্ষিণে যেত। দেড়দিন ঠিক মত ঘোড়া দাবড়ালে রিয়ো গ্র্যাণ্ডে পৌঁছে যাব আমরা। নদীর ওপারে কারও মাথাব্যথা থাকবে না কতোজন গ্রিংগোকে তুমি খুন করেছ। যতো বেশি মেরেছ, ততো ভাল। অতো দীর্ঘ যাত্রার জন্যে শারীরিক ভাবে ফিলিপ তেমন সুস্থ ছিল না। ভেবে দেখলাম, যদি দরকার হয়, তা হলে ওকে স্যাডলে বেঁধে নিয়ে যাওয়া যাবে।

আমার সুস্থ চিন্তা আমাকে বলে দিল, যতো তাড়াতাড়ি পারা যায় ঘোড়া ছুটিয়ে শহর থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। কিন্তু শহরটার অধিপতি ছিল ওই নরপিশাচ জেসি অর্ডওয়ে। আমি পালাতে রাজি ছিলাম না। ঠিক করলাম, ধীরেসুস্থে যাব, সবাই পেছন থেকে অনেকক্ষণ ধরে যাতে দেখতে পায় আমাদের।

আস্তে করে ঘোড়া হাঁটিয়ে এগোলাম আমরা, ও-বারের লোকগুলোকে পাশ কাটালাম। ওদের মধ্যে আহত লোকটা তখনও দু'হাতে পা চেপে ধরে রক্ত বন্ধ করতে চেষ্টা করছে। আমি তাকে বললাম, 'তোমরা সবাই এখন এক সদ্যবিধবার জন্যে কাজ করছ। ব্যাঙ্কে গিয়ে দেখো সে তোমাদের কী করতে বলে।'

ঘোড়া হাঁটিয়ে রাস্তার প্রথম বাঁক পার হলাম আমরা, বুঝলাম, ঝোপঝাড়ের কারণে শহর থেকে আর দেখা যাচ্ছে না আমাদের। এবার ফিলিপকে বললাম, 'চলো, যাওয়া যাক, ফিলিপ।'

পাশাপাশি ছুটতে শুরু করল আমাদের দুটো ঘোড়া।

দুই

জীবনে অনেক পথে চলেছি আমি, কখনও কখনও ভুল রাস্তায় বাঁক নিইনি, তা নয়। অনেক চিন্তা ভাবনা করে দেখেছি, মেয়েমানুষ কী করবে সেটা আগে থেকে কেউ বলতে পারে না। স্বয়ং মহিলারা নিজেরাও বোধহয় বলতে পারবে না। আমি যদি জেসি অর্ডওয়ের শান্ত-ভীতু, শরীর-কাঁপা ওই বউয়ের সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র আঁচ করতে পারতাম, তা হলে আমার জীবনটা হয়তো একেবারেই অন্যরকম হতো। স্বাভাবিক ভাবেই আমি ধরে নিলাম, অর্ডওয়ের বউ স্বামী খুন হয়ে যাবার পর পরিস্থিতি গরম করে তুলবে, কাজেই সরে পড়তে দেরি করিনি।

অনেক দেরিতে টের পেলাম, অর্ডওয়ের বউ তার স্বামী খুন হওয়াটাকে একটা কল্যাণকর কাজ হিসেবে দেখেছে। সাক্ষ্য দিয়েছিল, সোরেলস আর অর্ডওয়ের কাছ থেকে আমি শুধুই আত্মরক্ষা করেছি। তখন তখন সে কী করবে জানার উপায় ছিল না। তাড়াহুড়ো করে চলে এসেছিলাম আমি। ব্যাঙ্কার প্রথমে একটু ভিন্নরকম কথা বলছিল, তারপর হাওয়া কোনদিকে টের পেয়ে বিধবার কথায় সায় দেয়। হাজার হলেও সে কোনও বিধবার বিরুদ্ধে কথা বলবে না, যদি বিধবাটি হয় বিরাট ধনী।

তাড়া করা হবে মনে করে আমি আর ফিলিপ যতো দ্রুত পারি রিয়ো গ্র্যাণ্ডে পৌঁছে গেলাম। নদী পার হওয়ার আগে থামলাম না। মেক্সিকোয় যেসব সাদা মানুষ যায় তারা সাধে বা স্বেচ্ছায় যায় না। ওখানে না গেলে বিপদের সম্ভাবনা আছে বলেই যায়। নতুন একটা দেশ, যেখানে ভাষা আলাদা, আইন ভিন্ন, সেখানে থাকাটা খুব একটা আনন্দদায়ক না। যাজক, তুমি হয়তো ভাবছ আইনের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী। আছে। সবসময় আমি আইন মেনে চলতে চেষ্টা করেছি। এমন কাউকে আমি দেখিনি যে উপযুক্ত কারণ ছাড়া আইন ভেঙেছে। আমার

বেলায় সবসময় উপযুক্ত কারণ ছিল। অন্তত সে-সময় আমি মনে করেছি কারণ আছে। আইন যতোক্ষণ আমাকে সুবিধে দিচ্ছে ততোক্ষণ আমি সব সময় আইনের পক্ষে থেকেছি।

মেক্সিকোয় তো ঢুকলাম। সঙ্গে তখন আমার প্রচুর টাকা। ব্যাপারটা দুশ্চিন্তার কারণ হতে যথেষ্ট। কখন অসৎ লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে তার ঠিক কী! নদী পার হবার পর ফিলিপের দেখানো পথে এগিয়ে চললাম আমরা। ও বলল ওই পথটা দশ-পনেরো মাইল পশ্চিমে একটা গ্রামের রাস্তা। মেক্সিকান ব্যাণ্ডিটো আর টেক্সান আউট-লদের কথা ভেবে দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। আমার সঙ্গে যে-পরিমাণ টাকা আছে তার চেয়ে অনেক কমের জন্যেও মানুষ খুন হয়ে যায়।

পথে চলতে চলতে পরবর্তীতে যাতে চিনতে পারি সেরকম চিহ্ন খুঁজলাম। এক সময় রাস্তাটা বাঁক নিয়ে এক সারি গাছের পাশ দিয়ে এগোল। বুঝলাম, এই জায়গাটা পরে চেনা সহজ হবে। ফিলিপের সঙ্গেই চললাম, তারপর জায়গাটা পার হয়ে ওকে এগিয়ে যেতে বললাম। ফিরে এসে শেকড় বের হওয়া একটা গাছের নীচে বেশিরভাগ টাকাই পুঁতে ফেললাম আমি।

ফিলিপকে আমি অবিশ্বাস করতাম তা নয়, তবে পুরোপুরি বিশ্বাসও করতাম না। টাকার ব্যাপারে আমার মা আর মিলাকে ছাড়া কখনোই আর কাউকে বিশ্বাস করিনি আমি। আসলে বিশ্বাসটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল বোধহয় ছোটবেলার একটা ঘটনায়। চারদিন চাচার খেতে কাজ করার পর চাচা আমাকে একটা ডলার দিয়েছিল। সেটা আমার কাছ থেকে নিয়ে বাবা পরিবারের জন্যে ময়দা কেনে। ডলারটা আমার ছিল, পরিবারের আর কারও না।

পথ চলার জন্যে সামান্য কিছু টাকা সঙ্গে রাখলাম আমি, যাতে খাবার বা মদের কষ্টে পড়তে না হয়। বেশ কিছুক্ষণ পর ফিলিপের চেনা গ্রামে পৌঁছুলাম। রাস্তাটা পাহারা দিচ্ছিল কয়েকজন সৈনিক। প্রথমে আমি চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম, তারা আমাদের থামিয়ে জিজ্ঞেস করল আমরা কে, কেন এখানে এসেছি। ফিলিপই জবাব দিল। এতো দ্রুত এতো বেশি মিথ্যে তখনও আর কাউকে বলতে শুনিনি আমি। পরে ফিলিপ আমাকে বলল, সৈনিকদের সত্যি বলতে নেই, তা হলে তারা মনে করে মিথ্যে বলা হচ্ছে।

ফিলিপ যেরকম বলেছিল গ্রামটা সে-তুলনায় অনেক বড়। শহর বললেও চলে। ছোটবেলায় ফিলিপ যখন ওখানে ছিল তারপর গ্রামটা বেড়েছে। শহরের বৈশিষ্ট্য যেটা আমার চোখে পড়ল, সেটা হচ্ছে প্রচুর সৈন্যের উপস্থিতি। তখনও জানতাম না, আমরা যখন রাজ্যে রাজ্যের লড়াই নিয়ে ব্যস্ত, তখন মেক্সিকানরাও নিজেদের ভেতরে যুদ্ধ করছে। সে বড় গোলমেলে ব্যাপার। কিছু ফ্রেঞ্চ পানি ঘোলা করে তুলেছিল। পরে ভেগে যায় তারা। এবার কে ক্ষমতায় বসবে তা নিয়ে শুরু হয় মেক্সিকানদের নিজেদের ভেতর লড়াই।

এসবের মধ্যে আমি নিজেকে জড়াতে চাইলাম না। তবে কাজটা সহজ ছিল না। পক্ষ না নিলে তাকে বিপক্ষের লোক বলে ধরে নেয়া হতো।

শহরে আমাদেরকে কেউ বিশেষ মনোযোগ দিল না। গ্রিংগোদের আসা-যাওয়া তাদের কাছে সাধারণ ব্যাপার। যতোক্ষণ গ্রিংগোরা টাকা খরচ করছে, আর স্থানীয় কাউকে খুন না করছে, ততোক্ষণ তাদের ব্যাপারে কেউ নাক গলায় না।

একটা অ্যাডোবি বাড়ির সামনে থামলাম আমরা। ভেতর থেকে গিটার আর বেহালার সুর ভেসে আসছিল। হাসির আওয়াজও পেলাম। ঢুকলাম আমরা, টেকিলা আর সাপারের অর্ডার দিলাম। ভীষণ ঝাল ছিল খাবারে।

শহরটার কথা যদি বলি, তা হলে বলতে হয়, ওখানে কেউ কাউকে প্রশ্ন করে না। ফিলিপ আর আমি ঠিক করলাম বিশ্রাম নেব কয়েকদিন। আহত পা-টা ফিলিপকে কষ্ট দিচ্ছিল তখনও। আমিও ঠিক করতে পারিনি সামনে কী করব। সবসময় মনে হয়েছে, শোবার জায়গা আর খাবার-হুইস্কি যদি থাকে, তা হলে কিছু না করেও বেশ কাটবে আমার সময়। প্রথম কয়েকদিন শুয়ে বসে আর তাস পিটিয়েই কাটালাম। কিন্তু কতো আর পারা যায়। দিনগুলো দীর্ঘ মনে হতে শুরু করল। তখন আমি যুবক। ধৈর্য ছিল কম।

ঠিক করলাম, পরিবেশ-পরিস্থিতি একটু ঠাণ্ডা হলে টাকাগুলো উদ্ধার করে নদী পার হয়ে পশ্চিমে অ্যারিজোনা বা ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে যাব।

খেয়াল করলাম, অনেক গ্রিংগোই থিতু হয়ে ক্যান্টিনা বা দোকান দিয়ে ব্যবসা করছে। মনে হতে লাগল, আমারও বোধহয় তা-ই করা উচিত। কিন্তু ওসব ব্যবসা আমি বুঝি না। আরেকটা ব্যাপার আমার নজর কাড়ল। ছয়-সাতজন গ্রিংগো কয়েকদিনের জন্যে শহর ছেড়ে চলে গেছে। আবার ফিরে এলো তারা। এসে পানির মত টাকা খরচ করতে শুরু করল। সীমান্তের ওপারে টেক্সাসের একটা বড় ব্যাঙ্কে ডাকাতির খবর পৌঁছুল কয়েকদিন পর। তাদের কয়েকজনের সঙ্গে আমি জুয়া খেললাম। অনেক টাকাই জিতে নিলাম। কোনও কোনও নোটের গায়ে দেখলাম রক্তের দাগ।

ইচ্ছে করলে পরবর্তীতে তাদের সঙ্গে বেড়াতে বের হতে পারতাম, কিন্তু ব্যাপারটা আমার কাজের ধারায় পড়ে না। তা ছাড়া কষ্ট করে কোথাও না গিয়েও জুয়ার টেবিলে বসেই তাদের বেশিরভাগ টাকা আমি হাতিয়ে নিচ্ছিলাম।

কিন্তু সময় যেন স্থির হয়ে গেল। মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে ঘোড়া নিয়ে বের হয়ে পড়তাম। এলাকাটা রানশের জন্যে আদর্শ। মেক্সিকানদের বেশ কয়েকটা ছোটবড় রানশ ছিল। বেশির ভাগই হেসেনডাডোসদের, তবে দু'একটার মালিক গ্রিংগোও ছিল। খোঁজ নিয়ে জানলাম, রানশ করতে হলে সেরা বুদ্ধি হচ্ছে মেক্সিকান কাউকে পার্টনার নেয়া। তা হলে অন্য মেক্সিকানদের সঙ্গে মানিয়ে চলা সহজ হয়। গ্রিংগোদের মধ্যে যারা রানশ ব্যবসায় ভাল করছে তাদের প্রত্যেকেরই

মেক্সিকান অংশীদার আছে।

রানশের জমি আর গরু দেখে দেশের কথা মনে পড়ে গেল আমার। ফিরে যেতে ইচ্ছে হলো। কিন্তু ইচ্ছে হলেই তো আর সবকিছু করা সম্ভব নয়, আমাকে আইন খুঁজছে ভেবেছিলাম। কিন্তু রানশ করার চিন্তা মাথা থেকে দূর করতে পারলাম না। মাতাল অবস্থায় নিশ্চয়ই নিজের কথা ভড়ভড় করে বলেছিলাম, নইলে ওবি জ্যাকব আমার খোঁজ পেত না।

পরে আমার মনে হয়েছে, জ্যাকবের সঙ্গে আমার পরিচয়টা কাকতালীয় ভাবে হয়নি। কথায় কথায় সে জানাল, যুদ্ধের আগে টেক্সাসে গরুর ব্যবসা করত সে। পরে ইউনিয়ন আর্মির পক্ষ নেয়ায় তার আর টেক্সাসে থাকা হয়ে ওঠেনি। কোনওমতে রানশ আর গরু বিক্রি করে তাকে মেক্সিকো চলে আসতে হয়। এখানে এসে সে রানশের জমি কেনে। একজন মেক্সিকান পার্টনার নিয়ে ব্যবসা শুরু করে। ভাল করছিল সে, কিন্তু মেক্সিকান পার্টনার মারা গেছে। তার স্ত্রী মারিয়া রানশ ব্যবসার কিছুই বোঝে না। এখন জ্যাকব ভাবছে যুদ্ধ থেমে গেছে অনেকদিন হলো, এবার সে রানশ বিক্রি করে টেক্সাসে ফিরে যাবে।

সেদিনই তার রানশ কেনার প্রস্তাবটা দিল না সে আমাকে। আমার কাছে কেনার মত যথেষ্ট টাকা আছে এমন কোনও ইঙ্গিত তাকে আমি দিইনি। তবে আমাকে দেখে সে বুঝেছিল আমি গরুর ব্যাপারে জানি। তার সঙ্গে রানশ নিয়ে আলাপ হলো। জানালাম, ক্যানসাসে ড্রাইভ করেছি। এক পর্যায়ে সে আমাকে প্রস্তাব দিল, আমি যদি তার রানশে কয়েকদিন থাকি, তা হলে তার গরু ব্র্যাণ্ডিং করতে সুবিধে হবে। জানাল পারিশ্রমিক দিতে কোনও আপত্তি নেই তার।

জুয়ার টেবিলে আমি অনেক বেশি টাকা রোজগার করতে পারতাম, কিন্তু মুক্ত স্বাধীন ভাবে ঘুরে বেড়ানোর জন্যে মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল। জানিয়ে দিলাম, ফিলিপকেও যদি সে কাজে নেয়, তা হলে আমি যাব। খুশি মনে সে রাজি হয়ে গেল।

পরদিন আমি আর ফিলিপ গেলাম তার রানশে। জায়গাটা তেমন আহামরি কিছু না। একটা অ্যাডোবি হেডকোয়ার্টার, বাঙ্কহাউস আর কয়েকটা পেন—ব্যস।

জ্যাকবের বউ মারা গেছে। সে এখন পার্টনারের বউয়ের সঙ্গে থাকে। যে রানশ কিনবে তাকে রানশের সঙ্গে সঙ্গে মহিলার দায়িত্বও নিতে হবে। পরে বুঝেছি, আমার কাছে টাকা আছে সেটা যে করেই হোক টের পেয়ে গিয়েছিল জ্যাকব। আসলে আমার বা ফিলিপের সাহায্য কোনও দরকারই ছিল না তার। ভ্যাকুয়ারোরাই ব্র্যাণ্ডিং করল। আমাদের সঙ্গে নিয়ে বেড়াল জ্যাকব, রানশের বিভিন্ন ভাল দিক নিয়ে আলাপ করল। যতোবার রানশ হাউসে গেলাম, জ্যাকবের পার্টনারের সুন্দরী বিধবা আমাদের ড্রিঙ্ক এনে দিল।

তিনটে দিন ওই রানশেই কাটালাম। সে-রাতে রানশ হাউসে বসে

আমেরিকান হুইস্কি টানতে টানতে আসল প্রসঙ্গে এলো জ্যাকব। 'কী মনে হলো তোমার? রানশটা কেমন বুঝলে?'

জানালাম, মোটামুটি ভাল। এবার সে প্রস্তাব দিয়ে ফেলল, ইচ্ছে করলে আমি রানশটা কিনতে পারি। সেই সঙ্গে বিধবা মহিলার দায়িত্বও আমারই নিতে হবে।

তার পার্টনার ছিল কাগজে-কলমে নামমাত্র, শুধু স্থানীয়দের খুশি করার জন্যে। বিধবা মহিলার আসলে টোকেন শেয়ার ছাড়া রানশের আর কিছু নেই।

এরপর রানশটা কিনতে আমার আর কোনও আপত্তি রইল না। প্রস্তাবটা ছিল সত্যিই চমৎকার। বড় বেশি লোভনীয়। প্রথমে আমার মনে সন্দেহ এলো, ব্যাপারটা কী, জ্যাকব সেধে উপকার করতে চাইছে কেন! কেউ যখন সহজে কাউকে কিছু দিয়ে দেয় তখন তার পেছনে খারাপ উদ্দেশ্য না থেকেই পারে না। পরে আলাপ করে বুঝলাম, বাছুরের হিসেব নিয়ে মিথ্যে বলেছে জ্যাকব। টালি বই আমার দেখা হয়ে গেছে, জানতাম যতোগুলো গরুর কথা সে বলছে ততো গরু তার মোটেও নেই।

যখন বুঝলাম লোকটা আমাকে ঠকানোর চেষ্টা করছে, তখন মন থেকে সন্দেহ দূর হলো। কী ধরনের মিথ্যের মোকাবিলা করতে হবে তা বুঝে গেলাম।

শেষ পর্যন্ত চুক্তি হলো তার সঙ্গে। গোপনে গিয়ে গাছের নীচে লুকানো টাকা বের করলাম। মনে হয়েছিল জ্যাকবের খারাপ লাগবে এতো বছর পর রানশটা ছেড়ে চলে যেতে, কিন্তু তা তার লাগল না। শহরে গিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে কাগজ-পত্রে সই করলাম আমরা। টাকা বুঝে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে রিয়ো গ্র্যাণ্ডের দিকে রওনা হয়ে গেল জ্যাকব।

ফিলিপ হলো আমার মেজরডোমো। তবে প্রথমদিকে ভ্যাকুয়েরোদের ওপরই বেশি নির্ভর করতে হলো আমাদের। এলাকাটা তাদের পরিচিত।

দু'সপ্তাহ পর টের পেলাম জ্যাকব কেন রানশ বিক্রি করতে এতো উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিল। চারপেয়ে নেকড়ের পাল বাছুর মেরে নিয়ে যেত, দুপেয়েগুলো চুরি করত গরু। চারপেয়েদের বিষ দিয়ে মারা যায়, কিন্তু দুপেয়েদের ব্যাপারই আলাদা। বুঝতে পারলাম, দু'দল লোক গরু চুরি করছে। একপক্ষে আছে সরকারী সৈনিকরা, অন্যপক্ষে বিরোধী বিপ্লবীরা।

ওবি জ্যাকব বেমালুম চেপে গিয়েছিল যে বিনে পয়সায় তাকে প্রচুর মাংসের চালান দিতে হচ্ছে। টেক্সাসে রাসলিঙের দ্রুত শাস্তির ব্যবস্থা আছে, কিন্তু এখানে তা সম্ভব নয়। মারিয়া, সেই বিধবা মহিলা আমাকে জানাল, আমি যদি সৈন্যদের খুন করি তা হলে ফায়ারিং স্কোয়াডে মরতে হবে আমাকে। আর যদি সাধারণ মানুষ মারি, তা হলে চোরাগোপ্তা হামলায় মারা যাব।

সবচেয়ে ভাল হয় যেমন চলছে তেমন চলতে দিলে। কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম, যে হারে গরু চুরি যাচ্ছে তাতে ফতুর হয়ে যেতে হবে। ব্যাটা

ওবি জ্যাকব ঠিক সময়েই মেক্সিকো ছেড়ে গেছে।

একদিন বারান্দায় বসে নদীর দিকে চেয়ে আছি আর ভাবছি ফিরে যেতে পারলে হতো, এমন সময় মাইল খানেক দূরে নদীর উজান থেকে গোলাগুলির আওয়াজ ভেসে এলো। বুদ্ধিমানের মত উল্টোদিকে সরে যাবার মতলব ছিল ফিলিপের, কিন্তু আমি ভাবলাম আমার গরু মারা হচ্ছে। মুখরক্ষা করতে আমার সঙ্গে যেতে বাধ্য হলো ফিলিপ। কী করব সেটা তখনও ঠিক করিনি আমি।

একটা টিলার ওপর উঠে সামনের বিরাট মাঠটা দেখতে পেলাম, সেই নদীর তীরে গিয়ে মিশেছে। ওই মাঠে পড়ে আছে ছয়-সাতজন লোক, কেউ মারা গেছে, আবার কেউ মরছে। সবাই সাদামানুষ। তাদের ঘোড়া আর খচ্চরগুলোও ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। একজনকে দেখলাম, এখনও গুলি করছে একসারি ঝোপ লক্ষ্য করে। কিছুক্ষণ পর তার গুলি শেষ হয়ে গেল। ঝোপের আড়াল থেকে কয়েকজন সৈন্যকে বেরিয়ে লোকটার দিকে যেতে দেখলাম। জোরে জোরে চেঁচিয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল তারা, কিন্তু কী বলছিল সেটা শুনবার পক্ষে আমরা বেশি দূরে ছিলাম। গুলি শেষ হয়ে যাওয়া লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে মাথার ওপর হাত তুলল। এবার ঝোপ থেকে বের হলো আরও কয়েকজন সৈন্য। তাদের একজনের পরনে উজ্জ্বল রঙা ইউনিফর্ম। সে-ই অফিসার। নির্দেশ দিচ্ছিল। সৈন্যরা ছড়িয়ে পড়ে মৃত আর আহত লোকদের পরখ করে দেখছে। অফিসার বন্দির সঙ্গে কী যেন বলল, তারপর কোমর থেকে পিস্তলটা বের করে কপালে গুলি করে দিল।

আবার নির্দেশ দিল সে। আরও দু'জন আহত লোককে গুলি করে মারল সৈনিকরা।

'চলো সরে পড়ি,' বলল ফিলিপ। 'এখানে থাকা বিপজ্জনক।'

ঠিক তখনই আমাদের লক্ষ করল সৈনিকরা। মনে হলো ফিলিপের কথাই শোনা দরকার ছিল। যতোটা বোকাসোকা বলে মনে হয় আসলে ও তা নয়।

আঙুল তুলে আমাদের দেখাল অফিসার। বুঝলাম, দেরি করে ফেলেছি। কয়েকজন সৈন্য ঘোড়া ছুটিয়ে এসে আমাদের ঘিরে ফেলল।

মিষ্টি কথা বলে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার চেষ্টা করা ছাড়া আমাদের সামনে আর কিছু করার রইল না। বোঝাতে হবে লড়াইটার সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু তার আগেই ফিলিপ রিয়োস মুখ খুলল। চোখের সামনে সাদামানুষদের এমন ভাবে মরতে দেখেই কি না জানি না, মাথা গরম হয়ে গেল ওর। এমন সব কথা বলতে লাগল যে কান গরম হয়ে যায়।

যাজক, তুমি দশ-বারোটা রাইফেল বুকের ওপর তাক করে রাখলে কেমন লাগে তা জানো না। রাইফেলের নলের একেকটা ফুটো কামানের নলের মত বড় লাগছিল। সৈন্যরা বলল, তাদের সঙ্গে যেতে হবে আমাদের, ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথা বলতে হবে। রাজি না হয়ে আমাদের কোনও উপায় ছিল না।

ফাঁকা জায়গাটায় আসার পর বুঝতে পারলাম এতো উত্তেজনার কারণ। মরা খচ্চরগুলোর পিঠ থেকে বোঝাগুলো নামানো হয়েছে। ওগুলো রাইফেল আর গুলিতে বোঝাই। টেক্সাস থেকে এসেছিল লোকগুলো, আসার সময় মেক্সিকান বিদ্রোহীদের জন্যে আর্মির কাছ থেকে চুরি করে এনেছিল অস্ত্রশস্ত্র। প্রথমে আমার মাথায় ঢুকল না লোকগুলো রাতের বেলা নদী পার না হয়ে দিনে কেন পার হতে গেল। তারপর খেয়াল করলাম ঘোড়ায় বসা ক্যাপ্টেনের পাশে একজন বেসামরিক লোক দাঁড়িয়ে। তাকে এক মুঠো রুপোর কয়েন দিল ক্যাপ্টেন। বুঝতে দেরি হলো না মৃত লোকগুলো বিশ্বাসঘাতকতার শিকার। বিশ্বাসঘাতক টাকা গোনার ঝামেলায় গেল না, চট করে সরে পড়ল। লোকটার ভাব দেখে মনে হলো ক্ষিপ্ত ভিমরুলের দল তার প্যান্টের ভেতর ঢুকে পড়েছে।

ফিলিপের চেহারা যেরকম দেখলাম, তাতে বুঝলাম, যদি এই ঝামেলা থেকে প্রাণ নিয়ে বাঁচতে পারি, আর ওর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকটার কোথাও দেখা হয়, তা হলে নির্দ্বিধায় ছোরা চালাবে ও লোকটার গলায়।

ক্যাপ্টেনের হাবভাবে কোনও তাড়া দেখলাম না। ভঙ্গিটা আহত ইঁদুর নিয়ে খেলা করা বিড়ালের মত মনে হলো। লোকটা ভাল করেই জানে আমাদের কোথাও যাওয়ার উপায় নেই। ফিলিপকে একবার মাত্র দেখল লোকটা মনোযোগ দিয়ে, কিন্তু আমার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকল। মনে হলো নিজের কাজ সে খুব পছন্দ করে। 'গ্রিংগো,' বলল সে। খুশি খুশি দেখাল তাকে। 'আমি কাপিতান রিকার্ডো হার্নান্দেজ। তুমি সম্ভবত সেনিয়র রবার্ট চেয?'

আমি জানালাম, ক্যাপ্টেন ঠিকই ধরেছে।

হাসি হাসি হয়ে গেল ক্যাপ্টেনের চেহারা, তারপর ভ্রূ নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তা হলে, সেনিয়র, বলতে পারো, কেন আমরা তোমাকে তোমার বন্ধুদের মাঝে গুলি করে মেরে রেখে যাব না?'

কেন খুন করে রেখে যাবে না এব্যাপারে অন্তত একশ'টা কারণ আমি দেখাতে পারতাম। তার মধ্যে নিরানব্বুইটার মূল কথা হতো, আমি বয়সে এখনও তরুণ। কিন্তু এ-কথা বলে বিশেষ সুবিধে হবে বলে মনে হলো না। কাজেই আমি অন্য কথা বললাম, 'এরা আমার বন্ধু নয়, ক্যাপ্টেন। আগে জীবনেও এদের দেখিনি আমি।'

ক্যাপ্টেন বলল, 'বিশ্বাস করতে পারছি না। প্রমাণ দেখাও।'

সঙ্গে সঙ্গে বলতে শুরু করলাম আমি আর ফিলিপ রিয়োস কেন এখানে এসেছি। বললাম গুলির আওয়াজ পেয়ে মনে করেছিলাম আমার গরু চুরি হচ্ছে। আমার রানশ কাছেই। আসলে এটা আমারই জমি। আর ওই মৃত লোকগুলো ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে অনধিকার প্রবেশ করেছিল।

একটু পরই বুঝতে পারলাম, এসব সে আগেই জানে। আমাকে দরদর করে

থামতে দেখে লোকটার ভাল লাগছে। ক্যাপ্টেনের পাশের ঘোড়ায় এক সার্জেন্ট বসে আছে। তার পিস্তলটা সরাসরি আমার বুকে তাক করা। লোকটার তর্জনী বারবার ট্রিগারে চাপ দিচ্ছে আর ঢিলে হচ্ছে। ঠাণ্ডা মাথায় ক্যাপ্টেনের নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা করছে সে।

ক্যাপ্টেন বলল, জমি যেহেতু আমার, কাজেই এটা স্বাভাবিক যে আমি বিপ্লবীদের জন্যে গোপনে অস্ত্র নিয়ে যাওয়া শয়তানগুলোর কাছ থেকে নীরবতার বিনিময়ে ঘুষ খেয়েছি।

আমি বারবার করে বললাম মেক্সিকোর রাজনীতির সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই, আমি শান্তিকামী মানুষ, আইন মেনে চলা সাধারণ এক নাগরিক। এখানে জমি কিনেছি সৎ ভাবে জীবিকা অর্জনের জন্যে।

একটু পর বুঝতে পারলাম, আমি যদি আমেরিকানদের সঙ্গীই হতাম তা হলে বিশ্বাসঘাতকটার কাছ থেকে ক্যাপ্টেন আগেই জেনে যেত সে-কথা। ক্যাপ্টেন আসলে ঘুষ খাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করছে। ঘুষ তাকে দিতেই হবে, নইলে এখান থেকে জীবিত আর ফিরতে হবে না। ঘুষ নিয়ে আমাদের ছেড়ে দেওয়ার মাধ্যমে আসলে বিরাট উপকার করতে চাইছে ক্যাপ্টেন। শরীরে আরও কয়েকটা বাড়তি ফুটো আমি বা ফিলিপ, কেউই চাই না।

মাথা নিচু করতে আমি কখনোই রাজি হইনি, উপযুক্ত কারণ ছাড়া। আর মাথা নিচু করতে এর চেয়ে উপযুক্ত পরিস্থিতি আর হয় না। আমি ক্যাপ্টেনকে বললাম, 'আমার জমিতে তুমি বা তোমার লোকদের কারও জীবনের ঝুঁকি নিতে হয়েছে বলে আমি সত্যিই দুঃখিত। যদিও এসবের জন্যে আমি কোনভাবেই দায়ী নই, তবু ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রত্যেককে কয়েকটা করে বাছুর উপহার দিতে আমার কোনও আপত্তি নেই।'

ক্যাপ্টেন বলল, ইচ্ছে করলে আমাকে আর ফিলিপকে খুন করে সবগুলো বাছুরই সে নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু সেটা তার ইচ্ছে নয়।

গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে আমার ততোক্ষণে। কোনওমতে জানালাম, ক্যাপ্টেন যদি আমার সম্মানিত অতিথি হিসেবে বাছুরগুলো উপহার নেয় তা হলে আমি খুব খুশি হবো।

এতোক্ষণে নিজের ফাঁদটা পাতল ক্যাপ্টেন। বলল, 'এই রানশের আগের মালিকের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। সে আর আমি একটা চুক্তিতে আসি। এখন আবার নতুন করে তোমার সঙ্গে চুক্তি করতে হবে আমাকে। আমার মনে হয় তোমার একজন মেক্সিকান অংশীদার দরকার।'

আমি তাকে জানালাম আমার একজন মেক্সিকান অংশীদার আছে।

'এক মহিলা,' নাক কুঁচকাল সে। 'ওসব আমি জানি। তোমার দরকার শক্তিশালী অংশীদার, এমন একজন, যার চারপাশে প্রভাব আছে। এমন একজন,

যার লোকবল আর ক্ষমতা, দুটোই থাকবে। বুঝতে পারছ? এমন লোক অংশীদার দরকার, যে হয়তো একদিন গভর্নর হবে। এই জমি ঠিক হাতে পড়লে নদীর ওপারের গ্রিংগোদের সঙ্গে ব্যবসা করে প্রচুর লাভ করা সম্ভব।'

লোকটা কী বলছে বুঝতে পারলাম। এই জায়গাটা টেক্সাস থেকে চুরি করে আনা গরু পারাপারের জন্যে চমৎকার। চিন্তাটা আগেই আমার মাথাতেও এসেছিল।

বুঝলাম ক্যাপ্টেন কেন আগেই আমাকে গুলি করেনি। বললাম, 'আমাকে একটু ভেবে দেখতে হবে।' আসলে তখন সময় চাইছি আমি।

ক্যাপ্টেন বলল, 'চিন্তা করো, অসুবিধে নেই। তবে চিন্তা করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ো। সত্যিকার যোগ্য একজন অংশীদার থাকলে তুমি বড়লোক হয়ে যাবে। আর সত্যিকার যোগ্য শত্রু থাকলে ফকির তো হবেই, মারাও পড়বে। ভাল করে ভাবো, সেনিয়র চেয, পরে আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে।'

সেই মুহূর্তে আমি বুঝতে পারলাম না, ক্যাপ্টেনের ওপর বেশি খেপে আছি আমি, না ওবি জ্যাকবের ওপর। ক্যাপ্টেনের পেটেই লাভের বেশিরভাগ গুড় যাবে টের পেয়ে ব্যাটা জ্যাকব আমার ঘাড়ে রানশটা গছিয়ে দিয়ে কেটে পড়েছে। জ্যাকব এখন নদীর ওপারে মুক্ত-স্বাধীন আমেরিকায়, আমার টাকা গুনছে আর গুনগুন করে গান গাইছে, আর আমি? সর্বস্ব চুরি করে নেওয়া এক ডাকাতের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গুলি খেয়ে মরার অপেক্ষায় আছি!

সৈন্যরা সমস্ত রাইফেল আর গোলাগুলি সংগ্রহ করে নিল। আমারটা আর ফিলিপের সিক্সগান আর গুলির বেল্টও বাদ গেল না। লোকগুলো চলে যাওয়ার পর ফিলিপ তাদের কসাই, শুয়োর আরও নানা রকম গালি দিল। আমি ওকে বললাম, এটা আমাদের লড়াই নয়, আমাদের এসবের বাইরে থাকা উচিত। মনে হলো না আমার কথা ওর কানে গেছে। আর সত্যি বলতে কী, আমরা আসলে ফেঁসেই গেছি। চিন্তাভাবনা বাদ দিয়ে ওকে বললাম, 'জলদি এখান থেকে সরে পড়া স্বাস্থ্যকর হবে। খুন হওয়া লোকগুলোর কোনও বন্ধুবান্ধব যদি এখানে আসে, আর আমাদের দেখে মৃত বন্ধুদের কাছে, তা হলে ব্যাপারটা আরও জটিল হয়ে যাবে।'

বুঝল ফিলিপ। আমার আগে ঘোড়া ছুটিয়ে রানশের দিকে রওনা হয়ে গেল।

রাতের বেলা বিধবা মহিলাকে জানালাম কী ঘটেছে। শুনে মহিলা বেশ মুষড়ে পড়ল। তার মন খারাপের মূল কারণ ছিল অস্ত্রগুলো ধরা পড়ে যাওয়া, আমাদের অল্পের জন্যে বেঁচে যাওয়া নয়। মহিলা চলে যাওয়ার পর টেবিলে একা বসে থাকলাম আমি। কিছুক্ষণ পর কিচেনে কফি বানাতে গিয়ে দেখলাম ফিলিপ আর বিধবা গভীর আলোচনায় ব্যস্ত। সরে এলাম আমি, যেন আমাকে ওরা দেখতে না পায়।

মহিলাকে নিয়ে ভ্যাকুয়েরোরা যেখানে থাকে সেখানে গেল ফিলিপ। ভ্যাকুয়েরোদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। একটু পরই একজন ভ্যাকুয়েরো বার্নে গিয়ে ঘোড়া নিয়ে রাতের আঁধারে কোথায় যেন গেল।

আস্তে আস্তে পরে বুঝেছি, ওবি জ্যাকবের কথা থেকে বিধবাকে যা মনে করেছিলাম তার চেয়ে ঢের বেশি চতুর ওই মহিলা। ওবি ধারণাও করতে পারেনি কতোটা।

এ-কথা বলতে পারব না যে, মেক্সিকোতে থেকে আমি বিরাট গরু ব্যবসায়ী হওয়ার কথা সত্যি সত্যি চিন্তা করেছি, তবে অলস সময়ে কল্পনা করতে দোষ কী! মেক্সিকান ভ্যাকুয়েরোরাও গাঁজা টেনে ওরকম স্বপ্ন দেখে। তবে সত্যি বলতে, কোনও গ্রিংগোর পক্ষে মেক্সিকোতে গরুর ব্যবসা করা প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার। সবকিছু ঠিক মত চললেও টায়েটায়ে বেঁচে থাকাই কষ্টকর। আর আমার অবস্থা তেমন নিশ্চিন্ত নয়। আমার জমির ওপর লড়াই করছে দু'দল লোক। থামছে শুধু আমার গরু মেরে রেঁধে খেয়ে পেট ভরানোর সময়। বিরাট ঝামেলায় পড়ে গেছি আমি। লোকগুলো যে শুধু বড় বাছুর মারছে তা-ই নয়, এমনও দেখেছি দুধের জন্যে কাঁদছে এমন ছোট বাছুরের মাকেও মেরে পিছনের অর্ধেক নিয়ে গেছে। দু'একটা বাছুর হারানো এক কথা, আর গাভী হারানো সম্পূর্ণ আরেক।

যতোবারই এ নিয়ে বিধবার সঙ্গে কথা বলেছি, বারবার মহিলা বিদ্রোহীদের পক্ষ টেনেছে, বলেছে, 'ওরা ভাল আর সত্যের পক্ষে লড়ছে।'

ওরা হয়তো তা-ই ভাবত। তবে মূল কথা আমার বোঝা হয়ে গিয়েছিল। যাজক, তুমি আমাকে একজন সত্যিকার নেতা দেখাও, আমি তোমাকে দেখিয়ে দেব নিঃস্ব কয়েকজন মানুষ, যাদের ঘাড়ে ভর দিয়ে ভাগ্যবান লোকটা নেতা সেজে বসেছে। স্বার্থ ছাড়া কেউ কিছু করে না।

শহরে যাওয়া প্রায় ছেড়েই দিলাম আমি। গেলেও যেতাম রাতে, কাজ সেরে সময় নষ্ট না করে ফিরে আসতাম। বুঝতে পারলাম, আজ হোক আর কাল, ক্যাপ্টেন হার্নান্দেজের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যাবেই। দেখাটা যতো দেরিতে হয় ততোই ভাল। লোকটা যদি অংশীদার হওয়ার জন্যে গোঁ ধরে বসে, তা হলে তাকে কোনভাবেই ঠেকানো যাবে না। তার পক্ষ নেবে সৈন্যরা। আমার পক্ষ নেওয়ার জন্য কয়েকজন ভ্যাকুয়েরো ছাড়া আর কেউ নেই। তারাও কেউ যোদ্ধা নয়। একজন গ্রিংগোর জন্যে জীবনের ঝুঁকি নিতেও কেউ রাজি হবে না।

জেসি অর্ডওয়েের বেলায় যা করেছিলাম সেটা অবশ্য করতে পারতাম আমি। গুলি করে মেরে ফেলতে পারতাম ক্যাপ্টেনকে। কিন্তু পরদিন সূর্যোদয় দেখার জন্যে আর বেঁচে থাকতে হতো না তা হলে।

ওই বাজে রানশের জন্যে মরার কোনও মানেই হয় না বলে মনে হলো।

যাজক, একসঙ্গে কয়েকটা মাছি শরীরে বসলে মাঝে মাঝে দ্বিধায় পড়ে যেতে হয় কোন্ জায়গায় আগে চুলকাব—এমন পরিস্থিতিতে পড়েছ কখনও? চুলকাচ্ছে দশ জায়গায়, কিন্তু তোমার আছে মাত্র দুটো হাত!

আমার অবস্থাও তখন ঠিক তেমনি। হয়তো টের পেলাম রানশের দক্ষিণ দিক দিয়ে আমার গরু চুরি করে পালাচ্ছে একদল লোক, ছুটে গেলাম সেখানে, আর ঠিক তখনই আরেক দল গরু চুরি শুরু করল উত্তরে। কখনও গরু চুরি করছে বিদ্রোহীরা, কখনও বা শহরের সৈন্যরা। লোকগুলোকে খুব লোভী বলতে পারব না। এখানে দুটো তো ওখানে চারটে করে গরু সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তারা। তবে যাজক, ঠিক মত পানি সেঁচতে পারলে চায়ের কাপ দিয়েও কুয়ো খালি করে ফেলা যায়।

গোটা ব্যাপারটা একটা চূড়ান্ত রূপ নিল ভাগ্যক্রমে। যাকে বলে দুর্ভাগ্যক্রমে। গরুর ডাক শুনে একদিন গিয়ে দেখি কয়েকজন বিদ্রোহী দশ-পনেরোটা গরু সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। নিচ্ছে গাভী, বাচ্চাগুলোকে ফেলে যাচ্ছে যেন তাড়াতাড়ি পথ চলতে পারে। কাজটা মোটেই সহজ নয়। নিতান্ত বাধ্য করা না হলে মা গরু কখনোই বাছুরকে পেছনে ফেলে যেতে চায় না।

কী করব বুঝতে পারলাম না। আমি একা। লোকগুলো দলে অনেক ভারী। কিন্তু তখন এতো রেগে গেছি যে তাদের সামনে গিয়ে উপস্থিত হতে দ্বিধা করলাম না। তবে অতো রাগিনি যে বোকামি করব। অস্ত্র বের করলাম না। আমার দিকে তাদের অস্ত্র তাক করে ধরল দু'তিনজন। দলে মোট সাতজন আছে তারা, কিন্তু গরু নিচ্ছে অল্প কয়েকটা।

দলের নেতা কে বুঝে নিয়ে খুব নরম গলায় তাকে জানালাম, আমি তাকে র‍্যাটল স্নেক আর কয়োটির মাঝামাঝি একটা প্রাণী বলে মনে করি। আরও বললাম, সে একটা নীচ চোর ছাড়া আর কিছু নয়। লোকটা ছিল জ্বলজ্বলে চোখের মাঝারী আকৃতির লোক। ফিলিপ রিয়োসের সমানই হবে বয়স আর দৈর্ঘ্যে। তখন তখন ভাবিনি, তবে পরে মনে হয়েছে, ফিলিপ আর সে আত্মীয়ও হতে পারে। লোকটা চুপচাপ বসে থেকে আমার কথাগুলো শুনল। শুনতে শুনতে তার চোখ দুটো আরও উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠল। কথা বলতে বলতে আমার দম ফুরিয়ে যেতেই মুখ খুলল সে।

'এই গরুগুলো মেক্সিকোর। তুমি গ্রিংগো। মেক্সিকোতে এসে গরুর মালিকানা দাবি করো কোন্ অধিকারে?'

'টাকা দিয়ে ওগুলো কিনেছি আমি,' জানালাম। যথেষ্ট জোর থাকল গলায়। আমি সবসময় দেখেছি, টাকার পরিমাণ যদি যথেষ্ট হয় তা হলে আইন সবসময় নীরব থাকে।

'কোনও সন্দেহ নেই চুরি করা টাকা,' মন্তব্য করল লোকটা। 'নইলে গরীব

মেক্সিকানদের রক্ত পানি করা উপার্জন থেকে কেড়ে নেওয়া টাকা। মেক্সিকানদের ক্রীতদাস বানানোর মাধ্যমে পাওয়া টাকা।'

জীবনে আমি কখনও কাউকে ক্রীতদাস রাখিনি। সে-কথাই তাকে জানালাম। কিন্তু, যাজক, চরমপন্থীদের যুক্তির কথা বলে কোনও লাভ হয় না। তোমার তো জানা থাকার কথা, বেশিরভাগ চরমপন্থীই আসলে ব্যবসা চালায় ধর্মকে পুঁজি করে। নিজেদের কথা ছাড়া আর কারও কথা তারা কানেও নেয় না। আর নিজেদের কথাকেই মনে করে স্রষ্টার কথা।

সে যা-ই হোক, সে স্বর্গ-নরক, গরীবের প্রতি ধনীদের নিপীড়ন নিয়ে বেশ দীর্ঘ একটা বক্তৃতা দিল। পরে যখন ভেবেছি, হাসিই এসেছে আমার। লোকটা আমাকে ধনী মনে করেছিল! তবে এটা ঠিক, যে-লোকের একটা ছেঁড়া তাপ্পিমারা শার্ট আছে তার তুলনায় যার শার্ট নেই সে গরীব!

ভাবলাম লোকটা যখন ধর্ম নিয়ে কথা বলছে তখন ধর্মীয় পুস্তকে কী লেখা আছে তা নিয়ে আমিও কিছু কথা বলি। জানিয়ে দিলাম, 'দাউ শ্যাল্ট নট স্টিল।' লোকটার চেহারা দেখে মনে হলো আমি তাকে প্রতি-আক্রমণ করেছি। ধনী গ্রিংগোর কাছ থেকে কিছু নেওয়াটাকে সে চুরি হিসেবে দেখতে নারাজ। বিশেষ করে ধনী গ্রিংগোর গরুগুলো যখন গরীবের খাদ্য হবে, আর শক্তি যোগাবে বিদ্রোহীদের।

অদ্ভুত এক পরিস্থিতি সৃষ্টি হলো। লোকটাকে আমি বোঝাতেও পারছি না, আবার গুলি করলেও নিজে খুন হয়ে যাব। গরু নিয়ে তাদের চলে যেতে দিতে পারি, কিন্তু সেটা আমার নীতিবিরুদ্ধ। কাজেই আমি তাদের বোঝাতে লাগলাম, আর তারা আমার গরু নিয়ে সরে যেতে শুরু করল। বুঝতে পারলাম, সময় নষ্ট করছি। ঘোড়ার গায়ে-বসা মাছির মত আমাকে অবজ্ঞা করছিল লোকগুলো।

একটু পরই বুঝলাম এদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বেশি দেরি করে ফেলেছি। হঠাৎ তুমুল গোলাগুলি শুরু হলো। কয়েকটা ঘোড়া সঙ্গে সঙ্গে আহত হয়ে পড়ে গেল। প্রথমে ভেবেছিলাম আমার ভ্যাকুয়েরোরা এসেছে সাহায্য করতে, ইউনিফর্ম চোখে পড়তে ভুল ভাঙল। সৈন্যরা এসে হামলা করেছে গরুচোর বিদ্রোহীদের ওপর।

তারা নিখুঁত লক্ষ্যে গুলি করছিল তা বলতে পারছি না। বেশিরভাগ বিদ্রোহীই পালিয়ে যেতে পারল। তারা এমন ভাবে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল যে দেখে মনে হলো এই মাত্র বিয়ে করা বউয়ের কাছে যাচ্ছে। আমি বুঝলাম, আমারও বাড়ির দিকে রওনা হয়ে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে। কিন্তু বেশিদূর যেতে পারলাম না। সৈন্যদের একজনের গুলি দুর্ভাগ্যক্রমে আমার টেনেসির ধূসর ঘোড়াটার মাথায় লাগল। বেকুব ক্যাপ্টেনের ঘোড়াটা সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল। ধড়াস করে পড়লাম আমি মাটিতে। মুখে একগাদা ধুলো ঢুকে গেল। শ্বাস নিতে কষ্ট হলো খুব।

যতোক্ষণে উঠে দাঁড়াতে পারলাম, ততোক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। একদল সৈন্য গতবারের মতই আমাকে ঘিরে ধরল।

এবার তাদের সঙ্গে ক্যাপ্টেন হার্নান্দেজ ছিল না। একারণে মনটা খানিক ভাল হলো। কিন্তু তার সার্জেন্ট ছিল। যে-লোকটার আঙুল রিভলভারের ট্রিগারে বারবার চাপ দেয়। চিন্তা করে দেখলাম, এই পরিস্থিতিতে যতোটা পারা যায় ভাল সাজা দরকার। গরুচোর বিদ্রোহীদের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করার জন্য সার্জেন্টকে ধন্যবাদ দিলাম।

আমার একটা কথাও বিশ্বাস করল না লোকটা।

সৈন্যদের একজন তার রাইফেলের নল দিয়ে আমার পাঁজরে খোঁচা দিল। সার্জেন্ট আমাকে কাছে আসতে ইঙ্গিত করল। ততোক্ষণে সার্চ করে আমার সিক্সগানটা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার আমার অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হলো। মনে হলো আর্মি শুধু আমার গরু খেয়েই ক্ষান্ত হবে না, আমার অস্ত্র দিয়ে নিজেদের সজ্জিত করতেও তারা বদ্ধপরিকর। একজন সৈন্য আমার পকেট ঘড়িটা নিয়ে নিল, যেটাতে মিলার ছবি আছে। আমি আবার ওটা কেড়ে নিতে গেলাম। ফলে আমার মাথায় ওরা রিভলভারের বাঁট দিয়ে বাড়ি মারল। মাথার এক পাশ ফেটে গেল। মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম। আবার এক দফা ধুলো খেতে হলো।

চোখ মেলে দেখি ঘড়িটা সার্জেন্টের কাছে চলে গেছে। লোকটা মিষ্টি বাজনা শুনছে ওটা খুলে, আর দেখছে মিলার ছবি। মিলাকে নিয়ে এমন কিছু মন্তব্য করল যে উপায় থাকলে লোকটাকে আমি তখনই খুন করতাম। এক হাতে মুখের পাশ দিয়ে নামা গরম রক্ত মুছে চেয়ে থাকলাম। মাথার ব্যথায় মনে হলো অন্ধ হয়ে যাব।

'কুকুরের বাচ্চা বিদ্রোহীদের সঙ্গে এবার তোমাকে হাতেনাতে ধরেছি,' বলল সার্জেন্ট।

বিদ্রোহীদের নেতাকে বোঝাতে গিয়ে আমার সব যুক্তিই ব্যবহার করেছি, এখন মনে হলো সার্জেন্টকে বলার মত কিছুই নেই আমার। হাল ছেড়ে দিয়েছি। ভাবলাম, এখনই আমাকে এখানে গুলি করে মেরে ফেলে রেখে যাবে। বসে থাকলাম তবুও, করার কিছু নেই। মাথায় এতো ব্যথা যে মনে হচ্ছিল মেরে ফেললে সেটা দয়া করা হবে। কিন্তু দয়া সার্জেন্টের মনে স্থান পেল না।

'এল্ কাপিতান খুব খুশি হবে তোমাকে দেখলে, গ্রিংগো,' বলল সে। 'বিশেষ করে আমি যখন তাকে বলব কাদের সঙ্গে তুমি ঘোরাফেরা করো।'

যাজক, তুমি তো বোধহয় জীবনে কখনও মাথায় রিভলবারের বাঁটের বাড়ি খাওনি? চিন্তা করার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় ওরকম আঘাতে। ঘোড়ায় ওঠাই তখন একটা বিরাট কষ্টসাধ্য ব্যাপার। আমার ঘোড়াটা মারা গেছে, কিন্তু এক মৃত বিদ্রোহীর ঘোড়া এনে হাজির করল সৈন্যরা। ওটা কোন্ রঙের ছিল মনে করতে

পারব না। একবার ওটার পিঠ থেকে পড়ে গেলাম। সার্জেন্ট একটা দড়ি আমার গলায় বাঁধল। দড়ির আরেক মাথা বাঁধা থাকল স্যাডলহর্নের সঙ্গে। সার্জেন্ট বলে দিল, পরেরবার পড়ে গেলে ফাঁস লেগে মরব আমি। কথা শুনে শরীরে খানিকটা শক্তি পেলাম।

শহরে পৌঁছুতে পৌঁছুতে সন্ধে হয়ে গেল। ক্যান্টিনাগুলোতে বেহালা আর গিটার বাজছিল, কিন্তু বাজনার শব্দ আমার মনে কোনও আনন্দানুভূতি জাগাতে ব্যর্থ হলো। আমাকে হেঁচড়ে নিয়ে কাঠের কয়েকটা বড় বড় দরজা পেরিয়ে একটা উঠানে আনল সৈন্যরা। সেখান থেকে আমাকে নেওয়া হলো একটা সেলে। সেলের দরজাটা এতো পুরু যে ওটার ওজন অন্তত পাঁচ শ' পাউণ্ড হবে। আমাকে ভেতরে ঠেলে ফেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে তালা মেরে দেওয়া হলো।

চুপচাপ পড়ে রইলাম মেঝেতে। মনে মনে আশা করলাম মাথার ব্যথাটা কমবে। কমল না। ঘরের ভেতর এতো অন্ধকার যে কিছু দেখার উপায় নেই। জানি না আরও কেউ ঘরে আছে কি না। জিজ্ঞেস করলাম। কোনও জবাব পেলাম না। বুঝলাম, আমি একাই আছি। হাতড়ে হাতড়ে একটা ছাগলের চামড়া পেলাম। ওটাই বিছানা। আমার তখন যা অবস্থা তাতে ময়ূরের পেখমের বিছানা হলেও কোনও লাভ হতো না। এ-কথা বলতে পারছি না যে আমি ভাল ঘুমাতে পারলাম। মাথাটা ছিঁড়ে পড়তে চাইছে। আরও টের পেলাম, নিজেকে যতোটা একা ভেবেছিলাম এ-ঘরে ততোটা একা আমি নই। ঘরে অসংখ্য ইঁদুর, তেলাপোকা আর ছারপোকাও আছে। জায়গাটা বোধহয় তাদের পছন্দ, নইলে বেরিয়ে যেত আগেই। বিশেষ করে ছারপোকারা সবাই আমার সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক গড়তে খুব উৎসাহী।

ঘরে একটা জানালাও নেই, কিন্তু পরদিন ভোরে ওই পুরু দরজার কোনা দিয়ে দিনের আলো চুইয়ে চুইয়ে ভেতরে ঢুকতে দেখলাম। সেলের দেয়ালগুলো অ্যাডোবির তৈরি। বুঝলাম, যদি হাতে পর্যাপ্ত সময় থাকে আর চোখা কিছু জোগাড় করতে পারি, তা হলে অ্যাডোবি চেঁছে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারব আমি। কিন্তু তাতে যে-সময় লাগবে তা আমি পাব না। এধরনের অ্যাডোবি দেয়াল সাধারণত তিনফুট চওড়া হয়। তা ছাড়া বেরোতে পারলেও হয়তো দেখা যাবে একই রকম আরেকটা সেলের ভেতর ঢুকে পড়েছি।

মনে হলো না সৈন্যদের কারও মাথাব্যথা আছে আমার নাস্তার বিষয়ে। কেউ নাস্তা নিয়ে এলো না। তবে মাথার ব্যথা পেটের খিদের চেয়ে অনেক বেশি কষ্ট দিচ্ছিল আমাকে। ভেতরে আসা আলোর দিকে চেয়ে চুপ করে শুয়ে থাকলাম। অনেকক্ষণ পর বাইরে পায়ের আওয়াজ পেলাম। বল্টু খুলছে কেউ। দরজাটা খুলে যেতেই উজ্জ্বল আলোয় চোখে অন্ধকার দেখলাম। মিনিট খানেক লাগল চোখ সইয়ে নিতে। দেখলাম, দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে সেই সার্জেন্ট। তার হাতে একটা

ভয়াল দর্শন কালো চাবুক। ঠিক তার পেছনেই দাঁড়ানো এল্ কাপিতান হার্নান্দেজ।

'সেনিয়র চেয,' তৃপ্ত স্বরে বলল ক্যাপ্টেন হার্নান্দেজ। 'আশা করি ভাল ঘুমিয়েছ।'

আমার ঘুম হলো কী হলো না সেটা নিয়ে তার যে কোনও মাথাব্যথা নেই সেটা আমি জানি। দুঃখিত, যাজক, কিন্তু প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে আমি তাকে জানালাম কী ধরনের জানোয়ারের বাচ্চা বলে তাকে আমি মনে করি। সার্জেন্ট তার হাতের চাবুক দিয়ে আমাকে খানিকটা ভদ্রতা শিক্ষা দিল।

জীবনে প্রথম কেউ আমাকে চাবুক মারল। অবশ্য আমার বাবা মাঝেমধ্যে ছোটবেলায় পাছায় ছড়ি দিয়ে বাড়ি দিত। কিন্তু এটা কোনও ছড়ি নয়। এটা এরিনার মধ্যে ষাঁড়কে ঢুকতে বাধ্য করা ব্ল্যাকস্নেক চাবুক। প্রতিটা আঘাতে মনে হলো দোজখ দেখছি। গড়িয়ে সরে যেতে চাইলাম। মাথা ঠুকে গেল শক্ত মেঝেতে। আরেকটু হলেই জ্ঞান হারাতাম।

'যথেষ্ট সার্জেন্ট,' এক সময় বলল ক্যাপ্টেন, 'আমার ধারণা ও তোমার বক্তব্য বুঝতে পেরেছে।'

দু'জনের বক্তব্যই আমি বুঝতে পারছিলাম। মনে হলো আর কখনোই এই সেল থেকে বের হওয়া হবে না আমার।

'তা হলে এবার তুমি বিদ্রোহীদের সাহায্য করার সময় ধরা পড়লে, সেনিয়র চেয,' বলল ক্যাপ্টেন। 'ভালই। ওদের জন্যে গরু দিচ্ছিলে শুনলাম।'

আমি ভাবলাম একবার অন্তত কিছু বলা উচিত আমার। বললাম, 'গরুচুরির সময় ওদের ধরেছিলাম আমি। থামাতে চেষ্টা করছিলাম।' না বললেও চলত। স্রেফ কষ্ট করে কথাগুলো বলে সময় নষ্ট করলাম।

ক্যাপ্টেন বলল, 'তা হলে তাদের কয়েকজন অন্তত মারা পড়ল না কেন? অথবা তুমি মরলে না কেন, সেনিয়র চেয? তুমি যদি সত্যি তাদের ঠেকাতে চেষ্টা করতে, তা হলে বিদ্রোহীদের একজন হলেও মারা যেত, বদলে ওরাও তোমাকে খুন করত। তা হলো না কেন? তুমি মিথ্যে বলছ, গ্রিংগো। সার্জেন্ট, তুমি একটু দেখিয়ে দাও যেসব গ্রিংগো মিথ্যে বলে তাদের আমরা কী করি।'

কুঁকড়ে পড়ে থেকে চাবুকের বাড়ি সহ্য করা ছাড়া আমার আর কিছু করার রইল না। ভাবতে লাগলাম, সুযোগ পেলে কীভাবে ক্যাপ্টেন আর সার্জেন্টকে আমি ধীরে ধীরে কষ্ট দিয়ে খুন করতে পারি। তোমার পেশার প্রতি পূর্ণ সম্মান রেখেই বলছি, যাজক, যারা বলে ঘৃণা করা অর্থহীন, তারা কিছু না জেনেই ওসব কথা বলে থাকে। তারা জানেই না উপযুক্ত পরিবেশে ঘৃণা করতে কতো ভাল লাগে। আমি এমনও ঘটনা জানি, যখন একমাত্র ঘৃণাই মানুষকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

সার্জেন্ট একসময় চাবুক চালানো থামাল। হার্নান্দেজ বলল, 'তুমি কি অপরাধ

স্বীকার করতে তৈরি?'

জবাবে তাকে মনমত বাছা বাছা কয়েকটা গালি দিলাম। সার্জেন্ট আবারও চাবুক চালানো শুরু করল। কিছুক্ষণ পর চলে গেল লোকটা, সেলের ভেতর শুধু আমি আর ক্যাপ্টেন রইলাম। আমার মাথায় চিন্তা এলো, সৈন্যরা আমাকে শেষ করে দেওয়ার আগেই কীভাবে ক্যাপ্টেনকে খুন করে ফেলা যায়। বুঝলাম, এসব ভেবে কোনও লাভ নেই। ততোক্ষণে আমি এতো দুর্বল হয়ে পড়েছি যে ঘুসি দিয়ে ক্যাপ্টেনের নাক থেকে রক্তও বের করতে পারব না। লোকটা বোধহয় আমার মনের কথা বুঝতে পারল। শাসিয়ে দিয়ে বলল, এক স্কোয়াড সৈন্য সে দরজার বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছে। আমি তেড়িবেড়ি করলে তারা আমাকে পিটিয়ে তক্তা বানাবে।

'আমি তোমার জন্যে সত্যিই দুঃখিত,' বলল হার্নান্দেজ। 'আমি ভেবেছিলাম তোমার অংশীদার হবো।'

'জাহান্নামে যাও,' জবাব দিলাম আমি।

এ-কথায় এ-দফা তার মধ্যে তেমন কোনও প্রতিক্রিয়া দেখলাম না। আমি তখন এতো দুর্বল যে মরে যদি যাই সে-ভয়ে আমাকে আর মারধর করতে বোধহয় সাহস পেল না। বলল, 'এখন আর আমাদের পার্টনার হওয়ার উপায় নেই। আমি তোমার কাছ থেকে রানশটা কিনে নিচ্ছি।'

কেনার কথা শুনে খানিক অবাক হলাম। আমার ধারণা ছিল সে ইচ্ছে করলেই কেড়ে নিতে পারে।

আমি তাকে বললাম, রানশ বিক্রি করার কোনও ইচ্ছে নেই আমার। ক্যাপ্টেন জানাল, বিক্রি আমি ঠিকই করব, প্রশ্ন হচ্ছে কখন। জিজ্ঞেস করল, আমি ক্ষুধার্ত কি না। বললাম, হ্যাঁ। ক্যাপ্টেন বলল, ব্যাপারটা খুব দুঃখজনক হয়ে গেল। রানশ বিক্রি করতে রাজি না হওয়া পর্যন্ত আমি খাওয়া পাব না।

ইঁদুর, তেলাপোকা আর ছারপোকাদের মধ্যে আমাকে ফেলে চলে গেল ক্যাপ্টেন। দরজাটার বল্টু বন্ধ হওয়ার শব্দটা আমার কানে বজ্রপাতের মত লাগল। সারাদিন বাইরে সৈন্যদের পায়ের আওয়াজ পেলাম, কিন্তু দরজাটা আর খোলা হলো না। আস্তে আস্তে দরজার ফাঁক দিয়ে দিনের আলো মিলিয়ে গেল। বুঝলাম, আবার রাত নেমেছে। ছাগলের চামড়াটা আগের চেয়ে আরামদায়ক ঠেকল। ঘুমিয়ে পড়লাম। মাথার ব্যথাটা ততোক্ষণে ছেড়ে গিয়েছে বটে, তবে পেটে জ্বলছে খিদের আগুন। একদল ডেপুটি শেরিফের মুখোমুখি হওয়ার চেয়ে পেটের খিদে অনেক বেশি ঝামেলা করে।

একসময় আবার দরজার ফাঁক দিয়ে আলোর রেখা দেখা দিল। সকাল হলো আবার। অপেক্ষায় থাকলাম কেউ আসবে, কিন্তু এলো না কেউ। পেট চিমসে হয়ে গেছে বলে কষে বেল্টটা বাঁধলাম। লোকে বলে তাতে খিদে মোকাবিলা করতে

সুবিধে হয়, কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি, যাজক, ওতে কোনও লাভই হয় না।

দুপুরের দিকে দরজার বল্টু খোলার আওয়াজ পেলাম। দিনের আলো থেকে বাঁচার জন্যে চোখ বুজে ফেললাম। ভেতরে ঢুকল ক্যাপ্টেন আর তার সার্জেন্ট। সার্জেন্টের হাতে সেই কালো চাবুক। আগেরবারের চাবুকের চুমুতে আমার পিঠ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। জ্বলছিল জায়গাগুলো। চাবুকটার দিকে চেয়ে ভেতরে ভেতরে শিউরে উঠলাম।

হার্নান্দেজের হাতে কয়েকটা কাগজ দেখলাম। বলল, 'আমি এক উকিলের কাছে গিয়েছিলাম। সে কাগজগুলো তৈরি করে দিয়েছে।' আমার হাতে কাগজগুলো দিল হার্নান্দেজ। হাতের লেখাটা সুন্দর ছিল। তলায় একটা সীল মারা। মেক্সিকান ভাষায় লেখা। আমি স্প্যানিশ বলতে পারি, কেউ বললে বুঝতেও পারি, কিন্তু লেখা তেমন একটা পড়তে পারি না। কাগজগুলো ফেরত দিয়ে ক্যাপ্টেনকে বললাম ওতে কী লেখা আছে আমি বুঝিনি। সে বলল, ওগুলো র‍্যানশ বিক্রির চুক্তিপত্র। পকেট থেকে ছোট্ট একটা থলে বের করল সে। ঝাঁকাতেই ঝনঝন আওয়াজ পেলাম।

'সোনা,' বলল হার্নান্দেজ। 'চুক্তিতে সই করলেই এই সোনা দিয়ে তোমাকে মুক্তি দেওয়া হবে।'

কয়েক সেকেণ্ডের জন্য লোভ হলো। জিজ্ঞেস করলাম, 'খাওয়া পাওয়া যাবে?'

'সই করলেই,' জানাল ক্যাপ্টেন।

আমার জানার কোনও উপায় নেই ওই থলেতে কতো টাকার সোনা আছে। সম্ভবত ওবি জ্যাকবকে আমি যা দিয়েছিলাম তার পাঁচ ভাগ টাকাও ওতে নেই। কিন্তু সেসময় যে করে হোক, মুক্তির কথা চিন্তা করছিলাম আমি। আমি রাজি হয়ে যাচ্ছিলাম, এমন সময় আমার মাথায় অন্য একটা চিন্তা এলো। হঠাৎ বুঝলাম, ওই কাগজে যদি সই করি, আমাকে নিয়ে যা খুশি করতে পারবে লোকটা। আমাকে খুন করে সোনাগুলো পকেটে পুরে ফেললেও কিছুই হবে না।

মোট কথা, চুক্তিতে সই করা মাত্র আমি একটা লাশ।

ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বলার মানুষ আমি নই। সরাসরি ক্যাপ্টেনকে জানিয়ে দিলাম আমি কী ভাবছি। তার মনে কী আছে সেটা জেনে ফেলেছি বুঝে সাংঘাতিক খেপে গেল লোকটা, সার্জেন্টকে কড়া সুরে নির্দেশ দিয়ে গটগট করে বেরিয়ে চলে গেল। সার্জেন্ট তার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই চাবুকের কামড়ে খিদের জ্বালা নিয়ে চিন্তা করার অবকাশ আর থাকল না আমার।

এক সময় ক্লান্ত হয়ে বিদায় নিল লোকটা। সেদিন আর কেউ এলো না। সারা দিন কুঁজো হয়ে ছাগলের চামড়ার ওপর বসে চিন্তা করলাম আমি। দু'দিনের বেশি হলো কিছু খেতে না দিয়ে আমাকে আটকে রাখা হয়েছে। তা ছাড়া, যাজক,

তোমার কোনও ধারণাই নেই ওরকম ছোট একটা সেলের ভেতর প্রাকৃতিক কাজ সারতে হলে পরে কীরকম ভয়াবহ গন্ধ হতে পারে। সত্যি বলছি, মনটাই দমে গিয়েছিল আমার।

মেক্সিকোর আইন অনুযায়ী কী হবে আমি জানি না, তবে এটা জানি, আমেরিকান আইন অনুযায়ী পুরো রানশ আমি বিক্রি করার অধিকার রাখি না। শুধু নিজের অংশটাই আমি বিক্রি করতে পারব। বিধবা ঠিক কতোটা অংশের মালিক তা নিয়ে কখনোই ভাবিনি। হয়তো দশ ভাগ বা এরকম কিছু হবে। মহিলার স্বামী স্বজাতির চোখে অংশীদার হতে যতোটা ওবি জ্যাকবের কাছ থেকে পেয়েছিল, ততোটাই এখন মহিলার। পুরো ব্যাপারটাই আনুষ্ঠানিকতা। আর আনুষ্ঠানিকতা আমি অতো বুঝি না।

একটা ব্যাপার আমার মাথায় ঢুকল না। আমার সই যদি অতোই দরকার হয়, তা হলে সই জাল করে নিলেই তো চলে। সেটা ক্যাপ্টেন করছে না কেন? তা হলেই তো আমাকে গুলি করে মেরে শকুনে খাওয়ার জন্যে ফেলে দিতে পারে। পুনর্জীবন লাভ করে আমি তো আর প্রতিবাদ জানাতে পারব না! বুঝলাম না ব্যাপারটা। তবে এটুকু বুঝলাম, এসব নিয়ে আলাপ করা ঠিক হবে না। হয়তো চিন্তাটা ব্যাটাদের মাথায় আসেনি।

একসময় বুঝলাম, দেরিতে হলেও হার্নান্দেজ আমার সই ঠিকই পাবে। তবে যতো দেরি করব ততোই আরেকটা সূর্যোদয় দেখার সম্ভাবনা বাড়বে আমার। মৃত্যুর এতোটা কাছে গেলে তখন বোঝা যায়, ছোট্ট জেলখানার ভেতর দুর্গন্ধময় পরিবেশের মাঝে বেঁচে থাকাও মরে যাওয়ার চেয়ে ভাল।

পরদিন ওরা দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করল না আসতে। দুপুরের আগেই হাজির হয়ে গেল হার্নান্দেজ আর সার্জেন্ট। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকল কয়েকজন সৈনিক।

সাধারণত মেক্সিকোতে কোনও সমঝোতায় আসতে হলে সবাই প্রচুর সময় নেয়। চুক্তির ব্যাপারে কথা বলা ছাড়া আর সব ব্যাপারেই তাদের গল্পগুজব আলাপ আলোচনা চলতে থাকে। কথা হয় আলসে একটা ভঙ্গিতে। ভাবটা এমন, যেন হঠাৎ করে কথাটা মনে পড়েছে। ব্যাপারটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়।

কিন্তু হার্নান্দেজ একদম ব্যতিক্রম। ভেতরে ঢুকেই সে বলল, 'এখন সই করতে রাজি?'

'থলেতে সোনা কতোটা আছে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

আমাকে সে জানিয়ে দিল, যা আছে তা আমার প্রাপ্যের চেয়ে যথেষ্টরও বেশি। আমি বললাম, 'আরও চাই আমার। আরও অনেক বেশি চাই।'

সার্জেন্ট চাবুক হাতে আগে বাড়ল, কিন্তু হার্নান্দেজ বলল, 'ঠিক আছে, পেতে পারো। আরও অনেক পেতে পারো তুমি।'

আমি বললাম, 'থলেটা সোনার কয়েনে পুরোটা ভরে দেবে।'

ঠিক আছে, কথা না বাড়িয়ে জানিয়ে দিল হার্নান্দেজ। ঠিক তখন আমি নিশ্চিত হলাম; আমার সন্দেহই ঠিক। যা চাইব তা-ই সে দেবে। দেবে, কারণ, তার খানিক পরেই আমার লাশ থেকে টাকাগুলো সে উদ্ধার করে নেবে। ঠিক জেসি অর্ডওয়ের মতই ভাবছে লোকটা। এমন একটা চুক্তিতে আসতে চাইছে যে-চুক্তিতে তার হারার কোনও সম্ভাবনাই নেই।

চুক্তিপত্র আমার দিকে বাড়িয়ে দিল হার্নান্দেজ।

খিদেয় এতো দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম যে আমার হাত থরথর করে কাঁপছিল। ক্যাপ্টেনকে বললাম, শরীরের এরকম অবস্থায় আমি সই করতে পারব না, কিছু পেটে না দিলে সই করার শক্তিই পাচ্ছি না। আরও জানালাম, এখানে এই দুর্গন্ধের মধ্যে খেতে পারব না, বমি হয়ে যাবে।

হার্নান্দেজ ভাবল আমি কাবু হয়ে গেছি, কাজেই হঠাৎ করে অত্যন্ত সদয় হয়ে উঠল সে। বলল, আমি যেন তার সঙ্গে তার কোয়ার্টারে যাই। সেখানে সে আমার জন্যে খাবারের ব্যবস্থা করবে। আমার হাত ধরে জেলের খুপরি থেকে বের করে আনল সে। তখন তখনই আমি ঠিক করে ফেললাম, আর আমি ওই খুপরির ভেতরে ঢুকছি না। আমার হাতে এখনও কয়েকটা ভাল তাস আছে। তাসগুলো আমি সময় বুঝে একে একে খেলব, যতোটা সতর্কতার সঙ্গে আমার পক্ষে খেলা সম্ভব।

শুয়ে বা বসে দু'তিনটে দিন কেটেছে, ফলে হাঁটা খুব কষ্টকর ঠেকল প্রথমদিকে। কষ্টেসৃষ্টে পৌঁছে গেলাম ক্যাপ্টেনের কোয়ার্টারে।

সন্দেহ নেই অন্য কয়েদীরা আমার মত রাজকীয় খাওয়া পায় না। তবে এটাও ঠিক, তাদের কাছ থেকে এতোটা পাওয়ার আশাও করে না ক্যাপ্টেন হার্নান্দেজ। টরটিলা, ডিম, ক্যাব্রিটো আর কালো কফি দেওয়া হলো আমাকে। পেট পুরে খেলাম। একটু বেশিই খেলাম। যখন গলা পর্যন্ত উঠে আসার অবস্থা হলো, তখন থামলাম। খাওয়া শেষ হতেই হাজির হলো টেকিলার বোতল। দীর্ঘ চুমুক দিলাম আমি। মদটা ভাল ছিল। ক্যাপ্টেন হিসেবে পিওন আর শাস্তিপ্রাপ্ত সৈনিকদের চেয়ে ভাল জিনিসই পেত হার্নান্দেজ।

ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে একটা ব্যাপারে আমি সবসময় একমত: যখন তুমি খাওয়া পাও, খাও! পরেরবার কখন খাবার পাবে তার কোনও ঠিকঠিকানা নেই।

খাওয়া শেষে টেবিল পরিষ্কার করল সুন্দরী কয়েকজন তরুণী। একজনের পশ্চাদ্দেশে দুটো চাপড় দিল ক্যাপ্টেন। বুঝলাম, মনটা খুশি-খুশি হয়ে আছে তার। নিজেও সামান্য টেকিলা টানল। এবার টেবিলের ওপর চুক্তিনামা বের করে রাখল সে। 'তোমার হাত কাঁপা বন্ধ হয়েছে? এবার সই করতে পারবে তো?'

আমি একটা তাস ঠিক মত খেলে পেটটা ভরিয়েছি, এবার আরেকটা তাস খেললাম। 'সই তো করবোই। তার আগে, ক্যাপ্টেন, তুমি কথা দিয়েছ থলেটা

সোনার কয়েনে ভরে দেবে।'

খাটের পাশে চলে গেল লোকটা, হাঁটু মুড়ে বসে একটা প্যাডলক লাগানো স্টিলের বাক্স টেনে বের করল। ওটার ওপরে টেক্সাসের একটা ব্যাঙ্কের নাম লেখা ছিল। জিনিসটা কীভাবে তার হাতে এসেছে সেটা বুঝতে দেরি হলো না। বাক্সটা খুলে একটা ক্যানভাসের ব্যাগ থেকে আরও কিছু কয়েনভরা থলে বের করল সে। সোনার কয়েন দেখেই আমার স্বভাবজাত উচ্চাকাঙ্ক্ষা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। আমি বললাম, 'ঠিক আছে, বের করতে হবে না, পুরো ব্যাগটাই আমার চাই।'

হার্নান্দেজ আমাকে বলল লোভ করতে হয় না। লোভ করা পাপ। আমি চিন্তা করে দেখলাম, হার্নান্দেজ কোনও যাজক নয়। ওর কথায় কান না দিলেও পাপ হবে না। দু'চার কথার পর শেষ পর্যন্ত ক্যানভাসের ব্যাগটা সে টেবিলের ওপর উপুড় করল। চমৎকার ঝনঝন আওয়াজ কানে এলো আমার। সোনা-রুপোর কয়েনের টুংটাং বাজনা সবসময়ই আমার কানে মধুর লাগে।

'এবার সই করো,' তাগাদা দিল সে।

একটা একটা করে থলে তুললাম আমি টেবিল থেকে, তারপর তুললাম ক্যানভাসের ব্যাগটা। জানার কোনও উপায় ছিল না ভেতরে ঠিক কতো টাকা আছে, তবু ব্যাগটা হাতে পেয়ে ভাল লাগল। আমার চেহারা থেকে ভাল লাগার ব্যাপারটা টের পেল হার্নান্দেজ, মনে করল আমাকে বড়শিতে গেঁথে ফেলেছে। আমার দিকে চুক্তিনামা এগিয়ে দিল সে।

আমি বললাম, 'ক্যাপিতান, বুঝতে পারছি আমি সই করে দিলেই আমার কাছে তোমার আর কোনও চাওয়া থাকবে না। তখন আমাকে তুমি খুনও করতে পারো। সোনাগুলো তো ফেরত পাবেই, রানশটাও তোমার হয়ে যাবে। তেমনটা হোক তা আমি চাই না।'

কথাটা শুনেই চাবুক বাগিয়ে এগিয়ে এলো সার্জেন্ট। এক মুহূর্তের জন্যে মনে হলো ক্যাপ্টেন তাকে চাবুক চালাতে দেবে। লোকটার চেহারা পুরোনো জুতোর চামড়ার মত কালো হয়ে গিয়েছিল। সার্জেন্ট আর সে ঘরের কোনায় গিয়ে ফিসফিস করে আলাপ করতে শুরু করল। একটু পরই ফিরল ক্যাপ্টেন, কড়া গলায় বলল, 'ঠিক করে বলো কী চাও তুমি!'

সিক্সগানটা বের করে ওটার নল আমার চোয়ালে ঠেসে ধরল সে। দাঁতে দাঁত পিষে বলল, 'গ্রিংগো, বাইরে নিয়ে তোমাকে খুন করতে হবে না আমার। ইচ্ছে করলে এই এখানেই তোমাকে শেষ করে দিতে পারি।'

কথাটা তার বলার দরকার ছিল না, আমি আগেই জানতাম। আমি বললাম, 'সেজন্যেই আমি নিরাপদ কোথাও যেতে চাই সই করার আগে। ধরো নদীর ধারে গিয়ে সই করা যাক।'

আমাকে বিশ্বাসঘাতক বলল ক্যাপ্টেন। অভিশাপ দিল মিথ্যে কথায় তাকে

পাটিয়ো তার খাবার আর টেকিলা খেয়েছি বলে। আমি নরম হলাম না। জানি এখন সই করলে দশ মিনিটের ভেতর লাশ হয়ে যাব।

ঘরের কোনায় সার্জেণ্ট আর ক্যাপ্টেন আরেক দফা আলোচনা করল। এবার তাদের গলার স্বর আগের চেয়ে উঁচু ছিল। বেশিরভাগ কথাই আমি বুঝতে পারলাম। সার্জেণ্ট বলল আমাকে খতম করে দিলেই চলে। কিন্তু ক্যাপ্টেন আপত্তি করল, বলল, শয়তান ম্যাজিস্ট্রেট মানবে তেমন ভাবে কাজটা সারতে হবে। ম্যাজিস্ট্রেটের নাকি হৃদয় বলতে কিছু নেই, সেই জায়গায় আছে পাথরের টুকরো। লোকটার কোনও মেয়েমানুষ নেই, সে ঘুমায় তার আইনের বই বুকে চেপে ধরে। লোকটা যথেষ্ট বড়লোক, ঘুষের ভেতর নেই। তার চেয়েও যেটা খারাপ, সেটা হচ্ছে, লোকটা গভর্নরের আত্মীয়। আমার চেহারা চেনে সে, আমার সইও চেনে। রানশটা কেনার সময় তার সামনেই সই করেছি আমি।

ক্যাপ্টেন কোনওদিনই পোকার খেলোয়াড় হতে পারতো না। লোকটা যখন ফিরে এলো, পরিষ্কার বুঝতে পারলাম তার মনের কথা। লোকটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমি যা চাইছি সেটা দেবে। হয়তো ভেবেছে সই করার পর নদীর ধারে আমাকে খুন করে সোনা কেড়ে নিতে অসুবিধে হবে না। তবু সরাসরি সে রাজি হলো না। বলল, 'গ্রিংগো, তুমি বড় বেশি চাইছ।'

'নদীর ধার এখান থেকে বেশি দূরে না,' আমি বললাম, 'তুমি চাও রানশ, আর আমি চাই বেঁচে থাকার একটা সুযোগ।'

রাজি হলো লোকটা। আমি জানতাম রাজি হবে। হৃদয়টা তার, যদি অবশ্য থেকে থাকে, ভেঙে গেল আমার মত একজন গ্রিংগোর কাছে হার স্বীকার করতে হওয়ায়। সার্জেণ্টকে বাইরে পাঠাল সে। একটু পর ফিরল লোকটা, জানাল সব তৈরি। অফিসের বাইরে এসে দেখি ছ'জন সৈন্য ঘোড়ার পিঠে চেপে বসে আছে। আমার জন্যে যে-ঘোড়াটা দেওয়া হলো সেটার অবস্থা খুবই করুণ। সৈন্যদের ঘোড়াগুলোর একটা করে পা খোঁড়া হয়ে গেলেও ওগুলোকে পিছে ফেলতে পারব না আমি আমার ঘোড়ায় চেপে।

আমি ক্যাপ্টেনকে বললাম আরেকটা জিনিস চাই আমার, মিলার ছবিসহ ঘড়িটা। সার্জেণ্টের কাছে ছিল ওটা। লোকটার মন খারাপ হয়ে গেল ওটা দিয়ে দিতে হওয়ায়। ঘড়ির কেসটা খুলে খানিক বাজনা শুনল সে ফেরত দেওয়ার আগে। বুঝলাম, লোকটা ভয় পাচ্ছে আমাকে গুলি করে মারার সময় বুলেট লেগে ঘড়িটা চুরমার হয়ে যেতে পারে।

তখনও জানি না নদীর ধারে পৌঁছে ঠিক কী করব আমি। মনে হচ্ছিল পালাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে লোকগুলো কিছু করে বসার আগেই ঘোড়া থেকে নদীতে লাফিয়ে পড়ে পার হওয়ার চেষ্টা করা। জানি, যতোবার শ্বাস নিতে মাথা তুলব, ওরা গুলি করবে। তবে, ভরসার কথা, সৈন্যদের হাতের তাক মোটেই ভাল

নয়।

সোনাগুলো নিয়ে চিন্তায় পড়ে গেলাম। ওই বড় ক্যানভাসের ব্যাগ নিয়ে আমি সাঁতার কেটে নদী পার হতে পারব না, ডুবে যাব। অবশ্য ছোট কয়েকটা থলে কোনও অসুবিধে করবে না। আমি ক্যাপ্টেনকে বললাম, 'ভাবছিলাম, সোনাগুলো আমার কাছে থাকলেই ভাল।'

লোকটা এমন ভাবে চাইল যেন আমি পাগল। বলল, 'তুমি এখনও সই করোনি। সই করার পর সোনা পাবে।'

আমি বললাম, 'অন্তত ছোট দু'তিনটে ব্যাগ দাও। ওগুলোর ছোঁয়া পেতে চাই আমি।'

দিল ক্যাপ্টেন। হয়তো ভাবল এতে করে আমার লোভ জেগে উঠবে, চুক্তি নিয়ে আর কোনও ঝামেলা করব না আমি। ব্যাগ দুটো পকেটে পুরে ফেললাম। পালানোর জন্যে মনটা অস্থির হয়ে আছে, কিন্তু চেহারায় তার কোনও প্রকাশ ঘটতে দিলাম না। তাজা বাতাসে শ্বাস নিয়ে শরীরে শক্তি সঞ্চয় করলাম। গত তিনদিনে এই প্রথম পরিষ্কার বাতাসে প্রাণ ভরে শ্বাস নিচ্ছি।

যাওয়ার পথে গভার্নমেণ্ট হাউসের সামনে দিয়ে আমাকে নিয়ে গেল ক্যাপ্টেন। ম্যাজিস্ট্রেটকে ডাক দিয়ে দেখাল। তাকে জানাল আমরা উকিলের অফিসে যাচ্ছি। আমি ম্যাজিস্ট্রেটকেও সঙ্গে আসতে দাওয়াত দিয়ে বসলাম। সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেটের আড়ালে আমার পিঠে পিস্তল দিয়ে খোঁচা মারল সার্জেণ্ট। বাধ্য হয়ে ভদ্রতা বাদ দিলাম।

সে-সময় রিয়ো গ্র্যাণ্ডের তীরে নদীতে কোনও সেতু ছিল না। আমরা যেখানে যাব সেখানে কোনও ফেরি ছিল না। নদীর ওই জায়গাটা পঞ্চাশ গজ চওড়া। ঘোড়া নিয়ে পার হওয়া যায়। ওয়্যাগন বা কার্ট নিয়ে পার হতে চাইলে যেতে হতো বহুদূরে, সেখানে তারটানা একটা ফেরি ছিল।

কাদাটে পানির ওপারে টেক্সাসকে দেখতে পেয়ে দারুণ উৎসাহী হয়ে উঠলাম। এটা ঠিক যে আইন ওখানে আমাকে খুঁজছে, অন্তত আমার তা-ই ধারণা ছিল, কিন্তু ওদিকে চেয়ে তীরে কাউকে দেখতে পেলাম না। আমি আশাও করিনি ওপারে কেউ থাকবে, বা এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে আমি কারও কোনও সাহায্য পাব।

ক্যাপ্টেন খুব অধৈর্য হয়ে উঠল। আমার দিকে ফিরে বলল, 'এসে গেছি আমরা। আমার কথা রেখেছি। এবার…'

আমি সামনে সামনে চলছিলাম, যাতে নদীর ধারে থাকতে পারি, কিন্তু সার্জেণ্ট আমার মতলব বুঝে ফেলল। আমার পাশে চলে এলো সে, দুর্বল ঘোড়াটার রাশ নিজের হাতে নিয়ে নিল। এখন নদীতে নামতে হলে কাজটা করতে হবে দৌড়ে। আমি আড়চোখে সার্জেণ্টকে মেপে নিলাম, ঠিক করে নিলাম কীভাবে

তার ওপর চড়াও হবো। ক্যাপ্টেনকে বললাম, 'তুমি কি কথা দিচ্ছ সই করে চলে যাওয়ার সময় আমার পিঠে গুলি করা হবে না?'

যাজক, কখনও র‍্যাটল স্নেককে ঠোঁট উল্টাতে দেখেছ? ঠিক সেরকম একটা হাসি দিল ক্যাপ্টেন। 'আমি কথা দিলাম। একজন অফিসার এবং ভদ্রলোক হিসেবে কথা দিলাম।'

ভোটপ্রার্থীর মত নির্বিকার চেহারায় মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিল লোকটা। সৈন্যরা পিছিয়ে গিয়ে এক সারিতে ঘোড়া দাঁড় করাচ্ছে। জানি সই করার পরপরই কী ঘটতে চলেছে। নদী পর্যন্ত আমি আসতে পেরেছি বটে, কিন্তু ওটা আর পেরোতে হচ্ছে না।

কিন্তু হাল ছাড়তে নেই। হঠাৎ যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। একসঙ্গে গর্জন ছাড়ল অনেকগুলো আগ্নেয়াস্ত্র। আমার ওই দুর্বল ঘোড়াটাও লাফিয়ে উঠল দু'ফুট। মুখে গুলি খেয়ে বালির ওপর উল্টে পড়ে গেল রক্তাক্ত সার্জেন্ট, আর নড়ল না। তার ঘোড়াটা সাঁতরে নদী পার হয়ে গেল। আমার ঘোড়াটাকে কোনওরকমে সামলে নিয়ে ফিরে দেখি সার্জেন্টের মত একই হাল হয়েছে অর্ধেকের বেশি সৈন্যের। অন্যরা পালাচ্ছে। তবে ক্যাপ্টেন না। মোমের মূর্তির মত ফ্যাকাসে চেহারায় বোকামি করে ঘোড়ার পিঠে বসে আছে লোকটা।

ধোঁয়া বের হওয়া অস্ত্র হাতে বারো-চোদ্দোজন রুক্ষ চেহারার মেক্সিকান নদীর তীরে এসে হাজির হয়েছে। একজনকেও চেহারায় চিনি না আমি, কিন্তু ওদের স্বভাব আমার জানা আছে। এরা গরুচোর বিদ্রোহীদের একাংশ। একটু পরই একটা বন্ধুভাবাপন্ন চেহারা দেখতে পেলাম। অন্তত ভেবেছিলাম বন্ধুভাবাপন্ন। ফিলিপ রিয়োস এসে থামল আমার আর ক্যাপ্টেনের সামনে। তার সঙ্গেই আছে বিদ্রোহীদের নেতা, যে-লোকটাকে আমি গরুচুরির সময় বাইবেলের মহান বাণী শুনিয়েছিলাম।

জীবনে আগে কখনও কোনও মেক্সিকানকে দেখে এতো খুশি হইনি। আমি বললাম, 'ফিলিপ, এবারও একদম ঠিক সময়ে এসেছ তুমি!'

ক্যাপ্টেন লোকগুলোর দিকে চেয়ে বিরাট একটা ঢোক গিলল, এখনও তার হাতে চুক্তিনামা ধরা। খেয়াল করলাম, হাত দুটো থরথর করে কাঁপছে। আরও বার কয়েক ঢোক গিলে বলল, 'আমি এই মাত্র সেনিয়র চেযকে মুক্ত করে দিচ্ছিলাম।'

কথাটা ঠিক। আমাকে সে জাগতিক সমস্যা থেকে চিরতরে মুক্তি দিতেই এসেছিল। ফিলিপ হাত বাড়িয়ে চুক্তিপত্রটা ছিনিয়ে নিল, একবার চোখ বুলিয়ে এগিয়ে দিল বিদ্রোহীদের নেতার দিকে। তখন আমার মনে পড়ল ফিলিপ পড়তে জানে না। কিন্তু বিদ্রোহীদের নেতা জানে।

ফিলিপ আর তার চেহারা পাশাপাশি দেখে এবার আমি নিশ্চিত হলাম, ওরা

দু'জন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় না হয়েই যায় না। চুক্তিপত্র পড়ে তিন মিনিটের মধ্যে বিদ্রোহীদের নেতা জেনে নিল কী ঘটছিল। সে বলল, 'গ্রিংগো, আমরা ভেবেছিলাম তোমাকে এখানে এনে স্রেফ খুন করা হবে। এখন দেখছি ভেতরে আরও ঘটনা আছে।'

কখনও বেশি কথা বলা উচিত না, কিন্তু ওদের দেখে আমি এতো খুশি হয়েছিলাম যে স্বাভাবিক সতর্কতা ভুলে গিয়েছিলাম। আমি তাকে জানালাম হার্নান্দেজ কী করতে যাচ্ছিল আর আমি কী করব ভেবেছিলাম।

কথা শুনে লোকটাকে একটুও প্রভাবিত মনে হলো না। সে বলল, 'তুমি নিজের কল্লা বাঁচাতে এই কসাইটার হাতে সম্পত্তি তুলে দিচ্ছিলে?'

আমি তাকে জানালাম আমার মাত্র একটাই কল্লা আছে, মরে গেলে সম্পত্তি আমার কোনও কাজে আসবে না।

ক্যাপ্টেনের স্যাডলে বাঁধা ক্যানভাসের ব্যাগটা দেখল সে। বলল, 'তুমি টাকার জন্যে সম্পত্তি বিক্রি করছিলে। গ্রিংগোরা এমনই করে।'

আমি যেখান থেকে এসেছি সেখানে টাকার জন্যে সম্পত্তি বিক্রি করাই নিয়ম। টাকা হচ্ছে বিনিময় করার জন্যে ভাল একটা ব্যবস্থা। কিন্তু মনের গভীরে সন্দেহ জেগে উঠল, এসব বলার মত অবস্থানে এখন নেই আমি। কোনও ধরনের তর্ক করার অবস্থাতেই আসলে নেই। লোকটার চেহারা দেখে মনে হলো, কথা না বলে এখন কান পেতে শুনে যাবার সময়।

তা আমার কান ভরে গেল বটে। বিদ্রোহী-নেতা বলল কীভাবে তারা অত্যাচার ঠেকাচ্ছে এবং হার্নান্দেজের মত কসাইদের কবর দিতে ব্যস্ত হয়ে আছে। বলল, তারা বুঝতে পারে না যখন মানুষ বাধ্য হয়ে নিজের রক্তপাত দেখছে, মারা যাচ্ছে অকাতরে, তখন কোনও গ্রিংগো কেন শুধু টাকার কথা ভাবে।

আমি দেখলাম, রক্তপাত যা ঘটার তা ঘটছে শুধু হার্নান্দেজের সৈন্যদের। যারা পালাতে পারেনি তাদের অবস্থা সত্যিই খারাপ। শুধু তা-ই না, কোনও বুড়ো তামাকখোরের আচ্ছামত চিবুনো তামাকও আমি বাজি রাখব না হার্নান্দেজের জীবনের ওপর। বুঝতে পারলাম, লোকটা নদীর তীর থেকে জীবিত ফিরতে পারবে না। বিদ্রোহীদের একমাত্র চিন্তার বিষয়: ক্যাপ্টেনের গলা ডানদিক থেকে কাটবে, না বামদিক থেকে। ব্যাপারটা হার্নান্দেজও জানে। লোকটার চেহারা তামাটে থেকে গ্রিংগোদের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

বিদ্রোহী-নেতা চুক্তিপত্রটা ছিঁড়ে পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'তুমি ওর জন্যে সই করছিলে, এখন আমার জন্যে সই করে দাও। পরে সব আমরা লিখে নেব।'

আমি ফিলিপের দিকে চাইলাম। বুঝতে পারলাম, এ-দফা আমার কোনও উপকারে আসবে না সে। ওর সমস্ত সহানুভূতি অন্য পক্ষে। আমরা বিচ্ছেদের

মুহূর্তে এসে গেছি। আমি হাত বাড়িয়ে হার্নান্দেজের পকেট থেকে একটা পেন্সিল তুলে নিলাম, কাগজটায় সই করে ওটা এগিয়ে দিলাম মেক্সিকান বিদ্রোহীর দিকে। জিজ্ঞেস করলাম, 'রানশটা কে পাবে?'

ফিলিপ বলল, 'মারিয়া।'

আমার আর তেমন কিছু বলার ছিল না। বিধবা মহিলা মারিয়া যখন রানশের অংশীদার, তখন তারই রানশটা পাওয়া উচিত।

জিজ্ঞেস করলাম, 'আর মারিয়াকে কে পাবে?'

ফিলিপ বলল, 'আমি।'

মনে হলো মারিয়াকে অনেক আগেই বাগিয়েছে ও। সম্ভবত ওবি জ্যাকব থাকতেই। তার মানে দাঁড়াচ্ছে, আসলে রানশটা ফিলিপ রিয়োসই পাচ্ছে। হার্নান্দেজ পাবার চেয়ে ফিলিপের পাওয়া ভাল। এমনকী ওই বিদঘুটে চেহারার বিদ্রোহীদের নেতাটার পাওয়াও ভাল। লোকটাকে দেখে মনে হয় সর্বক্ষণ আন্দোলনের চিন্তা করছে। ব্যাটা মরলে ঈশ্বরের ঝানু বদমাশ উকিলের দরকার পড়বে।

হাত বাড়িয়ে দিলাম আমি হার্নান্দেজের স্যাডলে বাঁধা ব্যাগটার দিকে। বললাম, 'এটা আমার।'

আমার হাতের ওপর মস্ত থাবা রাখল ফিলিপের আত্মীয়। 'না, গ্রিংগো, তুমি এইমাত্র আমাদের উদ্দেশ্যপূরণের জন্যে ওটা দান করেছ। টাকাগুলো আমাদের কাজে আসবে।'

আবার তাদের আন্দোলনের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে শুরু করল লোকটা, বলল শার্টহীন খালিপায়ে থাকা অসংখ্য মেক্সিকানের কথা। আমি ভাল করেই বুঝলাম, যাদের কথা বলা হচ্ছে তাদের কেউ এই টাকা চোখেও দেখবে না। সবসময় দেখেছি, যারা গরীবদের সাহায্য করার কথা যতো বেশি উচ্চৈঃস্বরে বলে, তারা সবসময় ধরে নেয় সেই দলের শুরুতে তার নিজের নাম থাকা উচিত। আর যখনই তার হাতে কিছু টাকা আসে, তার চোখে গরীব-ক্ষুধার্ত আর ততোটা গরীব-ক্ষুধার্ত থাকে না।

আমি তাকে জানালাম, যে-বিপদের মধ্যে দিয়ে আমি গিয়েছি, তাতে কিছুই না নিয়ে ফেরাটা ঠিক হয় না। রানশটা আমি দিয়ে দিচ্ছি, বদলে কিছু আমার পাওয়া উচিত।

'তুমি তোমার জীবনটা ফেরত পাচ্ছ, গ্রিংগো,' বলল সে। 'সেটার তেমন কোনও দাম অবশ্য নেই, তবে হার্নান্দেজ যা দিতো তার চেয়ে বেশি দিচ্ছি আমরা। এবার যাও, আমরা জীবনটাও নিয়ে নেয়ার আগে কেটে পড়ো এখান থেকে।'

সেই মুহূর্তটায় সবার চোখ আমার ওপর স্থির হলো। হার্নান্দেজ যৎসামান্য যে

সুযোগটুকু পেল, সেটার সদ্ব্যবহার করল। স্পারের খোঁচায় ঘোড়াটাকে সামনে বাড়িয়ে সোনাদানাসহ নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। বিদ্রোহীদের চমকে দিয়েছিল একেবারে। বিদ্রোহীরা সামলে নিয়ে গুলি আরম্ভ করল, কিন্তু ততোক্ষণে স্যাডলে কাত হয়ে নিজেকে প্রায় আড়াল করে ফেলেছে হার্নান্দেজ। তারপর ঘোড়া থেকে নেমে সাঁতার কাটতে শুরু করল। বুঝলাম না কোনও বুলেট তার গায়ে লাগল, না তার ভারী জামাকাপড় তাকে টেনে নিল নীচে, না লোকটা সাঁতার জানত না! তবে, দু'তিন মিনিট পার হয়ে গেল, সে আর কাদাপানির ওপর ভেসে উঠল না। বুঝলাম, আবার যখন সে উঠবে, তখন উঠবে নদীর অনেক ভাটিতে, একদিন আগে মরা মাছের চেয়েও বেশি মড়া হয়ে।

হার্নান্দেজের ঘোড়াটা নিশ্চয়ই গোলাগুলির শব্দে ভয় পেয়েছিল। সোজা টেক্সাসের দিকে সাঁতরে চলল ওটা।

রানশটা আমি বিক্রি করে দিয়েছি, কাজেই কেউ আরও কিছু ভাবার আগেই আমার আধমরা ঘোড়াটা নিয়ে নদীতে নেমে পড়লাম। মনে আশঙ্কা হচ্ছিল, বিদ্রোহীরা হয়তো হার্নান্দেজের মত আমাকেও গুলি করবে, কিন্তু করল না। টেক্সাসের তীরে যখন উঠলাম, তখন আমার শরীরে প্রাকৃতিক ফুটো ছাড়া বাড়তি ফুটো নেই।

মনটা বলল, আমার ভাগ্য আমার সঙ্গেই আছে, শেষ পর্যন্ত ক্যানভাস ব্যাগের ভেতরের সোনা-রুপো আমারই হবে। ক্লান্ত হয়ে থেমে পড়া হার্নান্দেজের ঘোড়াটা আমি ধরে ফেললাম। ওটার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল সার্জেন্টের ঘোড়াটাও।

ক্যানভাসের ব্যাগটা নেই। নদীর মাঝখানে কোথাও খসে পড়ে গেছে ওটা! হার্নান্দেজ ঠিকই ভেসে উঠবে, কিন্তু ওই ব্যাগ আর কখনোই উঠবে না।

দুঃখ পেলেও নিজেকে সান্ত্বনা দিলাম এই ভেবে যে, থলে দুটো তখনও আমার প্যান্টের পকেটে আছে। তিনটে ঘোড়াও আছে আমার সঙ্গে, অবশ্য যদি যেটায় চড়েছি সেটাকে ঘোড়া বলা যায়। ক্যাপ্টেনের ঘোড়াটা আমেরিকায় ব্র্যাণ্ডিং করা চমৎকার একটা কালো ঘোড়া। ওটার সঙ্গে সুন্দর একটা মেক্সিকান স্যাডল্ আছে। স্ক্যাবার্ডে ঝুলছে কারবাইন। আমি আর নিরস্ত্র নই। স্যাডলে একটা সেবারও আছে। ওটা ফেলে দিতে যাচ্ছিলাম, ঠিক তখন মনে হলো, পরে রসদের বিনিময়ে ওটা বিক্রি করতে পারব।

গোলাগুলির আওয়াজ কাউকে না কাউকে কৌতূহলী করে তুলবেই। তারা যখন আসবে তখন ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্যে আমি থাকতে চাই না, কাজেই ক্যাপ্টেনের ঘোড়ায় উঠে বসে অন্য দুটোকে দড়িতে টো করে রওনা হয়ে গেলাম ঘন ঝোপের খোঁজে।

টেক্সাসে ফিরতে পেরে আমার মনটা খুশি হয়ে উঠল। আসলে খুশি হয়ে উঠল মন এখনও বেঁচে আছি ভেবে।

তিন

যাজক, তোমার শুনতে আপত্তি না থাকলে এবার বলি কী করে আমার নাম রবার্ট চেয থেকে জন পেপার হলো।

টেক্সাসে ফেরার পর বেশ ঝামেলাতেই পড়ে গেলাম। নদীর তো মাত্র দুটোই তীর। আর দু'তীরেই আমার যথেষ্ট চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে। ভেবে দেখলাম, আমার একমাত্র করণীয় যতো দ্রুত সম্ভব যতোটা পারা যায় পশ্চিমে সরে যাওয়া।

টেক্সাস আর মেক্সিকো সীমান্তে তখন হরেক কিসিমের কাণ্ড ঘটছে। নদীর ভাটির দিকে, মানে ব্রাউন্সভিলের কাছে নদীর দু'তীরেই খামার করা হয়েছে। যা-ই চাষ করা হোক, ফলন ভাল হচ্ছে। চমৎকার জমি তো আছেই, তা ছাড়া শীতের তীব্রতা কম হওয়ায় শান্ত-বসতি গড়ে উঠছে ওখানে। কিন্তু নদীর এক শ' মাইল উজানে গেলে মরুভূমির মত জমি। সেখানে চাষাবাদ প্রায় অসম্ভব। বিশেষ করে মেক্সিকোর দিকে চারটে ডাক টিকিটের সমান জমিতে চাষ করতে বড় বড় নালা করেছে মেক্সিকানরা। নদী থেকে সরে এলে জায়গাটা রানশের উপযুক্ত। তবে উপযুক্ত শুধু তখনই, যখন বিরাট এলাকায় পরিমিত গরু চরানো যাবে। খেয়াল রাখতে হবে যাতে ওদের মধ্যে বিয়েশাদি কম হয়, নইলে বংশবৃদ্ধি করে জমির ঘাস সব শেষ করে না-খেয়ে মরবে।

বিরাট একটা খোলামেলা অঞ্চল। এমন এক এলাকা, যেখানে সহসা আইনের লোকের মুখোমুখি হবার সম্ভাবনা নেই। শেরিফ বা টেক্সাস রেঞ্জাররা ওদিকে নেই বললেই চলে। ওদিকে অনেক লোক ছিল যারা যেখান থেকে এসেছে সেখানে মোটেই জনপ্রিয় নয়, ফিরলেই তাদের রাষ্ট্রীয় অতিথিশালায় সাদরে আটক করে রাখা হবে। কিন্তু সীমান্ত এলাকায় তারা নিশ্চিন্ত। হয়তো পুরোটা জীবন কাটিয়ে দেবে, অথচ কেউ কখনও তাদের বিব্রতকর কোনও প্রশ্ন করবে না। যতোক্ষণ কেউ খুব বেশি ঝামেলা না করছে, ততোক্ষণ সে কোথা থেকে এসেছে বা কী করে এসেছে তা নিয়ে মাথা ঘামানো হয় না ওখানে।

আমি যদি অন্য রাজ্যে ঝামেলা করে আসতাম, এমনকী যদি পুব টেক্সাসেও গোলমাল করতাম, তবুও নীচের দিকের সীমান্ত এলাকায় আমি পুরোনো দিনের কথা ভুলে নিশ্চিন্তে থাকতে পারতাম। কিন্তু জেসি অর্ডওয়েকে আমি দক্ষিণ টেক্সাসে খুন করেছি। জায়গাটা রিয়ো গ্র্যাণ্ড থেকে খুব একটা দূরে নয়। আমি এতো কাছাকাছি থাকার ঝুঁকি নিতে চাইলাম না। যেভাবে পশ্চিমে লোক আসছে তাতে কখনও না কখনও কেউ না কেউ আমাকে চিনে ফেলবে—এমন কেউ, যে

জেসি অর্ডওয়ের ব্যাপারটা জানে। ভেবে দেখলাম, এটাই স্বাভাবিক যে মিসেস অর্ডওয়ে আমার নামে যথেষ্ট টাকার ওয়ান্টেড পোস্টার ছাপবে। টাকার অভাব নেই মহিলার, কাজেই আমার লাশের জন্যে ভাল টাকাই সাধবে।

অনেক লোক আছে যারা নিজেদের কোনও ক্ষতি না হলে নিজের কাজ নিয়েই মগ্ন হয়ে থাকে, কিন্তু তুমি পরিস্থিতি বুঝে তাদের টাকা সাধো, ব্যস, তারা জনগণের স্বার্থ রক্ষায় ব্যস্ত হয়ে উঠবে।

আমার কাছে স্যাডলসহ তিনটে ঘোড়া আছে। দুটো বাড়তি স্যাডলসহ ঘোড়া মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করে। লোকে ভাবতে শুরু করে খালি স্যাডলে মৃত কোন্ লোকটা ছিল। ভেবে নেয় ঘোড়াওয়ালার গোপন করার কিছু আছে। আমি যেখানে নদী পার হলাম, সেখান থেকে কয়েক মাইল দূরে এক মেক্সিকান ছোকরাকে দেখলাম, ছোপ-ছোপ একটা স্যাডলবিহীন পনিতে চেপে ছাগল চরাচ্ছে। তাকে সার্জেন্টের স্যাডলটা দিয়ে দিলাম আমি। প্রথমে ছোকরা সন্দেহের দৃষ্টিতে ব্যাপারটা দেখছিল। তখন তাকে আমি বললাম, আমি স্বপ্নে আদেশ পেয়েছিলাম প্রথম যে ছেলেকে আমি পনির পিঠে চেপে ছাগল চরাতে দেখব, তাকেই স্যাডলটা দিতে হবে। ছেলেটা ধার্মিক ছিল। শেষ পর্যন্ত স্যাডল নিল সে।

ক্যাপ্টেনের স্যাডলটার ওপর আমার একটু লোভ মত তৈরি হয়েছিল, কারণ, ভাল চামড়ার তৈরি ছিল ওটা, তা ছাড়া, রুপোর কারুকাজও ছিল। কিন্তু মেক্সিকান স্যাডলের বড় শিং প্রথমে আরামদায়ক ঠেকে না। গোপনাঙ্গের কাছে খোঁচা মারে। এক মেক্সিকান ওয়্যাগন ট্রেইনের সঙ্গে পথে আমার দেখা হলো। মেক্সিকান মদ নিয়ে স্যান অ্যান্টনিয়ো যাচ্ছিল চোরাচালানী লোকগুলো। তাদের কাছে পথে খাবার জন্যে ট্যামেলা ছিল। এক থলে ট্যামেলা আর এক মশক পাল্‌কের বিনিময়ে একজন চোরাচালানীর কাছে স্যাডলটা বিক্রি করে দিলাম। যাজক, যে-লোক প্রতিদিন পাল্‌ক্ মদ খায় তাকে ক্রিমি নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। ওই জিনিসের স্পর্শে কারও বাঁচার আশা নেই। মেক্সিকোর জেলখানার দুর্গন্ধ বেমালুম ভুলে গেলাম আমি দু'ঢোক পাল্‌ক্ গিলে। তখন আমার পকেটে দু'থলে সোনার কয়েন, সঙ্গে ট্যামেলা আর পাল্‌ক্ও আছে। বলতে গেলে আমি তখন রীতিমত বড়লোক।

কিন্তু একনাগাড়ে ট্যামেলা খেতে হলে যে-কেউ অল্প সময়েই বিরক্ত হয়ে যাবে। সে-সময় দু'দেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে মেক্সিকানদের বসতিই বেশি ছিল। একদিন একটা খামারে থামলাম আমি। এক যুবতী ছাড়া আর কেউ ছিল না খামারে। মেয়েটা যে কোথাও যাবে, তারও উপায় ছিল না। একটা ঘোড়াও দেখলাম না। আমাকে বলল, সে বিবাহিত, তার স্বামী ব্যবসার কাজে কোথায় যেন গেছে। মহিলার সঙ্গে সামান্য আলাপেই টের পেলাম ব্যবসাটা কী ধরনের।

কিছু আমেরিকান সীমান্তের এপারের র‍্যানশ থেকে গরু আর ঘোড়া-খচ্চর চুরি

করে মেক্সিকোতে নিয়ে বিক্রি করত, আর ওপারের মেক্সিকানরা বিক্রি করত টেক্সাসে এনে। মাঝে মাঝে এমনও হতো, একটা ঘোড়া দু'তিনবার বিক্রি হয়ে ফিরে এলো আসল মালিকের কাছে। প্রচুর ব্যবসা-বাণিজ্য চলছিল সে-সময়। যা-ই হোক, যা বলছিলাম, ওই খামারে আমি আশ্রয় নিলাম। মহিলার কথায় আভাস পেলাম, কয়েকদিন আগে তার স্বামীর ফেরার কথা ছিল, কিন্তু ফেরেনি। সম্ভবত ডাকাতি করতে গিয়ে মারা পড়েছে।

খামারটাতে তিন-চারদিন ছিলাম। প্রচুর বিশ্রাম দিলাম ঘোড়াগুলোকে, তৃপ্তির সঙ্গে খেলাম মহিলার হাতের সুস্বাদু রান্না। বিনিময়ে ওখান থেকে রওনা হবার সময় দুটো ঘোড়া সঙ্গে নিলাম, রেখে গেলাম আধমরা ঘোড়াটা।

লারেডো ছাড়িয়ে ঈগল পাস পার হওয়ার পর অবস্থা বিশেষ সুবিধের মনে হলো না। সামনে ইণ্ডিয়ান অঞ্চল। ওখানে কখনও কখনও সময় বড় বেশি উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে ওঠে শান্তিপ্রিয় মানুষের জন্য। নদীর উজানে সরকার একটা মিলাটারি পোস্ট বসিয়েছে, নাম ফোর্ট ক্লার্ক। ওটার সৈন্যরা বেশিরভাগ সময়েই সীমান্তের লিপ্যান অ্যাপাচি, কিকাপূ ইণ্ডিয়ান আর আমেরিকান ডাকাতদের ধাওয়া করতে ব্যস্ত। ইণ্ডিয়ানরা সাদামানুষ দেখলেই মেরে মাথার চামড়া ছাড়িয়ে নেয়। আমি শুনলাম, কিকাপূরা একসময় বন্ধুবৎসল ছিল, কোনও ঝামেলায় যেত না। কিন্তু একদল কনফেডারেট সৈন্যের সঙ্গে গোলমালের পর খেপে উঠেছে। কনফেডারেটরা তাদের বেশ কিছু ব্রেভকে একটা ক্রিকে অ্যাম্বুশ করে মেরে ফেলেছিল। প্রথমে কিকাপূ ইণ্ডিয়ানরা বিস্মিত হলেও পরিণতিতে পাল্টা আক্রমণ করে তারা, খতম করে দেয় বেশিরভাগ কনফেডারেটকে। এর পর থেকে আর সব ইণ্ডিয়ান উপজাতির মতই কিকাপূরাও বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে ওঠে।

তখন পর্যন্ত কোনও ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে আমি লড়াই করিনি। করতে হয়নি। তবে বুঝে ফেললাম, একদল সৈন্যের সঙ্গে দেখা হলে যেমন বিপদ ঘটতে পারে, ঠিক তেমনি বিপদেই পড়ব ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে মোলাকাত হয়ে গেলে। ফলে মিলিটারি পোস্ট আর শহর এড়িয়ে এগোলাম আমি। ওরকম একটা পাশ কাটিয়ে যাওয়া যাত্রাতেই আমার নাম রবার্ট চেয থেকে জন পেপার হয়ে গেল।

আমার অন্তত পথে কোনও ইণ্ডিয়ানের চিহ্ন চোখে পড়ল না। তখন পর্যন্ত আমি কোনও বিদ্বেষপরায়ণ ইণ্ডিয়ান দেখিনি। যাদের দেখেছি তারা ক্যানসাস ট্রেইলে গরু দাবি করেছিল, সত্যিকার ঝামেলা করা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। হয়তো আমি জানি না ইণ্ডিয়ানদের চিহ্ন কেমন হয়। তবু সতর্কতার জন্যে বিকেলেই থামতাম আমি, দিনের আলো থাকতে থাকতে আগুন জ্বেলে সাপার তৈরি করে নিতাম। আগুন নিভিয়ে সরে যেতাম খানিকটা দূরে, তারপর কোল্ড ক্যাম্প করতাম। আগুন বা ধোঁয়া দেখে আমাকে ইণ্ডিয়ানরা খুঁজে বের করে ফেলবে তার কোনও উপায় ছিল না।

একদিন বিকেলে টরটিলা আর কফি তৈরি করছি, এমন সময় দেখলাম পুবদিক থেকে এক অশ্বারোহী আসছে। একবার দেখেই বুঝলাম, লোকটা ইণ্ডিয়ান নয়। চেহারাই বলে দিল, সে আইনের লোক হতেই পারে না। আইনের লোক হলে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আমাকে সতর্ক করে দিত। দীর্ঘদিন তাদের এড়িয়ে চলতে হলে এ-ব্যাপারে অনুভূতি তীক্ষ্ণ হয়ে যায়। কাজেই লোকটাকে আমি দাওয়াত দিলাম আমার সঙ্গে খাবার খেতে। লোকটা বেশ লম্বা ছিল। নাকের নীচে মরচে রঙের মোটা গোঁফ, অনেকদিন ক্ষৌরি করেনি। যেভাবে ট্যামেলা খাচ্ছিল, তা থেকে বুঝলাম, বেশ কয়েকদিন তার কপালে ভাল খাওয়া জোটেনি। প্রচুর খেল সে, স্বাভাবিকের তিনগুণ, তারপর বারবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল খাওয়া শেষে। আমি ভেতরে ভেতরে খুশি হয়ে উঠলাম অভাবী একজন কৃতজ্ঞ লোককে সাহায্য করতে পেরেছি ভেবে।

এখন, যাজক, কেউ যদি তোমার বুকের দিকে পিস্তল ধরে হ্যামার কক্ করে, তা হলে সেই আওয়াজ তুমি জীবনেও ভুলতে পারবে না। ব্যাপারটা অনেকটা র‍্যাটল স্নেকের লেজের কড়রমড়র আওয়াজের মত। এক শ' গজ দূর থেকেও শুনতে পাবে তুমি। আমি ঘুরেই রাইফেলটা তুলে নিতে চাইলাম, কিন্তু তখন বড় বেশি দেরি হয়ে গিয়েছিল।

কৃতজ্ঞ আগন্তুক আমাকে গুলি করল।

বলতে পারব না গুলির আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলাম। একটা ঝিলিক দেখলাম, কিন্তু আমি নিশ্চিত না সেটা মায্‌ল্ ফ্ল্যাশ। হতে পারে পাঁজরে লাগা গুলির ব্যথাতেই আলোটা দেখেছিলাম। মনে হলো যেন মিসৌরির খচ্চরের লাথি খেয়েছি। বিরাট বড় খচ্চর। যেন স্লেজ হাতুড়ির বাড়ি খেয়ে ধড়াস করে পড়ে গেলাম। মনে পড়ে, শ্বাস নিতে চেষ্টা করছি, পারছি না। এটাও মনে পড়ে, সেই কৃতজ্ঞ লোকটা আমার ওপর ঝুঁকে সোনার কয়েন ভরা থলে দুটো হাতিয়ে নিল। আমার শার্ট খুলে নিশ্চিত হলো আরও কিছু আছে কি না। গরম রক্তের স্পর্শ পেলাম পেটে।

কেউ তোমাকে গুলি করলে সেটাই যথেষ্টর বেশি খারাপ, তার ওপর যদি অনুভব করতে হয় তুমি বোকামি করে তাকে গুলি করার সুযোগ দিয়েছ, তা হলে সেটা আরও অনেক বেশি মন খারাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মনে পড়ে, শুয়ে শুয়ে শ্বাস নিতে চেষ্টা করছিলাম, যাতে লোকটাকে বাছা বাছা কয়েকটা গালি দিতে পারি। লোকটাকে আমার ক্যাম্পে ঢুকতে দিয়েছি বলে নিজেকেও গালি দেয়া দরকার বোধ করছিলাম।

এরচেয়ে ভাল হতো ইণ্ডিয়ানরা আক্রমণ করলে। ওদের অন্তত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পাঁজরে গুলি করে খুন করার অভ্যেস নেই।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত ভাবলাম, আমি মারা গেছি। ভাবলাম, মরার পরও এসব

ভাবছি কী করে আমি। নড়তে পারছিলাম না। শ্বাস নিতেও খুব কষ্ট হচ্ছিল। চোখে অন্ধকার দেখছিলাম। তবে বুঝতে পারলাম, আমার সবকিছু নিয়ে চলে গেছে কৃতজ্ঞ লোকটা।

সন্ধের অন্ধকার নামার খানিক আগে আমাকে খুঁজে পেল এক দল লোক। তখন আমি প্রায় চেতনা হারিয়েছি। শুধু টের পেলাম, আমাকে তুলে বড় একটা ওয়্যাগনে শোয়ানো হলো। প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছিল। ব্যথা আর ব্যথা! ওরা একটা ছোরা দিয়ে আমার পাঁজর খোঁচাতে আরম্ভ করল। ততোক্ষণে নিশ্চিত ভাবে বুঝে গেছি, আমি কিছুতেই মারা যাইনি। মনে হলো, যেভাবে এরা ছোরাবাজি করছে, তাতে এরাই আমাকে মারবে। ব্যথা এতো তীব্র হয়ে উঠল যে আমি জ্ঞান হারালাম। চেতনা যখন ফিরল, টের পেলাম চিত হয়ে শুয়ে আছি ওয়্যাগনের মেঝেতে। যতোবার ওয়্যাগনটা ঝাঁকি খেল, মনে হলো পাঁজরের ফাঁকে কেউ শাবল ঢুকিয়ে দিচ্ছে। খুব এবড়োখেবড়ো রাস্তা ছিল ওটা।

পরে টের পেলাম, লোকগুলো মেক্সিকান ভাষায় কথা বলছে। সে-সময় তাতে আমার কিছু যায় আসে না। অন্ধকার নামার বেশ পরে লোকগুলো থামল। আমাকে নামানো হলো ওয়্যাগন থেকে। একটা ব্ল্যাঙ্কেটে শোয়ানো হলো। কী একটা মদ যেন বেশ খানিকটা খাইয়ে ঢেকে দেয়া হলো চাদর দিয়ে।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখতে পেলাম, একদল মেক্সিকান ব্যবসায়ীর সঙ্গে আছি। তাদের সঙ্গে কয়েকটা ষাঁড় আর বিরাট চাকাওয়ালা কার্ট ছিল। ওসব কার্ট এখনও সীমান্তবর্তী এলাকায় দেখা যায়। আমাকে জিজ্ঞেস করা হলো নাস্তা করার মত সুস্থ বোধ করছি কি না। বললাম, না। তবে একটু মদ খেতে মন চাইল। দিল ওরা। এবার টের পেলাম, জিনিসটা টেকিলা। যাজক, তুমি বোধহয় জানো না, যখন মদ খাওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয় তখন টেকিলা গিলতেও খারাপ লাগে না।

খানিক বিশ্রাম নিয়ে উঠে বসলাম, চারপাশে চেয়ে দেখতে লাগলাম কোথায় আছি। পাঁজর টিশটিশ করছিল, তবে পাঁজরে গুলি খেলে যতোটা খারাপ বোধ করার কথা ততোটা অসুস্থ বোধ করলাম না। লোকগুলোকে জিজ্ঞেস করলাম, আমার চিকিৎসা কীভাবে করেছে। তারা জানাল, চামড়ার নীচে আটকে থাকা একটা বুলেট ছুরি দিয়ে বের করেছে তারা। পনেরো-ষোলো বছরের এক মেক্সিকান তরুণ বুলেটটা এনে দেখাল। পাঁজরের হাড়ে লেগে চেপটে গিয়েছিল গুলিটা, যেন ওপর দিয়ে রেলগাড়ি গেছে। জানতাম আমি শক্ত লোক, কিন্তু এতোটা তা ভাবিনি কখনও।

তারপর মনে পড়ল, কৃতজ্ঞ আগন্তুক আমার পকেটে রাখা থলেভরা কয়েনে গুলি করেছিল। বুলেটের বেশিরভাগ শক্তিই শেষ হয়ে গিয়েছিল সোনার কয়েনে আঘাত হেনে। আমার শরীরে ঢুকে আর বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি বেচারা।

তবে আহত শুয়োরের মত প্রচুর রক্ত হারিয়েছি আমি। আগন্তুক লোকটা ভেবেছিল দুনিয়ায় আমার সময় শেষ, নইলে আরেক গুলিতে খতম করে দিয়ে যেত।

প্রতিবার নড়াচড়া করলেই এতো ব্যথা করছিল যে বৃথা ঈশ্বরের নাম নিলাম। তবে পেটে বাতাস হয়ে হাঁসফাঁস করা বাছুরকে যেমন ছোরার খোঁচায় ফুটো করে দিয়ে বাতাস বের করে শান্তি দেয়া হয়, ঠিক তেমনি আমিও ঈশ্বরের নাম নিয়ে আর গালাগালি করে খানিক শান্তি পেলাম।

মেক্সিকানরা আমার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করল। খারাপ লাগল তাদের সেবার বিনিময়ে আমার কিছু দেবার নেই ভেবে। আগন্তুক আমার সোনা, ঘোড়া, রাইফেল, ট্যামেলা আর পাল্‌ক্‌···সব নিয়ে গেছে, বুট জুতো-জোড়া ছাড়া। আমার পায়ের মাপ নিশ্চয়ই তার সমান ছিল না।

এই ঘটনার পর থেকে সবসময় মেক্সিকানদের প্রতি আমার একটা সহানুভূতি কাজ করেছে। ওই লোকগুলো ছিল খুবই ভাল মানুষ, নইলে যেখানে আমাকে দেখেছে সেখানেই ফেলে চলে যেতে পারত। আমার প্রতি তাদের কোনও দায়বদ্ধতা ছিল না। আমি অপরিচিত এক গ্রিংগো, অসুস্থ একটা বোঝা। তারা তোমার চার্চের লোক ছিল না, যাজক। হয়তো তারা কোনও চার্চেই যেত না, তবে সত্যিই ঐশ্বরিক গুণ ছিল তাদের।

সারাদিন কার্টের মেঝেতে শুয়ে কাটল আমার। রাতে পৌঁছুলাম ক্যাটক্ল নামের এক ছোট বসতিতে। আগে জায়গাটার মেক্সিকান নাম ছিল, গ্রিংগোরা এসে সেটা বদলে ফেলেছে। তবে বেশিরভাগ মানুষই মেক্সিকান। দোকানের নাম দেখে বুঝলাম, গ্রিংগো পার্টনার আছে দোকানে। জায়গাটা ছিল কাউন্টি সিট, কারণ, টাউন স্কোয়ারে কাঠের তৈরি কোর্ট হাউস দেখলাম। একমাত্র সাদামানুষই পারে এতোটা উজবুকের মত কাজ করতে। তিন শ' মাইল দূর থেকে কাঠ আনায় তারা বাড়ি তৈরি করতে, অথচ সমান টেকসই অ্যাডোবির বাড়ি তৈরি করতে হলে যা দরকার সেরকম পাথর আর মাটি হয়তো এক মাইলের ভেতর রয়ে গেছে।

কোর্ট হাউসের পাশেই আরও মজবুত ভাবে পাথরের তৈরি একটা বড় দালান দেখলাম। ওটাই জেলখানা। পাথুরে দেয়ালগুলো অন্তত দেড়ফুট পুরু হবে। ওটা দূর থেকে দেখেও মেক্সিকান জেলকুঠুরির দুর্গন্ধময় স্মৃতি মনে পড়ে গেল। যখন ওই কথা মনে পড়ে, আমি খানিকটা অসুস্থ বোধ না করে পারি না। আসলে স্বাধীনতা কী তার গুরুত্ব বন্দি না হলে ঠিক অনুধাবন করা যায় না।

তখনও আমি কোনও পরিকল্পনা করিনি। একটা পয়সা নেই আমার কাছে, ঘোড়া নেই, তার ওপর ধারণা করছি আমার মাথার ওপর দাম ধরা আছে। মনে মনে ঠিক করলাম, রাত গভীর হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব, তারপর একটা ঘোড়া চুরি করে আবার ফিরে যাব মেক্সিকোতে। অনেকখানি পশ্চিমে সরে এসেছি আমি, নদীর ভাটির ঝামেলা সহজে আমার নাগাল পাবে না।

ভাবিনি মেক্সিকান ব্যবসায়ীরা নিজেদের হাতে দায়িত্ব তুলে নেবে। সাপারের সময় তাদের সঙ্গে আগুনের ধারে বসে খেতে খেতে চিন্তা করছি কী করব, এমন সময় আমার পেছন থেকে এক লোক এগিয়ে এলো। ভেবেছিলাম লোকটা মেক্সিকান, কিন্তু ইংরেজিতে বলল, 'শুনলাম তোমার নাকি ঝামেলা হয়েছে।'

ঘুরে চাইলাম। দেখি শার্টের বুকে ব্যাজ পরা এক লোক। ব্যাজটা আমার চোখে ম্যানহোলের ঢাকনির মত বড় দেখাল। অজান্তেই হাত চলে গেল বেল্টের কাছে। ওখানে সিক্সগান গুঁজে রাখতাম। নতুন করে টের পেলাম, নেই ওটা। মনে হলো, লোকটা আমাকে বাগে পেয়েছে। শুকনো গলায় বললাম, 'ঝামেলাটা বলার মত তেমন কিছু নয়।'

শেরিফ বলল, 'আমি শেরিফ রেইনওয়াটার। শুনলাম কে একজন তোমাকে গুলি করে সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছে। মরতে ফেলে রেখে গেছে সে তোমাকে। এটা যদি গোলমেলে ব্যাপার না হয়, তা হলে ঝামেলা কোন্‌টা?'

লোকটাকে বেশ অধৈর্য মনে হলো।

আমি তাকে জানালাম, সেই কৃতজ্ঞ আগন্তুক যে কে সেটা আমি জানি না। কোথায় সে গেছে সেটাও আমার জানা নেই। কাজেই আমার বা আইনের পক্ষে তেমন কিছু করা সম্ভব নয়। তবু শেরিফ কষ্ট করে খোঁজ নিতে এসেছে বলে তাকে ধন্যবাদ দিলাম। এড়াতে চাইছিলাম লোকটাকে।

ততোক্ষণে লোকটা সন্দেহপরায়ণ হয়ে উঠেছে। আমার জায়গায় অন্য কোনও লোক হলে স্বাভাবিক ভাবেই আইনের সাহায্য পাবার জন্যে চেঁচামেচি শুরু করত। সব কাজ ফেলে তার ব্যাপারে কিছু করার জন্যে শেরিফের কান ঝালাপালা করে দিত।

শেরিফ বলল, 'তোমার নাম কী, বন্ধু?'

শেরিফ যে কিছুতেই আমার বন্ধু হতে পারে না সেটা আমার চেয়ে ভাল আর কে জানে! বুঝলাম, কিছুতেই আমার নাম রবার্ট চেয তা বলা যাবে না। আগুনের দিকে চাইলাম আমি। দেখলাম এক মেক্সিকান অসম্ভব ঝাল চলিটিপিকুইন পেপার মুখে পুরছে। সঙ্গে সঙ্গে বললাম, আমার নাম পেপার…জন পেপার।

আমি যদি বেশিরভাগের মত বলতাম আমার নাম স্মিথ, তা হলে শেরিফ নিশ্চয়ই সন্দেহ করত, কিন্তু পেপার নামটা বেশ স্বাভাবিক ঠেকল বোধহয়—কারণ, নামটা বাইবেলের মত সত্যি বলে ধরে নিল শেরিফ। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলল, 'জন পেপার, আমার সঙ্গে একটু অফিসে আসতে হবে তোমাকে।'

যাজক, সত্যি বলতে গেলে কথাটা শুনে আমার একটুও ভাল লাগল না। মনে হলো আমার জন্যে ছোট একটা চমৎকার কুঠুরি ঠিক করে রেখেছে সে, অথচ তাকে ঠেকানোর জন্যে আমার কিছু করার নেই। আমি বললাম, 'কী কারণে?'

কথাটা বোকার মত শোনাল।

শেরিফ বলল, 'আমার অফিসে বেশ কিছু ওয়ান্টেড পোস্টার আছে, আমি চাই ওগুলো তুমি দেখো। হয়তো তোমাকে যে গুলি করেছে তাকে তুমি চিনতে পারবে। লোকটা কে জানতে পারলে তাকে ধরতে আমাদের সুবিধে হবে।'

আশিটা জায়গার নাম বলতে পারি যেখানে আমি যেতে চাইব রেইনওয়াটারের অফিসের বদলে। কিন্তু লোকটার বেল্টে একটা সিক্সগান ছিল। অস্ত্রের জোরের ওপর কখনোই কথা চলে না।

মনে হলো শেরিফ টের পেয়ে গেছে আমি আসলে কে। যেই অফিসে ঢুকব, ওমনি আমাকে পাকড়ে জেলকুঠুরিতে ভরে পেছনে দরজাটা বন্ধ করে দেবে। কিন্তু শেরিফ তা করল না। জেলের সামনের দিকে ছোট একটা ম্যাচ বাক্সের মত তার অফিস। আমাকে হাতের ইশারায় বসতে বলল শেরিফ। বিরাট রোলটপ ডেস্কের ড্রয়ার ঘেঁটে কিছুক্ষণ পর বের করে আনল একগাদা কাগজ। বলল, 'নিশ্চয়ই পড়তে জানো?'

বহু মানুষ পড়তে জানে না সেটা তুমি তো জানো। আমি পারি। সেই দশ-বারো বছর বয়স থেকে পড়ছি। কখনও কখনও বুঝতে অসুবিধে হয় বটে, তবে ধীরে পড়লে সবই প্রায় বুঝতে পারি। কাগজগুলো নিয়ে চোখ বুলাতে শুরু করলাম। শেরিফ গেল কফির ব্যবস্থা করতে।

ততোক্ষণে বুঝে গেছি, আমি কে তা লোকটা জানে না। বুঝলাম, কাগজগুলো পড়া দরকার। হয়তো আমার ওয়ান্টেড পোস্টারটা পেয়ে যাব, শেরিফের অজান্তে ওটা সরিয়ে ফেলতে পারব। তা হলে শেরিফ পরেও টের পাবে না আমি কে। লোকটা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতেই দ্রুত দেখতে শুরু করলাম পোস্টারগুলো। একেবারে শেষেরটা দেখার পরও আমারটা খুঁজে পেলাম না। আরেকবার আরও সতর্কতার সঙ্গে দেখলাম, কিন্তু আমারটা ওগুলোর মধ্যে নেই।

তখনও জানি না আসলে আমার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগই আনেনি মিসেস অর্ডওয়ে। ভাবলাম, বরাবরের মতই চিঠিপত্র আসতে দেরি করছে। সে-সময় অনেক চিঠি হারিয়েও যেত। বুঝতে পারলাম, পোস্টারটা আসার আগেই আমি যদি টেক্সাস থেকে বেরিয়ে যেতে পারি, তা হলে সমস্ত ঝামেলা পেছনে পড়ে যাবে। নিউ মেক্সিকো আর অ্যারিযোনা বিরাট এলাকা, ক্যালিফোর্নিয়া ওগুলোর চেয়েও বড়। হারিয়ে যেতে কোনও অসুবিধেই হবে না।

তৃতীয়বারের মত নোটিশগুলো পড়লাম। এবার আগের চেয়ে অনেক ধীরে। পড়া শেষে তিনটে বাছলাম। ওগুলোর সঙ্গে আমার কৃতজ্ঞ আগন্তুকের মিল ছিল। কফি নিয়ে এসময় ফিরল শেরিফ। নোটিশ তিনটে দেখে একটা তুলে নিল সে, বলল, 'এটাকে আমার ধরতে পারার কথা ছিল, কিন্তু খবর পেয়েছি ব্যাটা লারেডোতে ওয়্যাগন চাপা পড়ে মরেছে। অন্তত একশ' ল-ম্যান ওর পেছনে লেগে

ছিল, কিন্তু লোকটা সবাইকে ফাঁকি দিয়ে শেষে বিয়ারের ওয়্যাগনের তলায় পড়ে মরল!' অন্য দুটো পোস্টার দেখল সে এবার। বিশেষ করে একটায় বেশি মনোযোগ দিল। 'ইলিয়াট হোমার,' নোটিশটা দেখালি সে। 'এ-লোক হতে পারে। বদমাশের হাড্ডি। ওর এক ভাই থাকে এখান থেকে উত্তরে, বাড হোমার। সে ইলিয়াটের চেয়ে কয়েক কাঠি বাড়া।'

বুঝতে পারলাম, ইলিয়াট হোমারকে যেখানে পাব তার ধারেকাছেই থাকবে বাড হোমারও। তাদের সঙ্গে হয়তো আমার ঘোড়াগুলোও থাকবে। সোনাগুলোও, যদি খরচ না করে থাকে। আমি শেরিফকে বললাম, 'বাড হোমারের সঙ্গে কীভাবে দেখা করা যাবে?'

'তুমি যাবে না,' বলল শেরিফ। 'এরা যা-ই চুরি করে থাক্, অতোদূর যাওয়াটা পোষাবে না।'

আমি শেরিফকে বললাম, এমনিতেই আমি দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছি, আরেকটু পথচলায় আমার কোনও আপত্তি নেই। শেরিফ বলল, 'গেলে খুন হয়ে যাবে, পেপার। তোমার যদি টাকার দরকার থাকে তো বলো, এখানে অনেক কাজ আছে, তোমাকে আমি কোনও একটা কাজে লাগিয়ে দিতে পারব। ওই হোমারদের সঙ্গে লাগতে যাওয়া তোমার মোটেই ঠিক হবে না।'

শেরিফকে জানালাম, লাগতে যাওয়ার কোনও ইচ্ছে নেই আমার, আমি শুধু ওরা আমার কাছ থেকে যা নিয়েছে, তা-ই ফেরত পাওয়ার কথা ভাবছি। শেরিফ বলল, হোমারদের কথা ভুলে যাওয়াই আমার জন্যে স্বাস্থ্যকর হবে। আরও বলল, আমি জ্বরের ঘোরে আছি বলে স্বাভাবিক ভাবে চিন্তা করতে পারছি না, আমার এখন প্রয়োজন প্রচুর বিশ্রাম।

পরদিন ভোর হতেই মেক্সিকান ব্যবসায়ীরা তাদের বড় বড় কার্ট নিয়ে রওনা দিল। তার আগে অশেষ উপকার করার জন্য তাদের ধন্যবাদ দিলাম।

এদিকে শেরিফ আমার জন্যে ওয়্যাগন ইয়ার্ডে শোয়ার ব্যবস্থা করেছে। সুস্থ হয়ে ওঠার আগে পর্যন্ত ঘোড়ার জন্যে খড় তুলে দেয়ার বিনিময়ে তিনবেলা খাবার পাব আমি, তারপর সুস্থ হয়ে গেলে ইচ্ছে করলে চলেও যেতে পারি, বা ভাল কোনও কাজ সংগ্রহ করে নিতে পারি। ঠিক করলাম, কয়েকদিন থেকে যাব। আগে পাঁজরের ব্যথা দূর হোক। লম্বা যাত্রা করতে পারব সেরকম শারীরিক অবস্থা আসুক, তারপর রওনা দেয়া যাবে। তখনও আমি রাতের আঁধারে কারও ভাল একটা ঘোড়া ধার নেয়ার চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলিনি।

আমাকে হোমারদের খোঁজে যেতে হলো না। দ্বিতীয় দিন মেঝে থেকে খড় তুলে র‍্যাকে রাখছি, এমন সময় একজনের ওপর চোখ আটকে গেল। লোকটা একটা ঘোড়া টো করে শহরে ঢুকেছে। দূর থেকে শুধু দেখলাম সে যথেষ্ট লম্বা। কিন্তু ঘোড়াগুলো চিনতে পারলাম। একটা ছিল হার্নান্দেজের কালো ঘোড়া, অন্যটা

সার্জেন্টের বে।

দেরি না করে বার্নের ভেতর ঢুকে গেলাম আমি, আগেই খেয়াল করেছি ওয়্যাগন ইয়ার্ডের মালিক একটা র্যাকে তার বিরাট রাইফেলটা রাখে। যুদ্ধের সময় কনফেডারেটদের ব্যবহারের জন্যে পুব টেক্সাসে তৈরি হাতে বানানো রাইফেল।

মালিক অফিসেই ছিল। আমি রাইফেলটা নামিয়ে দু'তিনটে গুলি চাওয়ায় ফ্যালফ্যাল করে শুধু চেয়ে রইল সে। স্বাভাবিক ভাবেই জানতে চাইল রাইফেলটা নিয়ে কী করব আমি। তাকে বললাম, একটা কয়োটি দেখেছি।

মালিক লোকটা আমাকে বলতে শুরু করল, যুদ্ধের সময় তাড়াহুড়োয় তৈরি রাইফেলটা দূরপাল্লায় তেমন নিখুঁত লক্ষ্যে গুলি করতে পারে না। আমি তাকে জানালাম, এই কয়োটিটার একদম কাছে চলে যাব আমি গুলি করার আগে। তখন ছয়টা কাট্রিজ দিল সে আমাকে। চিন্তা করে দেখলাম, যদি গুলি করিই, তা হলে একটার বেশি আমার লাগবে না। কখনোই আমি গুলির মত দামি জিনিস নষ্ট করতে অভ্যস্ত ছিলাম না।

ঘোড়া দুটো দেখলাম বাঁধা হয়েছে একটা অ্যাডোবি সেলুনের সামনের হিচর্যাকে। সেটাই স্বাভাবিক। লোকটা চার্চের সামনে ঘোড়া বাঁধলে আমি অবাক হতাম। ওয়্যাগন ইয়ার্ডের মালিক বেরিয়ে এলো আমার পেছন পেছন। আমি তখন রাস্তা পেরোতে শুরু করেছি। বুঝলাম, জীবনে কখনও সে শহরে কোনও কয়োটিকে মরতে দেখেনি।

থেমে ঘোড়াগুলো দেখলাম। ওগুলো আমারই। কালোটার ওপর আমার স্যাডলটা চাপানো আছে। লোকটা এই মুহূর্তে সেলুনের ভেতরে মদ খেয়ে আমার পয়সা নষ্ট করছে, কাজেই আর দেরি করার কোনও মানে নেই। হ্যামারটা পেছনে টেনে কক্ করে দরজা ঠেলে সেলুনে ঢুকে পড়লাম।

যাজক, ভূত দেখছে এমন কাউকে তুমি বোধহয় সামনে থেকে কখনও দেখোনি? লোকটা ছিল আমার মরচে রঙা গোঁফওয়ালা সেই কৃতজ্ঞ বন্ধুই। প্রথম দর্শনেই চিনতে পারলাম। বারের সামনে বসে আমার দিকে চেয়ে আছে সে, চোখ দুটোর ভাষা দেখে বুঝলাম, যা দেখছে সেটা সে বিশ্বাস করতে পারছে না। অর্ধেক হুইস্কি ভরা গ্লাসটা তার হাত থেকে মেঝেতে পড়ে ভেঙে গেল। তার পাশে বসা লোকটা বুঝতে পারল না হঠাৎ করে কী হলো।

আমি আগন্তুককে বললাম, 'আমার কিছু জিনিস তুমি ধার নিয়েছিলে। ওগুলো ফেরত নিতে এলাম।'

এতোক্ষণে যেন লোকটার বোধোদয় হলো, আমি আসলেই ভূত নই। কিছু বলার ছিল না তার। তবে চালাক লোক। ঝট করে ঊরুতে বাঁধা পিস্তলের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। শেরিফের ওয়ান্টেড পোস্টারে দেখেছিলাম, লোকটার হাত পিস্তলে বেশ চালু। মনে হলো তা-ই হবে, অবশ্য যদি সে কারও পেছনে দাঁড়িয়ে

গুলি করে। আমাকে পেছন থেকেই গুলি করেছিল। পাশ ফেরায় গুলি পাঁজরে লাগে। কিন্তু সামনাসামনি গানফাইটে লোকটা এমন কিছু ছিল না। লোকটা হোলস্টার থেকে পিস্তলটাও বের করতে পারল না।

একটা ব্যাপার, যাজক, তুমি যদি কাছ থেকে ওরকম বড় বোরের রাইফেল দিয়ে গুলি করো, তা হলে লোকটা মরেছে কি না সেটা কষ্ট করে আর দেখার প্রয়োজন পড়ে না। ধুলোভরা মেঝেতে চিত হয়ে পড়ে থাকল লোকটা, বুকে বিরাট একটা ফুটো। এক পা তখনও চেয়ার জড়িয়ে আছে।

আমার সব সময় মনে হয়েছে, ইলিয়াট হোমারের মত মানুষরা নিজেদের সীমাবদ্ধতা বোঝে বলেই পেছন থেকে গুলি করে।

তার পাশে বসা লোকটা বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠল। তাকে মোকাবিলা করতে হতে পারে ভেবে দ্রুত হাতে রাইফেলটা আমি রিলোড করে নিলাম। কিন্তু মুখদর্শনের অস্ত্রখেলায় সে-ও পারদর্শী ছিল না। তার আপত্তি জানিয়ে ভড়ভড় করে কথা বলতে শুরু করল লোকটা। বলে উঠল, 'তুমি জানো কী করেছ? তুমি ইলিয়াট হোমারকে খুন করেছ!'

আমি বললাম, 'সেটাই চেয়েছিলাম।'

লোকটা বয়ান করতে শুরু করল কতো বড় মাপের পিস্তলবাজ ছিল ইলিয়াট হোমার, তার চেয়েও কতো দ্রুত তার ভাই বাড হোমার। সে কতোটা খেপে যাবে ভাইয়ের মৃত্যুর খবর শুনলে—ইত্যাদি। আমি তাকে বললাম, কারও কোনও অসুবিধে ঘটিয়ে থাকলে সত্যি আমি দুঃখিত, আমি শুধু যা আমার তা-ই ফেরত নিচ্ছি।

ইলিয়াট হোমারের পকেট হাতড়ে দেখলাম, আমার থলে দুটো পাওয়া গেল। সাবধানে ওগুলো সংগ্রহ করতে হলো, নইলে সোনার কয়েন মেঝেতে রক্তের মধ্যে পড়ে যেত। একটা থলেতে ফুটো দেখলাম। সঙ্গে আমার রক্তের দাগ। যা করেছি সেটা নিয়ে আমি কোনও দুশ্চিন্তায় পড়লাম না। বারটেণ্ডার আর কয়েকজন কাস্টোমারকে থলে দুটো দেখালাম। বললাম, 'যা আমার তা-ই শুধু ফেরত নিলাম। সোনাগুলো আমার কাছ থেকে চুরি করেছিল ইলিয়াট হোমার।'

কেউ কোনও আপত্তি জানাল না। ইলিয়াটের সেই বন্ধু টের পেল তার আর তৃষ্ণা নেই। আস্তে করে সেলুন থেকে বেরিয়ে গেল লোকটা। আমি হোমারের সিক্সগানটা নিয়ে নিলাম। চিন্তা করে দেখলাম, আমার সোনা আর ঘোড়া ব্যবহার করেছে সে, বদলে এটুকু তার কাছে পাই আমি।

যাজক, নিশ্চয়ই দেখেছ গোলাগুলির আওয়াজ থেমে গেলে মানুষ কেমন দ্রুত এসে ভিড় করে? মাত্র তিন মিনিটের মধ্যে সেলুনের ভেতর এতো লোক এসে জমল যে শ্বাস নেয়াই কষ্টকর হয়ে উঠল। ওখানে আর থাকার কোনও মানে দেখলাম না, কাজেই বেরিয়ে এলাম ঘোড়াগুলোকে সংগ্রহ করতে। শীঘ্রি দৌড়াতে

দৌড়াতে হাঁপাতে হাঁপাতে হাজির হলো শেরিফ। বেশ মোটাসোটা ছিল সে। আমাকে দেখে বলল, 'কী হচ্ছে ভেতরে?'

জানালাম, এখন আর কিছু হচ্ছে না, যা হওয়ার হয়ে গেছে। আরও বললাম, একটু আগে আমার যা কিছু ছিল সব ফেরত পেয়েছি। মনে হলো এ থেকে সে পুরো ব্যাপারটা বেশ আঁচ করে নিতে পারল। সেলুনের ভেতর ঢুকল শেরিফ। এক মিনিট পরই বেরিয়ে এলো। গদগদ দেখাচ্ছিল তাকে। বলল, 'তুমি কি জানো এই মাত্র তুমি ইলিয়াট হোমারকে খতম করেছ?'

জানালাম, আমি জানি। বললাম, আমার ঘোড়া ফেরত নিচ্ছি। কেউ আশা করি কোনও আপত্তি করবে না। শুনে শেরিফ বলল, ওগুলো যদি আমার ঘোড়া হয়ে থাকে তো নিতেই পারি, কোনও অসুবিধে নেই। আরও একটা কথা বলল, যেটা আমার মনে রাখা দরকার ছিল, কিন্তু ভুলে গিয়েছিলাম। ব্যাপারটা এতোই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে পরবর্তীতে আমার জীবন দীর্ঘ একটা সময় ওটার কারণে প্রভাবিত হয়েছে।

শেরিফ বলল, 'জানো, ইলিয়াট হোমারকে জীবিত বা মৃত পাওয়ার জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।'

আমি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কতো?'

খসখস করে মাথা চুলকাল শেরিফ হেনরি রেইনওয়াটার, তারপর ভাবতে খুব কষ্ট হচ্ছে এমন চেহারায় বলল, 'যতোটা মনে পড়ে পাঁচ শ' ডলার। একটু বেশিও হতে পারে, আমাকে পুরস্কারের অংকটা দেখতে হবে।' চেহারাটা আরও বিকৃত করে তুলল সে। 'তবে পুরস্কার পেতে হলে তোমাকে আরও কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হবে, অথচ দুঃখের কথা কী জানো, তোমার দেরি করার উপায় নেই। যদিও জানি, টাকাগুলো তোমার অনেক কাজে আসত।'

যাজক, কেউ নাকের সামনে টাকা দুলিয়ে সরিয়ে নিলে কেমন লাগে তা জানো? জানো না? বেশ, আমি বলে দিচ্ছি, মনে হয় তোমার হাত-পা বাঁধা, ফলে গায়ে কামড় দেয়া মশা তাড়াতে পারছ না। আমি বললাম, 'আমার কোনও তাড়া নেই।'

'তাড়া থাকা উচিত,' বলল শেরিফ। 'ইলিয়াটের বড় ভাই বাড হোমার যখন শুনতে পাবে তার ছোট ভাইয়ের কী করেছ, তোমাকে খুঁজতে আসবে সে। সে এমন এক লোক যার সঙ্গে লাগতে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ না।'

ততোক্ষণে মাথা খুলে গেছে আমার। আমি বললাম, 'আমি ওর ভাইয়ের কোনও ক্ষতি করিনি, শুধু ঈশ্বরের সঙ্গে বেচারার চটজলদি মোলাকাতের ব্যবস্থা করে দিয়েছি।...ওসব থাক, বলো দেখি, বাড হোমারের ওপরও কোনও পুরস্কার আছে?'

কথাটা শুনে শেরিফের চোয়াল ঝুলে পড়ল। বিমূঢ়ের মতন জিজ্ঞেস করল,

'তুমি কি ভাবছ ওকেও খুন করতে পারবে?'

আমি বললাম, 'আসলে, স্যর, যতোক্ষণ এশহরে আছি ততোক্ষণ খানিকটা বাড়তি রোজগারের আশা করতে দোষ কী!'

শেরিফ এমন ভাবে চাইল যে মনে হলো আমি কী জাতের মানুষ সেটা সে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। খানিক খাবি খেয়ে সে বলল, 'তুমি জানো আমার কি করা উচিত? আমার উচিত তোমাকে ডেপুটি করে নেয়া, যাতে তুমি যা-ই করো সেটা আইনসঙ্গত হয়!'

ডেপুটি হতে পারি ভাবতেই কেমন যেন লেগে উঠল। হাজার হলেও আমি বুকে আইনের ব্যাজ পরব? এতো চিন্তার দরকার ছিল না, এক মুহূর্ত পরই শেরিফ বলল, 'আসলে আমি তোমাকে কোনও মতেই ডেপুটি করতে পারি না। বাড হোমার তোমাকে খুন করবে। আর তারপরই আমাকে, কারণ, আমি তোমাকে আইনের তক্‌মা দিয়েছি। মনে হয় না লোকটা আমার ওপর খেপবে সেই ঝুঁকি আমার নেয়া উচিত।'

আমি বললাম, 'লোকটা যদি ওয়াণ্টেডই হয়ে থাকে তা হলে তুমি তাকে খুঁজে বের করছ না কেন?'

'তিনটে কারণে,' বলল শেরিফ। 'এক, সে আছে অন্য একটা কাউন্টিতে। দুই, আমাদের এখানে সে এখনও কোনও ঝামেলা করেনি। তিন, তাকে ধরতে গেলে আমাকে ঝাঁঝরা করে দেবে সে।'

আমি এবার জানতে চাইলাম সত্যি হোমার আমার খোঁজে এ-শহরে আসবে লে সে ভাবছে কি না। শেরিফ বলল, নিজের জীবনও সে বাজি ধরতে রাজি াছে যে, হোমার আসবে। আমার মনে হলো সে আসলে আমার জীবনটা বাজি রছে। অনেকগুলো চিন্তা আমার মাথায় খেলে গেল। তার একটা হচ্ছে, এখানে সে অপেক্ষায় না থেকে অ্যারিযোনা, নিউ মেক্সিকো বা ক্যালিফোর্নিয়াতে ভিড়ে লিয়ে যেতে পারি আমি। বাড হোমার আমাকে কখনোই খুঁজে পাবে না, খুন রতে পারবে না নিজের সুযোগ মত।

ইলিয়াট হোমারকে আমি শেষ করতে পেরেছি তার একটা বড় কারণ হলো কটাকে আমি বিস্মিত-হতভম্ব করতে পেরেছিলাম। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, নকটা বাড়তি সুবিধে পেয়েছিলাম আমি। চিন্তা করে দেখলাম, বুদ্ধিমানের কাজ বাড হোমারকেও বিস্মিত করে দেয়া। শেরিফকে জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় হোমারকে পাওয়া যাবে।

মনে হলো: আইনের রক্ষকের নিজেরই উচিত ডাকাতটাকে খুঁজতে বের া, সে বসে আছে কেন? লোকটাকে ধরার জন্যে প্রয়োজনীয় সব তথ্যই জানে ফ। প্রত্যেকটা হোমস্টেড, অ্যাডোবি কুটির বা ওয়্যাগন চলাচলের রাস্তা া গলিপথের বর্ণনা দিল সে। বাড হোমার ঘোরাফেরা করে বা আস্তানা গাড়ে

সেসব জায়গায়।

আমি জিজ্ঞেস করলাম বাড হোমারকে দেখলে চেনা যাবে কী করে। শেরিফ বলল, 'ওর ভাই দেখতে কেমন ছিল সেটা মনে রাখাই যথেষ্ট। শুধু যোগ করতে হবে তিরিশ পাউণ্ড ওজন আর তিন শ' পাউণ্ড নীচতা।'

যাত্রার জন্যে কিছু রসদ আর গুলি সংগ্রহ করলাম আমি। শেরিফকে বলে দিলাম, দুই হোমার ভাইয়ের ওপর ধার্য করা পুরস্কারই যেন সে জোগাড় করে এনে রাখে, কারণ ক'দিন পরই ওগুলো সংগ্রহ করতে ফিরে আসব আমি।

চেহারা দেখে মনে হলো, শেরিফ আমার কথা বিশ্বাস করতে পারল না।

আমার সঙ্গে শেরিফ একমত হলো, যে-লোকটা সেলুনে বসে ইলিয়াট হোমারের সঙ্গে মদ খাচ্ছিল, সে নিশ্চয়ই বাড হোমারকে খবর দিতে গেছে। বাড হোমার ভাইয়ের মৃত্যুর খবর শুনে আমাকে খুন করতে এ-শহরের দিকে রওনা দিতে দেরি করবে বলে মনে হয় না। আমি সব সময় দেখেছি, ভদ্রলোকরা আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে যেরকম ঘনিষ্ঠ হয়, তার চেয়ে ঢের বেশি ঘনিষ্ঠ হয় খারাপ লোকরা। বাড হোমার ভেবে নেবে আমি পালাতে চাইব, কাজেই দ্রুত আসবে সে। শেরিফের কথা থেকে জানলাম, হোমারের কাছে খবর পৌঁছুতে রাত হয়ে যাবে সেলুনের লোকটার। তারপর দিনের আলো ফোটার আগেই সম্ভবত রওনা দেবে বাড হোমার।

সন্ধের আগে ক্যাম্প করে ছোট একটা আগুন জ্বেলে সাপার সারলাম আমি। লক্ষ রাখলাম, যাতে ধোঁয়া না হয়। শহরে খোঁজ নিয়ে জেনেছি এদিকে ইণ্ডিয়ানদের আক্রমণের আশঙ্কা নেই, তবে ইণ্ডিয়ানদের চেয়ে অনেক বেশি বিপজ্জনক মানুষ নামের কয়োটিদের অভাব নেই। খাওয়া সেরে অভ্যেসবশত আগুন নিভিয়ে আঁধারে খানিকদূর গিয়ে থামলাম। আমি জানি কোথায় যাচ্ছি। শেরিফ বলে দিয়েছে, ওয়্যাগন ট্রেইলটা বাড হোমার যেখানে আস্তানা গেড়েছে তার এক মাইলের মধ্যে দিয়ে গেছে। আমার শুধু ট্রেইলে থাকলেই চলবে।

পকেটে সোনা ভরা থলে দুটো নিয়ে মহা আরামে সে-রাতে ঘুমালাম আমি। ভাবতে অবাক লাগে, কতো আনন্দ বোধ করে মানুষ কয়েকটা কয়েন সঙ্গে থাকলে। বিশেষ করে ওগুলো যদি হয় সোনালী রঙের। বিয়ের আগে আমার জীবনে এমনও হয়েছে, রাতে আমাকে গান গেয়ে বিদায় জানিয়েছে সুন্দরী কোনও মেয়ে, কিন্তু তাদের গানের আওয়াজ সোনার কয়েনের টুংটাং আওয়াজের ধারেকাছেও মিষ্টি লাগেনি কখনও।

পরদিন ভোরে ভেড়ার মাংস আর কফি খেয়ে রওনা দিলাম আমি। বিকেলের আগে ট্রেইলে কয়েকটা গরু ছাড়া আর কিছু দেখলাম না। বিকেলে দূরে দেখতে পেলাম ছয়-সাতজন অশ্বারোহী আসছে। খেয়াল করে নিশ্চিত হলাম, আমার চলার পথেই আসছে তারা। বুঝে ফেললাম, লোকগুলোর মধ্যে বাড হোমার

থাকবে। হার্নান্দেজের কারবাইনটা স্ক্যাবার্ড থেকে বের করে কয়েকটা ঝোপের আড়ালে চলে এলাম অপেক্ষা করতে।

যাজক, তুমি অনেক লোক দেখবে যারা পিস্তল পছন্দ করে। আমিও সব সময় সঙ্গে একটা রাখতাম, কিন্তু সত্যি যদি কাউকে একহাত দেখাতে হয়, তা হলে রাইফেল বা কারবাইনের জুড়ি নেই। প্রতিবারই সবার মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারবে তুমি ওগুলোর নল তাক করলে।

ঘোড়া নিয়ে মেসকিট আর ক্যাটক্লুর মধ্যে বসে থাকলাম আমি, লোকগুলোকে পাশ দিয়ে পার হয়ে যেতে দিলাম। ওরা আমাকে দেখেনি তখনও। আসলে যখন আমি দেখা দিতে চাই না তখন সাধারণত কেউ আমাকে দেখতে পায় না। বাড হোমারকে চিনতে আমার কোনও অসুবিধে হলো না। ইলিয়াট হোমারের মতই দেখতে সে, তবে ঘাড়টা দেড়গুণ মোটা।

তারা পার হয়ে যাবার পর ট্রেইলে বেরিয়ে এলাম তাদের পেছনে। চিৎকার করে ডাকলাম, 'বাড হোমার!'

আমার গলা সব সময়েই জোরাল। দ্রুত নিজের ঘোড়াটাকে ঘুরিয়ে নিল লোকটা। জানি না আমাকে সে আগে দেখল না আমার কারবাইনটাকে। আমাকে অবশ্য চেনে না সে, তবে অস্ত্রের নিজস্ব একটা ভাষা আছে, সে-ভাষার কারণে জিনিসটাকে সবাই চিনে নেয়।

আমাকে ভাল করে দেখতে পেল না সে, যেমনটা আমি চেয়েছিলাম। কখনোই আমি অন্যায় সুবিধে নেইনি জীবনে, শুধু নিশ্চিত হয়েছি যাতে আমিই জিতি।

'কে তুমি?' লোকটা কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করল।

'নাম জন পেপার,' আমি বললাম। 'আমার ধারণা তুমি আমাকে খুঁজছ। তোমাকে যাতে দীর্ঘ যাত্রা করতে না হয় তাই চলে এলাম।'

সেলুনের সেই লম্বা লোকটা তার পাশের ঘোড়ায়। দেখামাত্র আমাকে সে চিনতে পারল। তাকে বলতে শুনলাম, 'এ-ই ও, বাড। এই লোকটাই ইলিয়াটকে খুন করেছে।'

আমি বললাম, 'ইলিয়াট আমার জিনিস নিয়েছিল, সেসব আমি ফেরত নিয়েছি। লুকিয়ে আমাকে গুলি করেছিল সে। কিন্তু সে যখন গুলি খেল, তখন সরাসরি আমার চোখের দিকে তাকানোর সুযোগ পেয়েছিল। এখন কথা হচ্ছে, তোমার সঙ্গে কোনও ঝামেলায় যেতে চাই না আমি, হোমার। কিন্তু তুমি যদি আমাকে খুঁজতে এসে থাকো, তা হলে এই যে আমি।'

বাড হোমার এমন ভাবে চাইল যেন যা ঘটছে তা সে বিশ্বাস করতে পারছে না। পুরোনো আমলের অনেকেই বিপজ্জনক আর চালুহাত হিসেবে নাম পেয়েছে। তবে তারা বিপজ্জনক আর চালুহাত শুধু তখন, যখন তাদের পরিকল্পনা মত সব

খাটেছে। তাদের চমকে দাও, ব্যস, তারা স্থির করতে পারবে না কী করবে।

আমি বললাম, 'ছেলেরা, তোমরা যদি হোমারের আত্মীয় না হয়ে থাকো, তা হলে আমি তোমাদের পরামর্শ দেব এসবের বাইরে থাকতে। প্রয়োজন ছাড়া কাউকে কষ্ট দেয়া আমার পছন্দ নয়।'

বাড হোমার কী যেন বলল। লম্বা লোকটা ছাড়া সবাই এক ধারে সরে গেল। এবার পিস্তলের দিকে ঝটিতে হাত বাড়িয়ে দিল হোমার। তাকে আমি পিস্তল বের করার সুযোগ দিলাম, তারপর চাপ দিলাম ট্রিগারে। আমি চাইনি পরে লোকে বলুক হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করতে পারেনি এমন কাউকে আমি খুন করেছি। থুতনির ছয় ইঞ্চি নীচে গুলি খেল হোমার। তার পিস্তলটা থেকে গুলি বের হয়ে মাটিতে গাঁথল। তার আগে চিরে দিয়ে গেল তারই ঘোড়ার সামনের ডান পা। ভয় পেয়ে লাফাতে শুরু করল জন্তুটা। ওটার পিঠের ওপর থেকে উড়ে গেল হোমার। দেখে মনে হলো বড় কোনও পাখি পাখা ঝাপটে উড়তে চাইছে।

তবে কীভাবে ওড়ার চেষ্টা করছিল সেটা বাড হোমার জানতে পারল বলে আমার মনে হয় না।

আমার ঘোড়াটাও লাফাতে শুরু করেছে। যেভাবে আমি স্যাডলটাতে রাইফেলের কুঁদো রেখে গুলি করেছি সেটা বোধহয় ওটার পছন্দ হয়নি। লিভার টেনে আরেকটা গুলি চেম্বারে ভরে এবার রাইফেল কাঁধে তুললাম আমি, জানি না হোমারের সঙ্গীরা কী করবে। লম্বা লোকটা ছাড়া সবাই থম মেরে বসে থাকল। লম্বা লোকটা পিস্তল বের করে আমার দিকে তাক করতে শুরু করল। কারবাইনে যা আছে সেটা তাকে আমি বিনে পয়সায় দিয়ে দিলাম। খুবই বিস্মিত হলো লোকটা। তার ঘোড়াটা কয়েকবার লাফিয়ে উঠল, ফলে বাড হোমারের লাশের ওপর গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল লম্বা লোকটার লাশ।

কিছু করে বসতে পারে ভেবে ওই চারজনকে কাভার করলাম আমি। কিন্তু কেউ নড়ল না। আমি বললাম, 'তোমাদের মধ্যে আর কেউ আত্মীয় আছো?'

লোকগুলো তড়িঘড়ি জবাব দিল, তারা কেউ আত্মীয় নয়, শুধুই বন্ধু। বন্ধুত্বের সীমাবদ্ধতা আছে। তাদের একজন লম্বা লোকটার লাশ দেখিয়ে বলল, 'স্লিমই একমাত্র আত্মীয় ছিল। হোমারদের খালাতো ভাই। গোটা বংশের বুদ্ধি কম।'

আমি বললাম না, তবে আমার মনে হলো গোটা হোমার গুষ্টিই বুদ্ধিতে খানিকটা খাটো। লোকগুলোকে বললাম, 'ছেলেরা, তোমরা যদি স্থির করে থাকো, আমার সঙ্গে তোমাদের কোনও গোলযোগ নেই। খুব খুশি হবো যদি যেখানে আছো সেখানেই অস্ত্র ফেলে দাও।'

সবাই নীরবে কাজটা সারল। আমি বললাম, 'এসব অস্ত্র কেউ নেবে না, দু'এক ঘণ্টা পর এসে সংগ্রহ করে নিয়ো। কিন্তু আমি এখন দেখতে চাই স্বল্প

সময়ে যেদিক থেকে এসেছ সেদিকে কত দ্রুত ফিরতে পারো।'

একটু পর স্বীকার করতে হলো, ভাল ঘোড়া চালায় ওরা সবাই।

লোকগুলো অনেক দূরে চলে যাবার পর হোমার আর তার খালাতো ভাইয়ের ঘোড়াদুটোকে আদর করে শান্ত করলাম। লাশ দুটো ওগুলোর পিঠে তোলার পর একটু ভয় মত পেল, কিন্তু সেটা এমন কিছু না। রক্তের গন্ধে অস্থিরতা পেয়ে বসেছিল।

পাঁজরে গুলি লাগা জায়গাটা ব্যথা করছিল আমার, তাই বলে ভাল মত দু'ভাইকে বাঁধতে ভুল করলাম না। একবার চেয়ে দেখলাম লোকগুলো কোথায়। দেখি অনেক দূরে চলে গেছে। এখনও যাচ্ছে। আমাকে বুঝতে ওদের কোনও ভুল হয়নি দেখে এবার রওনা দিলাম।

আমার মনে একটা সন্দেহ ছিল: শেরিফ রেইনওয়াটার ইলিয়াট হোমারের পুরস্কারের টাকাগুলো মেরে দিতে চাইতে পারে। লোকটা ভাবতেই পারেনি বাড হোমার আর ওর খালাতো ভাইকে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চেপে শহরে ফিরব। জেলের সামনে থেমে রেইনওয়াটারকে গলা উঁচিয়ে ডাকলাম। দরজায় এসে দাঁড়াল রেইনওয়াটার, পাল্লায় হেলান দিয়ে দাঁড়াল। ভাব দেখে মনে হলো হেলান না দিলে পড়ে যেতে পারে। সামলে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামল সে, লাশ দুটোর চুল মুঠি করে ধরে চেহারা ভাল মত দেখল। বিড়বিড় করে বারবার বলতে শুরু করল, 'এ অসম্ভব! এ অসম্ভব!'

আমি বললাম, 'একটা বেশি নিয়ে ফিরেছি। এর নাম স্লিম। চেনো তুমি একে?'

আস্তে করে মাথা দোলাল শেরিফ। 'স্লিম হার্ভি। হোমারদের খালাতো ভাই।'

'পুরস্কার আছে এর জন্যে?'

'আমি অন্তত জানি না,' বলল শেরিফ। 'শুধু ইলিয়াট আর বাড হোমারের ওপর পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। স্লিম ওদের সঙ্গে ঘুরে পচা হুইস্কি খাওয়া ছাড়া আর কিছু কখনও করেছে বলে শুনিনি।'

শেরিফকে জানালাম, এ-কথা শুনে খারাপ লেগেছে আমার। কারণ ছাড়া মানুষ মারতে সবসময় বিরক্ত হয়েছি আমি।

শুনে শেরিফ বোধহয় খানিকটা অবাক হলো। জিজ্ঞেস করল, 'যদি লোকটার ওপর পুরস্কার থাকত তা হলে একে খুন করতে ভাল বোধ করতে তুমি?'

আমি বললাম, খানিকটা ভাল তো লাগতোই। পুরস্কারের টাকাগুলো খুন করার কারণ হিসেবে যথেষ্ট।

এধরনের ঘটনায় নিয়ম ছিল মৃতের কোনও আত্মীয়-স্বজন না থাকলে তাদের ঘোড়া আর যা যা আছে সব বিক্রি করে দেয়া। কবরের খরচ দেয়ার পর যা থাকে

সেটা যাদের প্রাপ্য বলে মনে করে তাদের দিয়ে দিত শেরিফ। আমি আর শেরিফ অর্ধেক অর্ধেক ভাগ করে নিলাম জিনিসপত্র বিক্রির বাড়তি টাকা। জানি শেরিফের এতে কোনও পাপ্য হয় না, তবে টাকার পরিমাণ ছিল খুবই কম। আমি আর আপত্তি করিনি। তা ছাড়া, ভেবে দেখলাম, হোমারদের পুরস্কার সংগ্রহ করতে হলে রেইনওয়াটারের ওপর নির্ভর করতে হবে আমাকে। আরেকটা কারণ, সে-সময় মার্শাল বা শেরিফরা খুব কম বেতন পেত। বাড়তি টাকার খুবই দরকার ছিল তাদের।

শহরে কোনও টেলিগ্রাফ ছিল না, সেজন্যে পুরস্কারের টাকা পেতে আমার দশ-বারোদিন লেগে গেল। শহরে অলস ভাবে ঘুরে, দু'চার পেগ করে মদ খেয়ে, আর সামান্য পোকার খেলে সময়টা পার করলাম। তখন আর আমি ওয়্যাগন ইয়ার্ডে শুই না বা ঘোড়ার খড় দিই না। অনেক দূর থেকে মানুষ এলো হোমারদের খুন করেছে যে সেই জন পেপারকে দেখতে। ব্যাপারটা আমার ব্যবসার জন্যে ভাল হয়ে দেখা দিল। যারা এলো তারা সবাই আমার সঙ্গে পোকার খেলার সুযোগ পেলে বর্তে গেল। আমিও খেলতে আপত্তি করলাম না। বাড়তি টাকা রোজগার করতে কখনোই আমি দ্বিধা করিনি। বাজে পোকার খেলোয়াড় ছিল বেশিরভাগই। পুরস্কারের টাকা যতোদিনে এল ততোদিনে লোকগুলো সব ফতুর হয়ে বিদায় নিল।

একদিন শেরিফ রেইনওয়াটার এসে বলল, 'আজকের ডাকে অথোরাইযেশন পেয়েছি। তুমি যদি আমার সঙ্গে ব্যাঙ্কে যাও, তা হলে টাকাগুলো দিয়ে দিতে পারি।'

ব্যাঙ্ক পর্যন্ত হেঁটে যেতে দারুণ চনমনে লাগল। সত্যি বলতে ফুরফুর করছিল মনটা। ব্যাঙ্কের মালিকের সঙ্গে আগেই পরিচয় হয়েছে আমার। জার্মান লোক। নাম রালফ। বেশ বন্ধুবৎসল। তার ডেপুটির সঙ্গেও পরিচয় হয়েছে। তেতো চেহারার চিমসে এক লোক। নাম ক্লিণ্টন। ঈশ্বরই শুধু বলতে পারবেন অতোটা চিটকে লোকটা হলো কী করে।

বুড়ো রালফকে ভাল লেগে গিয়েছিল আমার। কয়েক বছর আগে স্যান অ্যাণ্টনিয়োর পশ্চিম থেকে এসেছে সে, ব্যাঙ্ক আর কাঠ, উল আর চামড়া কেনার ব্যবসা খুলেছে। পোকার খেলেছে সে বেশ কয়েকবার আমার সঙ্গে। টাকাপয়সার ব্যাপারে ভাল বোঝে মানুষটা, কিন্তু তাসে একদম হাত নেই। বেশ কিছু টাকা হেরেছে আমার কাছে। বুড়ো আর সব জার্মানদের মতই বেশিক্ষণ সে খেলে না যে তাকে একটু সাইজে নিয়ে আসব। অনেকে এদের অদ্ভুত কথা শুনে মনে করে তারা বোকা, আর সেই সুযোগে ব্যবসায় খেল্ দেখিয়ে দেয় এরা। একই সঙ্গে দু'ভাষায় চিন্তা করে সবসময় এগিয়ে থাকে।

চিঠি আসবে সেটা রালফ জানত, তারপরও পুরোটা ড্রাফট সাবধানে পড়ে

দেখল কোথাও কোনও অসঙ্গতি আছে কি না। পোকার টেবিলে ভুল খেললেও ব্যাঙ্কের কাজে তার কোনও ভুল ছিল না। ড্রাফট পড়া শেষে সে বলল, 'ভেল, (ওয়েল) মিস্টার পেপার, ড্রাফট অনুযায়ী আগের চেয়ে তুমি পনেরো শ' ডলার বড়লোক হয়ে গেছ।'

আমি তাকে বললাম, আমারও তা-ই ধারণা।

রালফ বলতে শুরু করল দেশটা কতো দ্রুত উন্নত হচ্ছে, তার ব্যাঙ্ক কতো নিরাপদ আর পাঁচ বছরে ব্যাঙ্কটা কতো বড় হবে। আমাকে বলল, সুদের বিনিময়ে টাকাগুলো তার ব্যাঙ্কে রেখে বাড়তে দেখলে ভাল করব। আমি জানালাম, কী করব এখনও ঠিক করিনি, তবে এখানে থাকব না, কাজেই টাকাগুলো নগদ নিতে চাই।

রালফ বলল, এ-কথা শুনে সে দুঃখিত হয়েছে। তার ধারণা আমার মত মানুষ এখানে থাকলে শেরিফকে সাহায্য করার মাধ্যমে প্রচুর রোজগার করতে পারবে। এদিকে বেশ কিছু বেপরোয়া লোক আছে যাদের সঙ্গে জন পেপারের এখনও মোলাকাত হয়নি। তাদের প্রত্যেকের মাথার ওপর দাম ধরা আছে।

রালফ কথাটা যেভাবে বলল তাতে ভাবনায় পড়ে গেলাম। বিশেষ কোথাও যাবার নেই আমার। শেরিফ যখন এখনও আমার আসল নাম বা বর্ণনা সহ ওয়ান্টেড পোস্টার পায়নি, হয়তো পাবেও না। এতোটা পশ্চিমে হয়তো পোস্টার পাঠায়নি ডাক বিভাগ। আর যদি পাঠায়ও, তবু সেটা আগে আমার চোখে পড়ারই সম্ভাবনা বেশি। কোনও অসুবিধেই হবে না ওটা মুড়িয়ে ফায়ারপ্লেসে পুড়িয়ে ছাই করতে।

রালফের কথায় শেরিফ রেইনওয়াটার খানিকটা বিস্মিত হলো। আমি বললাম, 'তুমি কী বলো, শেরিফ?'

চেহারা দেখে বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা তার খুব একটা পছন্দ হচ্ছে না। কিন্তু রালফ মানুষকে প্রভাবিত করতে ওস্তাদ, তার কথা শুনে একটু পরই শেরিফের মনে হতে লাগল, আমার এখানে থেকে গিয়ে শক্ত লোকদের মোকাবিলা করাটা একটা চমৎকার বুদ্ধি।

এভাবেই জন পেপার, অর্থাৎ আমি শার্টের বুকে ডেপুটি শেরিফের তকমা পরতে শুরু করলাম।

চার

আইনে নেই এমন বেশ কিছু ব্যাপার বুঝে নিতে বিশেষ দেরি হলো না আমার। এ-ব্যাপারে সরাসরি আমাকে কিছু বলল না শেরিফ রেইনওয়াটার, তবে আভাসে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল আমার ডেপুটি শেরিফ হওয়াটা তার ইচ্ছেয় হয়নি, হয়েছে ব্যাঙ্কার রালফের ইচ্ছেয়।

আমার উপস্থিতি তাকে অস্বস্তিতে ফেলে দিল। আমি থাকলে গোলাগুলি হবেই, আর গোলাগুলিতে অংশ নেয়ার কোনও ইচ্ছে তার নেই। গানফাইট হলে সে বেঁচে থাকবে এতোটা নিশ্চিত ছিল না রেইনওয়াটার। আরেকটা ব্যাপার—লোকটার ধারণা, যেহেতু আমি তার ডেপুটি, কাজেই ওয়ান্টেড পোস্টারের টাকা তার সঙ্গে আমার আধাআধি ভাগ করে নেয়া উচিত। তাকে জানিয়ে দিলাম, যখন সময় আসবে তখন এ নিয়ে কথা বলব আমরা। আরও বললাম, তার অবদান কতোটা, কী ধরনের ঝুঁকি সে নিয়েছে এসবের ওপর নির্ভর করবে ভাগাভাগির ব্যাপারটা। আমি সবসময় বিশ্বাস করেছি স্বার্থ থাকলে শুধু তবেই মানুষ ঠিক মত নিজের কাজ করে। মানুষকে বলো, ইচ্ছে করলে সে কাজ করতে পারে, অথবা বসেও থাকতে পারে, দেখবে প্যান্টের পাছার দিকটা বেশি ক্ষয় হবে তার হাঁটুর তুলনায়।

শেরিফের কাজে আরও কিছু বিষয় আছে যেগুলো আমাকে খানিকটা বিস্মিত করল। শহরের কিছু জায়গা আছে যেখানে আইন অনুযায়ী সবকিছু চলে না। আইন অনুযায়ী জুয়া খেলা দণ্ডনীয় অপরাধ, বেশি রাত পর্যন্ত সেলুন খোলা রাখা যাবে না, রবিবার বন্ধ রাখতে হবে। এ ছাড়াও আছে, পতিতালয় চালানো যাবে না। আমি আবিষ্কার করলাম, এসব আইনের বেশিরভাগই মানা হয় না। সপ্তাহে একদিন শেরিফ ওসব জায়গায় ঘুরতে বের হয়, যখন ফিরে আসে তখন তার পকেট থাকে আগের চেয়ে ফোলা।

শেরিফ যেমন আমার ওয়ান্টেড পোস্টারের টাকার অংশ দাবি করেছিল তেমনি ভাবে আমি শেরিফের কাছে ঘুষের টাকা চাইলাম না। গরীব মেয়েগুলোর টাকা পকেটে পুরতে সায় দিল না মন। তবে অনেক পরে জেনেছি, যখন কিছু পাওয়া যায়, আর নিতে রুচিতে বাধে না, তখন তা নিয়ে নেয়াই ভাল। ওসব অনেক পরের কথা। জ্ঞান নিয়ে মানুষ জন্মায় না, জ্ঞান অর্জন করে।

ক্যাটক্ল শহরটায় নিজেকে বেশ মানিয়ে নিলাম। ওখানে ক্রীকের কাছে খামার করা হয়েছিল, কিন্তু সেসবের তখনও বাড়বাড়ন্ত ছিল না। মানুষ অন্যের কাজে

নাক না গলিয়ে নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত হয়ে থাকত। শহরের বেশিরভাগটাই ছিল মেক্সিকানদের। শহরের দক্ষিণ দিকে তাদের ঘন বসতি। শেরিফ গ্রিংগো বলে খুব বেশি ঝামেলা না হলে শহরের ওদিকটায় প্রায় যেত না বললেই চলে। মেক্সিকানরা সাদারা আসার অনেক আগে থেকেই নিজেরা চোখের বদলে চোখ, রক্তের বদলে রক্তের আইন তৈরি করে বাস করছে, কাজেই এসবে সরকারের নাক গলানোর কোনও প্রয়োজন নেই, এ-ই ছিল শেরিফের যুক্তি।

আমার মাঝে মাঝে মনে হয়েছে, আমাদেরও এমন ভাবে নিজেদের তৈরি আইন অনুযায়ী চলা উচিত, তা হলে প্রচুর উকিল খেতে না পেয়ে মরবে।

মেক্সিকানদের এলাকায় বাড়তি আয়ের সুযোগ প্রায় ছিল না বললেই চলে। অনেকটা সে-কারণেই ওদিকে শেরিফ প্রায় যেতই না। টাকার ধান্দা যা ছিল, সেটা ছিল শহরের সাদাদের অংশে। টেক্সাস তখনও অত্যন্ত দারিদ্র্য-পীড়িত। সম্পদ বলতে ছিল প্রচুর জমি আর গরু। সে-সময় ওগুলোর প্রায় কোনও মূল্যই ছিল না। সময়টা আমাদের মত সৎ লোকদের জন্যে খারাপ যাচ্ছিল। খারাপ লোকগুলোও তেমন সুবিধে করতে পারছিল না। টাকা যা রাজ্যে আসত, সেটা আসত উত্তরে গরু বিক্রি করে। সেসব এমন কিছু ছিল না।

ক্যাটক্লু ব্যবসা করত রানশার, খামার মালিক আর রিয়ো গ্র্যাণ্ডের কাছে, পশ্চিমের অ্যাপাচি অঞ্চলের মানুষদের সঙ্গে। উত্তরে কোমাঞ্চিদের ওদিকেও খানিকটা ব্যবসা ছিল। দু'তিনটে বড় জেনারেল স্টোর পুরো এলাকার চাহিদা মেটাত। এ ছাড়া ছিল ছ'সাতটা সেলুন। দেশের অবস্থা যতো খারাপই হোক, অবস্থা এমন ছিল যে, সবাই যদি না খেয়ে মরে, তা হলে শেষ লোকটা হবে সেলুন-মালিক। সেলুন-মালিক শহর ছেড়ে চলে গেলে ধরে নিতে হবে শহরটা সত্যিই মারা গেছে।

পশ্চিমে যেতে হলে ক্যাটক্লু বা ওরকম কোনও শহর হয়ে না গিয়ে মানুষের তেমন কোনও উপায় ছিল না তখন। সড়ক ধরে এলে স্যান অ্যান্টনিয়ো বা উত্তরের মানুষদের শহরের ভেতর দিয়েই যেতে হতো। যারা বিশেষ কারণে সড়ক এড়িয়ে শহর ঘুরে এগিয়ে যেত, তাদের প্রতিই আমার মনোযোগ ছিল বেশি। পোস্টারগুলো প্রায় মুখস্থ করে নিয়েছিলাম। টেক্সাস রেঞ্জারদের মত পকেটে একটা টালি-বই রাখতাম। রেঞ্জাররা সে-সময় সন্দেহজনক কাউকে দেখলেই পকেট থেকে টালি-বই বের করে চেহারার বর্ণনা মিলিয়ে দেখত। বর্ণনা মিলে গেলে লোকটাকে তার সঙ্গে যেতে আহ্বান জানাত। দোষীদের সঙ্গে অনেক নিরপরাধ লোককেও ধরে নিয়ে যেত তারা। তবে, রেঞ্জারদের দাওয়াত উপেক্ষা করার সাধ্য ছিল না কারও।

আমি শহরের উত্তরে আর দক্ষিণে নিয়মিত টহল দিতে শুরু করলাম। শহর এড়িয়ে কেউ যাচ্ছে কি না সেটা খেয়াল করতাম। গেলে সে হতো আমার

সন্দেহভাজন। বেশিরভাগ সময়েই দেখা যেত আমার সন্দেহ অমূলক। ওই লোকগুলোকে আমি ট্র্যাক করে ধরতে পারার আগেই দূরে চলে যেত, নয়তো দেখা যেত মেক্সিকান কাউবয়রা গরু খুঁজতে এসেছে। কখনও কখনও এমনও হতো, ফোর্ট ক্লার্ক থেকে সৈন্যরা পলাতক সৈন্য ধরতে আসত। মিলিটারি বরাবরই নিজেদের পালিয়ে যাওয়া সৈন্য ধরতে শেরিফ আর ডেপুটিদের সাহায্য চাইত। আমি অবশ্য কখনোই মনে করিনি এটা আমাদের কাজ। আমার সবসময়ই মনে হয়েছে, যে-লোক মিলিটারি থেকে পালিয়ে যেতে চায়, সে সুস্থ মস্তিষ্কের লোক।

তা ছাড়া আমার উৎসাহী না হবার আরেকটা কারণ, আর্মি কখনোই পলাতকদের জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করত না।

মাঝে মাঝে দু'একজন ওয়ান্টেড লোক ধরে এনে সামান্য কিছু আয় হতো আমার। আমি কতোটা সিরিয়াস সেটা টের পেলে বেশিরভাগই গোলমাল না করে সঙ্গে আসত। এদের শহরে নিয়ে আসাটা ছিল কাজের প্রথম কঠিন অংশ। আসল কঠিন অংশ ছিল পুরস্কারের টাকা আদায় করা। কাজ তখন উদ্ধার হয়ে গেছে, কাজেই যারা পুরস্কার ঘোষণা করত, তারা সবসময় অজুহাত দেখিয়ে চেষ্টা করত যাতে শেষ পর্যন্ত পুরস্কারের টাকা দিতে না হয়। বলা হতো পুরস্কারের সময় পেরিয়ে গেছে, বা আইনের লোকদের জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়নি—ইত্যাদি। পরিশ্রমী লোকদের ঠকানোর আপ্রাণ চেষ্টা।

একবারের কথা মনে পড়ে, আমি স্যান অ্যান্টনিয়োর পুবে এক কানকাটা ব্যাঙ্ক ডাকাতকে ধরলাম। ওর ওপর এক হাজার ডলার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল। এমন নয় যে ব্যাঙ্ক ডাকাতির কারণে তার ওপর এতো টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। আসলে লোকটা অতো টাকা ডাকাতিই করতে পারেনি। আসলে হেড ব্যাঙ্কারকে জিম্মি করেছিল সে। সঙ্গে করে বিশ মাইল নিয়ে যায়, তারপর ব্যাঙ্কারের শার্ট-প্যান্ট কেড়ে নেয়, যাতে লোকটা চটজলদি কারও বাড়িতে গিয়ে সাহায্য চাইতে না পারে। টাকা হারানোই যথেষ্ট খারাপ, তারওপর সম্মান হারাতে হলে সেটা আরও সাংঘাতিক রকমের খারাপ—তাই অত টাকা পুরস্কার।

আমি যখন কানকাটাকে ধরতে গেলাম তখনও অবশ্য পুরো ঘটনা জানি না। শুধু জানতাম লোকটা দেখতে কীরকম আর কতো টাকা পাওয়া যাবে তাকে ধরলে। বাকি সব তথ্য অপ্রয়োজনীয়।

বাড হোমার যেখানে থাকত তার কাছাকাছি এলাকায় লোকটার দেখা পেলাম আমি। দেখতেই চিনতে পারলাম। এক কান কাটা লোকের পক্ষে মানুষের ভিড়ে মিশে যাওয়া সোজা কথা নয়। ওখানে সে মাত্র কয়েকদিন হলো হাজির হয়েছে, এতেই আমার সন্দেহ পোক্ত হলো। তারওপর ওই স্বল্প সময়েই সে কিছু বন্ধু জুটিয়ে ফেলেছে। তারা এমনকী কানকাটার নিরাপত্তা রক্ষা করার জন্যে ফুটো

হওয়ার ঝুঁকি নিতেও রাজি। এক হাজার ডলার অনেক টাকা। অতো টাকার বিনিময়ে সামান্য ঝুঁকি নিতে হতেই পারে। তাকে আমি বুঝিয়ে বললাম, তার উচিত বন্ধুদের বিপদের মধ্যে না ফেলে আমার সঙ্গে চলে আসা। ঊরুর মাংসে একটা গুলি খাওয়ার পর আমার মতামতকে সে বিশেষ গুরুত্ব দিল। পরে অবশ্য ওই গুলি করার জন্যে আমার আফসোস হয়েছে। তার বন্ধুরা বেশ করে কানকাটাকে ব্যাণ্ডেজ করে দিল, জেল পর্যন্ত যাতে অভুক্ত যেতে না হয় সেজন্যে খাবার দিয়ে দিল। অথচ আমাকে ওরা কোনও খাবারই সাধেনি।

কানকাটার পায়ের ব্যথা আর জ্বর কমে গেলে পরে বুঝলাম লোকে তাকে এতো পছন্দ করে কেন। কানকাটার হাসিটা ছিল সাত ইঞ্চি চওড়া। অসম্ভব মিথ্যেবাদী লোক, নিষ্পাপ সব মিথ্যে বলতে পারত জমিয়ে। ফলে হাসিয়ে চোখের পানি বের করে দিত। মিথ্যে বলার জন্যে যদি নরকে যেতে হয়, আমার ধারণা সে নরকে না গিয়ে আর কোথাও যেতে পারবে না। তবে তার মিথ্যে কারও কোনও ক্ষতি করত না। রওনা হবার আগে সে একটা গিটার চাইল। জোগাড় করে দিলাম একটা। জীবনে তুমি এতো বাজে কোনও গিটারবাদক দেখোনি, যাজক।

স্বাভাবিক ভাবেই যেখানে তাকে খোঁজা হচ্ছে সেখানে খবর পাঠালাম যে তাকে আমরা জেলে পুরেছি। খবর পেয়ে দেরি না করে চলে এলো ওই কাউন্টির শেরিফ; তার সঙ্গে এক ডেপুটি আর সেই লালচে চেহারার মোটাসোটা নাদুসনুদুস ন্যাংটো ব্যাঙ্কার। যুদ্ধের পর উত্তর থেকে আসা লোক ছিল সে। মানুষের অভাবের সুযোগ নিয়ে সুদের ফাঁদে ফেলে টাকা শোধ করার সময় কমিয়ে দিয়ে জমিজমা কিনে থিতু হয়ে বসেছিল টেক্সাসে। কানকাটা হুবার্টের পরিবারকেও সে এভাবে ফতুর করে। সে-কারণেই কানকাটা হুবার্ট তাকে ডাকাতি করে কাপড়চোপড় কেড়ে নিয়েছিল। হাসতে হাসতে আমাকে বর্ণনা করে বলেছিল কীভাবে ব্যাঙ্কার দিগম্বর হয়ে নিজের বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়। আমি জানি না ঘটনাটা তাকে বেশি হাসিয়েছিল না আমাকে।

শেরিফ লোকটা মানুষ ভাল, কিন্তু মৌমাছির সঙ্গে বাজ পাখির লড়াই বাধলেও বাজ পাখির পক্ষে বাজি ধরতে রাজি হবে না, এমনই লোক ব্যাঙ্কার। আমাকে সে জানিয়ে দিল, হুবার্টকে এক মাসের মধ্যে ধরতে পারলে তবেই শুধু পুরস্কার পাওয়া যেত, আমি ধরেছি তিন মাস পর। আমি তাকে ওয়ান্টেড পোস্টার দেখালাম, সেখানে এমন কোনও কথা লেখা নেই। সে বলল, সেটা ছাপাখানার মালিকের দোষ, তার নিজের ভুল নয়। সে ও-কথা লিখতে বলে দিয়েছিল। আমি যদি টাকা দাবি করি, তা হলে আমার উচিত ছাপাখানার মালিকের কাছে দাবি করা। ততোদিনে আমি কম ছাপাখানার মালিক দেখিনি। তারা সবসময় অর্থকষ্টে থাকে। কোনও ছাপাখানার মালিকের পক্ষে এক হাজার ডলার দিতে পারার প্রশ্নই

ওঠে না।

উলঙ্গ ব্যাঙ্কার পুরস্কার দিতে তো অস্বীকার করলই, তারওপর কতো বড় ছোটলোক, ছ্যাঁচড়া, কানকাটা হুবার্টকে নিয়ে যেতে একটা ঘোড়া ধার দিতে পারব কি না জিজ্ঞেস করল।

আগেও আমাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হয়েছে, আমাকে ঠকানো হয়েছে। সবসময় ঠকে গেলে আমি বেশি খেপেছি। ঈশ্বর বেচারার নাম নিয়ে বাছা বাছা কয়েকটা গালি দিলাম ব্যাঙ্কারকে। তাতে অবশ্য পরিস্থিতি একচুল বদলাল না। ব্যাঙ্কারের কাছে আমার বন্দি কানকাটা হুবার্টকে ধরে নিয়ে যাবার জন্যে দরকারী আইনের কাগজপত্র সবই ছিল। এক পয়সা খরচ করার ইচ্ছে ছিল না ব্যাঙ্কারের।

ওসব যদি বাদও দেই, হুবার্টকে আমার ভাল লেগে গিয়েছিল। মিথ্যের রাজা—সত্যি বলতে কিছুই ছিল না তার ভেতর, আবার ক্ষতিকর কিছুও ছিল না।

শেরিফ আর ব্যাঙ্কার ঠিক করল পরদিন সকালে ফিরতি পথে রওনা হবে তারা। হোটেলে উঠল ব্যাঙ্কার। কাউণ্টি থেকে যথেষ্ট টাকা পায় না বলে শেরিফ আর ডেপুটি আশ্রয় নিল ওয়্যাগন ইয়ার্ডে। তাদের জন্যে ব্যাঙ্কার চার আনাও খরচ করবে না এটা তারা জানত। লোকগুলো চলে যাবার পর অফিসে বসে পরিস্থিতিটা ভাবলাম আমি। সেই সঙ্গে শুনতে হলো হুবার্টের গিটারের বিশ্রী ঝনঝনানি। হঠাৎ চিন্তাটা মাথায় ঘাই মারল। হুবার্টকে যখন ধরলাম তখন সে আমাকে গুলি করেনি, শুধু সঙ্গে আসতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। জেল কুঠুরির সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি, জিজ্ঞেস করলাম, 'হুবার্ট, কখনও কাউকে গুলি করেছ? চেষ্টা করে দেখেছ কখনও?'

হুবার্ট জানাল, কখনও কাউকে গুলি করার চেষ্টাই করেনি সে। আমি বললাম, 'কেউ যদি পেছনের ওই জানালা দিয়ে একটা গুলিভরা সিক্সগান দেয় তোমাকে, তা হলে মুক্তি পাবার জন্যে তুমি কি ওই মোটকু ব্যাঙ্কারকে গুলি করবে?'

হুবার্ট জানাল, তবুও সে গুলি করবে না। তবে ন্যাঙটো ব্যাঁঙ্কারকে এমন ভয়ঙ্কর ভয় দেখাবে যে লোকটা প্যাণ্ট নষ্ট করে ফেলবে।

আমার ড্রয়ারে অন্তত বিশটা রিভলভার ছিল, যেগুলো আমি লোকজনের কাছ থেকে কর্তব্য পালনের সময় সংগ্রহ করেছি, কিন্তু ফেরত দেয়া হয়নি। তাই বলে আমি হুবার্টকে ওর নিজের জঘন্য রিভলভারটা দিলাম না। দিলে ধরা পড়ে যেতাম। কেউ যদি কারও জন্যে নীতিবিরুদ্ধ কোনওকিছু করতে বাধ্য হয়, তা হলে দেখা উচিত যার জন্যে সে নীতি ত্যাগ করছে, সে যেন উপকৃত হয়। আমি ভাল একটা গুলিভরা রিভলভার হাতে তুলে নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করলাম। আগেও আমি মাঝেমধ্যে লোক চিনতে ভুল করেছি, কাজেই ঠিক করলাম, ঝুঁকি নেয়া উচিত হবে না। গুলির সীসাগুলো সরিয়ে সমস্ত বারুদ চিলুমচিতে ফেলে দিয়ে আবার জায়গামত বসিয়ে দিলাম বুলেটগুলো। এবার পাঁচটা ওরকম ফাঁকা

গুলি রিভলভারের চেম্বারে ভরলাম। কাজ সেরে চলে এলাম জেলের পেছনে, ব্যারেলের টোকা দিয়ে জানালার শিকে আওয়াজ করলাম। হুবার্টের হাত বেরিয়ে এলো। সঙ্গে সঙ্গে তার হাতে রিভলভারটা ধরিয়ে দিলাম।

একটু পরই হুবার্টের গিটারের বিদঘুটে আওয়াজ শুরু হয়ে গেল আবার।

পরদিন সকালে ক্যাটক্লতে আসা শেরিফ আর তার ডেপুটির জন্যে আমি আর জেলের তালা খুলতে গেলাম না। চাবিটা ওই শেরিফের হাতে ধরিয়ে দিয়ে জানালাম, নাস্তা খেতে যাচ্ছি। সবার ঘোড়াই জেল অফিসের সামনে দেখলাম। সঙ্গে ওয়্যাগন ইয়ার্ড থেকে কেনা একটা ঘোড়া। ওটা হুবার্টের জন্যে। ওয়্যাগন ইয়ার্ডের মালিককে বুদ্ধি দিয়ে ওটার জন্যে বেশি দাম আদায় করিয়েছি আমি ব্যাঙ্কারের কাছ থেকে, কাজেই ওটা বিক্রির লাভের টাকায় আমার একটা অংশ আছে।

রাস্তা ধরে কিছুদূর হেঁটে গেলাম আমি, তারপর একটা বাঁক ঘুরে আড়াল থেকে পেছনে লক্ষ রাখলাম। একটু পরই দেখলাম অতিথি শেরিফ, তার ডেপুটি আর ব্যাঙ্কার এক সারিতে মাথার ওপর হাত তুলে বেরিয়ে আসছে। পেছনে পেছনে বের হলো কানকাটা হুবার্ট, হাতে সিক্সগান, মুখে তার সেই সাত ইঞ্চি চওড়া হাসি। একসঙ্গে শহর থেকে বেরিয়ে গেল সবাই, পুবের বদলে পশ্চিমে যাচ্ছে।

যা বলেছিলাম তা-ই করলাম এবার। পেট পুরে নাস্তা খেলাম। বুড়ো শেরিফ রেইনওয়াটার অফিসে এলো দেরি করে। তাকে কিছু বললাম না।

সে-রাতে আঁধার নামার বেশ পরে পায়ে হেঁটে শহরে এসে হাজির হলো হুবার্টের তিন বন্দি, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিল তারা, জন্মক্ষণের মতই পোশাক পরা ছিল। আক্কেলসেলামী দিয়ে বুদ্ধি খুলে গেছে তখন তাদের। শুধু যে বন্দিকে হারিয়েছে তা-ই নয়, সেই সঙ্গে খুইয়েছে চারটে ঘোড়া, অস্ত্র, টাকা-পয়সা আর জামাকাপড়।

আমার মনে হলো ব্যাপারটা কীভাবে ঘটেছে তা নিয়ে ব্যাঙ্কারের মনে সন্দেহ জাগল, কারণ আমাকে চাকরিচ্যুত করার আপ্রাণ চেষ্টা করল সে। কিন্তু তার কথায় কান দিল না রেইনওয়াটার। ব্যাঙ্কার পুরস্কারের টাকাগুলো দিলে ভাগ পেত সে। ব্যাঙ্কারের কথায় আগেই চেতে ছিল রেইনওয়াটার। এবার নতুন কৌশল করল ব্যাঙ্কার, আবার পুরস্কার ঘোষণা করল। হুবার্টকে জীবিত ধরতে পারলে এক হাজার ডলার, আর লাশ নিয়ে ফিরলে দুই হাজার। আমাকে বলল হুবার্টকে ধরে আনতে। আমি তাকে জানিয়ে দিলাম, ব্যাপারটা ফাঁদ পেতে কয়োটি ধরার মত। একবার যদি কয়োটি ফাঁদ থেকে বেরিয়ে যেতে পারে, তা হলে সাবধান হয়ে যায়, তখন তাকে ফাঁদে ফেলে ধরা দশগুণ কঠিন। আরও বললাম, আমি সহজ শিকার খুঁজব।

জামাকাপড় কেনার জন্যে রালফের ব্যাঙ্ক থেকে ধার নিল ব্যাঙ্কার।

আমার ধারণা হুবার্টের মুক্তির ব্যাপারে সবসময় একটা সন্দেহ মনে পুষে রেখেছিল রেইনওয়াটার, কিন্তু কখনও কিছু বলেনি। চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল তার চিলুমচির হলোটা কী। একটা সিগার শেষ করে ওটায় ফেলতে গিয়ে আরেকটু হলেই তার প্যান্টে আগুন ধরে যাচ্ছিল।

পাঁচ

কিছুদিনের মধ্যেই আমার ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে পাঁচ-ছ'টা পুরস্কারের টাকা জমা হলো। সব মিলিয়ে তিন হাজার ডলার মত হবে। এতো বাধাবিপত্তি সয়েও তখনও আমার ইচ্ছে রানশ করব। তবে ওই এলাকাটা রানশের জন্যে আমার পছন্দ ছিল না। জমি বড় বেশি শুকনো। তা ছাড়া, আমার তখনও ধারণা স্যান অ্যান্টনিয়োর দিকটায় আমাকে খোঁজা হচ্ছে। আগে হোক পরে হোক, কেউ না কেউ আসবে, যে আমাকে চেনে। এরই মধ্যে দক্ষিণ টেক্সাস আর মেক্সিকোতে দুটো রানশ ছেড়ে আসতে হয়েছে আমাকে, এবার আর সরে যেতে মন সরল না।

এদিকে রেইনওয়াটারের সঙ্গে সম্পর্কটাও ভাল যাচ্ছিল না। পুব টেক্সাসে এক মহিলাকে গুলি করেছিল এক লোক। মহিলা মারা যায়। সেই লোকের ওপর পাঁচ শ' ডলার পুরস্কার ছিল। সে-ব্যাপারে শেরিফের সঙ্গে আমার মতবিরোধ বেশ তিক্ততা সৃষ্টি করল। যাজক, তুমি হয়তো ভেবে অবাক হচ্ছ আমি নিজে ফেরারী আসামী হয়ে কী করে অন্যান্য ফেরারী আসামী ধরে এনে বিবেকের দংশন থেকে রক্ষা পেতাম। সত্যি কথা হচ্ছে, বিবেকের দংশন থেকে আমি রক্ষা পাইনি। যেমন ধরো, আমি যদি কানকাটা হুবার্টকে সেই মোটা ব্যাঙ্কারের হাতে তুলে দিতাম, তা হলে অন্তত কয়েক রাত ঠিক মত ঘুমাতে পারতাম না। অনেকের বেলাতেই আমার বিবেক দংশিত হতো, হবার কথা ছিল, কিন্তু হতে পারল না শুধু টাকার কারণে। টাকা বিবেকের ক্ষত সারানোর জন্যে বিরাট উপকারী মলম।

সে যা-ই হোক, মহিলার খুনি লোকটাকে আমার একা ধরতে হয়েছিল। বুড়ো রেইনওয়াটার বা অন্য কারও এক আনা সাহায্যও পাইনি। কাজেই, স্বাভাবিক ভাবেই, পুরস্কারের টাকা যখন এলো, আমি ঠিক করলাম পুরোটাই আমার পাওয়া উচিত। কিন্তু আমার মত সুস্থ নজরে ব্যাপারটা দেখল না রেইনওয়াটার। ঝুঁকি নেয়ার বেলায় লোকটা ধারেকাছেও থাকত না, কিন্তু পুরস্কারের টাকা ভাগাভাগি করতে সবসময় দেরি না করে পেন্সিল আর কাগজ হাতে হাসিমুখে এগিয়ে আসত।

অবস্থা আরও খারাপ হয়ে গেল একদিন একজন এসে দিনের বেলায় রালফের ব্যাঙ্কটা ডাকাতি করায়। আমি তখন শহরের বাইরে ছিলাম, দক্ষিণে সন্দেহভাজনদের ট্র্যাক খুঁজছিলাম। ডাকাতির খবরটা পেলাম বিকেলে শহরের দিকে ফেরার পথে। তখন আমি ক্লান্ত, একটা ড্রিঙ্ক খুব দরকার। শহরের বাসিন্দারা একটা পাসি তৈরি করে রওনা দিয়েছে, দেখা হলো তাদের সঙ্গে। গেটিসবার্গে লী'র দলে যতো অস্ত্র ছিল তার চেয়ে বেশি অস্ত্র সঙ্গে নিয়েছিল তারা। বেশিরভাগ পাসির বেলায় যা হয় আর কী, যাদের খুঁজতে বের হয়েছে তাদের তুলনায় পরস্পরকে গুলি করে বসার সম্ভাবনাই ওদের ছিল বেশি।

পাসির নেতৃত্বে ছিল ব্যাঙ্কের ডেপুটি চীফ সেই চিমসে ক্লিন্টন। আমার সব সময় মনে হয়েছে কবে বুড়ো রালফ মরবে আর কবে সে সমস্ত টাকার মালিক হবে সেই আশাতে শকুনের মত অপেক্ষা করছে লোকটা। ক্লিন্টন লোকটার মধ্যে ভদ্রতাবোধ ছিল না বললেই চলে, আর সেদিন সে ছিল আরও বেয়াড়া মেজাজে। আমাকে জিজ্ঞেস করল ব্যাঙ্ক ডাকাতি হয়েছে সেটা আমি জানি কি না। অথচ লোকটা জানত আমি শহরের বাইরে ছিলাম।

নাতিদীর্ঘ একটা বক্তৃতা দিল সে আমার উদ্দেশে। বলল, আইনরক্ষীদের শহরে থাকার কথা, কোনও বিপদ দেখলে সাহায্য করার কথা, তাদের মোটেই কাজের সময় শহরের বাইরে আনন্দভ্রমণে যাওয়া উচিত নয়। জবাবে আমি তাকে জানালাম, আমি ক্লান্ত, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে, আমি আনন্দভ্রমণে বের হইনি, কাজে বেরিয়েছিলাম। তা ছাড়া, যারা ব্যাঙ্ক ডাকাতি করে, তারা আগে দয়া করে আইনরক্ষীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার সেরে নেয় না যে, তাদের চট্ করে ধরা যাবে।

শুনেছিলাম এই ক্লিন্টন লোকটা কনফেডারেট আর্মিতে অফিসার ছিল। তাতে আমি মোটেই বিস্মিত হইনি। যুদ্ধে অফিসার হওয়া তার আপাত ভাবগম্ভীর আচরণের কারণ। আর আমার ধারণা যুদ্ধে যে আমরা হেরেছি সেটারও একটা কারণ ছিল লোকটা। ডাকাত যখন ব্যাঙ্কে ঢুকল তখন সে ভেতরেই ছিল। পুরো ঘটনা অবশ্য আমাকে সে খুলে বলেনি, কিন্তু পরে শহরে ঢুকে ব্যাপারটা আমি জানতে পারলাম। ডাকাত ছোকরা ছিল বয়সে তরুণ, যাদের দেখা যায় রানশে কিংবা আর্মিতে বা ফ্রেইট ওয়্যাগনে। ক্লিন্টন আমাকে জানায়নি যে বুড়ো রালফ মাথা ঠাণ্ডা রেখেছিল। তরুণ ডাকাতকে সে নির্বিকার মুখে বলেছিল প্রায় সমস্ত টাকাই একটা পেরোলের জন্যে আগেই তাকে পাঠিয়ে দিতে হয়েছে। তরুণ তাকে নির্ঘাত বিশ্বাস করত, কিন্তু ভীষণ ভড়কে গিয়েছিল ক্লিন্টন, সিন্দুকটা সে খুলে দেয়। হাজার খানেক কাগুজে ডলার নিয়ে সরে পড়ে ছোকরা। রুপোর কয়েন নেয়নি ওজনের কারণে। ঘোড়াটাকে ক্লান্ত করতে চায়নি। ক্লিন্টন ভেবেছিল ডাকাতি শেষে তরুণ তস্কর সবাইকে খুন করবে, যাতে কোনও সাক্ষী না থাকে।

কিন্তু সে যখন কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে চলে গেল, তখন ক্লিন্টন সিন্দুকটা বন্ধ করে দিল। যাজক, সন্দেহ নেই, সিন্দুক বন্ধ করতে দেরি করেছিল সে। এরপর প্রাণে বাঁচার আবেগে আপ্লুত হয়ে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে ক্লিন্টন।

তার সঙ্গে আমার যখন দেখা হলো তখন তার আবেগ প্রশমিত হয়েছে। কথাবার্তা আর ভাবভঙ্গিতে তাকে তখন শক্ত লোক বলে মনে হচ্ছিল। বোধহয় আগের দুর্বলতা ঢাকার চেষ্টা করছিল।

ব্যাঙ্ক-ডাকাত দক্ষিণে গেছে। সেটাই স্বাভাবিক। ওদিকে ক্যাটক্র থেকে মেক্সিকো খুব বেশি দূরে নয়। ক্লিন্টন আমাকে বলেছিল, আমি যদি চোখ-কান খোলা রাখতাম, তা হলে ডাকাতের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যেত। কিন্তু সারাদিনে কয়েকজন মেক্সিকান খামারমালিক আর ফোর্ট ক্লার্কের একদল সৈন্য ছাড়া আর কাউকে দেখিনি।

ব্যাঙ্ক-ডাকাত ধরতে সাহায্য করার জন্যে পাসির সঙ্গে যাওয়া ছাড়া আর কিছু করার ছিল না আমার। এলাকাটা ছিল মরুভূমি অঞ্চল। মেসকিট, ক্যাটক্ল, গুয়াযিয়ো আর মরুভূমিতে টিকে থাকা রুক্ষ গাছগাছড়ায় ভর্তি। ওগুলো এতো ঘন হয়ে জন্মেছে যে, কেউ যদি আড়ালে লুকিয়ে থাকে, তা হলে তিন ফুট দূর দিয়ে পাশ কাটিয়ে গেলেও তাকে দেখা যাবে না। ট্র্যাক খুঁজলাম আমরা, পেলাম না। অন্য একটা পাসি নিয়ে আরেকদিকে খুঁজতে গেছে শেরিফ রেইনওয়াটার। আমি আবিষ্কার করলাম, তরুণ ডাকাত শহরের বাইরে এসে ট্র্যাক গোপন করেছে। তারপর কোথায় সে গেছে সেটা বোঝার কোনও উপায় নেই।

রাতের অন্ধকার নামার আগে পর্যন্ত তাকে খুঁজলাম আমরা। পাসির লোকগুলো শহুরে বলে রক্ষা, সবাই বিরক্ত হয়ে শহরে ফেরার ব্যাপারে একমত হলো। একরোখা লোকদের পাসি হলে দু'তিন দিন না খেয়ে ডাকাতটার চিহ্ন খুঁজত। বিনা গোলাগুলিতে এক হাজার ডলার নিয়ে যাওয়া বাচ্চা একটা ছোকরাকে খুঁজতে গিয়ে ওরকম কষ্ট করতে রাজি ছিলাম না আমি।

পরে অবশ্য আমার মনোভাব পাল্টে গেল। পরদিন সকালে ব্যাঙ্কে গেলাম বুড়ো রালফের কাছে ছেলেটার চেহারার বর্ণনা জানতে। ক্লিন্টন কিছুই প্রায় বলতে পারেনি। ব্যাঙ্কে ঢুকে দেখি বেশ কয়েকজন কাস্টমারকে রালফ বোঝানোর চেষ্টা করছে যে তাদের টাকা নিরাপদেই আছে। যদি প্রয়োজন হয় ক্ষতিটা সে নিজের পকেট থেকে দিয়ে দেবে। কিন্তু আমার বেলায় সে ব্যতিক্রমী মনোভাব পোষণ করল। আমাকে বলল, 'বলতে গিয়ে দুঃখ লাগছে, পেপার, তবে না বললেই নয়, তুমি যে চামড়ার থলে দুটো রাখতে দিয়েছিলে, মনে পড়ে? ওগুলো ডাকাতি হয়ে গেছে।'

মনে মনে গাল না বকে পারলাম না। ওই সোনার কয়েন ভরা থলেগুলো পাবার জন্যে আরেকটু হলে আমাকে জীবন দিতে হতো। তারপর ওগুলো পরে

উদ্ধার করতে হয়েছে ইলিয়াট হোমারের কাছ থেকে। মনে হতে লাগল, ঈশ্বর বোধহয় চান না থলেগুলো আমার কাছে থাকুক।

আমার নগদ টাকা যা ব্যাঙ্কে ছিল সেসব ঠিক আছে, কিন্তু যে ঝামেলা সয়েছি সোনার কয়েনের থলেগুলোর জন্যে সেটা ভেবে খুব খারাপ লাগতে লাগল।

নতুন করে পাসি তৈরির জন্যে আর অপেক্ষা করলাম না, একাই বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু ততোক্ষণে চিহ্ন খুঁজে অনুসরণ করতে অনেক দেরি হয়ে গেছে। পাসির লোকজন তাকে খুঁজতে গিয়ে চারপাশে এতো ছাপ ফেলেছে যে নতুন করে খোঁজার চেষ্টা করা মূঢ়তা। তবু দক্ষিণে সেই নদী পর্যন্ত গেলাম, মনে আশা, কোনও সূত্র পাব। অনেক ট্র্যাক দেখলাম, কিন্তু বোঝার উপায় নেই ওগুলোর মধ্যে কোনওটা তরুণ তস্করের কি না। অনেকক্ষণ চিন্তা করে সাহস সঞ্চয় করলাম, তারপর' নদী পার হয়ে ঢুকে পড়লাম মেক্সিকোর ভেতর। জায়গাটা অনেক উজানে। এতো দূরে নিশ্চয়ই হার্নান্দেজের খবর জানে না কেউ। রবার্ট চেযকেও চেনে না।

তিনদিন ধরে ছোট ছোট শহর আর গ্রামীণ বসতিগুলোতে ছোকরাকে খুঁজলাম। সন্দেহভাজনদের যাকেই দেখলাম তারই ওপর চোখ রাখলাম। রালফের কাছ থেকে জেনেছি ছোট একটা মাস্টাং বে ঘোড়া চালায় তরুণ। ওটার নাকের ওপর সাদা একটা চিহ্ন আছে। অন্তত এক শ' ঘোড়া দেখলাম ওরকম, কিন্তু ওগুলোর একটাও কোনও গ্রিংগো চালাচ্ছিল না। শেষে হাল ছেড়ে নদী পার হয়ে আবার ফিরে চললাম ক্যাটক্লর দিকে। শহরে পৌঁছে শেরিফ রেইনওয়াটারের রূঢ় ব্যবহারের জন্যে মানসিক ভাবে প্রস্তুত ছিলাম না। সে ভ্রূ কুঁচকে বলল আমি অলস হয়ে যাচ্ছি। আমার নাকি উচিত ছিল ব্যাঙ্ক-ডাকাতকে ধরতে পারার আগে পর্যন্ত খুঁজতে থাকা। ব্যাঙ্ক পাঁচ শ' ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেছে তাকে ধরার জন্যে।

পুরস্কারের টাকার অংশ না পেয়ে মেজাজটা খারাপ ছিল রেইনওয়াটারের। কিন্তু আমার মেজাজ তার চেয়ে অনেক বেশি তিরিক্ষি হয়ে ছিল। রেইনওয়াটার তো আর আমার মত সোনাভরা থলে দুটো খোয়ায়নি!

লোকটা বারবার অসন্তোষ প্রকাশ করতে লাগল। শহর থেকে বেরিয়ে গেলাম নতুন করে ট্রেইলে নজর রাখতে। স্যাডলের ঘষায় পাছায় ব্যথা ছাড়া উল্লেখযোগ্য আর কিছু পেলাম না।

ছোকরা ভেগেছে এটা মেনে না নিয়ে কোনও উপায় থাকল না। দুঃখজনক হলেও সত্যি, শহরের সবার মধ্যে আমার ক্ষতিই হলো সবচেয়ে বেশি।

ছয়

বুড়ো রেইনওয়াটার বন্যার পানির মত মুখ ছুটিয়ে দিল। আমিও পাল্টা জবাব দিতে শুরু করলাম। দু'জনের মধ্যে তিক্ত একটা সম্পর্ক সৃষ্টি হলো। রেইনওয়াটারের ইচ্ছে, সে অফিসে বসে থাকবে, আর আমার ধরে আনা অপরাধীদের ওপর ধার্য করা পুরস্কারের টাকায় ভাগ বসাবে। একটা ব্যাপার বুঝতে জীবনে আমার কখনোই দেরি হয়নি। যখনই বুঝেছি কোথাও থাকার সময় ফুরিয়েছে, সরে পড়েছি। এবারও যথারীতি বুঝতে পারলাম, ক্যাটরুতে আর থাকা যাবে না।

ক্যাটরুর ডেপুটি শেরিফের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে সমস্ত টাকা তুলে নিলাম একদিন, তারপর রওনা হয়ে গেলাম। এল পেসোতে পৌঁছুনোর পথে কোনও ঝামেলা হলো না।...একটা কথা, যাজক, আমার জীবনের সব ঘটনা ধারাবাহিক ভাবে বলে গেলে রাতের মধ্যে বলে শেষ করতে পারব না। অর্ধেক বললাম, আর তারপর ওরা আমাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিল, তেমনটা হলে বিশ্রী ব্যাপার হবে, তুমি তা হলে আমার শেষকৃত্যে ভাবগম্ভীর ভাবে সম্পূর্ণ একটা চিত্র তুলে ধরতে পারবে না। কাজেই এখন থেকে শুধু আমার জীবনের স্মরণীয় ঘটনাগুলোই বলব, কেমন?

তুমি যখন রাজি তো বলি, সোজাসুজি এল পেসোতে চলে এলাম। আইনের তকমা নেই তখন আমার বুক পকেটের ওপর। আমি দুঃখিত, যাজক, কিন্তু তুমি যখন যাজক তো মিথ্যে বলব না, গলা পর্যন্ত মদ খেতে শুরু করলাম। সেলুনে মারামারি করে রীতিমত কুখ্যাতি অর্জন করলাম। তিনটে গানফাইট হলো মদের আড্ডায় আমার সঙ্গে। জুয়ায় চুরি করছিল, কিন্তু সে-কথা বলতেই তিনজনই নিজেকে চালুহাত মনে করল।

তাদের একজনও মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হোলস্টার থেকে সিক্সগান বের করতে পারল না।

আমার নাম ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে।

দু'জন তরুণ দ্রুত নাম কামানোর আশায় আমাকে চ্যালিঞ্জ করেছিল, দুই গুলিতে তাদের কব্জি ফুটো করে ছেড়ে দিলাম। আর কেউ লাগতে এলো না। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আমার টাকা প্রায় শেষ হয়ে এলো। একদিন আয়নার নিজের চেহারার দিকে চেয়ে খুব শাসালাম নিজেকে।

কোনও একটা কাজ পেতে হবে আমাকে। এমন একটা কাজ, যেটাতে স্বল্প

পরিশ্রমে প্রচুর টাকা পাওয়া যাবে।

জুয়ার আড্ডায় বসতে শুরু করলাম আবার। জানি তুমি জুয়া খেলাকে ভাল কাজ মনে করবে না, যাজক; কিন্তু আমি যেভাবে খেলতাম তাতে ওটাকে জুয়া বলা চলে না। কোনও ঝুঁকিই নিতাম না। সোজা কথায় তাসে চুরি করতাম আমি। সবসময় নয়, যখন নিতান্তই প্রয়োজন, তখন। দশজনের নয়জনের বেলাতেই চুরির কোনও প্রয়োজন পড়ত না, তারা নিজেদের খেলার দোষেই হারত। কিছুদিনের মধ্যেই আবার আমার পকেট ফুলে উঠল। শহরে যতো টাকা নিয়ে এসেছিলাম ততো টাকা তখনও হলো না বটে, কিন্তু বড় স্টেকের জুয়ায় দাঁও মারার মত টাকা তখন আছে আমার কাছে।

অনেক আগেই আমি সংসারের চিন্তা বাদ দিয়েছি। আসলে মিলার মত আর কোনও মেয়েকেই ভাল লাগেনি আমার। ততোদিনে জেনে গেছি, ভাল আর কোনও মেয়েকে কখনও লাগবেও না। মিলার ওই চোখ, ওই মিষ্টি হাসি আমার মন থেকে কখনোই মুছে যাবে না। তবে আরেকবার রানশ করার ইচ্ছে তখনও আমার মাথা থেকে দূর হয়নি। ঠিক করলাম, এল পেসোতে ভাল একটা দাঁও মারতে পারলে অ্যারিযোনা চলে যাব, ওখানে রানশ করে জীবনটা নিশ্চিন্তে পার করে দেব।

এল পেসোর একটা সেলুনে পেছনের ঘরে প্রতি রাতে বিরাট স্টেকের জুয়া খেলা হতো। বড় বড় রানশার আর খনি-মালিক আসত শহরের সেরা জুয়াড়ীর বিরুদ্ধে নিজেদের ভাগ্য পরীক্ষা করতে। বেশিরভাগ সময়ই হারত তারা, কিন্তু সেজন্যে নতুন উৎসাহে খেলতে দ্বিধা করত না। পাঁড় জুয়াড়ী ছিল তারা, প্রতিবারই ভাবত এর পরেরবার ভাগ্য খুলবে। জুয়াড়ী মাঝেমধ্যে দু'একজনকে বড় অঙ্কের টাকা জিতিয়ে দিত, যাতে অন্যরা উৎসাহী হয়ে ওঠে। আসলে জুয়াড়ী তার বুট জুতোয় গরুর গোবর আর কোদালের মাটি না লাগিয়েই রানশ আর খনি ব্যবসার বড় একটা অংশ ধনী উজবুকদের কাছ থেকে চুষে নিতো।

সেলুনটার নাম ছিল রিয়ো ব্রাভো। এই নামে তখন রিয়ো গ্র্যাণ্ডের ওদিকে মেক্সিকানদের বেশ অনেকগুলো ক্যান্টিনা ছিল। সে যাই হোক, এল পেসোর সেলুনটার মালিকের নাম ফ্রাঙ্ক রবসন। বেঁটে-মোটা মত লোক সে, চেহারায় কেমন বোকা বোকা একটা ভাব। আসলে লোকটা ছিল কয়োটির মতই ধূর্ত।

আর তার সেলুনের বাঁধা জুয়াড়ী ছিল তাসের জাদুকর। লম্বা মত লোক সে, চেহারায় পেঁচানো হাসি, হাঁটাচলা দেখে মাকড়সা বলে মনে হতো। নাম ছিল ফিলিপ রবিন্স। আড়ালে লোকে তাকে *পিছলা হাত ফিলিপ* বলে ডাকত। তবে সামনে কখনও নয়। সিক্সগানে চালুহাত বলে কুখ্যাতি ছিল লোকটার। তার হাতগুলো ছিল কিশোরী মেয়েদের মতই নরম, ওই হাতে তাসগুলোকে ইচ্ছে মত খেলাতে পারত সে। সেলুন মালিক ফ্র্যাঙ্ক রবসন তার খেলাতে টাকা

বিনিয়োগ করত। বদলে জেতা টাকার একটা অংশ পেত। অবশ্য দু'জনই ভাব দেখাত নিজের টাকায় খেলছে ফিলিপ।

ক্যাটক্লুর তাসুড়েরা পাকা খেলোয়াড় ছিল না, ফলে আমার দক্ষতায় একটু মরচে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু এল পেসোতে এসে হাতটা আবার চালু করে নিলাম। অপেক্ষা করলাম, তারপর যখন মনে হলো হাতগুলো পিছলা ফিলিপের সঙ্গে খেলার মত পোক্ত হয়েছে, তখন গেলাম সেলুনটাতে খেলতে। দু'মাস হয়েছে তখন এল পেসোতে গেছি। আমার ধারণা ভুল ছিল, খেলতে বসে একটু পরই টের পেলাম, পিছলা ফিলিপের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী নই আমি। এক রাতের খেলাতেই এক হাজার ডলার হেরে গেলাম। বুঝলাম, আমি যতোটা চুরি করেছি তার চেয়ে অনেক বেশি চুরি করেছে লোকটা। কিন্তু একবারও তাকে চুরি করার সময় ধরতে পারিনি।

কাজেই এখানে ওখানে খেলে হাতটা আরও পাকিয়ে তুলতে কম স্টেকের খেলায় ফিরে গেলাম আবার। খেলোয়াড়দের সঙ্গে খেলায় চুরি তো করলামই, মাঝে মাঝে নিজের সঙ্গে চুরি করলাম, যাতে কী করছি সেটা কেউ ধরতে না পারে। এসব ছোট খেলায় পড়ে থাকা আমার উদ্দেশ্য ছিল না, তবে প্র্যাকটিসটা দরকার ছিল। সর্বক্ষণ ভাবলাম, কীভাবে পিছলা ফিলিপকে ফতুর করব। বেশ কিছুদিন পর আবার গেলাম ওই সেলুনে, খেলতে বসলাম লোকটার সঙ্গে। ভেবেছিলাম এ ক'দিনে তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মত দক্ষতা অর্জন করেছি। দু'ঘণ্টার খেলাতে এক হাজার ডলার হেরেই বুঝতে পারলাম, তাসের খেলায় লোকটার বুট জুতোর ধুলো ঝেড়ে সরানোর যোগ্যতাও নেই আমার।

পিছলা ফিলিপের কয়েকটা ব্যাপার খেয়াল করলাম। কখনও ড্রিঙ্ক করে না সে। বড় জোর এক কাপ কফি খায়। তাতে তার সচেতনতা আরও বাড়ে। হুইস্কি বড় মাপের খেলার সময় না খাওয়াই উচিত, ওতে হাত ধীর হয়ে যায়, সেই সঙ্গে ঘোলা হয়ে যায় দৃষ্টি। কারও সেরকম হলে পিছলা ফিলিপ তার জাল বিছিয়ে মাছি ধরার মত খেলোয়াড়কে ধরে বসে। আরেকটা ব্যাপার, লোকটা প্রতি দু'ঘণ্টায় একবারের জন্য খেলায় বিরতি দিয়ে বাইরে খানিকক্ষণ হাঁটতে যায়। হাঁটাহাঁটি শেষে পেচ্ছাব করে তারপর ফেরে। যে যা-ই বলুক, ফিলিপ কিডনির চাপে অস্থির হয়ে অধৈর্য হলে ভাল কোনও খেলোয়াড় হয়তো সুযোগটা নিতে পারত। কিন্তু লোকটা কাউকে কোনও সুযোগ দিতে রাজি ছিল না।

ফিলিপ বাইরে গেলে ফ্র্যাঙ্ক রবসন তার জায়গায় খেলত। স্যাডল ব্র্যাঙ্কেটের পর ম্যাচের কাঠি দিয়ে তাস পেটানো কাউবয় ছিল না লোকটা, তবে পোকারের দক্ষতায় ফিলিপের পাছার একটা আঁচিলের সমানও ছিল না। প্রায়ই দেখা যেত, জিতত তার চেয়ে হারত বেশি। ফিলিপ ফিরলে তার ওপর হেরে যাওয়া টাকা তোলার দায়িত্ব বর্তাত। বড় দানের কয়েকজন খেলোয়াড় ফিলিপ বাইরে যাবে সে

অপেক্ষায় থাকত, ফিলিপ বাইরে গেলেই দান বাড়িয়ে রবসনের কাছ থেকে হেরে যাওয়া টাকা উদ্ধারের চেষ্টা করত।

আমি বুঝে গিয়েছিলাম, এল পেসোতে থাকতে থাকতে যদি আমার দাড়ি নাভি পর্যন্তও লম্বা হতে দিই, তবুও পিছলা ফিলিপকে কখনও হারাতে পারব না। মানে সাধারণ খেলায় আর কী! কিন্তু জন পেপার সাধারণ কাজ করে তার নাম কামায়নি।

ওই সেলুনের পেছনের গলিতে ছিল একটা আউট হাউস। এক রাতে আমি ওটার উল্টোপাশে ছায়ার মধ্যে বসে ফিলিপের ওপর নজর রাখলাম। অভ্যেস বশে কাজ করে লোকটা। কিছুক্ষণ পরই পেছনের দরজায় বেরিয়ে এলো সে, সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে মিনিট খানেক আকাশের তারা দেখল। বুঝলাম, বৃষ্টি হবে কি না আন্দাজ করছে। বৃষ্টি হলে এল পেসো স্থবির হয়ে যায়। এরপর লোকটা সিগারেট ধরাল। অর্ধেকটা খেয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল ওটা। খেলার সময় কখনও সিগারেট টানে না সে। টানলে তার মনোযোগ নষ্ট হতো। মনোযোগ নষ্ট হওয়ার মত কোনও কাজ কখনোই করে না সে।

এবার প্রকৃতির আহ্বান আসায় আউট হাউসে গেল সে হালকা হতে। কাজ সেরে ওয়াশস্ট্যাণ্ডের সামনে থামল হাত ধোয়া-মোছা করতে, তারপর খেলায় ফিরে গেল। সারারাত লোকটার ওপর নজর রাখলাম। একবারের জন্যেও ব্যতিক্রমী কিছু করল না ফিলিপ।

একটা পরিকল্পনা ধরে কাজ করছিলাম। এল পেসোর শেরিফ ছিল সরল সোজা এক কথার শৌখিন এক লোক। একটা বাগিতে চেপে শহরে টহল দিতে বের হতো সে। এক রাতে নদীর ধারে পতিতালয়ে ঝামেলা হলো। কী হয়েছে দেখতে বাগি নিয়ে ওখানে গেল সে। অন্ধকারে তার পেছন পেছন গেলাম। শেরিফ বাড়িটার ভেতর ঢোকার পর তার বাগি হাতড়ে একজোড়া হ্যাণ্ডকাফ সংগ্রহ করলাম। ব্যাপারটাকে চুরি বলা যাবে না, যাজক, বলা চলে ওটা আমি ধার নিলাম। হ্যাণ্ডকাফের চাবি পেলাম না। কয়েকদিন লেগে গেল একটা তার দিয়ে কীভাবে ওটার তালা খোলা যায় সেটা শিখতে।

যে-রাতে কাজ সারব বলে ঠিক করলাম, সে-রাতে সমস্ত টাকা পকেটে পুরে হ্যাণ্ডকাফ আর চামড়ার শক্ত একটা ফিতে নিয়ে রওনা হলাম। রিয়ো ব্রাভোর পেছনে অন্ধকারে অপেক্ষায় থাকলাম। পিছলা ফিলিপকে প্রথমবারের মত হালকা হওয়ার সুযোগ দিলাম। দ্বিতীয়বার দেখলাম, সে সিগারেট ধরিয়ে শেষ করল, তারপর গেল জলবিয়োগ করতে। কাজ সেরে সে ওয়াশস্ট্যাণ্ডের সামনে দাঁড়িয়ে মগ ভরে বালতি থেকে পানি তুলল হাত ধোয়ার জন্যে। নিঃশব্দে তার পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম, তারপর *কাউবয় শ্যাম্পু* দিলাম তাকে। মানে সিক্সগানের নল দিয়ে তার মাথার পাশে বাড়ি মেরে অজ্ঞান করে ফেললাম।

আগেই দেখে রেখেছি রাস্তার খানিকটা সামনে একটা পরিত্যক্ত করাল আছে। অন্ধকারে নির্জন গলিতে লোকটাকে টেনে নিয়ে ওখানে হাজির হলাম। করালের একটা মোটা খুঁটির সঙ্গে হ্যাণ্ডকাফ দিয়ে তার হাত দুটো আটকালাম, তারপর পা দুটো ফিতে দিয়ে বেঁধে মুখে গুঁজে দিলাম সুগন্ধী মাখানো আমার শখের রুমালটা। চিৎকার করে মনোযোগ আকর্ষণ করার উপায় রইল না তার।

এবার শার্ট-প্যান্ট থেকে ধুলো ঝেড়ে রিয়ো ব্রাভোর সামনের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। সোজা চলে গেলাম পেছনের ঘরে। বেশ কিছু চিপ কিনে বসে পড়লাম। আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ফ্র্যাঙ্ক রবসনের কাছ থেকে কতো আদায় করতে পারি সেটা দেখা।

প্রথমে হারতে শুরু করে লোকটা মোটেই বিচলিত হলো না। মাঝেমধ্যে দরজার দিকে চাইল, ভাবল যে-কোন সময় ফিলিপ চলে আসবে, কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার বন্দোবস্ত করে ফেলবে। আমার সামনে চিপগুলোর স্তূপ উঁচু হতে শুরু করল। সময় যতো পার হতে লাগল, ফ্র্যাঙ্ক রবসন ততো বেশি করে দরজার দিকে তাকাতে লাগল। আর যতোবার সে চাইল ততোবার আমি হাতের তাস আরও ভাল করে নিলাম। কপাল বেয়ে ঘাম ঝরছে তখন রবসনের। বারবার শার্টের হাতায় চোখ মুছল সে, প্রতিবার তাকে শার্টের হাতা থেকে একটা করে তাস বের করতে দেখলাম। ও নিয়ে চিন্তিত হলাম না, যতোক্ষণ সে কী করছে দেখতে পাচ্ছি ততোক্ষণ তার এক কাঠি ওপরের তাস চুরি করতে আমার অসুবিধে হবে না।

ফিলিপের কিছু হয়েছে, মাঝেমধ্যেই বলতে আরম্ভ করল লোকটা। আভাসে ইঙ্গিতে বলল, ফিলিপ আসা পর্যন্ত খেলা বন্ধ রাখলে কেমন হয়। আমি তাকে কড়া ভাবে বলে দিলাম, খেলায় ফিলিপ আছে কী নেই তাতে আমার কিছু যায় আসে না। খেলা বন্ধ করার প্রশ্নই ওঠে না। সেলুনের পক্ষ থেকে ফ্র্যাঙ্ক খেলছে, কাজেই কে আছে কে নেই সেটা বিবেচ্য বিষয় হতে পারে না। এক এক করে খেলোয়াড়রা ফতুর হয়ে গেল। খেলা দেখতে লাগল তারা। ততোক্ষণে ফ্র্যাঙ্ক রবসন এতো টাকা হেরে বসে আছে যে খেলা ছেড়ে উঠতে পারছে না। আমার ধারণা, লোকটা ভাবছিল ফিলিপ ফিরে এসে তাকে এই মহাবিপদ থেকে উদ্ধার করবে।

কিন্তু এলো না ফিলিপ। তাকে আমি ভাল জায়গাতেই বিশ্রাম নিতে রেখে এসেছি। সকালের আলো ফোটার আগে তাকে আর কারও দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়। আর সকালের আলো যখন ফুটবে ততোক্ষণে অ্যারিযোনায় রানশ কেনার টাকা হয়ে যাবে আমার।

কিন্তু ভাবলেই সব পরিকল্পনা ঠিক মত এগোয় না, যাজক। পুবের জানালা দিয়ে ফ্র্যাঙ্ক রবসনের চোখে যখন সূর্যের আলো এসে পড়ল, তখন আর ওই

জানালাটার মালিক সে নেই। ওটার মালিক আমি। রিয়ো ব্রাভো সেলুনটা আমি জিতে নিয়েছি ততোক্ষণে।

শহরে গরম গরম খবর ছড়িয়ে পড়ল। পিছলা ফিলিপ পকেটে প্রচুর টাকা নিয়ে বাইরে গিয়েছিল রাতে, তখন কয়েকজন তার ওপর চড়াও হয়ে টাকাপয়সা কেড়ে নেয়। তাকে হ্যাণ্ডকাফ দিয়ে বেঁধে রেখে সরে পড়ে নিরাপদে। বেশিরভাগ মানুষের ধারণা কাজটা নদী ওপারের পেসো ডেল নর্টের মেক্সিকানদের। তখন নিয়মই ছিল, তুমি যদি কারও ওপর দোষ চাপাতে না পারো তা হলে মেক্সিকানদের অভিযুক্ত করো।

ফ্র্যাঙ্ক রবসন অবশ্য কখনও বিশ্বাস করেনি মেক্সিকানরা ফিলিপকে আটকেছে। আমার ধারণা আসল ঘটনা সে আন্দাজ করতে পেরেছিল। আমি যখন ভাবছি রিয়ো ব্রাভোর সামনেটা কী রং করব সেসময় এসে হাজির হলো সে, এসেই চড়া গলায় হুমকি দিতে লাগল। যখন গেল তখন তার অবস্থা আগের চেয়ে খারাপ। একটা চোখ বুজে গেছে, হাত একটা ভাঙা, পা মচকে গেছে একটা। সোজা জুয়াড়ী ফিলিপের কাছে গেল সে, তাকে বিশ্বাস করাল যে আসলে সব শয়তানী আমার।

কাজটা সে না করলেও পারত। আমি ভেবেছিলাম ফিলিপকে প্রস্তাব দেব আমার হয়ে খেলার জন্যে, যেমন সে খেলত ফ্র্যাঙ্কের হয়ে। কিন্তু ওই কাছাখোলা ফ্র্যাঙ্ক ব্যাটা তা হতে দিল না।

ফিলিপ লোক মারফত খবর পাঠাল, সে আসছে আমার খোঁজে। আমিও তাকে খবর পাঠালাম, কোনও ঝামেলা চাই না আমি। সেলুনের কাস্টমাররা আমাকে জানাল, খুবই বিপজ্জনক লোক ফিলিপ রবিন্স। বেশ কয়েকজন আণ্ডারটেকারকে কাজ দিয়েছে সে। বুঝলাম, ব্যাপার যদি গানফাইটে গড়ায় তা হলে লোকে বলুক আমি তৈরি ছিলাম না এমনটা হওয়া উচিত হবে না।

একটা রাইফেল নিয়ে সেলুনের কাছেই রাস্তার ধারে নাপিতের দোকানে চুল কাটাতে বসলাম আমি সামনের জানালার ওপর থেকে চোখ সরালাম না। লম্বা লম্বা সরু সরু পায়ে ভর দিয়ে হেঁটে এলো পিছলা ফিলিপ। একটা হিচর্যাকের সামনে থেমে ফ্রক কোটটা খুলে ভাঁজ করে রাখল, ওটা যাতে নোংরা না হয়। তার উরুতে একটা সিক্সগান ঝুলতে দেখলাম।

তখনও ধারণা করছিলাম লোকটাকে প্রস্তাব দিলে সে রাজি হবে। কিন্তু জুয়াড়ীর চেহারা দেখে বুঝলাম, ভাল কথা শোনার মত মেজাজে নেই সে। রিয়ো ব্রাভোর সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে, চিৎকার করে বলল, 'পেপার, বেরিয়ে আসবে, না আমি ঢুকব?' সিক্সগানটা বের করল সে।

যারা মুখোমুখি দাঁড়ানোর আগেই সিক্সগান বের করে তাদের হারানো কঠিন।

আমি কোনও জবাব দিলাম না, বুকের ওপর থেকে নাপিতের তোয়ালে

সরিয়ে চেয়ার থেকে উঠে পড়লাম।

এক মিনিট অপেক্ষা করল ফিলিপ, তারপর আবার চিৎকার করে আমাকে ডাকল। সাড়া না পেয়ে ভেতরে ঢুকল। আমার ধারণা আমাকে সে ভিতরে পেল না, কারণ মিনিট খানেক পরই আবার বেরিয়ে এলো সে। ততোক্ষণে আমি রাস্তায় এসে রোদের মধ্যে দাঁড়িয়েছি। সূর্যটা ছিল আমার পেছনে। পরে অনেকে বলেছে ওভাবে আমি পরিকল্পনা করেছি। আসলে তা ঠিক নয়।

যা-ই হোক, সেলুনের ভেতর থেকে অন্ধকারে চোখ সইয়ে নিয়েছিল ফিলিপ, কিন্তু রোদে এসে ভাল দেখতে পেল বলে মনে হয় না। তার দুটো গুলি আমার পাশ দিয়ে গেল। রাইফেলটা তুলে ধীরেসুস্থে তাক করলাম আমি, তারপর তার হৃৎপিণ্ড লক্ষ্য করে গুলি করলাম। বুট হিলে স্থান পেল সে।

ব্যাপারটা কোনও প্রতিযোগিতা ছিল না। বারবার আমার মনে হচ্ছিল, লোকটাকে গুলি না করতে হলে ভাল হতো। ফিলিপ আর আমি মিলে প্রচুর টাকা কামাতে পারতাম। লোকটা গু-খোর ফ্র্যাঙ্ক রবসনের কথা না শুনলেই পারত। যদি সুযোগ থাকত তা হলে তার বদলে আমি বরং ফ্র্যাঙ্ক রবসনকেই গুলি করতাম।

আগের গানফাইটগুলো আমাকে পরিচিত করে তুলেছিল। এবারের গানফাইট এল পেসোর আশপাশে আমাকে বিখ্যাত করে তুলল। সবাই বলতে শুরু করল ফিলিপ রবিন্সের মত দক্ষ বন্দুকবাজকে হারিয়ে দিয়েছি আমি, এতে বোঝা যায় আমি কতো চালুহাত। সমঝে চলতে শুরু করল সবাই আমাকে।

তখন এল পেসোতে শহরের মাঝখানে বড় একটা গাছের গায়ে পেরেক দিয়ে সাঁটা বোর্ড ছিল। কেউ যদি কিছু প্রচার করতে চাইত, তা হলে সেটা ওই বোর্ডে লটকে দিত। কেউ কিছু বিক্রি করতে চাইলে, বা কেউ কাউকে জনসমক্ষে মিথ্যুক বা চোর বলতে চাইল, তো ওই একই কাজ করত। বোর্ডটা ছিল খবরের কাগজের বিকল্প। আমার পরিচিত এক লোক এসে জানাল, ওই বোর্ডে আমার নামে জঘন্য সব কথা লেখা হয়েছে, আমার উচিত গিয়ে দেখে আসা। ফ্র্যাঙ্ক রবসন আমাকে বারো রকমের গালি দিয়ে কাগজ টাঙিয়েছে ওখানে। সারা শহর তাকে খুঁজে বেড়ালাম আমি। ঠিক করেছিলাম ওকে ধরে গাছের কাছে নিয়ে যাব, তারপর লোকজনের সামনে ওকে নোটটা চিবিয়ে খেতে বাধ্য করব। কিন্তু খুঁজতে গিয়ে জানলাম, জানের ভয়ে মেক্সিকোতে গিয়ে সেঁধিয়েছে সে। বুঝলাম, সহজে আর ফিরবে না।

রিয়ো ব্রাভোতে ব্যবসা জমে উঠল। আগে কখনও সেলুন আর জুয়ার আড্ডা ছিল না আমার, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ব্যবসা দেখে রানশ করার চিন্তা মাথা থেকে দূর করে দিলাম।

জুয়ার আড্ডার ওপর গুরুত্ব দিলাম বেশি। সেলুনের পক্ষ থেকে খেলার জন্যে দু'তিনজন ভাল জুয়াড়ী ঠিক করলাম। তাদের সঙ্গে চুক্তি থাকল জিতে

যাওয়া টাকার নির্দিষ্ট অংশ তারা আমাকে দেবে। মাঝে মাঝেই তাদের দু'একজন এতো টাকা জিতে যেত যে চুক্তির কথা ভুলে নিজের জন্যে খেলতে আরম্ভ করত। তখন তাদের সঙ্গে খেলতে বসতাম আমি, বুঝিয়ে দিতাম এমনটা হোক তা আমি চাই না। জুয়ায় হেরে ফতুর হলেই তারা আবার আমার পক্ষে কাজ করতে উৎসাহী হয়ে উঠত।

অধীনস্থদের বিশ্বস্ত রাখাটা একটা শিল্প। কেউ কেউ কখনও এই শিল্প শিখে উঠতে পারে না।

সময়টা তখন আমার পক্ষে কাজ করছিল। যাজক, আমি বলব না সেলুনে জুয়ায় চুরি করা হতো না। বললে তুমি বিশ্বাস করবে না। আর কোনও লাভ ছাড়া আমিও মিথ্যে বলতে অভ্যস্ত নই। সে যা-ই হোক, এ-কথা আমি জোর দিয়ে বলতে পারি, এল পেসোর অন্য সেলুনগুলোর তুলনায় কম চুরি করতাম আমরা। কাউকেই পুরো ফতুর করা হতো না। খাবার পয়সাটা অন্তত ফেরত দেয়া হতো।

শহরে আমার একমাত্র দুশ্চিন্তার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল রাজনীতি। এল পেসোর মত-এতো নোংরা রাজনৈতিক পরিবেশ জীবনে দেখিনি। রিপাবলিকান আর ডেমোক্রেটরা এক দল আরেক দলের গলা কামড়ে ধরতে চাইত। নিজেদের ভেতর বিরোধও কম ছিল না তাদের। এমনই একটা সময় আমার সঙ্গে পরিচয় হলো বার্নার্ড হ্যারন্ডের। লোকমুখে শুনেছিলাম পেকোসের পশ্চিমে বিরাট একটা রানশ আছে লোকটার। যাজক, তোমরা যখন তার কথা জেনেছ তখন সে প্রৌঢ়, কিন্তু আমার সঙ্গে যখন তার পরিচয় হয় তখন সে রীতিমত যুবক, মাত্র দু'একটা চুলে পাক ধরেছে। তার চোখ দুটো ছিল আগুন ঝরানো। গায়ের জোরে জমি দখল করে সেই দখল বজায় রেখে রানশ করেছে সে, আউট-ল, ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে সমানে সমানে লড়াই করেছে। লড়তে ভালবাসত মানুষটা। যখন উত্তেজনার অভাব বোধ করত তখনই চলে আসত এল পেসোতে, কড়া হুইস্কি গিলে তাস পেটাত আর বুঝতে চেষ্টা করত রানশ ব্যবসার মত তাসেও তার ভাগ্য খোলে কি না।

তাসে ভাগ্য ভাল ছিল না তার। লোকের মুখে শুনেছি ফিলিপের কাছে প্রচুর হেরেছে সে। আমি যখন রিয়ো ব্রাভোর দায়িত্ব নিলাম তখনও তার ভাগ্য ফিরল না। যতোবার খেললাম, জিতলাম আমি।

খুব গালাগাল করত সে হারতে হারতে, বারবার হুমকি দিত খুন করে ফেলবে বলে, কিন্তু যেহেতু সিক্সগানের দিকে হাত বাড়াত না, কাজেই ওসব বিশেষ পাত্তা দিতাম না আমি। যারা সামান্য অপমানিত হলেই ডুয়েল লড়তে চায়, তাদের মধ্যে আমি ছিলাম না কখনও। অন্তত যতোক্ষণ মানুষটার পকেটে জুয়া খেলার টাকা আছে ততোক্ষণ তো নয়ই। রাগ জিনিসটা খুব ক্ষতিকর। বিশেষ করে ব্যবসার জন্যে।

বার্নার্ড হ্যারল্ডকে অন্তত ছ'বার আমি গুলি করে মারতে পারতাম, কেউ কোনও আপত্তিকর কথা বলত না, কিন্তু যদি সত্যিই গুলি করতাম, তা হলে আজকে এখন যে অবস্থায় আছি তেমন অবস্থাতেই পড়তে হতো।

জুয়ার আড্ডায় মাঝে মাঝে যে গোলমাল হতো না তা নয়, কিন্তু মোটের ওপর পরিবেশটা শান্তই থাকত। একবার অবশ্য এক ডাকাতকে গুলি করে মারতে হলো। তবে তারপর প্রায় এক বছর এক নাগাড়ে আমাকে সিক্সগান ড্র করতে হয়নি। সাধারণত জন পেপারের নামটাই গোলমাল না করার জন্যে যথেষ্ট বলে বিবেচিত হতো।

একদিন কানে গুজব এলো, ফ্র্যাঙ্ক রবসন শহরে ফিরেছে। সে না কী বলে বেড়াচ্ছে আমার একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করবে এবার। খুব একটা পাত্তা দিলাম না আমি ব্যাপারটাকে, কিন্তু দেয়ালের দিকে পিঠ দিয়ে বসতে শুরু করলাম, খেয়াল রাখলাম দরজার দিকে। ফ্র্যাঙ্ক লোকটাকে সামনাসামনি গোলাগুলি করার মত লোক বলে মনে হয়নি আমার। বিশেষ করে ফিলিপ রবিন্স মরার পর আমার মুখোমুখি সে হবে বলে মনে হলো না।

লোকটার দেখাও পেলাম না, তার কোনও খবরও কানে এলো না। কাজেই কয়েকদিন পর মনে হলো খবরটা ভুয়া। কিন্তু এর পরপরই ফ্র্যাঙ্ক রবসনের মোকাবিলা করার চেয়ে অনেক বেশি চিন্তায় পড়ে গেলাম ভিন্ন একটা ব্যাপারে। বড় দানের খেলায় নতুন এক মুখের আগমন ঘটল।

লোকটা দেখতে একেবারেই ফিলিপ রবিন্সের মত ছিল না, নইলে তাকে আমি পিছলা ফিলিপের ভাই বলে মনে করতাম। তাসে লোকটা ছিল ওই পিছলা ফিলিপেরই সমকক্ষ। সেই একই রকম লম্বা আঙুল ছিল তার। একই ভাবে হালকা করে তাস বাটত। মন বলত সে চুরি করছে, কিন্তু সেটা কীভাবে তা বোঝার উপায় নেই। যতোবার লোকটা জুয়ার টেবিলে বসল, অন্যদের সামনের চিপস কমল আর তার সামনের স্তূপটা বড় হলো। আমার পোষা জুয়াড়ীরা প্রথমে খেলল তার সঙ্গে। সবক'জন ফতুর হয়ে গেল। কড়া বকা দিলাম তাদের, ঠিক মত ব্যবসা করতে পারছে না বলে। তাতে কোনও কাজ হলো না। ওদের যোগ্যতায় কুলাল না। শেষে বাধ্য হয়ে আমি নিজে বসলাম জুয়ায়।

গুটি বসন্ত হওয়ায় আমাকে যদি কোথাও কোনও অন্ধকার ছোট্ট কুঠুরিতে বন্দি করে রাখা হতো, তা হলেও বুঝি এর চেয়ে ভাল বোধ করতাম, যেমনটা লাগছিল লোকটার সঙ্গে খেলতে বসে। গ্র্যান্ট যেভাবে রিচমণ্ড দখল করেছিল, তেমনি সহজে আমাকে কাত করে দিল লোকটা। ফ্র্যাঙ্ক রবসনের যে হাল করেছিলাম আমি, আমারও সেই একই হাল করে ছাড়ল সে। এমন অবস্থা হলো যে, খেলা থেকে উঠলে প্রায় সর্বস্ব হারাতে হবে আমাকে, আর খেললেও অবস্থা হবে সেই একই–ফতুর হওয়া। প্রতিপক্ষ খেলা থেকে ওঠার কথা বলছে না। তা

ছাড়া, যাজক, আমাদের আমলে টাকা থাকতে খেলা থেকে পিঠটান দেয়া ছিল কাপুরুষতা। বাধ্য হয়ে খেলতে হলো আমাকে। খেলা যখন শেষ হলো তখন রিয়ো ব্রাভো তার, আর আমি পেয়েছি কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতা। একশ' ডলার থাকতে দয়া করে আমাকে খেলা থেকে নিবৃত্ত করল সে। বলল, কাউকে একদম নিঃস্ব করে দেয়াটা তার নীতিবিরুদ্ধ।

এবার বুঝলাম ফ্র্যাঙ্ক রবসনের বুদ্ধি কতোটা সূক্ষ্ম। এবার এলো সে। তাকে দেখতে লাগছিল ঠিক দুধের সর চুরি করে খাওয়া হুলো বিড়ালের মত। সবার সামনে সে বলল, সেই সুদূর ক্যালিফোর্নিয়া গিয়েছিল সে আমাকে হারানোর উপযুক্ত দক্ষ জুয়াড়ী খুঁজতে।

কিছুক্ষণ চিন্তা করলাম ফ্র্যাঙ্ক রবসনকে খুন করব কি না। কিন্তু কাজটা আর করা হলো না। আসলে যেভাবে তাকে মারতে চাই, ততোটা নিষ্ঠুর কোনও উপায় খুঁজে বের করতে পারলাম না। একটু পর আমাকে স্বীকার করতে হলো, আমি যা করেছিলাম, ফ্র্যাঙ্ক রবসনও ঠিক তা-ই করেছে, তার বেশি কিছু নয়। যতো ভাবলাম, ততো এর মধ্যে হাসির খোরাক খুঁজে পেলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, চেষ্টা করেও আমি হাসতে পারলাম না।

বুঝতে পারলাম, আগে হোক আর পরে, কেউ আবার ফ্র্যাঙ্ক রবসনকে ফতুর করবে। ধনী অবস্থায় মরার সুযোগ পাবে না লোকটা। আমি তাকে করুণ ভাবে মরতে দেখতে পাব। এসব ভেবে খানিক সান্ত্বনা পেলাম।

কিন্তু বসে বসে তার মৃত্যু দেখার উপায় নেই তখন আমার। নিয়মিত খাবার পেতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে শরীর। পকেটের ওই একশ' ডলার বেশিদিন আমার পেটে খাবার জোগাবে না। কম পয়সার পোকারে বসে হেরে গেলাম একশ' ডলারের বেশিরভাগটাই। আফসোস হলো, এর চেয়ে ভাল খাবার কিনে খেলেও কাজে আসত টাকাগুলো।

হাড়ে হাড়ে বুঝলাম, ভাগ্যদেবী আমার দিকে তার সুডৌল পশ্চাদ্দেশ ঘুরিয়ে নিয়েছে। যতোবার খেললাম, হারলাম।

এরপর, যাজক, আমার কপাল আর ফিরল না। অ্যারিযোনা গেলাম, ক্যালিফোর্নিয়ায় গেলাম, মণ্ট্যানাও বাদ দিলাম না। সবখানে কপাল ঠুকে দেখলাম, কোথাও সুবিধে করতে পারলাম না। অনেকেই আমাকে গানম্যান হিসেবে চাকরি সাধল, তাদের কাজ হাতে নিলাম না। বড়লোক রানশারদের হয়ে গরীব ফার্মারদের খুন করতে হবে, সেটা আমার ধাতে সইল না। সাধারণ কাউবয়ের কাজ করলাম পেট চালানোর জন্যে। একের পর এক রানশে কাজ করলাম সামান্য বেতনে।

এভাবে পেরিয়ে গেল বেশ কয়েক বছর।

এর মধ্যে বারবার ভেবেছি আবার বাউণ্টি হাণ্টারের কাজটা ধরব কি না।

চেষ্টা করেও দেখলাম। কপালে পুরস্কার পাওয়ার মত চোর-ডাকাত জুটল না। যাদের ওপর পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে, তাদের বেশিরভাগই পালিয়ে চলে গেছে মেক্সিকোতে। এল পেসোতে এসে চেষ্টা করলাম ডেপুটি শেরিফের কাজ নিতে। ব্যাটা শেরিফ সরাসরি জানিয়ে দিল, কোনও গানম্যানকে সে কাজে নেবে না।

বরাবরের মতই এবারও বুঝলাম, এভাবে চলতে পারে না। আমার কুখ্যাতি তখন যথেষ্ট। চারপাশে খবর ছড়িয়ে পড়েছে আমি চালু পিস্তলবাজ। নিউ মেক্সিকো থেকে একদল মাইনার আমাকে তাদের কাজে নিতে চাইল। রুপো উত্তোলন করছিল তারা। সেগুলো বিক্রি করতে শহরে আনার পথে ঝামেলা করছিল একদল ডাকাত, প্রহরীদের খুন করে যা পারছিল কেড়ে নিচ্ছিল। তাদের ঠেকাতে হবে। আইনের কোনও সাহায্য ওই সময়ে নিউ মেক্সিকোর ওদিকে প্রত্যন্ত অঞ্চলে পাওয়া যেত না। বুঝলাম, আমাকে যথেষ্ট সম্মান দেয়া হবে। মাইনারদের প্রতিনিধিকে জানিয়ে দিলাম, যদি তারা বেতন ভাল দেয়, তা হলে যেতে আমার কোনও আপত্তি নেই।

তারা রাজি হওয়ায় চলে গেলাম কাজ নিয়ে।

মাইনিং ক্যাম্পে একটা জিনিসের কোনও অভাব নেই, সেটা হলো ডিনামাইট। কয়েকদিন ট্র্যাক করে ডাকাতদের আস্তানা খুঁজে বের করলাম, তারপর কয়েক বাণ্ডিল ডিনামাইট নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম ওখানে। একজন প্রহরীও ছিল না। ডাকাত দলের ধারণা হয়েছিল তাদের ধারেকাছে কেউ সাহস করে যাবে না। বড় কেবিনটার ভেতর থেকে আসা আওয়াজ শুনে বুঝতে পারলাম সবাই মৌজে পোকার খেলছে। ডিনামাইট বসালাম কেবিনের এক ধারের দেয়ালের গায়ে, তারপর বেশ খানিকটা সরে গেলাম ঘটনা দেখতে।

যাজক, এতো দ্রুত কোনও পোকার খেলা ভেঙে যেতে আগে কখনও দেখিনি আমি। কেবিনটা ছিল দুর্বল ভাবে তৈরি। ডিনামাইট বিস্ফোরণের পর ওটার ছাদ ধসে পড়ল। টলতে টলতে বের হলো ছয়জনের একটা দল। সবক'টাকে অস্ত্রের মুখে আটকে পরস্পরকে দিয়ে তাদের বাঁধালাম আমি। এরপর মাইনারদের গিয়ে খবর দিলাম। তারা এসে ডাকাতদলের সবাইকে ফাঁসিতে লটকে দিল।

আশপাশের এলাকায় যতোদিন ডাকাতদের অত্যাচার থাকল, মাইনারদের হয়ে কাজ করলাম আমি। এরপর এক সময় পাহাড়ে রুপো ফুরিয়ে গেল। মাইনাররাও আমার পাওনা বুঝিয়ে দিয়ে বিদায় জানাল।

অন্যান্য মাইনিং ক্যাম্পে একই ধরনের কাজের প্রস্তাব পেলাম। ওখানে বেশ কয়েক বছর আমি আইন রক্ষার কাজ করেছি। আমার নাম আরও ছড়িয়ে পড়ল। এমন একটা সময় এলো, যখন ডাকাতদের আস্তানার ধারেকাছে ঘোরাঘুরি করা ছাড়া আর কিছু কষ্ট করে করতে হতো না, আমার উপস্থিতির খবর জেনেই তারা

নতুন এলাকায় ভাগ্য পরীক্ষা করতে চলে যেত। কয়েকবার তো এমনও হলো, মাইনাররা জানাল রোজগার করতে হলে যে পরিশ্রম করতে হয় সেটা আমি করিনি, কাজেই আমার সম্মানী প্রাপ্য হয় না। শেষে টাকা পাবার জন্যে বাধ্য হয়ে অস্ত্রের মুখে তাদেরকে আমার যুক্তিটাও বুঝিয়ে দিতে হলো।

এসব কাজের ফাঁকে অর্থাভাবে পড়ে পনেরো বিশটা ব্যাঙ্ক আর স্টেজ ডাকাতি করেছি আমি। সেজন্যে কাউকে খুন করতে হয়নি। কাজ সেরেছি কৌশলে। অবশ্য ব্যাপারটাকে ডাকাতি বললে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে উপস্থাপন করা হয়ে যায়। একজন মানুষ খাবে না? সেই খাবারের জন্যেই কাজগুলো করতে হয়েছে আমাকে।

ক্যালিফোর্নিয়ায় আমার নামে ওয়ান্টেড পোস্টার বের হলো। আসলে ওখানে আমি ডাকাতি করিনি। মাইনাররা আমার টাকা দিচ্ছিল না। বাধ্য হয়ে তাদের স্টেজকোচ থামিয়ে নিজের পাওনাটা সংগ্রহ করে নিই আমি।

অনেক দিন আগেই আমি জেনেছি, যারা ডাকাতি করে তারা সবাই আগ্নেয়াস্ত্রের জোরে কাজটা করে না। কাগজ-কলমও ডাকাতির জন্যে ভাল অস্ত্র হতে পারে।

কাগজে পড়লাম লিঙ্কন কাউন্টির যুদ্ধে আমি বিলি দ্য কিডের পাশে ছিলাম। পুরো মিথ্যে, যাজক, ওখানে আমি তখন ছিলাম না। ওই সময়ে আমি একটা ব্যাঙ্ক ডাকাতির পর পেছনে ধাওয়া করে আসা পাসিকে ধোঁকা দিতে ব্যস্ত।

বেশিদিন কোথাও আমি থাকলাম না যে স্থায়ী ভাবে শেরিফ বা মার্শাল হিসেবে চাকরি করব। তবে মাঝেমধ্যে কখনও-সখনও কোনও শেরিফ আমাকে অনুরোধ করলে তার ডেপুটির কাজ করতাম। কিন্তু সেটা বেশিদিনের জন্যে নয়। কোথাও মন বসেনি আমার। তা ছাড়া, সবসময় দেখেছি, কেউ না কেউ আমার পেছনে লেগে গেছে। হয়তো প্রভাবশালী কেউ খবরের কাগজে আমার নামে মিথ্যে কিছু পড়ল, ব্যস, আমাকে খেদাতে ব্যস্ত হয়ে উঠল। শেষে এমন একটা সময় এলো, যখন আইনী পথে এক ডলার রোজগার করাও খুব কঠিন হয়ে দাঁড়াল।

একারণে এমন অনেক কাজ আমাকে নিতে হলো, যেসব কাজ স্বাভাবিক অবস্থায় আমি কিছুতেই নিতাম না।

এভাবে কাটতে লাগল জীবনটা। এর মধ্যে বেশ কয়েকটা মেয়ে আমাকে ধরে সংসারের জালে বেঁধে ফেলতে চেয়েছে, কিন্তু মিলার জায়গায় কাউকে কখনও বসাতে পারিনি আমি। ফলে সময় সুযোগ থাকতে থাকতেই সবসময় সরে পড়েছি।

তো যাজক, এই হলো মোটামুটি আমার জীবনের কাহিনি। এখন এই পঞ্চাশ বছর বয়সে এসে কীভাবে ফাঁদে পড়লাম, কীভাবে এই জেলে আমার ঠাঁই হলো,

কেন আমাকে ফাঁসি দেয়া হবে, এসব সংক্ষেপে সেরে ফেলছি। আসল ঘটনা তোমরা কেউ জানো না। ওটা বলেই ক্ষান্ত দেব আমি।

যাজক, আরাম করে বসো। মাথার তলায় হাত রেখে শুতেও পারো, আপত্তি করব না আমি। তুমি যখন আমার শেষকৃত্যে বক্তৃতা দেবে বলে মনস্থির করেই ফেলেছ, তখন বলছি কীভাবে আমি এখানে বন্দি হলাম।

সাত

সিক্সগান ব্যবহার করে জীবিকা অর্জন করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। কতো আর অস্ত্রের জোরে টিকে থাকা যায়! কিন্তু আর কী করার আছে আমার? আর তো এমন কোনও কাজ নেই যেটাতে মূলধন ছাড়া আমি আয়-রোজগার করতে পারি। তাসে আর জিততে পারি না। আঙুলগুলোতে বাতে ধরেছে। চুরি করতে গেলে নির্ঘাত ধরা পড়ব। কখনও কখনও তো এমনও হয় যে তাসের পেটি ধরে রাখতেই কষ্ট হয়। খেয়াল করে দেখো। দেখেছ, কী রকম ফুলে আছে আঙুলের গাঁটগুলো?

বাধ্য হয়ে আবার কাউবয়ের কাজ খুঁজতে শুরু করলাম। কিন্তু বয়স্ক একজন হাড় মুড়মুড়ে বেতো বুড়োকে কে দেবে কাউবয়ের কাজ?

কিছুদিন টাকার বিনিময়ে রানশার আর ফার্মারদের হয়ে নেকড়ে শিকার করলাম।

মানুষ শিকারের চেয়ে সেটা সহজ ছিল। নেকড়ে অন্তত পাল্টা গুলি করে না। লোকে নেকড়ে শিকারীদের নিচু চোখে দেখে, তবে ও নিয়ে আমি কিছু মনে করলাম না। পেটে খাবার তো জুটল!

মাঝেমধ্যে বারটেণ্ডারের কাজও করলাম। নজর উঁচু হয়ে গেলে ওধরনের কাজে মন ওঠে না, কিন্তু তখন কোনও উপায় ছিল না আমার। মাতালদের খেদাতে ভাল লাগত না। মাতালদের আমি পছন্দ করতে পারতাম না। তবে নিজে মাতাল হলে তখন তাদের সঙ্গে মিলেমিশে যেতে অসুবিধে হতো না। বয়স হয়েছে, বেশি মদ আর খেতে পারতাম না। পেটে সইত না।

বাধ্য হয়ে হাতে আবার সিক্সগান তুলে নিলাম। কখনও প্রহরীর কাজ করলাম ব্যাঙ্ক, এক্সপ্রেস আর স্টেজকোচ কোম্পানির হয়ে, কখনও হলাম বড়লোক কোনও লোকের বডিগার্ড।

এসব কাজে সম্মান বলতে কিছু নেই। প্রায়ই এমন হলো যে, খাবারের পয়সা নেই, তবুও চাকরিদাতাকে মুখের ওপর দু'কথা শুনিয়ে দিয়ে চাকরিতে

ইস্তফা দিলাম। একবার তো চাকরি নিলাম এক পেটমোটা রাজনীতিকের। সে-লোক একই সঙ্গে দুটো করে মেয়ের সঙ্গে মৌজ করছিল এল পেসোর কাছে একটা হাসিয়েন্দায়। তাকে যারা ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছিল, তারা জানত সে পশ্চিমে এসেছে জেলখানার ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণ করে পরিবেশ উন্নয়নের জন্যে নিজের দায়িত্বপূর্ণ মতামত দিতে। আমার কাজ ছিল তাকে ন্যাংটো অবস্থায় কেউ যেন ধরতে না পারে তার ব্যবস্থা করা। কিন্তু এক লোক আমাকে ফাঁকি দিয়ে ঢুকে পড়ল। লোকটা ছিল সাংবাদিক। দুটো মেয়েকে নিয়ে রাজনীতিক তার কোলে বসিয়ে রেখেছে, এমন একটা ছবি তুলে ফেলল সে। রাজনীতিক বা মেয়ে দুটোর একজনের পরনেও জামা ছিল না। এল পেসোর এক খবরের কাগজে ছবিটা ছাপা হয়। বেশ কয়েকটা সংখ্যা পাঠানো হয় লোকটার ভোটের এলাকায়।

বোঝোই তো, সেই চাকরিটা হারালাম। সাংবাদিকদের আমার দেখতে না পারার এটাও একটা কারণ। যেখানে নাক গলানোর দরকার নেই সেখানেও এরা এদের নোংরা নাক গুঁজে দেয়।

এধরনের কাজ নিতে কুকুরও দশবার ভাববে, কিন্তু যাজক, আমার তখন যা অবস্থা তাতে পেটে খাবার দিতে হলে চাকরি না করে কোনও উপায় নেই, নইলে উপোস যেতে হতো।

তাই যখন খবর পেলাম বার্নার্ড হ্যারন্ড আমাকে তার রানশে দেখা করতে বলেছে, আসতে দেরি করলাম না। মনে পড়ল একসঙ্গে পোকার খেলতাম আমরা এল পেসোতে রিয়ো ব্রাভো সেলুনে। তখন আমার ভাগ্যটা ভাল ছিল। মনে পড়ল কীভাবে লোকটা হারতে হারতে গাল বকত আর খুন করার হুমকি দিত। কিন্তু পরেরবার যখন আবার শহরে আসত, আমার সঙ্গে বসে যেত জুয়া খেলতে। আমাদের মধ্যে অবশ্য বন্ধুত্ব হয়নি। সত্যি বলতে তাকে আমার কখনও ভাল লাগেনি। আমার ধারণা আমার প্রতিও তার ওই একই মনোভাব ছিল। তবে নিজেদের কাজ বুঝতাম বলে পরস্পরকে আমরা শ্রদ্ধা করতাম।

বড় রানশার ছিল সে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করে নিজের জন্যে একটা ছোটখাট সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। জমি খুব ভাল ছিল না, তবে জমির অভাবও ছিল না, ফলে গরুর পাল বড় করতে খুব একটা অসুবিধে হয়নি তার।

তার ব্যাপারে বেশ কিছু কথা কানে এসেছিল আমার। কাউকে এলাকা থেকে খেদাতে চাইলে সে যে নিষ্ঠুর হয়ে উঠত তা শুনেছিলাম। কয়েকটা কাউন্টি তার পকেটে ছিল। ওসব জায়গায় সে যা বলত তা-ই হতো।

কিন্তু, যাজক, তুমি তো জানো টেক্সাসের জমির নতুন নিয়ম? বেশিরভাগ জায়গাই সরকারী। সেখানে একজন মানুষ চার সেকশন জমিতে হোমস্টেড করতে পারে। যদি তিন বছর অনাহারে অর্ধাহারে টিকে যায় সে ওই জমিতে, তা হলে খুব কম দামে কিনে নিতে পারে ওটা। বার্নার্ড হ্যারল্ডের বেশিরভাগ জমিই ছিল

সরকারের কাছ থেকে কমদামে লীয নেয়া। নতুন আইন যখন হলো, সে দেখল মানুষ আসতে শুরু করেছে চার সেকশন করে জমিতে হোমস্টেড করতে। এখানে ওখানে চার সেকশন করে জমি দখল করে বারোটা বাজিয়ে দিচ্ছিল সাধারণ লোক। রাজ্যের কাছ থেকে সমস্ত জমিটা কিনে নিতে পারলে সে খুশি মনে কিনে নিত, কিন্তু তাকে জানিয়ে দেয়া হলো, অন্যদের মত একই পরিমাণ জমি পাবে সে, তার বেশি নয়। অর্থাৎ সেই চার সেকশন। ওই পরিমাণ জমিতে তার সবগুলো করালের জায়গাও হবে না।

আমি তার রানশে গিয়ে দেখা করলাম। বেশ অনেকগুলো বছর পেরিয়ে গেছে এরমধ্যে। দু'জনই আমরা দু'জনকে দেখে বিস্মিত হলাম। বার্নার্ড হ্যারল্ড নাক কুঁচকে বলল, 'জন পেপার, তুমি দেখি একেবারেই বুড়িয়ে গেছ! এতো বুড়ো হয়ে গেছ জানলে তোমাকে খবর দিয়ে আনাতাম না।'

আমি তাকে জানিয়ে দিলাম, তার চেহারাও কোনও স্কুল ছাত্রীর মাথা ঘুরিয়ে দেয়ার অবস্থায় নেই।

প্রথম কিছুক্ষণ মনে হলো এখানে এসে সময় নষ্ট করেছি। তারপর খানিক ইতস্তত করে সে বলল, 'এখন আর চেহারা দেখিয়ে ওদের তুমি ভয় পাওয়াতে পারবে না, জন পেপার। হয়তো নাম দিয়ে খেদাতে পারবে।'

'কাকে ভয় দেখাতে হবে?' জিজ্ঞেস করলাম।

লোকটা চার সেকশনের মালিকদের ব্যাপারে কথা বলার আগে ভাবতেও পারিনি কতোখানি ঘৃণা জমে আছে বার্নার্ড হ্যারল্ডের অন্তরে। যাজক, তোমার কপাল ভাল তুমি তখন ওখানে ছিলে না, নইলে লজ্জায় পড়ে যেতে তার ভাষা শুনে। তার চোখের দৃষ্টি দেখে মনে হলো যদি পারত, তা হলে সবকটা হোমস্টেডারকে গলা টিপে খুন করত সে।

জিজ্ঞেস করলাম, 'আমাকে হোমস্টেডার খেদানোর চাকরি দিতে চাও?'

'না।' গম্ভীর চেহারায় মাথা নাড়ল হ্যারল্ড। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ভারী গলায় বলল, 'আমি চাই ওদের একজনকে তুমি খুন করো। তা হলেই শুধু অন্যরা ভয় পাবে।'

বেশ কয়েক বছর হয়ে গেছে কাউকে খুন করিনি আমি। মাঝেমধ্যে কখনও কখনও কানের পাশ দিয়ে গুলি করে ভয় দেখিয়েছি বড়জোর। হ্যারল্ডের টাকা পকেটে পোরার তেমন একটা গরজ অনুভব করলাম না। লোকটাকে বাজিয়ে দেখতে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি তো জানো ওরা আমার পেছনে লাগলে আত্মরক্ষা করব আমি।'

হ্যারল্ড বলল, 'আমি চাই ওদের কেউ একজন তোমার বিরুদ্ধে অস্ত্র বের করুক। তখন তাকে তুমি খুন করবে।'

এমন ঘটনা পশ্চিমে আগেও ঘটেছে। তবে বুড়ো এক জমিলোভী ক্ষ্যাপা

লোকের হয়ে গরীব মারতে রাজি হবো কী করে! কিন্তু ঠিক সেসময় আমি ছিলাম সাঙ্ঘাতিক ক্ষুধার্ত। আমি বললাম, 'কতো দেবে সেটা এখনও ঠিক করা হয়নি।'

সেফের কাছে চলে গেল হ্যারল্ড, ওটা খুলে একবার ঘাড়ের ওপর দিয়ে দেখে নিল আমি সেফের তালার নাম্বার লক্ষ করছি কি না। দেখে রাখার ভাবনাটা আমার মাথাতেও এসেছিল। পরে লোকটা টাকা দিতে না চাইলে তখন বিদ্যেটা কাজে লাগবে। জানালা দিয়ে বাইরে চাইলাম। এক বাণ্ডিল সবুজ নোট নিয়ে ফিরল সে। টেবিলের ওপর বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আপাতত অগ্রিম দিচ্ছি পাঁচ শ' ডলার। কাজ শেষে আরও পাবে পাঁচ শ'।'

একসঙ্গে এতো টাকা আমি বছর খানেকের ভেতর দেখিনি। নেয়ার সময় আমার হাত কাঁপতে শুরু করল। জিজ্ঞেস করলাম, 'কখন জানব আমার কাজ শেষ হয়েছে?'

'যখন ওরা মৃত নেস্টারকে কবর দেবে,' বলল হ্যারল্ড। 'আর যখন দেখবে অন্যরা ওয়্যাগনে মালামাল চাপিয়ে কোনওখানে রওনা হয়ে গেছে।'

আমি তাকে জানালাম, একজনকে খুন করলে অন্যরা হয়তো পালাবে না। একজনের বেশি খুন করতে হতে পারে আমার। তা হলে সেই অনুযায়ী টাকার পরিমাণ বাড়ার কথা।

আমাকে কালো অন্তরের এক নীচ ডাকাত বলে গাল দিল সে। তাকে আমি জানিয়ে দিলাম, আমি যদি তা না হতাম তা হলে আমাকে ডাকত না সে। গড়িমসি করে আরও এক হাজার ডলারে রাজি হলো সে। বারবার করে বলল কাজটা খুব সহজ হবে। ঠিক হলো প্রতিজন নেস্টারের মৃত্যুর জন্যে আরও পাঁচ শ' ডলার করে পাব আমি।

যাদের মারতে পাঁচ শ' ডলার দেয়া তারা হয়তো জীবনেও একসঙ্গে পাঁচ শ' ডলার দেখেনি, অথচ তাদের মৃত্যু পাঁচ শ' ডলার এনে দেবে।

'ঠিক আছে,' হ্যারল্ডকে বললাম আমি, 'নির্দিষ্ট কাউকে খুন করতে হবে এমন ভাবছ? না কি আমি যাকে সামনে পাব তাকেই গুলি করব?'

হ্যারল্ডের চেহারায় তীব্র ঘৃণার ছাপ পড়ল। দাঁতের ফাঁক দিয়ে হিসহিস করে বলল, 'হ্যাঁ, একজনকে ঠিক করে রেখেছি। ওর নাম হিরাম ক্রিসে। তুমি ওকে খুন করো, আমি তোমাকে দুই শ' পঞ্চাশ ডলার বোনাস দেব।'

ক্রিসের প্রতি রানশারের মাত্রাতিরিক্ত ঘৃণার কারণটা প্রশ্ন করে জেনে নিলাম। যুবক কঙ্গো কাউন্টি থেকে এসেছে। সাহসী লোক, শুধু হ্যারল্ডের পানির কাছে জমিতে ক্লেইম ফাইল করেছে তা-ই নয়, সঙ্গে করে ভেড়াও নিয়ে এসেছে। পুরোনো আমলের ক্যাটলম্যান হ্যারল্ড। তার ধারণা ভেড়া হেঁটে গেলেও সেই জমি পঞ্চাশ বছরের জন্যে নষ্ট হয়ে যায়। যারা ভেড়া নিয়ে পশ্চিমে যায় তারা হ্যারল্ডের জমি এড়িয়ে ঘুরপথে যায়। নইলে প্রতি মাইলে অন্তত এক শ'টা করে ভেড়া মারা

পড়ল।

কয়েকজন কাউবয়কে নিয়ে ক্রিসের ওখানে গিয়েছিল হ্যারল্ড। এক হাতে [illegible], অন্য হাতে আইনী কাগজ নিয়ে তাদের মুখোমুখি হয় ক্রিসে, স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, ওই জমি তার, ওখানে তার ইচ্ছে হলে জিরাফও চরাতে পারে সে।

বার্নার্ড হ্যারল্ড ক্রিসের গায়ের ওপর ঘোড়া তুলে দিতে চেয়েছিল। ঘোড়াটাকে গুলি করে ফেলে দেয় ক্রিসে। আছাড় খেয়ে পায়ে ব্যথা পায় হ্যারল্ড।

কাউণ্টির শেরিফ হ্যারল্ডের পকেটে। ঘোড়া হত্যা এবং অনধিকার প্রবেশের অভিযোগে ক্রিসেকে গ্রেফতার করে সে। কিন্তু কেসটা কাউণ্টির আওতার বাইরে চলে যায়। কোর্ট ঘোষণা করে ক্রিসে আত্মরক্ষার জন্য কাজটা করতে বাধ্য হয়েছে। আরও বলে দেয়া হয়, হ্যারল্ডের কপাল ভাল যে ঘোড়াটার বদলে সে গুলি খেয়ে মরেনি।

এবার বুঝলাম ক্রিসেকে লোকটা এতো ঘৃণা করে কেন। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মত ক্রিসের আত্মীয়-স্বজনরাও এসে জুটেছে রানশের জমিতে ফার্ম করতে। তাদের সঙ্গেও ভেড়া আছে। পানির ধারে বসতি করেছে তারা। একজন রানশারের গা জ্বলতে বাধ্য।

ক্রিসের একটা বর্ণনা দিল হ্যারল্ড আমাকে। জানিয়ে দিল কীভাবে তার হোমস্টেডে যাওয়া যাবে। শেষে বলল, 'যতো তাড়াতাড়ি তুমি লোকটাকে খুন করবে, ততো তাড়াতাড়ি বোনাসের টাকাগুলো পেয়ে যাবে।'

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, সকাল পর্যন্ত তার এখানে অপেক্ষা করলে অসুবিধে আছে কি না। অনেক দূরের পথ পাড়ি দিয়ে এসেছি আমি, ঘোড়াটা ক্লান্ত, ওটার বিশ্রাম দরকার। নিজেও আমি ক্লান্ত।

রাতে হ্যারল্ডের পয়সায় ভাল সাপার সারলাম। বাঙ্ক হাউসে গিয়ে রাতটা এক ঘুমে আরামে কাটিয়ে দিলাম, তারপর সকালে চমৎকার নাস্তা করে রওনা দিলাম ক্রিসের হোমস্টেডের দিকে।

এলাকাটার রানশের জমি খুব একটা ভাল না, তবে মনে মনে না ভেবে পারলাম না, জীবনের শুরুতেই যদি ঘটনা ওভাবে মোড় না খেত, তা হলে আজ হয়তো আমারও বার্নার্ড হ্যারল্ডের মত বিরাট একটা রানশ থাকত, আরামে সেখানে কাটিয়ে দিতে পারতাম জীবনের বাকি সময়টা। পথে অনেক গরু দেখলাম। বুঝতে অসুবিধে হলো না রানশের জমি হারাচ্ছে বলে কেন এতো খেপেছে হ্যারল্ড। যাদের সে জুতোর ধুলো মোছার যোগ্যও মনে করে না, তাদের প্রতিবেশী ভাবতে পারা যায় না।

অতীতের কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল কীভাবে যুদ্ধের পর আমি আর অ্যাঙ্গাস মিলে প্রথমে রানশিং শুরু করি। কীভাবে ম্যাভরিকিং করতাম। মিলার কথা মনে পড়ল। তখন আমার একটা ঠিকানা ছিল, যৌবন ছিল, আমার মিলা

ছিল। একটা কিছুর সঙ্গে জীবনটা তখন জড়িয়ে ছিল। এরকম ছন্নছাড়া ছিল না অবস্থা। মনে হলো, আমি যেন পুরোনো দিনের সেই দক্ষিণ টেক্সাসে ফিরে গেছি। আশপাশের জমি যেন আমার, আমি যেন আর একাকী এক বুড়ো মানুষ নই।

বিরাট একটা অঞ্চল। এতোই বড় যে পুরোটা সকাল ঘোড়া ছুটিয়ে তারপর আমি ক্রিসের বাড়ির সামনে পৌছুলাম। সামনে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে একটা ক্রিক। ওটার পাশ দিয়ে বাড়িটার দিকে এগোলাম, আমার চোখ ক্রিসে আর তার ভেড়াগুলোকে খুঁজছে। একটা ভেড়াও দেখতে পেলাম না।

বাড়িটাকে তেমন কিছু বলার উপায় নেই। ওটা বানাতে দুই ওয়্যাগন তক্তাও লাগেনি। চারকোনা একটা বাক্সের মত দেখতে। এক নজরেই বোঝা যায় বাসিন্দাদের আর্থিক অবস্থা সুবিধের নয়। বাড়িটা চওড়ায় পনেরো ফিট আর দৈর্ঘ্যে বড়জোর বিশ ফিট হবে। খুঁটির ওপর উঁচু করে ঘরটা বানানো হয়েছে। বারান্দার নীচ থেকে বুড়ো একটা কুকুর বেরিয়ে এসে ঘেউ-ঘেউ শুরু করল। দরজায় এসে দাঁড়াল এক যুবতী, চোখের ওপর হাত রেখে আমাকে দেখল।

আরেকটু হলেই আমি স্যাডল থেকে পিছলে পড়ে যেতাম।

সত্যি বলছি, যাজক, মাথায় হাতুড়ির বাড়ি পড়লেও এতো বিচলিত বোধ করতাম না।

যুবতী আর কেউ নয়, আমার মিলা! মিলা, যাকে আমি অনেকগুলো বছর আগে কবর দিয়ে এসেছি!

জানি তুমি হাসবে। বলবে বুড়ো লোকের চোখের ভ্রম। কিন্তু আমি বলছি, যাজক, ওই মেয়ে যেন মিলা! মিলা, মারা যায়নি!

বাড়ির সামনে ঘোড়া থামিয়ে নামলাম। মেয়েটা কী যেন বলল, আমি শুনতে পেলাম, কিন্তু জবাব দিতে পারলাম না। আমার গলা শুকিয়ে গেছিল। আরও কয়েকবার বলার পর বুঝলাম, সে বলছে ঘরে গিয়ে ঠাণ্ডা এক গ্লাস পানি খেতে।

সামলে নিয়ে বললাম, 'তুমি তো মিলা?'

অবাক হলো যুবতী। বলল, 'না, আমি জিলিয়ান। জিলিয়ান ক্রিসে। আমার ধারণা তুমি ভুল বাড়িতে চলে এসেছ।'

আমি বোধহয় মেয়েটাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলাম। চিন্তা করে দেখলাম, আসলে ও মিলা হতে পারে না। মিলা হলে ওর বয়স হতো অন্তত পঁয়তাল্লিশ। এর বয়স বিশের বেশি নয়। আমার কপাল আর গাল বেয়ে তখন দরদর করে ঘাম ঝরছে। গরমটা হয়তো পেয়ে বসেছে আমাকে। হয়তো জিলিয়ানের কথা মত এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানিই প্রয়োজন। পুরো এক মিনিট ঘোড়ার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম, তারপর জিজ্ঞেস করলাম, ঘোড়াটাকে কোথায় পানি খাইয়ে ছায়ার মধ্যে রাখতে পারি। দেখিয়ে দিল মেয়েটা। ছোট্ট বার্নে ঘোড়াটাকে পানি খাইয়ে রেখে এসে বারান্দার ছায়াতে বসলাম। আমার জন্যে পানি এনে দিল

জিলিয়ান, তারপর সামনে দাঁড়াল। যাজক, আমি শপথ করে বলতে পারি, ও আসলে মিলা। অন্তত হুবহু আরেকজন। নতুন করে জন্ম নেয়া মিলা।

পানির গ্লাসটা শেষ করে বাড়িয়ে দিতেই ওটা নিল জিলিয়ান, মিষ্টি সুরেলা গলায় বলল, 'আজ দুপুরে তুমি আমাদের সঙ্গে খাবে।'

বিহ্বল ছিলাম আমি। প্রতিবাদ করতে পারলাম না। জিলিয়ান বলল, 'হিরাম একটু পরই চলে আসবে। পুবে গেছে ভেড়া চরাতে। রোদের তাপে বেশিদূর ছড়িয়ে যায় না ওগুলো।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথেকে এসেছ তুমি, জিলিয়ান, ম্যাসে থেকে?'

'কঞ্চো কাউন্টি,' বলল জিলিয়ান। 'পেইন্ট রকের কাছে জায়গাটা।'

স্যান অ্যাঞ্জেলোর পুবে কঞ্চো নদীর কাছে পেইন্ট রক সেটা আমি জানি। আমার প্রশ্নের জবাব পেলাম না। আবারও বললাম, 'আসলে আমি জানতে চাইছি তুমি প্রথমে কোথায় ছিলে, মানে ছোটবেলায়।'

'ওখানেই। কোর্ট হাউসের পাশেই ছিল আমাদের বাড়ি।'

জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম ওদের কোনও আত্মীয় দক্ষিণ টেক্সাস থেকে এসেছে কি না। মনে হচ্ছিল মেয়েটা মিলার রক্ত-সম্পর্কের আত্মীয় হতে পারে। আলাপে জানলাম, তা নয়। ওর বাবা-মা টেনেসি থেকে এসেছিল ওর জন্মের আগে। কঞ্চোতে বাস করেছে তারপর থেকে।

জিলিয়ান চলে গেল লাল বীন আর ছাগলের মাংস রাঁধতে। আমি ঘড়িটা বের করলাম কয়টা বাজে দেখতে। আন্দাজ করছি জিলিয়ানের স্বামীর আসতে আর বেশি দেরি হবে না। হঠাৎ মনে পড়ল ঘড়ির পেছনে আমি মিলার ছবি রেখেছি। ঈশ্বর বলতে পারবেন এতোক্ষণ কথাটা আমার মনে আসেনি কেন। পেছনের ডালাটা খুলে ফেললাম।

মিলার ছবিটা একটু ঝাপসা হয়ে গেলেও এখনও চেহারা বুঝতে অসুবিধে হয় না। ছবিটা দেখে এখন বুঝতে পারলাম যা ভেবেছিলাম জিলিয়ানের সঙ্গে ততোটা মিল ছিল না মিলার। বুড়ো হলে স্মৃতিশক্তি কখনও-সখনও বিশ্বাসঘাতকতা করে।

পুরোনো দিনের কথা ভাবছিলাম আসার পথে। মনটা কেমন যেন আবেগতাড়িত হয়ে পড়েছিল। তারপর জিলিয়ানের মাঝে মিলার ছায়া দেখে চমকে গিয়েছিলাম।

রাঁধছে জিলিয়ান। কফি দিয়ে গেল। মাঝে মাঝে দু'একটা কথা বলছে। আমি বারান্দায় টেবিলে বসে আছি। মনে পড়ল মিলার কথা। মিলা যখন রাঁধত, তখন এভাবে বসে থাকতাম কখনও কখনও। সেসব তিরিশ বছর আগের কথা। এখন হঠাৎ মনে হলো, আমি যেন এক তরুণ, জীবনের চলার পথে যাত্রা মাত্র শুরু করছি, পথের শেষে চলে আসিনি। চিন্তাটা আমার মন ভাল করে দিল।

জিলিয়ানের স্বামী ফিরল একটু পরই। বার্নে অপরিচিত ঘোড়া দেখেছে সে।

স্ত্রীর কোনও বিপদ হয়েছে কি না দেখতে দৌড়ে এলো। বারান্দায় আমাকে টেবিলে কনুই রেখে বসে থাকতে দেখে স্বস্তির ছাপ পড়ল তার চেহারায়। আমার মত বুড়ো একজন মানুষ আর কী ক্ষতি করবে! আমার সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজের নাম জানাল সে, বলল তাদের সঙ্গে দুপুরের খাবারটা খেলে খুব খুশি হবে।

বার্নে আমি ঘোড়ার পিঠ থেকে স্যাডল খুলে রেখেছি। থাকাই আমার উদ্দেশ্য। নিজের নাম বললাম না, আগে পরিস্থিতি বুঝতে চাইছি। ক্রিসে শীঘ্রি জানবে আমি কে।

খাবার তৈরি হয়ে গেল। টেবিল সাজাতে শুরু করল জিলিয়ান। মেক্সিকানদের মত আভেনে রুটিও সেঁকেছে। ক্রিসে বলল, 'আমাদের বেশিকিছু নেই, তবে যা আছে তা দিয়েই চালিয়ে নাও, ওল্ড টাইমার। জায়গাটা এখনও গুছিয়ে নিতে পারিনি। কিছুদিন খাটলেই দেখবে কেমন চমৎকার একটা ফার্ম করে ফেলেছি।'

মনে পড়ল, আমি যখন ওর বয়সী ছিলাম, তখন এরকম করেই আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে রানশের কথা বলতাম। মিলাও জিলিয়ানের মতই খাবার নিয়ে অপেক্ষা করত। খেতে বসে জিজ্ঞেস করলাম, কঞ্চো কাউন্টিতে বসতি করেও এখানে এলো কেন ক্রিসে। ক্রিসে জানাল ওখানে আর জায়গা নেই। ওর বাবা কঞ্চো কাউন্টিতে যখন বসতি করে, তখন ওখানে আর কেউ ছিল না। এখন ক্রিসেও চাইছে এই নতুন এলাকায় নিজের জন্যে কিছু করতে। আমি আভাসে ইঙ্গিতে বললাম, ওর বাবা যখন কঞ্চো কাউন্টিতে যায়, তখন জমি দখল করে আগেই বসে ছিল না কেউ। কিন্তু এখানে ব্যাপারটা তেমন সহজ নয়। এখানে এক একর জমিও ক্লেইম ছাড়া খালি পড়ে নেই।

কথা সত্যি, খেতে খেতে জানাল ক্রিসে। তারপর নতুন আইনের কথা বলল। অল্প কয়েকজন লোকের হাতে বিরাট জমি ছেড়ে দেয়া হবে না আর। সবাইকে সুযোগ দেয়া হবে নিজেদের জন্যে কিছু করার। সরকার চায় লোকবসতি হোক, বন্দর-নগর-শহর গড়ে উঠুক। ক্রিসে আরও বলল, যারা অনেকদিন ধরে প্রচুর জমি ভোগদখল করেছে তারা তাদের লাভ তুলে নিয়েছে। এখন তাদের উচিত জায়গা ছেড়ে দিয়ে নতুন আসা লোকদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে চেষ্টা করা। বুঝলাম, উচ্চাভিলাসী একজন যুবকের কথা এমনই তো হওয়া উচিত। কিন্তু হ্যারল্ডের কথা মনে পড়ল। বুড়ো রানশার অনেক ঘাম আর রক্ত ঝরিয়েছে জমির দখল বজায় রাখতে গিয়ে। সহজে সেই জমি সে হাতছাড়া হতে দেবে কেন!

হ্যারল্ডের কথা তুললাম। বললাম, তার ধারণা জোর করে তার জমি কেড়ে নেয়া হচ্ছে।

ক্রিসে ছোট একটা ঘটনা বলল। এটা চেপে গেছে হ্যারল্ড। অনেক আগে এখানে এইসব ক্রিকের ধারে মেক্সিকানদের বসতি ছিল। হ্যারল্ড এসে তাদের

পায়ের জোরে খেদিয়ে দেয়। সে যে মশকরা করছে না সেটাকে বোঝাতে মেক্সিকানদের তিন-চারজনকে খুনও করেছিল। ঘোষণা করে দিয়েছিল, মেক্সিকানদের চলে যেতে হবে, নইলে মরতে হবে।

'আর এখন হ্যারল্ডের সময় শেষ,' বলল ক্রিসে। 'নতুন আইন অনুযায়ী জমির মালিক এখন আমরা। দেখো, যে-জমিতে একজন লোকের খাবার ব্যবস্থা করা যেত না সেই একই জমিতে আমরা পঞ্চাশজনের খাবারের ব্যবস্থা করে ফেলব। এই এলাকার উন্নতি থেমে থাকবে না।'

বারবার অতীতের কথা মনে পড়ছে আমার। দক্ষিণ টেক্সাসের কথা মনে পড়ছে। জেসি অর্ডওয়ের সঙ্গে আমার যে সমস্যা হয়েছিল সেই একই সমস্যা এখন এতো বছর পর এখানে দেখা দিতে চলেছে। অর্ডওয়ে দেখতে কেমন ছিল তা আর ঠিক মনে করতে পারলাম না। তবে আমার মন বারবার অর্ডওয়ের জায়গায় বার্নার্ড হ্যারল্ডকে বসাতে শুরু করল।

আমাকে নীরব দেখে ক্রিসে বলল, 'আমাদের এখান থেকে তাড়াতে অনেক কিছু করেছে লোকটা। জমি কিনে বিদায় করতে চেয়েছে, ভয় দেখিয়ে তাড়াতে চেয়েছে, ভেড়াগুলোকে স্ট্যাম্পিড করতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু ভেড়া স্ট্যাম্পিড করা প্রায় অসম্ভব একটা কাজ। ভেড়ার দলে গুলি চালিয়েছিল। তারপর টের পেল, আমিও পাল্টা গুলি চালাতে জানি। এমনকী রাতের বেলায় কাউবয়দের পাঠিয়ে বাড়ি লক্ষ্য করে গোলাগুলিও করিয়েছে।'

পিঠের কাছে ঠাণ্ডা একটা স্রোত অনুভব করলাম আমি। এক পলকে মনে পড়ে গেল সেই রাতের কথা, যখন মিলাকে ওরা খুন করল। তিরিশ বছর আগের কথা সেটা, কিন্তু চোখ বন্ধ করতেই দেখতে পেলাম, রাতের অন্ধকারে চেঁচামেচি করছে আততায়ীর দল, বাড়ির চারপাশে ঘোড়া নিয়ে চক্কর মারছে। মিলার আর্তচিৎকার যেন পরিষ্কার শুনতে পেলাম কানে। শরীরটা হঠাৎ থরথর করে কাঁপতে শুরু করল আমার।

আমাকে ধরে ফেলল হিরাম ক্রিসে, চিন্তিত গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে, ওল্ড টাইমার? জিলিয়ান, হুইস্কির বোতলটা শীঘ্রি নিয়ে এসো। জলদি!'

বোতলটা আমার হাতে ধরিয়ে দিল সে। কয়েক চুমুক কড়া মদ খেলাম। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে এলো। ক্রিসে বলল, 'আরেকটু খাও বরং।'

যথেষ্ট খেয়েছি, জানালাম। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে বুঝলাম, হাঁটুতে শক্তি পাচ্ছি না। বসে থেকে শক্তি সঞ্চয় করতে চেষ্টা করলাম। আমার উল্টোদিকে টেবিলে বসে আছে জিলিয়ান আর হিরাম ক্রিসে। দু'জনের চেহারাতেই উদ্বেগের ছাপ।

'আমি ঠিক আছি,' আস্তে করে বললাম।

'গরমে এমন হয়েছে,' বলল ক্রিসে। 'তুমি বরং আমাদের সঙ্গে দু'একদিন থেকে বিশ্রাম নিয়ে নাও। সুস্থ হলে তখন যেয়ো কোথায় যাবে।'

ঠিক করলাম, এবার তাকে বলার সময় হয়েছে। বললাম, 'আমি এখানে ব্যবসার কাজে এসেছি। আমি এসেছি তোমাকে খুন করতে।'

হাঁ হয়ে গেল ক্রিসে। চোখ দুটো বিস্ফারিত। এমন ভাবে মাথা নাড়ল যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। বলল, 'তুমি অসুস্থ বোধ করছ, বুড়ো খোকা। চলো, তোমাকে বিছানায় শুইয়ে দিই।'

'বাছা, কখনও জন পেপারের নাম শুনেছ?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

আস্তে করে নড করল ক্রিসে। 'নিশ্চয়ই! সবাই শুনেছে। অনেক বছর আগে সে গানফাইটার ছিল।'

আমি বললাম, 'সে এখনও গানফাইটার। আমিই জন পেপার।'

কথাটা স্বামী-স্ত্রীর বিশ্বাস হলো বলে মনে হলো না। দু'জনই ধরে নিয়েছে গরমের কারণে প্রলাপ বকছি আমি। ক্রিসে বলল, 'নিশ্চয়ই অনেক আগেই মারা গেছে জন পেপার।'

'তা হলে আমাকে ভূত বলতে পারো,' শুকনো গলায় জানালাম।

এবার আস্তে আস্তে বিশ্বাস করতে শুরু করল ক্রিসে। জন পেপারের চেহারার কাঠিন্য আর চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হয়তো এখনও মানুষের নজর কাড়তে পারে। একটু পর ক্রিসে আস্তে করে বলল, 'জিল, আমি ওর কথা বিশ্বাস করছি।'

বুঝতে পারলাম, জিলিয়ানেরও বিশ্বাস হয়েছে। হঠাৎ মেয়েটার চোখে আতঙ্কের ছায়া দেখা দিল। ক্রিসে চট করে বারান্দার কোনার দিকে চাইল। ওখানে তার রাইফেলটা ঠেস দিয়ে রাখা আছে। ক্রিসের কোমরে সিক্সগান নেই। বাড়িতে যখন প্রথম এলো তখনই ব্যাপারটা আমি লক্ষ করেছি। বললাম, 'বাছা, তুমি যা ভাবছ সেটা আমি হলে ভাবতাম না। একদম পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে থাকতাম।'

পালিয়ে যাবার লোক নয় হিরাম ক্রিসে। হয়তো রাইফেলটা হাতে পাবার চেষ্টা করবে। দুটোর যা-ই সে করতে চেষ্টা করুক, সেটাতে সফল হবে না আমি ড্র করলে। ক্রিসে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি আমাকে এখানেই খুন করবে?'

আমি বললাম, 'সেজন্যেই আমাকে পাঠানো হয়েছে।'

'জিলের কী হবে?' গলা কেঁপে গেল ক্রিসের। 'আমার যা-ই করো, জিলের কোনও ক্ষতি কোরো না প্লিজ।'

চিন্তাটা আমার মাথায় আসেনি, তবে ক্রিসে দুশ্চিন্তায় ভুগছে। নিজের জন্যে নয়, তার স্ত্রীর জন্যে। ক্রিসে বলল, 'ওর বাচ্চা হবে, মিস্টার। ঈশ্বরের দোহাই, ওর কোনও ক্ষতি কোরো না।'

আমার মিলারও বাচ্চা হতো। ছয় মাসের বাচ্চাটা পৃথিবীর মুখ দেখতে পায়নি।

পানি উপচে পড়ছে জিলিয়ান ক্রিসের দু'চোখ থেকে। আমার কাছে করুণা

ভিক্ষা করতে শুরু করল, যাতে তার স্বামীকে আমি হত্যা না করি। বলল, সরে যাবে তারা, বার্নার্ড হ্যারল্ডের কাছে জমি দিয়ে চলে যাবে অন্য কোনওখানে।

ক্রিসে চেয়ার পেছনে ঠেলে উঠে দাঁড়াল। স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'ওকে এসব বলে লাভ নেই, জিল। আমাকে খুন না করলে জমিটা ফেরত পাবে না বার্নার্ড হ্যারল্ড। আমি নিজে কোনদিনই জমিটা তাকে দিতাম না।' দু'পা পিছাল সে। আমি বুঝতে পারলাম, রাইফেলটা হাতে পাবার চেষ্টা করবে সে।

বেল্ট থেকে এক ঝটকায় দ্রুত তুলে আনলাম সিক্সগানটা। এমন ভাবে ধরলাম, যাতে ক্রিসে ওটা ভাল ভাবে দেখতে পায়। এবার উঠে দাঁড়ালাম আমি। ক্রিসেকে বললাম, যেখানে আছে সেখানেই যেন দাঁড়িয়ে থাকে সে। আমি চাই না এমন কিছু হোক যেটার কারণে পরবর্তীতে আমাদের দু'জনকেই দুঃখিত হতে হয়। আমি তাকে পাশ কাটিয়ে রাইফেলটা তুলে নিলাম, দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম অস্ত্রটা। বললাম, 'যাতে গুলি করার লোভ না হয় তার ব্যবস্থা। ওই জিনিসের কারণে মানুষ মারা যেতে পারে।'

ততোক্ষণে ক্রিসে বুঝে গেছে মরতে তাকে হবেই। স্ত্রীর দিকে চাইল সে, তারপর আমার দিকে ফিরল। নিচু গলায় বলল, 'কাজটা যদি তোমার করতেই হয়, তা হলে এখানে জিলের সামনে কোরো না। বাইরে আড়ালে চলো, যাতে ও দেখতে না পায়।'

খুন আমি করব না। এখানেও না, অন্য কোনওখানেও না।

কর্কশ গলায় বললাম, 'চেয়ারে বসো, ক্রিসে। মন দিয়ে আমার কথা শোনো।'

আস্তে আস্তে বসল সে।

ফ্যাকাসে চেহারায় স্বামীর দিকে চেয়ে নিঃশব্দে কাঁদতে থাকল জিলিয়ান ক্রিসে।

'এবার তোমরা দু'জনই শোনো,' আমি বললাম। 'আমি বলেছি এখানে তোমাকে খুন করতে এসেছি। খুন করব, তা কিন্তু বলিনি। আমি একজন বুড়ো মানুষ। আর বুড়ো মানুষের তো চিত্তবিক্ষেপ হতেই পারে।'

'তুমি বলেছ বার্নার্ড হ্যারল্ড তোমাকে ভাড়া করেছে।'

পকেটে চাপড় মারলাম আমি। 'এই যে এখানে ওর টাকা। পাঁচ শ' ডলার।'

ক্রিসে বলল, 'তুমি কি ভাবছ ওর টাকাটা নেবে কিন্তু আমাকে খুন করবে না?'

আমি মাথা নাড়লাম। 'না, আমি পেশাদার লোক। মিথ্যে বলে টাকা নিই না। তাতে আমার বদনাম হয়ে যাবে। ওর টাকা ওকেই ফেরত দেব। বলে দেব আমি মত বদলে ফেলেছি।'

'কিন্তু…কিন্তু ব্যাপারটা সে পছন্দ করবে না,' বলল ক্রিসে। 'বিশ্বাসঘাতকতা

হিসেবে ধরবে। নিজের স্থির ধারণা নিয়ে চলে লোকটা।'

'ওর পছন্দ না হলেও চলবে। আমি ওকে বলব সময় আমার জন্যে পাল্টে গেছে। সময় ওর জন্যেও পাল্টেছে। আমার ভাগ্যে যা ঘটছে সেটা আমি পছন্দ করতে পারছি না। তারও নিজের ভাগ্য মেনে নিতে হবে।'

জিলিয়ান কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু কেন? কেন তুমি টাকা ফেরত দেবে?'

'কারণ, তোমাদের বয়সে আমি যখন আমার মিলাকে নিয়ে ঘর বাঁধতে চেয়েছিলাম, তখন হ্যারন্ডেরই মত একজন সে-ঘর ভেঙে দিয়েছিল। খুন হয়েছিল মিলা, আমার সন্তান ছিল ওর পেটে।'

জিলিয়ান বলল, 'কিন্তু আমার স্বামীকে খুন করতে তোমার বদলে অন্য কাউকে পাঠাবে সে এবার।'

আমি বললাম, 'কেউ আসবে না যদি তারা জানে জন পেপার এখানে আছে। নামটা এখনও অস্ত্রের ব্যবসায় গুরুত্ব পায়।'

ক্রিসে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কথা বুঝতে পারলাম না। তুমি তো চলে যাবে। অন্যরা কেন মনে করবে তুমি আছো?'

আমি তাদের বললাম, জায়গাটা আমার পছন্দ হয়েছে। হাতে কোনও কাজও নেই। যদি ক্রিসে মনে করে বুড়ো একজন মানুষের সাহায্য তার দরকার, তা হলে অল্প টাকায় আমাকে সে কাজে রাখতে পারে।

ক্রিসে জানাল, বেশিকিছু দেবার সাধ্য নেই তার। আমি তাকে জানিয়ে দিলাম: বুড়ো একজন মানুষের বেশি কিছু লাগে না, সামান্য খাবার, সামান্য মদ আর প্রচুর সময় রোদে বসে থাকার সুযোগ ছাড়া।

ক্রিসে বা জিলিয়ান দু'জনের কেউই সত্যিকার অর্থে বুঝল না কেন আমি মত পরিবর্তন করেছি। আসলে আমার মনে হয়েছে ওরা দু'জন আমি আর মিলা, নতুন করে জীবনটা গড়ে তুলতে চেষ্টা করছি। আমি তো আর জেসি অর্ডওয়ে···মানে বার্নার্ড হ্যারল্ডকে ওদের জীবনটাও ধ্বংস করতে দিতে পারি না!

অন্ধকার নামার একটু আগে হ্যারল্ডের রানশ হাউসে পৌঁছুলাম। গ্যালারিতে বসে ছিল লোকটা। বিকেলের বিশ্রাম নিচ্ছিল আর পাইপ ফুঁকছিল। এতো তাড়াতাড়ি আমাকে ফিরতে দেখে সে বেশ বিস্মিত হলো। মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে বলল, 'দ্রুত কাজ করো বলে সবসময়ই তোমার একটা সুনাম ছিল, জন পেপার। এতো দ্রুত আগে কখনও পাঁচ শ' ডলার খরচ করিনি আমি। তো বাকি টাকা নেয়ার জন্যে এসেছ নিশ্চয়ই?'

পকেটে হাত দিয়ে বাণ্ডিলটা বের করে হ্যারল্ডের কোলের ওপর ছুঁড়ে দিলাম আমি। বললাম, 'টাকা ফেরত দিতে এসেছি। কাজ না করলে সেটার জন্যে টাকা নিই না আমি।'

লোকটা সে সবসময় সবচেয়ে খারাপটাই ভাবে।

'তা হলে ওখানে গিয়ে ভয় পেয়ে গিয়েছিলে? আমারই দোষ, স্নায়ু দুর্বল হয়ে গেছে এরকম-এক বুড়োকে এতো গুরুদায়িত্ব দেয়া উচিত হয়নি আমার। আজকে এ-খবর লোকে যখন জানবে তারপর শুয়োরের গু পরিষ্কার করার কাজেও তোমাকে নেবে না কেউ।'

আমি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললাম, 'তাতে কিছু যায় আসে না, আমি আরেকটা কাজ পেয়ে গেছি।'

'কীসের?' নাক কুঁচকাল হ্যারল্ড। 'কোনও বারে থুতুদানি পরিষ্কার করার কাজ?'

'ভেড়া চরানোর,' আমি বললাম।

উঠে দাঁড়াল বার্নার্ড হ্যারল্ড। এবার তার বুটের ওপরের দিকে সিক্সগান ঝুলতে দেখলাম। নিজের বাড়িতেও সে সতর্ক, সশস্ত্র থাকে। কর্কশ গলায় বলল, 'তুমি বিক্রি হয়ে গেছ। জন পেপার, তুমি অনেক কিছু করেছ শুনেছি, কিন্তু আগে কখনও শুনিনি তুমি কারও সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছ।'

আমি বললাম, 'আগে দরকার পড়েনি, হ্যারল্ড।' লোকটাকে দেখে আমার তিরিশ বছর আগের জেসি অর্ডওয়ে বলে মনে হচ্ছিল। আর গ্যালারিটা যেন সেই ব্যাঙ্ক, যেখানে অর্ডওয়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। আমি যেন সেই যুবক যে তার প্রাণপ্রিয় স্ত্রীকে হারিয়েছে। আর তার কারণ সামনে দাঁড়ানো ওই জেসি অর্ডওয়ে।

বার্নার্ড হ্যারল্ড পিস্তলের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। কিন্তু আমি যেন তাকে নয়, জেসি অর্ডওয়েকে গুলি করলাম। বুকে গুলি খেয়ে দেয়ালের সঙ্গে ধাক্কা লাগল তার পিঠের। আমি যেন ফিরে গেছি তিরিশ বছর আগের সেই রাগ আর ক্ষোভের ভেতর। আবার গুলি করলাম। আবার। আবার। আবার। সিক্সগান খালি হবার আগে থামলাম না। ঝাঁঝরা করে দিলাম বার্নার্ড হ্যারল্ডকে।

রাগে চোখে কিছু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম না। চারপাশে অনেক মানুষের অস্পষ্ট চিৎকার চেঁচামেচি শুনতে পেলাম। জাপ্টে ধরা হলো আমাকে, বাধা দিলাম না।

তো, যাজক, এভাবেই এখন আমি যেখানে আছি সেখানে হাজির হলাম। ব্যাপারটা আত্মরক্ষা ছিল, কিন্তু সেসব বলে কোনও লাভ হবে না। আসলে বলার সুযোগই দেয়া হবে না আমাকে। সাধারণ কাউকে আমি খুন করলে দু'মাস পর বিচার শুরু হতো। কিন্তু বার্নার্ড হ্যারল্ড এখানে বিরাট বড় মাপের মানুষ ছিল, কাজেই সংক্ষেপে বিচার সেরে ফেলেছে আইনের লোকরা। আমার বিচারের জন্যে যে ডিস্ট্রিক্ট জাজকে নিয়ে আসা হয়েছিল তাকে নির্বাচিত হতে বার্নার্ড হ্যারল্ডই সাহায্য করেছিল। কাজেই আমার ফাঁসিতে ঝুলে মৃত্যু স্থির করেছে সে।

এটা কোনও বড় ব্যাপার নয় যে হ্যারল্ড মরার সঙ্গে সঙ্গে তার [illegible] হয়ে গেছে, তার র‍্যানশ ভেঙে যাবে কিছুদিনের মধ্যে। যারা তার [illegible] উচ্চবাচ্য করছে, তারাই হ্যারল্ডের কবরের মাটি শুকাবার আগে [illegible] জমিতে নিজেদের ক্লেইম ফাইল করতে ব্যস্ত হয়ে উঠবে।

হিরাম ক্রিসে কোর্টে সাক্ষ্য দিয়েছে যে হ্যারল্ড তাকে খুন করতে আমাকে ভাড়া করেছিল। তাতে জুরিদের মন নরম হয়নি অবশ্য। জুরি বলতে হ্যারল্ডের কাউবয়রা। তারা ইতিমধ্যেই তাদের চাকরি হারিয়ে না থাকলেও শীঘ্রি হারাবে আমার কারণে। তখন যদি চার সেকশন জমিতে ক্লেইম ফাইল না করে, তা হলে এখান থেকে চলে যেতে হবে তাদের।

তো, যাজক, এই হচ্ছে মোটামুটি ঘটনা। জানি না তুমি যা শুনতে চেয়েছিলে তা আমি বলতে পেরেছি কি না।

স্কয়্যারের ওরা শেষ পর্যন্ত ফাঁসির চৌকাঠে পেরেক ঠোকা বন্ধ করেছে। মনে হয় ওদের কাজ শেষ।

ছেলেগুলোর জন্যে আমার খানিকটা দুঃখই হচ্ছে, এভাবে সারারাত জেগে একটানা কাজ করেছে। সকালে ওরা যখন এসে দেখবে ফাঁসির চৌকাঠ ব্যবহারের উপায় নেই, তখন ওদের মন খারাপ হয়ে যাবে।

ওই বাইরের শব্দটা, যাজক? ওরা আমার কয়েকজন বন্ধু। ওরা তোমারও বন্ধু, যাজক। কাজেই তুমি যদি ওদের কাউকে চিনে ফেলো, তা হলে আশা করি মুখটা বন্ধ রাখবে? আমি চাই না ওই নিরীহ মানুষগুলো বিপদে পড়ুক।

তুমি বরং দরজার গায়ে সেঁটে দাঁড়াও, যাজক, বাইরের দেয়াল থেকে সরে এসো। দুই খচ্চরে টানা বাগি নিয়ে এসেছে ওরা, জানালাটা খসিয়ে ফেলবে। আমি চাই না তোমার পায়ে পাথর পড়ে চোট লাগুক, শেষে খোঁড়াও হয়ে যেতে পারো।

এই যে খসে গেল জানালা। একটু তুলে ধরবে না কি আমাকে, যাজক?

থ্যাঙ্ক ইউ!

আরেকটু উঁচু করো।

ব্যস, হয়েছে। এবার আমি গর্তটা দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারব।

তোমার সঙ্গে কথা বলে খুব ভাল লাগল, যাজক, কিন্তু আমার আবার তাড়া আছে, কাজেই যেতে হচ্ছে। আইনের লক্ষ্মী ছেলেদের বোলো, তাদের জেলের ব্যাপারে আমি সত্যি দুঃখিত। ওদের বোলো, আমি বলে গেছি, পরেরবার জেলখানাটা যেন আরও শক্ত-পোক্ত ভাবে বানায়। এটা তো আমার মত একটা বুড়ো হাবড়াকেও আটকে রাখতে পারল না!

***